ISSN-0971-8435

বিশেষ সংখ্যা

যোজনা
ধনধান্যে

মার্চ ২০২০ | উন্নয়নমূলক মাসিক পত্রিকা | ₹ ৩০

কেন্দ্রীয় বাজেট ২০২০-'২১

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

কেন্দ্রীয় বাজেট ২০২০-'২১ : বজায় রেখেছে সঠিক ভারসাম্য
ড. রাজীব কুমার

কেন্দ্রীয় বাজেটে নগরচিত্র রূপান্তরের দিশা
দুর্গাশঙ্কর মিশ্র

ভারতের পরিবহণ পরিকাঠামো
জি. রঘুরাম

সবার জন্য স্বাস্থ্যের খোঁজে ভারত
ড. ইন্দু ভূষণ

ফোকাস

কর সংক্রান্ত প্রস্তাব : আমজনতার সবদিকে সুবিধা
ড. অজয় ভূষণ পাণ্ডে

বিশেষ নিবন্ধ

জল ও শৌচব্যবস্থার অর্থনৈতিক প্রেক্ষিত
পরমেশ্বরণ আইয়ার

‘স্বচ্ছন্দ জীবনযাপন’—কেন্দ্রীয় বাজেট ২০২০-’২১-এর মূলমন্ত্র

যোজনা পত্রিকা গোষ্ঠী

২০২০-’২১ সালের কেন্দ্রীয় বাজেট পেশ করার সময় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ বলেন, ‘‘আমাদের প্রধানমন্ত্রী সকল নাগরিকের তরফ থেকে আমাদের সামনে ‘স্বচ্ছন্দ জীবনযাপন’-এর লক্ষ্যমাত্রা রেখেছেন।’’ তা সম্ভব হয়েছে কৃষক-বান্ধব পদক্ষেপের মাধ্যমে। যেমন, ২০২০-’২১ অর্থবর্ষে ১৫ লক্ষ কোটি টাকার কৃষিঋণের লক্ষ্য; ‘কিষাণ রেল’ ও ‘কৃষি উড়ান’-এর মতো প্রকল্পের মাধ্যমে পচনশীল সামগ্রীর জন্য নিরবচ্ছিন্নভাবে হিমজাতকরণের জন্য জাতীয় সরবরাহ শৃঙ্খল ব্যবস্থা; এবং ‘প্রধানমন্ত্রী-কুসুম’ প্রকল্পের প্রসার করে ২০ লক্ষ চাষির জন্য একটি করে সোলার পাম্প। মন্ত্রী আরও জানান, এই প্রেক্ষাপটে সরকার স্বাস্থ্য, সমৃদ্ধি ও জনকল্যাণের ক্ষেত্রে দেশকে এক ধাক্কায় কয়েক যোজন এগিয়ে নিয়ে যেতে সচেষ্ট।

এই বাজেটের মূলমন্ত্র সব নাগরিকদের জন্য ‘স্বচ্ছন্দ জীবনযাপন’, যার তিনটি প্রধান বৈশিষ্ট্য :

- কৃষি, সেচ ও গ্রামোন্নয়ন; সুস্বাস্থ্য, জল ও স্যানিটেশন; শিক্ষা ও দক্ষতা বিকাশ, এইসব ক্ষেত্র মিলিয়ে **উচ্চাকাঙ্ক্ষী ভারত**-এর উদ্দেশ্য সমাজের সকল শ্রেণির জন্য স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও কর্মসংস্থান-সহ উন্নত মানের জীবনযাত্রা।
- প্রধানমন্ত্রীর ‘‘সবকা সাথ, সবকা বিকাশ’’-এর ডাকের সঙ্গে সাযুজ্য রেখেই সকলের জন্য **অর্থনৈতিক বিকাশ**। এর জন্য প্রয়োজন সার্বিক আর্থিক সংস্কার এবং উৎপাদনশীলতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি সুনিশ্চিত করতে বেসরকারি ক্ষেত্রের প্রসার। এর অন্যতম অংশ, শিল্পক্ষেত্র, বাণিজ্য ও লগ্নি এবং পরিকাঠামো ও ‘নয়া অর্থনীতি’।
- অন্ত্যোদয়-ভিত্তিক মানবিক তথা সহানুভূতিশীল **সহমর্মী সমাজ**। নারী, শিশু ও সমাজ কল্যাণ; সংস্কৃতি ও পর্যটন এবং পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন এর তিন প্রধান অঙ্গ।

সরকারের লক্ষ্য :

- **ডিজিটাল প্রশাসন**-এর মাধ্যমে নিরবচ্ছিন্নভাবে পরিষেবা প্রদান।
- **জাতীয় পরিকাঠামো পাইপলাইন**-এর মাধ্যমে পরিকাঠামো-গত সুযোগসুবিধার নিরিখে জীবনযাপনের মানোন্নয়ন।
- **বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা**-র মাধ্যমে ঝুঁকি প্রশমন।
- **পেনশন ও বিমার প্রসার**-এর মাধ্যমে সামাজিক সুরক্ষা বৃদ্ধি।

(সূত্র : প্রেস ইনফর্মেশান ব্যুরো)

PM Tweets

#JanJanKaBudget includes many reforms. It also lays out a plan to boost employment generation in important sectors of the economy. I am particularly delighted that there is an extensive focus on doubling farmer incomes in the Budget. It will help crores of hardworking farmers.

The first Budget of this new decade is a #JanJanKaBudget. It combines futuristic vision with a definitive action plan for growth. The Budget will boost income, investment, demand and consumption. It will strengthen our financial systems and the credit flow.

The #JanJanKaBudget strives to reduce the tax burden and put more money in the hands of the common man. With measures like ‘Vivad Se Vishwas’ and faceless appeals, litigation will be reduced and there will be greater trust in the system.

(1 February, 2020)

মার্চ, ২০২০

যোজনা

পত্রিকা গোষ্ঠীর বাংলা মাসিক

ধনধান্যে

প্রধান সম্পাদক : **রাজেন্দ্র চৌধুরী**

উপ-অধিকর্তা : **খুরশিদ এ. মালিক**

সম্পাদক : **রমা মন্ডল**

সহকারী-সম্পাদক : **পম্পি শর্মা রায়চৌধুরী**

প্রচ্ছদ : **গজানন পি. ধোপে**

সম্পাদকীয় দপ্তর : ৮, এসপ্লানেড ইস্ট,
কলকাতা-৭০০ ০৬৯

ফোন : (০৩৩) ২২৪৮-২৫৭৬

ই-মেল : bengaliyojana@gmail.com

গ্রাহক মূল্য : ২৩০ টাকা (এক বছরে)

৪৩০ টাকা (দুই বছরে)

৬১০ টাকা (তিন বছরে)

ওয়েবসাইট : www.publicationsdivision.nic.in

ফেসবুক : www.facebook.com/KolkataPublicationsDivision

প্রকাশিত মতামত লেখকের নিজস্ব, ভারত সরকারের নয়।

পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের বক্তব্য ও বানান আমাদের নয়।

এই সংখ্যায়

এই সংখ্যা প্রসঙ্গে ৪

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

কেন্দ্রীয় বাজেট ২০২০-'২১ : বজায় রেখেছে সঠিক ভারসাম্য
ড. রাজীব কুমার ৫

ফোকাস

কর সংক্রান্ত প্রস্তাব : আমজনতার সবদিকে সুবিধা
ড. অজয় ভূষণ পাণ্ডে ৯

কেন্দ্রীয় বাজেটে নগরচিত্র রূপান্তরের দিশা
দুর্গাশঙ্কর মিশ্র ১২

ভারতের পরিবহণ পরিকাঠামো
জি. রঘুরাম ১৮

পরিপ্রেক্ষিত শিল্পক্ষেত্র
ড. রণজিৎ মেহেতা ২২

আর্থিক সুস্থিতি এবং বাজেট ঘাটতি
ড. অমিয় কুমার মহাপাত্র ২৯

কেন্দ্রীয় বাজেট ২০২০-'২১ : নিরাপদ আমানত, মজবুত সমবায় ব্যাঙ্ক তথা অতিক্ষুদ্র, ছোটো ও মাঝারি শিল্পে নজর
শিশির সিনহা ৩৩

কেন্দ্রীয় বাজেটের ক্ষেত্রভিত্তিক বিশ্লেষণ
ড. এ. কে. দুবে ৩৬

বিশেষ নিবন্ধ

জল ও শৌচব্যবস্থার অর্থনৈতিক প্রেক্ষিত
পরমেশ্বরণ আইয়ার ৩৯

সবার জন্য স্বাস্থ্যের খোঁজে ভারত
ড. ইন্দু ভূষণ ৪২

শিক্ষাক্ষেত্রে বাজেট সংস্থান বিশ্লেষণ
শালেন্দর শর্মা, শশীরঞ্জন ঝা ৪৬

দক্ষতা, কর্মসংস্থান ও মানবসম্পদ উন্নয়ন : এবারের বাজেটের মূল স্তম্ভ
দিলীপ চিনয় ৫১

কৃষকদের উন্নতিতে কর্মপরিকল্পনা
ড. জগদীপ সাক্সেনা ৫৪

পরিবেশ ও অরণ্য
ড. এস. সি. লাহিড়ী ৫৮

বাজেটে মহিলা ও প্রবীণ নাগরিকদের জন্য ব্যবস্থা
ড. শাহিন রাজি, নৌসিন রাজি ৬২

অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৯-'২০ : মুখ্য বৈশিষ্ট্য
সংকলন : যোজনা পত্রিকা গোষ্ঠী ৬৫

লক্ষ্য উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সার্বিক উন্নয়ন
শ্রীপ্রকাশ শর্মা ৬৮

নিয়মিত বিভাগ

যোজনা ক্যুইজ ৭০

যোজনা নোটবুক ৭১

যোজনা ডায়েরি ৭৩

উন্নয়নের রূপরেখা ..... দ্বিতীয় প্রচ্ছদ

আমাদের প্রকাশনা ..... তৃতীয় প্রচ্ছদ

জানেন কী? ..... তৃতীয় প্রচ্ছদ

যোজনা
পত্রিকা গোষ্ঠীর বাংলা মাসিক
ধনধান্যে

এই সংখ্যা প্রসঙ্গে

আমজনতার বাজেট

চলতি দশকের প্রথম কেন্দ্রীয় বাজেট প্রস্তাবের মূলমন্ত্র হল মানুষের জীবনযাপন মসৃণতর করা। ''জন জন কা বাজেট'' এই শিরোনামেই তার আভাস মেলে। কাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্যসাধনে এবছরের বাজেটে এমন বেশকিছু বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে, যা অর্থনীতির উপর দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব ফেলবে। কাঠামোগত সংস্কারের পথে হেঁটে এই বাজেট বৃদ্ধি ও রাজকোষের মধ্যে এক সূক্ষ্ম ভারসাম্য রক্ষা করে চলেছে।

অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৯-'২০ ভারতের ১৩০ কোটি নাগরিকের সম্পদ সৃষ্টির উপর জোর দিয়েছে। বিষয়টি উপলব্ধি করা যায় বাজেটের তিন কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তুর সূত্র ধরে, উচ্চাকাঙ্ক্ষী ভারত, আর্থিক বিকাশ এবং সহমর্মী সমাজে। উল্লিখিত তিনটি বিষয়ই কোনও না কোনওভাবে দেশের সমস্ত নাগরিকের জীবনকে ছুঁয়ে যায়। তা তিনি কৃষক, বিনিয়োগকারী, ছাত্র, চাকরিজীবী শ্রেণি বা সদ্যপ্রতিষ্ঠিত উদ্যোগের মালিক এমন যাই হন না কেন। ''উচ্চাকাঙ্ক্ষী ভারত'' এমন এক রাষ্ট্র ধারণা যেখানে সমাজের সর্বস্তরের মানুষজন সঠিক স্বাস্থ্য পরিষেবা, শিক্ষা তথা উত্তম কর্মসংস্থানের সুযোগ-সহযোগে উন্নত জীবনযাপনের শরিক হয়ে উঠবে। প্রধানমন্ত্রীর ''সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস'' আহ্বানের মধ্যেই প্রতিধ্বনিত হয়েছে সকলের জন্য অর্থনৈতিক বিকাশের বার্তা এবং ''সহমর্মী সমাজ''-এর বৈশিষ্ট্য হল তা একদিকে দয়াশীল; অন্যদিকে বিকাশের সুফল দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলবাসী প্রান্তিকতম মানুষটির কাছেও পৌঁছে দেওয়ার মানবিক তাগিদ ঋদ্ধ। যোজনা'-র মার্চ মাসের এই বিশেষ সংখ্যায় এবছরের বাজেটকে কাটাছেঁড়া করে উল্লিখিত তিন বৃহত্তর বিষয়ের প্রত্যেকটিকে তলিয়ে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

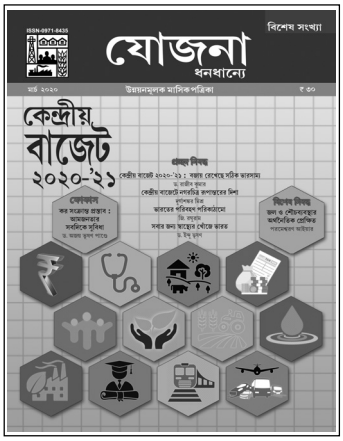

ডিজিটাল প্রশাসনের মাধ্যমে মসৃণ ও নিরবচ্ছিন্নভাবে পরিষেবা প্রদানের সংস্থান; জাতীয় পরিকাঠামো পাইনলাইনের মাধ্যমে জীবনযাপনের গুণগত মানের উন্নতিসাধন; বিপর্যয় ব্যবস্থাপনার হাত ধরে ঝুঁকি প্রশমন; এবং পেনশন বা অবসর ভাতা তথা বিমার ছত্রচ্ছায়ায় এনে সামাজিক সুরক্ষার প্রদান এমত বিবিধ লক্ষ্য অর্জনের মনোবাসনা প্রবহমান বাজেট প্রস্তাবনার ছত্রে ছত্রে। এবারের বাজেটে বিনিয়োগ বৃদ্ধির লক্ষ্যকে পাখির চোখ করে একগুচ্ছ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। কোম্পানি প্রদত্ত লভ্যাংশ বণ্টন কর (DDT) তুলে দেওয়ার প্রস্তাব রাখা হয়েছে। এখন থেকে বিনিয়োগকারীরা লভ্যাংশের ওপর কর দেবেন। কর সংক্রান্ত মামলামোকদ্দমার সংখ্যা কমাতে আনা হয়েছে ''বিবাদ সে বিশ্বাস''। ব্যাঙ্কে গচ্ছিত আমানতের উপর বিমা সুরক্ষা বাড়িয়ে পাঁচ লক্ষ টাকা করা হয়েছে। ব্যক্তিগত আয়করের ক্ষেত্রে, কী ধরনের ছাড় এবং রেহাই তিনি দাবি করেছেন তার উপর ভিত্তি করে মধ্যবিত্ত আয়করদাতারা নিজের সুবিধা অনুযায়ী নতুন বা পুরোনো যেকোনও একটি পদ্ধতি বেছে নিয়ে প্রদেয় করের নিরিখে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে ফায়দা ওঠাতে পারেন। আনকোরা উদ্যোগ বা স্টার্ট-আপ সংস্থার অনুকূল আবহ পাকাপোক্ত করতে এবারের বাজেটে এসব সংস্থার কর্মীদের উপর থেকে করারোপণের বোঝা হটাতে প্রস্তাব রাখা হয়েছে। ESOPs-এর ওপর কর প্রদান মুলতুবি রাখা হয়েছে।

এবারের বাজেটে প্রস্তাবিত ষোলো দফা কর্মপরিকল্পনা বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। কৃষকের আয় দ্বিগুণ বাড়ানো; কৃষিজাত সামগ্রী মজুদ ও স্থানান্তরের ক্ষেত্রে উপযুক্ত পরিকাঠামোর সংস্থান; নীল অর্থনীতির, অর্থাৎ মৎস্যচাষ ও অন্যান্য জলজসম্পদের ব্যবসাবাণিজ্যের প্রসার; হর্টিকালচার বা ফলফলাদির চাষ; খামার পশুপালন ইত্যাদি লক্ষ্যপূরণ তথা ক্ষেত্রে বিশেষভাবে নজর দেওয়া হয়েছে উল্লিখিত কর্মসূচির মাধ্যমে। ২০২৪ সাল নাগাদ উড়ান প্রকল্পের আওতায় ১০০-টি বিমানবন্দর গড়ার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। উত্তর-পূর্বাঞ্চল এবং আদিবাসী অধ্যুষিত জেলাগুলিকে সামনের সারিতে নিয়ে আসতে জাতীয় তথা আন্তর্জাতিক রুট-এ কৃষি উড়ান যোজনা চালু করা হবে। নয়া অর্থনীতির বুনিয়াদি হতে চলেছে উদ্ভাবনা; যার সঙ্গে যথাযথ সঙ্গত করবে কৃত্রিম বা যান্ত্রিক বুদ্ধিমত্তা, ইন্টারনেট-অব-থিংস (IoT), কোয়ান্টাম কম্পিউটিং ইত্যাদি অত্যাধুনিক প্রযুক্তি। যাতে করে ইতোপূর্বে কল্পনাতেও আনা যায়নি এমন মাত্রায় আর্থিক অন্তর্ভুক্তি এবং সরাসরি উপকার হস্তান্তর সম্ভব হয়।

কৃষি, পরিকাঠামো, সামাজিক ক্ষেত্র, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ইত্যাদি খাতে বিপুল বিনিয়োগের সংস্থান করতে সরকার যে দৃঢ় অঙ্গীকারবদ্ধ তার প্রতিফলন ঘটেছে এবারের বাজেট প্রস্তাবে। স্যানিটেশন বা স্বাস্থ্যবিধানের ক্ষেত্রে, সরকার প্রকাশ্য স্থানে শৌচকর্মের অভ্যাসমুক্তিকে চিরকালের জন্য ধরে রাখতে 'ODF+' স্তরে উন্নীত হওয়ার প্রতি দায়বদ্ধ। নয়া শিক্ষা নীতির আকারে যে সংস্কারসাধন আশা করা হচ্ছে, তাতে করে শিক্ষা এবং দক্ষতার বিকাশকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। প্রায় ১৫০-টির মতো উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষানবিশ সংশ্লিষ্ট কোর্স চালু করা হবে। অনলাইন পুরোদস্তুর স্নাতক স্তরের শিক্ষাক্রমও অবিলম্বে চালু হতে চলেছে। তদন্তবিজ্ঞান, ফরেন্সিক সায়েন্স, সাইবার-ফরেন্সিক ইত্যাদি বিষয়ে দক্ষ মানবসম্পদের চাহিদা মেটাতে একটি জাতীয় আরক্ষা বিশ্ববিদ্যালয় এবং একটি জাতীয় ফরেন্সিক সায়েন্স বিশ্ববিদ্যালয় তৈরির প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।

স্বাধীন ভারতের প্রথম বিত্তমন্ত্রী, প্রয়াত শ্রী আর. কে. সন্মুখম ১৯৪৮ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি দেশের প্রথম বাজেট প্রস্তাব পেশ করার সময় মহাত্মা গান্ধীর অমূল্য বাণীসম্ভার থেকে চয়ন করে একটি বাক্য উদ্ধৃত করেছিলেন : "Lead Kindly Light. The next step is enough for us if it is illuminated by the star of our ambition and fortified by the faith in our destiny." আজও সেই কথাটি সমান প্রাসঙ্গিক।❑

কেন্দ্রীয় বাজেট ২০২০-'২১ : বজায় রেখেছে সঠিক ভারসাম্য

ড. রাজীব কুমার

এবারের কেন্দ্রীয় বাজেটে ধরা পড়েছে সঠিক ভারসাম্য বজায় রাখার এক চমৎকার ছবি। অর্থনৈতিক বৃদ্ধির এবং রাজকোষ সংক্রান্ত বিচক্ষণতার মধ্যে সুস্থিতি নজরে এসেছে। এই বাজেট অর্থনীতির ক্ষেত্রে যথাযথ নজর দেওয়ার চেষ্টা করেছে। সার্বিক এবং সুস্থায়ী বিকাশে জোর দিয়েছে।

এ বছরের বাজেট হচ্ছে— উচ্চাকাঙ্ক্ষী ভারত, অর্থনৈতিক বিকাশ এবং সহমর্মী সমাজ এই তিন মূল থিম বা বিষয়ের এক নিটোল রূপ। প্রধানমন্ত্রীর 'সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস' স্বপ্নের সঙ্গে তালমিল রেখে এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষী ভারতের উদ্দেশ্যসাধনে, এর লক্ষ্য হল স্বাস্থ্য ও শিক্ষার উন্নত সুযোগ পাওয়ার মাধ্যমে জীবনযাত্রার মান আরও বাড়ানো। অর্থনৈতিক বিকাশ এবং সুস্থায়ী বা টেঁকসই বিকাশ আরও এগিয়ে নিয়ে গিয়ে, এই বাজেটের ইচ্ছা বেসরকারি ক্ষেত্রকে উৎসাহ দেওয়া এবং প্রতিটি মানুষের প্রয়োজন ও কল্যাণ দেখভাল করার দিকে নজর রাখা; এক সহমর্মী এবং সুসমঞ্জস বা ঐক্যবদ্ধ সমাজ গঠন নিশ্চিত করা।

এই কিছুদিন যাবৎ, কৃষি এবং সহযোগী ক্ষেত্র বেশ কিছুটা টালমাটাল। তবে, সরকার ২০২২ সালের মধ্যে কৃষকের আয় দু'গুণ বাড়ানোর নিশানায় স্থিরপ্রতিজ্ঞ। কৃষি এবং সহযোগী ক্ষেত্রের প্রায় যাবতীয় দিকে নজর দিয়ে বাজেটে ১৬ দফা কাজের দিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কৃষি উৎপাদন এবং চাষির কম আয়ের মধ্যে বিস্তর ফারাক রয়েই গেছে। জোগানে ত্রুটিবিচ্যুতি ও খামতি এজন্য দায়ি। বাজেটের লক্ষ্য, কৃষি উৎপাদন এবং ফসল বেচা-কেনায় যুক্ত সবাইকে সাহায্য করা। শস্য মজুত রাখার জন্য গুদামের বন্দোবস্তোর বিষয়টি গুরুত্ব পেয়েছে।

বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে সমুদ্র-অর্থনীতি এবং তার মারফত ভারতের উপকূল লাগোয়া অঞ্চলের উন্নয়নের দিকে। হিমায়িত আধারে ফসল সরবরাহের ব্যবস্থা গড়ে তোলার উদ্যোগ এবং ভারতীয় রেলের সহযোগিতায় হিমায়িত কোচ চালু করা এক প্রশংসনীয় পদক্ষেপ। এর সুবাদে পচনশীল ফসল আরও বেশিদিন তরতাজা রাখা যাবে।

অত্যাধুনিক প্রযুক্তির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার দিকটি এই বাজেটে স্বীকৃতি পেয়েছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ডেটা সেন্টার পার্ক (Data Center Park) গড়ার জন্য বেসরকারি

[লেখক NITI আয়োগের ভাইস চেয়ারম্যান। ই-মেল : vch-niti@gov.in]

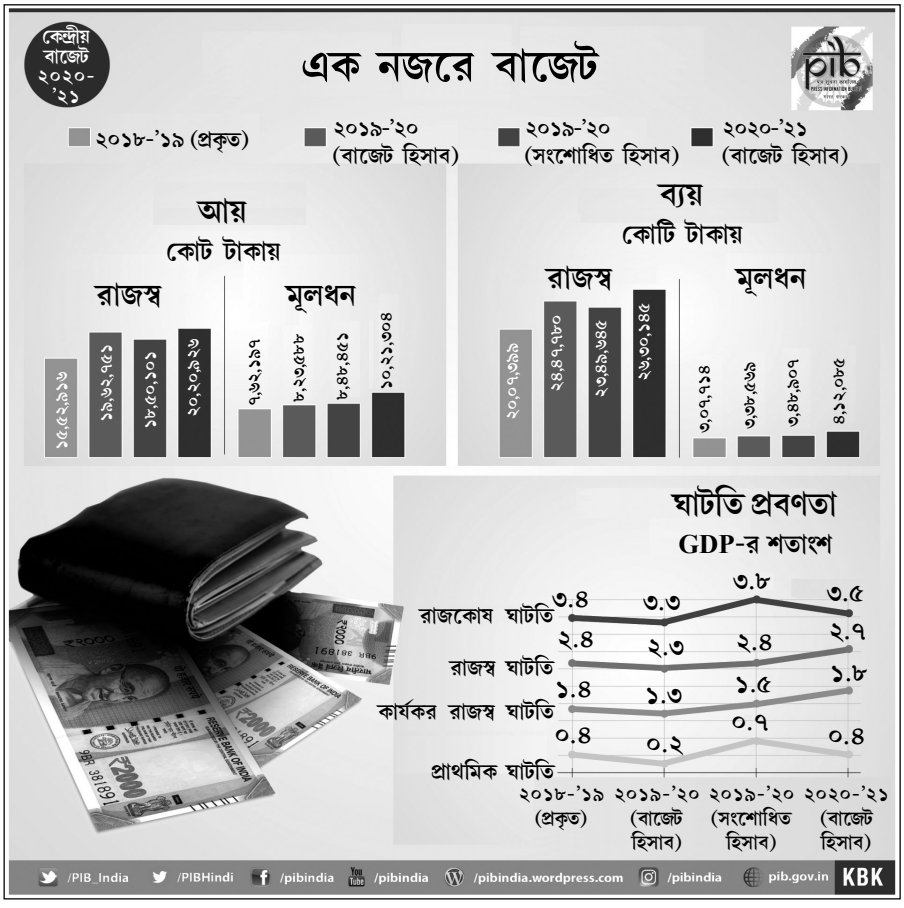

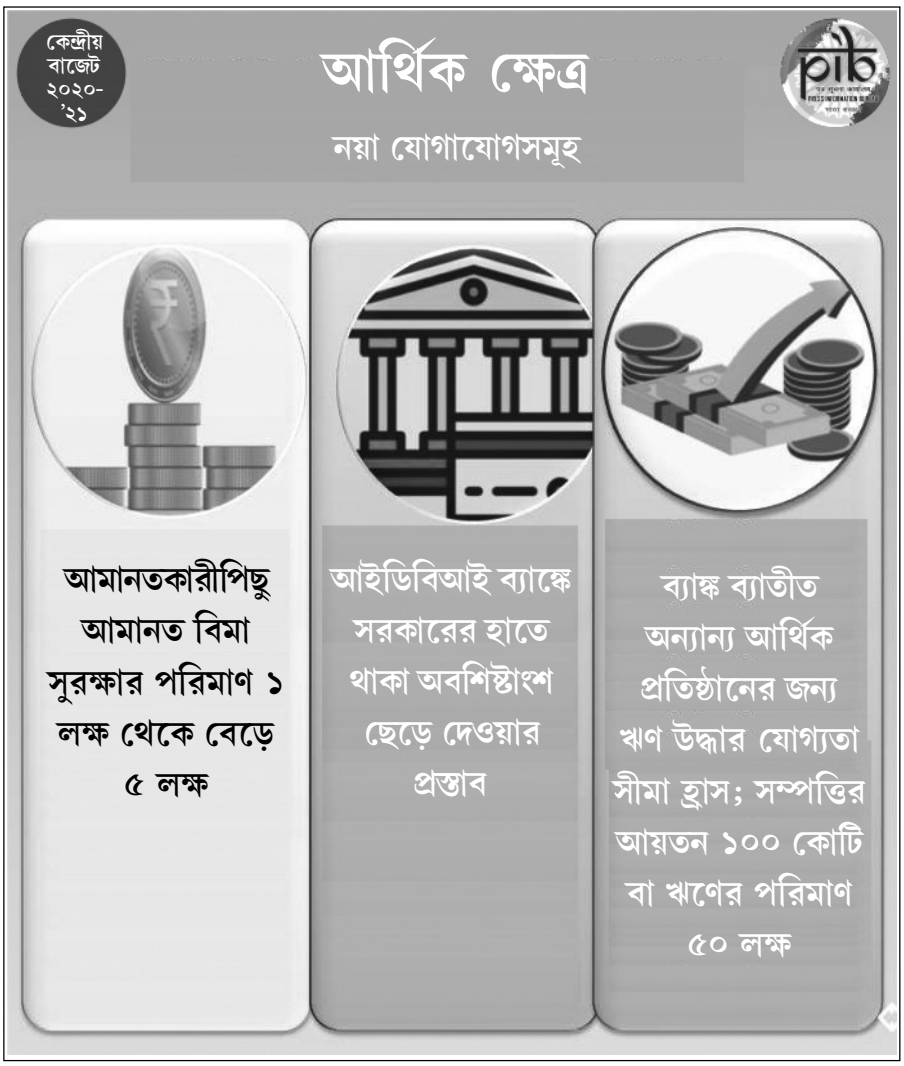

ক্ষেত্রকে সক্ষম এবং কোয়ান্টাম প্রযুক্তি সংক্রান্ত জাতীয় মিশন চালু করতে আসন্ন নীতি ভারতকে পরবর্তী শিল্প বিপ্লবের জন্য এগিয়ে দেবে। অর্থনীতিতে এক বড়ো অংশভাক পরিষেবা ক্ষেত্রের এবং এসব পদক্ষেপ এক্ষেত্রে, বিশেষত তথ্যপ্রযুক্তির পরিষেবার বিকাশ নিশ্চিত বাড়াবে।

আগামী দশকে, কর্মক্ষম (১৫-৬৪ বছর বয়সি) লোকের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি হবে ভারতে। জনসংখ্যা সংক্রান্ত এই সুফল কুড়োতে হলে, আমাদের এখনই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করতে হবে। মনে রাখার দরকার যে বিশাল কর্মীবাহিনী থাকা একটা মওকা হলেও, উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর জন্য উপযুক্ত দক্ষতা খুবই জরুরি। নতুন শিক্ষা নীতি এদিকে খেয়াল রাখবে। উচ্চ হারে বিকাশের জন্য, প্রধানমন্ত্রী শিল্পোদ্যোক্তা ও নয়া বা সদ্যোজাত (স্টার্ট-আপ) সংস্থার পক্ষে জোরাল সওয়াল করেছেন এবং বিশ্বে ভারত স্টার্ট-আপ পরিবেশের এক বড়ো কেন্দ্র হিসেবে উঠে এসেছে। উদ্যোগকে আরও উৎসাহ দিতে, বাজেট স্টার্ট-আপ সংস্থায় কর্মীদের শেয়ার, বোনাস ইত্যাদি প্রাপ্যের ক্ষেত্রে (Employee Stock Ownership Plan—ESOP) কর ছাড়ের সংস্থান রেখেছে। এছাড়া, প্রথম দিকে নতুন সংস্থাগুলিকে সাহায্য করতে সরকার শেয়ার মূলধনের জন্য এক তহবিল গড়ার সিদ্ধান্ত নেওয়ায় উঠতি উদ্যোগপতিদের প্রচুর সুবিধে হবে।

সরকার আর্থিক ক্ষেত্রের জন্য বেশ কিছু ব্যবস্থা চালু করেছে। বিদেশি লগ্নিকারীদের জন্য বন্ড বাজার খুলে দেওয়া এবং বিদেশি পোর্টফোলিও লগ্নিকারকদের (Foreign Portfolio Investments—FPIs) বকেয়া কর্পোরেট বন্ডের সর্বোচ্চ সীমা বর্তমানের ৯ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ১৫ শতাংশে নিয়ে যাওয়াটা এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। এছাড়া, ভারত বন্ড এক্সচেঞ্জ ট্রেডেড ফান্ড (ETF)-এর বেনজির সাফল্যের পর, সরকার মূলত সরকারি ঋণপত্র বা বন্ড ও শেয়ার নিয়ে গঠিত এক নতুন ডেট—ইটিএফ (Debt-ETF) চালুর পরিকল্পনা করেছে। সহজে ভাঙ্গানো যাবে বলে, ১০ বছর মেয়াদি এই বন্ড ছাড়াটা বেশ এক বড়ো ঘটনা হয়ে দাঁড়াবে। এসব পদক্ষেপ বন্ড বাজারের গভীরতা বাড়াতে সাহায্য করবে এবং তপশিলভুক্ত বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের উপরে তাদের তহবিলের জন্য নির্ভরতা কমাতে আর্থিক মধ্যস্থতাকারীদের সামনে বিকল্প পথ খুলে দেবে।

দেশের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের প্রায় ২৯ শতাংশ আসে অতি ক্ষুদ্র, ছোটো এবং মাঝারি সংস্থা থেকে। এই বাজেট এসব সংস্থার অর্থসংস্থানে যথেষ্ট ছাড় দিয়েছে। এই ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি অর্থ জোগায় নন-ব্যাঙ্কিং ফাইন্যান্সিয়াল কর্পোরেশনগুলি। ছোটোখাটো সংস্থার চলতি মূলধন জোগাড় করার চাপ কমাতে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে এই নন-ব্যাঙ্কিং ফাইন্যান্সিয়াল কর্পোরেশনগুলিকে TReDs প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে সহায়তা করা হবে। এছাড়া, ঋণ আদায়ের হ্যাপায় জেরবার নন-ব্যাঙ্কিং ফাইন্যান্সিয়াল কর্পোরেশনগুলিকে স্বস্তি দিতে সিকিউরিটাইজেন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটিজ ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট (SARFAESI Act)-এর আওতায় তাদের ঋণ আদায়ের ঊর্দ্ধসীমা বাড়িয়ে ১০০ কোটি টাকা অবধি সম্পদ বা ৫০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণে নিয়ে যাওয়ার জন্য এই প্রস্তাব দিয়েছে।

সরকার রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলির হাল ফেরাতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আগামী বছরে বিলগ্নীকরণের লক্ষ্য নিয়ে বেশ কিছু প্রশ্ন উঠেছে। আমাদের কিন্তু দৃঢ় বিশ্বাস, বড়োসড়ো বিলগ্নি এবং সম্পদ বিক্রির মাধ্যমে লক্ষ্যপূরণ করা যাবে। ভারতের জীবনবিমা নিগমের শেয়ার বাজারে ছাড়লে শুধু সরকারি ভাঁড়ারে বাড়তি টাকা ঢুকবে

না, সেই সঙ্গে সংস্থাটির কাজকর্মে স্বচ্ছতা বাড়বে। বিশেষত পাঞ্জাব অ্যান্ড মহারাষ্ট্র কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক (পিএমসি ব্যাঙ্ক) কেলেঙ্কারির পর, ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থায় আস্থা বাড়ানোটা জরুরি। এই পটভূমিতে, ব্যাঙ্ক আমানতে কয়েক দশকের পুরোনো ১ লক্ষ টাকার বিমার অঙ্ক বাড়িয়ে ৫ লক্ষ টাকা করতে সরকারের ব্যবস্থাকে অবশ্যই প্রশংসা করতে হয়।

এছাড়া, দীর্ঘমেয়াদে টেঁকসই বিকাশ এবং কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে সরকারের জাতীয় পরিকাঠামো পাইপলাইন (National Infrastructure Pipeline—NIP)-এর ঘোষণাটি এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এই বাজেট পরিকাঠামো অর্থলগ্নি কোম্পানিগুলির শেয়ার মূলধনে ২২ হাজার কোটি টাকা জোগানোর সংস্থান রেখেছে। এই টাকার অঙ্কটা নেহাত কম নয়।

সরকার তার তথ্যের বিশ্বাসযোগ্যতা এবং স্বচ্ছতা বাড়াতে কয়েকটি পদক্ষেপ করেছে। এই প্রথম, বাজেটের মাধ্যমে সরকারি ঋণপত্র এবং কর্জের মতো বাজেট-বহির্ভূত বিষয়ে রিপোর্ট করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। 'প্রকৃত রাজকোষ ঘাটতি' এবং বাজার ধারণার দিক থেকে এই প্রকল্পে ঝুঁকির বিষয়টি আমরা স্বীকার করি এবং বিকাশের বর্তমান হাল-হকিকতের দরুন এবছর ধার বেড়ে গেলেও, আগামী বছরগুলিতে তা অনেকটা কমে যাবে।

এখন, বিশ্ব এমন এক ঠাসবুনুনির সমাজ হয়ে উঠেছে যে সংরক্ষণমূলক ব্যবস্থাদির দিকে চলা সঠিক পদক্ষেপ নাও হতে পারে। আমরা আরও বেশি উন্মুক্ত অর্থনীতি হতে চাইলে, আমাদের অবশ্যই এদেশের বাজারে আরও বেশি পণ্য ঢুকতে দিতে হবে। এবার বাজেটে বাণিজ্যিক নিষেধাজ্ঞা কিছুটা বাড়ানো হলেও, আমি মনে করি চিন থেকে ঢালাও

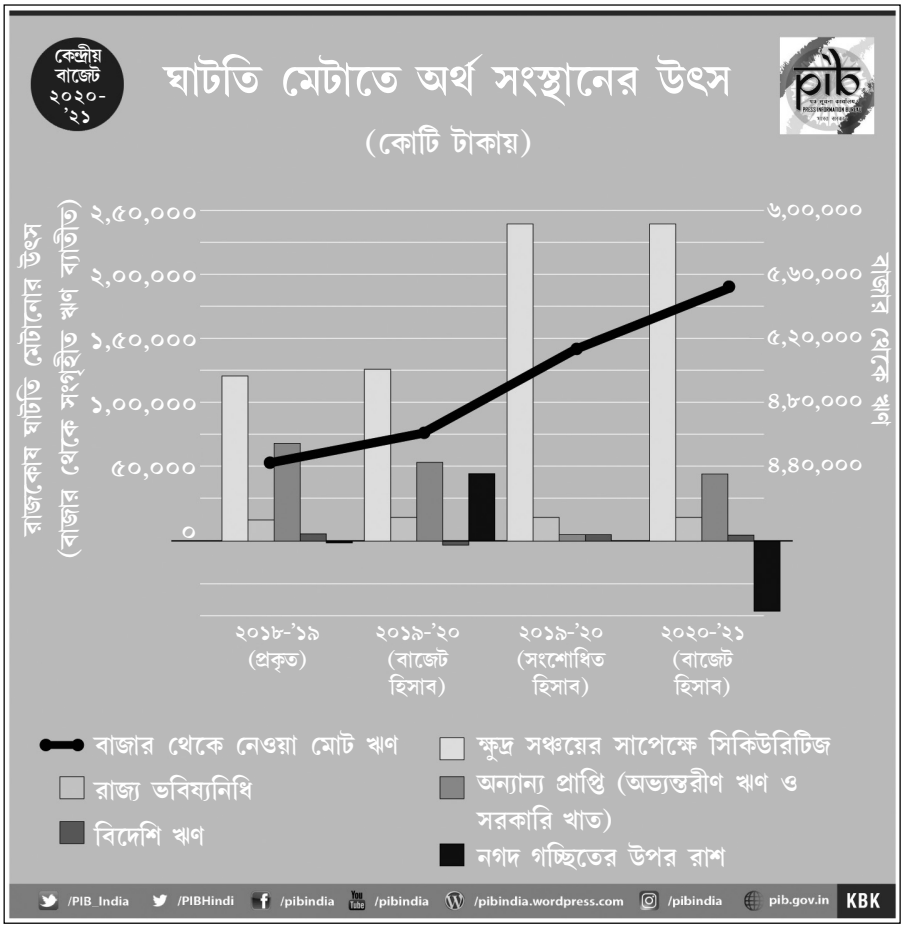

আমদানি এর মূল কারণ। অপেক্ষাকৃত স্বল্প সময়ের জন্য দেশি শিল্পকে বাঁচানোই এর উদ্দেশ্য। ভবিষ্যতে অভ্যন্তরীণ শিল্পের প্রতিযোগিতার ক্ষমতা বৃদ্ধির দিকে নজর দিয়ে, সরকার আরও বেশি উদার বাণিজ্য নীতির দিকে চলার চিন্তাভাবনা করতে পারে।

সামগ্রিক অর্থনীতিতে হরেকরকম কাঠামোগত সংস্কারের সঙ্গে তাল মিলিয়ে, বাজেটও সম্পদ সৃষ্টিতে উৎসাহ দেওয়ার মাধ্যমে অতীত থেকে অনেকখানি সরে এসেছে। অর্থনীতিতে আস্থা ফিরিয়ে আনতে, কোম্পানি ও ব্যক্তিগত কর ব্যবস্থা ক্রমশ সহজসরল করার পথে চলাটা এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। করদাতাদের সনদও সরকারের উপর বিনিয়োগকারী এবং কোম্পানিগুলির আস্থা বাড়াতে সাহায্য করবে।

বাজেটের পরই শেয়ার বাজার ধাক্কা খেয়েছে, এ ধারণা আদৌ ঠিক নয়। বাজার হয়তো চাহিদা বাড়ানোর কিছু নীতি বা ব্যক্তিগত আয়করে বড়োসড়ো ছাড়ের প্রত্যাশা করেছিল। তবে দীর্ঘমেয়াদি কাঠামোগত সংস্কারের কথা বুঝে যেতেই, দু'দিন পরে বাজার সব ক্ষতি উসুল করে নেয়। কী করা যেত এবং কী করা উচিত তা নিয়ে আমরা সবসময় কথা বলতেই পারি এবং বাজেট হয়তো বা বাজারের প্রত্যাশা মেটাতে ব্যর্থ হয়েছে, তবে এবারের বাজেট অর্থনীতির কাঠামো আরও জোরদার করতে ব্যবস্থা নিয়েছে। এই বাজেট বিকাশ হার বৃদ্ধির লক্ষ্য অর্জনের চ্যালেঞ্জগুলি বুঝতে পেরেছে। এর আগেও সরকার এহেন কথা বলেছে, বাজেটকে নিছক একটি ঘটনা হিসেবে দেখাটা বিচক্ষণতার পরিচায়ক হবে না। ক্ষমতায় আসার পর নতুন সরকার গত

সরকার তার তথ্যের বিশ্বাসযোগ্যতা এবং স্বচ্ছতা বাড়াতে কয়েকটি পদক্ষেপ করেছে। এই প্রথম, বাজেটের মাধ্যমে সরকারি ঋণপত্র এবং কর্জের মতো বাজেট-বহির্ভূত বিষয়ে রিপোর্ট করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। 'প্রকৃত রাজকোষ ঘাটতি' এবং বাজার ধারণার দিক থেকে এই প্রকল্পে ঝুঁকির বিষয়টি আমরা স্বীকার করি এবং বিকাশের বর্তমান হাল-হকিকতের দরুন এবছর ধার বেড়ে গেলেও, আগামী বছরগুলিতে তা অনেকটা কমে যাবে।

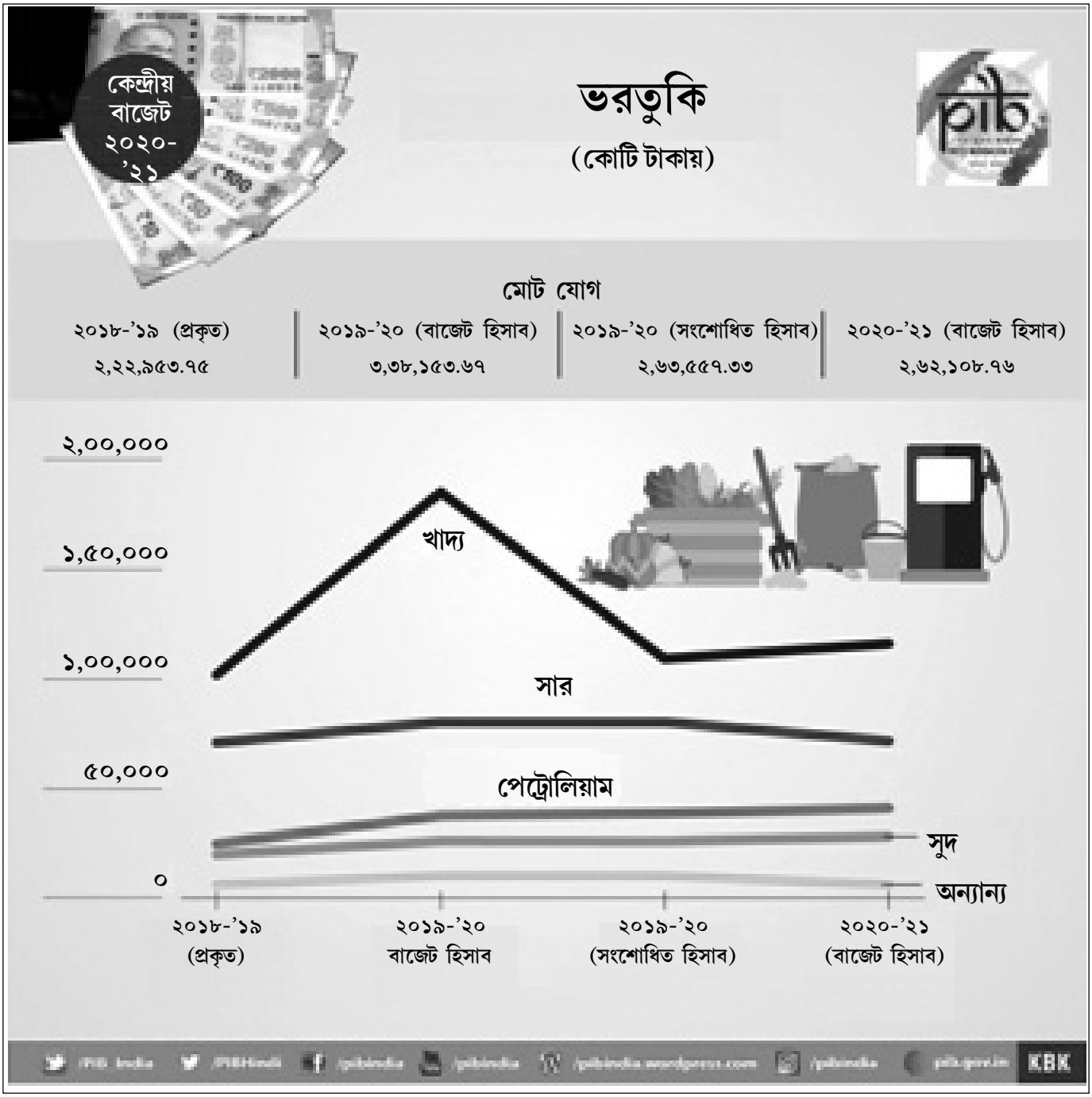

ছ'মাসে এবং বাজেট (২০২০-'২১ অর্থ বছর) ঘোষণায় বহু পদক্ষেপ করেছে। এসবের দরুন মধ্যমেয়াদে অর্থনীতি সুফল কুড়োবে। রাজকোষ দায়িত্ব এবং বাজেট ব্যবস্থাপনা আইন, ২০০৩ (Fiscal Responsibility and Budget Management—FRBM Act)-এর 'রেহাই ধারাটি' (escape clause) প্রয়োগ করে সরকারের চমৎকার ভারসাম্য বজায় রাখার কাজটি এই বক্তব্যের স্বপক্ষে যথেষ্ট। রাজস্ব সংগ্রহে টানাটানি থাকা সত্ত্বেও, সরকার রাজকোষ পরিচালনায় বিচক্ষণতা দেখিয়ে পর্যাপ্ত ব্যয়বরাদ্দে অঙ্গীকারবদ্ধ।

এই বাজেট বাস্তবসম্মত এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে ইতিবাচক। অর্থনৈতিক বিকাশের পথে চ্যালেঞ্জগুলির কথা মাথায় রেখে, স্বল্প, মাঝারি এবং দীর্ঘমেয়াদি বিকাশ সম্ভাবনাকে সমানভাবে পূরণের চেষ্টা করেছে। উচ্চাকাঙ্ক্ষী ভারত গড়ার লক্ষ্যে এ বাজেট অনেক পথ পাড়ি দিয়েছে। আমি সত্যি সত্যিই বিশ্বাস করি, সাম্প্রতিক পদক্ষেপগুলি ভারতকে ৫ লক্ষ কোটি মার্কিন ডলারের অর্থনীতি হয়ে ওঠার লক্ষ্য অর্জনে আমাদের এগিয়ে দেবে।❑

কর সংক্রান্ত প্রস্তাব : আমজনতার সবদিকে সুবিধা

ড. অজয় ভূষণ পাণ্ডে

মানুষের আয়, উপার্জন, ক্রয়ক্ষমতা বাড়িয়ে বাজারে পণ্য ও পরিষেবার চাহিদা বৃদ্ধি সরকারের অন্যতম লক্ষ্য। চাহিদা বাড়লে প্রশস্ত হবে অর্থনৈতিক বৃদ্ধির পথ। বাড়বে কর্মসংস্থান। কর দপ্তর এবং করদাতাদের পারস্পরিক আস্থা এবং বিশ্বাস বাড়ুক এবং কর প্রশাসন সাধারণ মানুষের বক্তব্য শুনুক, এমনটাই সরকারের কাছে কাম্য। প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে প্রকৃত করদাতাদের সুবিধা করে দেওয়া এবং একইসঙ্গে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের পথে হেঁটে কর খেলাপিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়ে রাজস্বে ক্ষতি এড়ানোয় এখন জোর দেওয়া হচ্ছে।

বর্তমান অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে ২০২০-'২১ অর্থবর্ষের সাধারণ বাজেট প্রস্তাব যথেষ্ট সংস্কারমুখী বলা যেতে পারে। সেখানে দেশের সর্বস্তরের মানুষের কথাই মাথায় রাখা হয়েছে। সরকারের তরফে উন্নয়নের প্রশ্নে প্রতিটি নাগরিককে শামিল করে ২০২৪ নাগাদ দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের পরিমাণ ৫ লক্ষ কোটি ডলার অর্থমূল্যে নিয়ে যাওয়ায় সরকারের আন্তরিক প্রয়াস এই বাজেটে স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত। উন্নয়নাভিলাষী ভারত এবং সহমর্মী ভারত-এর ধারণার সঙ্গে সমাজের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের উদ্যোগ, এই তিন স্বপ্ন মিলেমিশে গেছে এখানে। এগিয়ে চলার পথে পারস্পরিক সহযোগিতা এবং প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনকে পাথেয় করতে চায় সরকার।

মানুষের আয়, উপার্জন, ক্রয়ক্ষমতা বাড়িয়ে বাজারে পণ্য ও পরিষেবার চাহিদা বৃদ্ধি সরকারের অন্যতম লক্ষ্য। চাহিদা বাড়লে প্রশস্ত হবে অর্থনৈতিক বৃদ্ধির পথ। বাড়বে কর্মসংস্থান। এই কর্মকাণ্ডে কর সংক্রান্ত নীতির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, কর বাবদ সংগৃহীত রাজস্ব, বিনিয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থানের মাধ্যমে কাজের সুযোগ বাড়ানোর পাশাপাশি জনকল্যাণমূলক প্রকল্পে ব্যয়ের সুযোগও এনে দেয়, যা প্রান্তিকতম জনগোষ্ঠীর স্বার্থের প্রশ্নে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাছাড়া, কর সংক্রান্ত নীতির মাধ্যমে উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ ও অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত ক্ষেত্রগুলিতে অর্থপ্রবাহের চালনাও সম্ভব। এসব কথা মাথায় রেখে ২০২০-'২১ সাধারণ বাজেট প্রস্তাবে মৌলিক ও কাঠামোগত সংস্কারের প্রতি লক্ষ্য দেওয়া হয়েছে।

পণ্য ও পরিষেবা করের প্রবর্তন পরোক্ষ কর ব্যবস্থাপনায় যুগান্তকারী এক সংস্কার, একথা নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। নতুন এই ব্যবস্থা 'ইন্সপেক্টর রাজ'-এর অবসান ঘটানোয় ব্যবসার দুনিয়ার ছবিটাই গেছে পালটে। নানান কিসিমের কর মিলে গেছে একটিমাত্র কর-এ। অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে সারাদেশের সংযুক্তিকরণের পথে আরও একধাপ এগিয়ে পরিকাঠামোগত ও পরিবহণগত বিচারে ভারতকে অনেক সুবিধাজনক জায়গায় পৌঁছে দিয়েছে পণ্য ও পরিষেবা কর—GST। এই ব্যবস্থাপত্র চালু হওয়ার পর সংশ্লিষ্ট কাঠামোয় পরিমার্জনের কাজ এখনও চলছে। এক্ষেত্রে পরামর্শ গ্রহণে এবং বাণিজ্য ও শিল্পক্ষেত্রের স্বার্থে তা রূপায়ণে প্রস্তুত সরকার। প্রত্যক্ষ কর কাঠামোতেও পরিমার্জনের মাধ্যমে গোটা ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা আনতে সরকার প্রয়াসী।

কর দপ্তর এবং করদাতাদের পারস্পরিক আস্থা এবং বিশ্বাস বাড়ুক এবং কর প্রশাসন সাধারণ মানুষের বক্তব্য শুনুক, এমনটাই সরকারের কাছে কাম্য। প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে প্রকৃত করদাতাদের সুবিধা করে দেওয়া এবং একইসঙ্গে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের পথে হেঁটে কর খেলাপিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়ে রাজস্বে ক্ষতি এড়ানোয় এখন জোর দেওয়া হচ্ছে। এগোনো হচ্ছে এমন এক কর প্রশাসনের দিকে যা যা নৈর্ব্যক্তিক (faceless) অথচ বন্ধুত্বপূর্ণ, সরল এবং অবাঞ্ছিত আইনি জটিলতা এড়াতে সক্ষম।

বাজেট-এ পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ কর সংক্রান্ত উল্লেখযোগ্য প্রস্তাব ও তথ্যাদি

- **পরোক্ষ কর : GST**

সংশোধিত হিসেব অনুযায়ী ২০১৯-'২০ অর্থবর্ষে কেন্দ্রীয় GST (CGST) সংগ্রহের পরিমাণ দাঁড়াবে ৫,১৪,০০০ কোটি টাকা। এবাবদ ২০২০-'২১ অর্থবর্ষে সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা রাখা হয়েছে ৫,৮০,০০০ কোটি টাকা। বর্তমানে পরীক্ষামূলকভাবে কিছু ক্ষেত্রে চালু সরলীকৃত জ্ঞাপন (return) প্রণালী পাকাপাকিভাবে চালু হয়ে যাবে ২০২০-র পয়লা এপ্রিল থেকে। শূন্য রিটার্নের ক্ষেত্রে SMS-এর মাধ্যমে দাখিলা, আগেভাগেই রিটার্ন দাখিল, উৎপাদিত পণ্যের কাঁচামাল বাবদ পূর্বপ্রদত্ত কর বাবদ সুবিধা (Input Tax Credit) পাওয়ার প্রক্রিয়া সহজতর, এসব সুবিধাই মিলবে তখন। প্রক্রিয়াটি স্বয়ংক্রিয় হয়ে উঠছে। থাকছে না ব্যক্তিবিশেষের অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপের সুযোগ। পাশাপাশি তথ্য বিশ্লেষণ এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (AI) প্রয়োগের মাধ্যমে জাল input tax credit, ভুয়ো দাখিলা (fake return)-সহ সব ধরনের জুয়াচুরির বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিচ্ছে প্রশাসন।

[লেখক রাজস্ব সচিব, ভারত সরকার তথা GSTN-এর চেয়ারম্যান। ই-মেল : rsecy@nic.in]

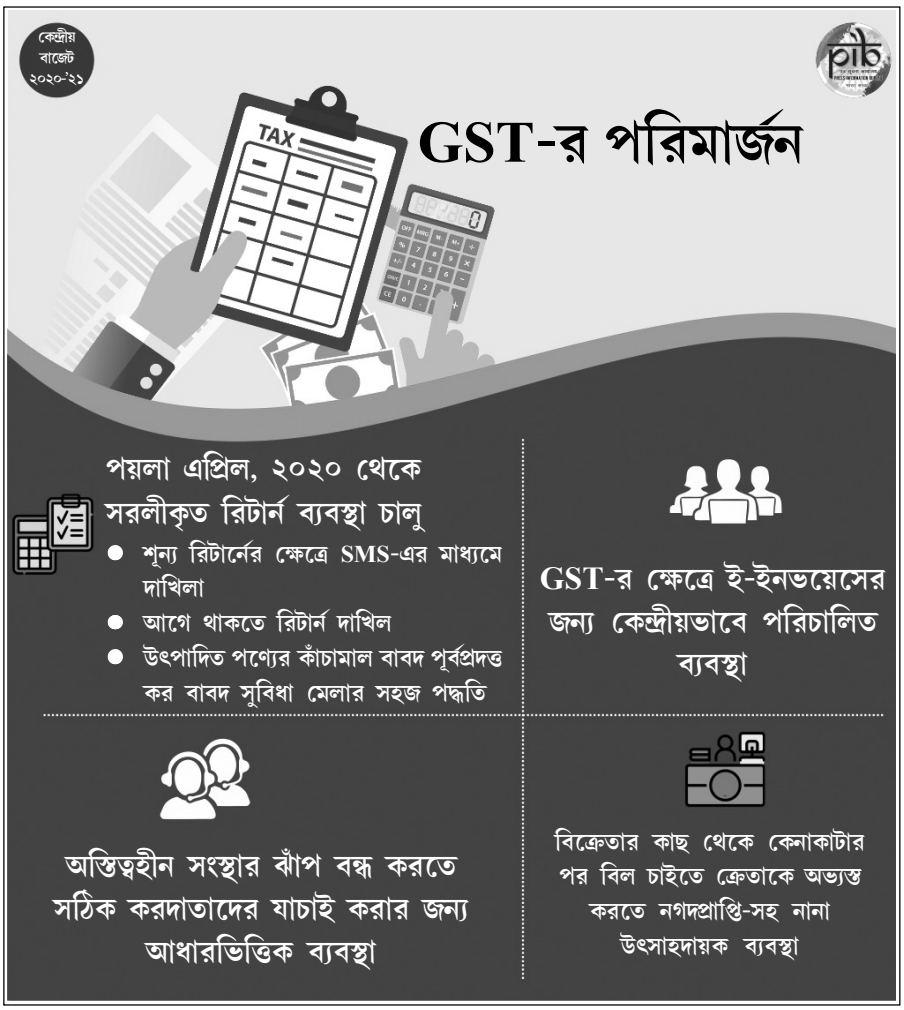

সাধারণ মানুষ যাতে স্বেচ্ছায় কর প্রদানে শামিল হন তা নিশ্চিত করতে নেওয়া হয়েছে নানা উদ্যোগ। ঐচ্ছিক ভিত্তিতে পর্যায়ক্রমে চালু করা হবে বৈদ্যুতিন চালান ই-ইনভয়েস ব্যবস্থাপত্র। সঠিকভাবে করদাতাদের চিহ্নিত করতে চালু হচ্ছে আধারভিত্তিক যাচাই প্রক্রিয়া। এর ফলে ভুয়ো করদাতা বা প্রতিষ্ঠানের আপদ দূর হবে। উপভোক্তাদের ইনভয়েসের জন্য QR Code ব্যবহার করার কথা ভাবা হচ্ছে। এই QR Code-এর মাধ্যমে কেনাকাটা হলেই GST সংক্রান্ত যাবতীয় ধ্রুবক বা বিষয় সংশ্লিষ্ট প্রণালীতে নথিবদ্ধ হয়ে যাবে। কেনাকাটার সময় ক্রেতাদের বিল চাইতে উৎসাহী করতে নেওয়া হবে নগদ প্রাপ্তি-সহ নানাভাবে পুরস্কৃত করার উদ্যোগ।

কোনও পণ্যের আমদানি শুল্ক, পণ্যটির উৎপাদনে প্রয়োজনীয় কাঁচামালের আমদানি শুল্কের চেয়ে কম হওয়ার মতো (inverted duty structure) বিষয়ের মোকাবিলায় GST-র হারের কাঠামোয় পরিমার্জন করা হচ্ছে।

● **পরোক্ষ কর : শুল্ক**

২০১৯-'২০ অর্থবর্ষে সংশোধিত হিসেব অনুযায়ী শুল্ক বাবদ ১,২৫,০০০ কোটি টাকা রাজস্ব সংগ্রহ হবে বলে মনে করা হচ্ছে। ওই বছরের বাজেটে এ বাবদ ১,৫৫,৯০৪ কোটি টাকা সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা রাখা হয়েছিল। এই খাতে ২০২০-'২১ অর্থবর্ষে ১,৩৮,০০০ কোটি টাকা সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা রাখা হয়েছে। সরকারের নীতির সঙ্গে সাযুজ্য রেখে শুল্কের ক্ষেত্রে বেশ কিছু ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তাব রয়েছে। শুল্ক আইনে এমন সংস্থান রাখা হচ্ছে যাতে প্রাপ্য ছাড়ের দাবির যথার্থতা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে খতিয়ে দেখে সিদ্ধান্ত পৌঁছনো সম্ভব হয়। তাছাড়া শুল্ক ফাঁকি রুখতে প্রয়োজনীয় সব পদক্ষেপই নিচ্ছে সরকার। উৎপাদন ব্যয়ের থেকে কম দামে বিদেশ থেকে পণ্য আমদানি রোধ সংক্রান্ত আইনেও (Anti-dumping rules) প্রয়োজনীয় পরিমার্জন করা হচ্ছে। জুতো, আসবাব, খেলনা, রান্নার সরঞ্জাম, মণিহারি প্রভৃতি যেসব জিনিস মূলত ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পক্ষেত্রে উৎপাদিত হয় তাদের আমদানি শুল্ক বাড়ানো হচ্ছে, যাতে দেশীয় উৎপাদনের চাহিদা বাড়ে। দেশে, বিভিন্ন ধরনের বৈদ্যুতিন সরঞ্জাম, বৈদ্যুতিক গাড়ি, ব্যাটারির মতো পণ্যের উৎপাদনের ধাপগুলির পুনর্বিন্যাসের মাধ্যমে মূল্যযোগ (value addition) বাড়ানোয় সমন্বিত উদ্যোগ নিচ্ছে প্রশাসন। অপ্রয়োজনীয় এবং সেকেলে পণ্যের আমদানি বন্ধ করতে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে শুল্ক ছাড় প্রত্যাহার করে নিচ্ছে সরকার।

যেসব চিকিৎসা সরঞ্জাম এখন দেশে পর্যাপ্ত পরিমাণে তৈরি হচ্ছে সেগুলির আমদানির ওপর উপকর বা Cess বসানোর প্রস্তাব রাখা হয়েছে বাজেটে। এবাবদ সংগৃহীত অর্থ চিহ্নিত অঞ্চলগুলিতে চিকিৎসা পরিকাঠামোর উন্নয়নে খরচ করা হবে।

● **প্রত্যক্ষ কর :**

২০২০-'২১-এর বাজেটে প্রত্যক্ষ কর বিষয়ক প্রস্তাবগুলির পর্যালোচনার আগে দেশে আয়কর সংক্রান্ত ছবিটা একবার দেখা যাক। কর দপ্তরের নিরন্তর প্রয়াসের ফলে কর সংগ্রহের পরিমাণ এবং করদাতার সংখ্যা, উভয়ই বৃদ্ধি পেয়েছে। এরই সঙ্গে বেড়েছে কর 'প্লবতা' (buoyancy)। যা এখন ১-এর বেশি। অর্থাৎ, মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বৃদ্ধির হারের চেয়ে প্রত্যক্ষ কর সংগ্রহের হার বেশি।

২০১৪-'১৫ থেকে ২০১৮-'১৯ সময় পর্বের মধ্যে বাণিজ্যিক সংস্থাগুলির প্রদত্ত কর (Corporate Tax) এবং আয়কর বাবদ সংগ্রহ বেড়েছে ৬৪ শতাংশ, যা একটি নজির।

২০১৩-'১৪ থেকে ২০১৮-'১৯ অর্থবর্ষের মধ্যে রিটার্ন দাখিল করা নাগরিকের সংখ্যা ৯১.০২ শতাংশ এবং করদাতার সংখ্যা ৬০.৫৫ শতাংশ বেড়েছে। এই প্রেক্ষিতে, প্রত্যক্ষ কর প্রশাসন ব্যবস্থাকে আরও সরল করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে বাজেটে। আনা হচ্ছে কর সনদ (Tax Charter)। কর প্রশাসনকে করদাতাদের

স্বপক্ষে আরও বন্ধুত্বপূর্ণ করে তুলতে এ এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ।

প্রগতিমুখী (Progressive) কর জমানার (যে ব্যবস্থায় করযোগ্য আয় বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কর হার বাড়ে) আদর্শের প্রতি দায়বদ্ধ থাকতে চায় সরকার। যাবতীয় সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে এই ধারণাটিকে কেন্দ্রে রেখে। কর কাঠামো সরল করার পাশাপাশি বাণিজ্যিক সংস্থা এবং ব্যক্তির ওপর অবাঞ্ছিত করের বোঝা কমানোও সরকারের লক্ষ্য। গত সেপ্টেম্বরে বাণিজ্যিক সংস্থাগুলির প্রদেয় কর (Corporate Tax)-এর হার কমেছে। তা হয়েছে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির এসংক্রান্ত করের সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ। এবারের বাজেটে লভ্যাংশ বিতরণ কর (Dividend Distribution Tax) তুলে দেওয়ার প্রস্তাব রাখা হয়েছে। এই লভ্যাংশের ওপর কর দেবেন শুধুমাত্র প্রাপকরা।

নির্দিষ্ট কয়েকটি ছাড়ের সুযোগ না নিলে আয়কর দিতে হবে কম হারে, বাজেটে বলা হয়েছে এমনটাই। এর ফলে ফি বছর সরকারের রাজস্ব আদায় ৪০,০০০ কোটি টাকা কমবে। তবে মানুষের হাতে অর্থ বেশি থাকায় বাড়বে চাহিদা। করদাতা অবশ্য সুবিধা ছাড়ের যোগ নিয়ে পুরনো হারেই কর দিতে পারেন। এক্ষেত্রে সুবিধা বুঝে বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা রয়েছে।

কর সংক্রান্ত অবাঞ্ছিত মামলা এড়াতে ধারাবাহিকভাবে উদ্যোগ নিয়ে চলেছে সরকার। পুরনো মামলা মিটিয়ে ফেলতে আগেই চালু হয়েছে 'সবকা বিশ্বাস' প্রকল্প। এবার আসছে 'বিবাদ সে বিশ্বাস' প্রকল্পটি। মামলার ঝুটঝামেলা এড়িয়ে শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলি যাতে ব্যবসার কাজে মন দিতে পারে তা নিশ্চিত করতেই এই উদ্যোগ। ২০২০-র ৩১ মার্চের মধ্যে এই প্রকল্পের সুবিধা নিলে জরিমানা এবং বাড়তি সুদ গোনা থেকে রেহাই মিলবে।

আয়কর দপ্তরের দক্ষতা বাড়াতে কেন্দ্রীয় প্রত্যক্ষ কর পর্ষদ তৈরি করবে কর সনদ, এমনটাই বলা হয়েছে বাজেটে। যথার্থভাবে কার্যকর করতে পর্ষদ প্রয়োজনীয় নির্দেশিকাও

তৈরি করবে। বাণিজ্যিক সংস্থাগুলির মতো সমবায় সংস্থাগুলির প্রদেয় করও কমাচ্ছে সরকার। ৩০ শতাংশ-এর বদলে তা হবে ২২ শতাংশ। তাছাড়া বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষেত্রে দেশের নতুন বাণিজ্যিক সংস্থাগুলির প্রদত্ত করের হার ১৫ শতাংশই রাখা হচ্ছে।

অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত ক্ষেত্রগুলিতে সার্বভৌম সম্পদ তহবিল বা Sovereign Wealth Fund-এর মাধ্যমে লগ্নি টানতে ভারতে বিনিয়োগপ্রসূত আয়ে ১০০ শতাংশ ছাড় দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছে সরকার। আনকোরা নতুন বা Start Up সংস্থাগুলির পক্ষে দক্ষ কর্মী পাওয়া সহজ করতে চালু হওয়া ESOP-র (Employee Stock Options Plan, যার মাধ্যমে কর্মীরা মালিকানার সুযোগ পান) আওতায় দেওয়া হচ্ছে কর সংক্রান্ত সুবিধা। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মীর ESOP-সম্পর্কিত আয়ের ওপর কর আরোপ ৫ বছর স্থগিত থাকবে।

স্টার্ট আপগুলির জন্য আরও সুখবর রয়েছে বাজেটে। এধরনের যেসব সংস্থার ব্যবসার পরিমাণ বছরে ১০০ কোটি টাকার মধ্যে তারা পাবে কর ছাড়ের বিশেষ সুযোগ। সাত বছরের বদলে দশ বছর পর্যন্ত পাওয়া যাবে এই সুবিধা। তাছাড়া যেসব বাণিজ্যিক সংস্থার ব্যবসার পরিমাণ ৫ বছরে ৫ কোটি টাকা বা তার কম তাদের অডিট-এর ঝামেলা পোয়াতে হবে না। আগে এক্ষেত্রে ঊর্ধ্বসীমা ছিল ১ কোটি টাকা।

নতুন ব্যক্তিগত আয়কর ব্যবস্থায় উপকৃত হবেন ৮০ শতাংশ করদাতা। তথ্য বিশ্লেষণ করে এই হিসেবে পৌঁছনো গেছে। ২০১৮-'১৯ অর্থবর্ষের কর সংক্রান্ত তথ্যাদি খতিয়ে দেখে যা বোঝা যায় তা হল আয়করের নতুন হারে ৬৯ শতাংশ করদাতার ৭৮,০০০ টাকা পর্যন্ত সাশ্রয় হবে। ১১ শতাংশের টাকার বিচারে লাভ-ক্ষতি কিছুই হবে না। কিন্তু হিসেব-নিকেশ বা পদ্ধতিগত ঝামেলা এড়াতে পারবেন তারা। কমবে কাগজ নিয়ে দৌড়োদৌড়ি এবং তথ্য সংরক্ষণ ও জোগাড়ের হ্যাপা।❑

কেন্দ্রীয় বাজেটে নগরচিত্র রূপান্তরের দিশা

দুর্গাশঙ্কর মিশ্র

বাজেটে একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যের কথা বলা হয়েছে. তা হল, ভারতীয় অর্থনীতিকে ৫ লক্ষ কোটি ডলারে নিয়ে যাওয়া। ১৩০ কোটি ভারতীয়ের আস্থা, বিশ্বাস ও আকাঙ্ক্ষায় ভর করে এই লক্ষ্য অর্জন সম্ভব। ২০২০ থেকে ২৫ সালের মধ্যে পরিকাঠামো খাতে মোট যে ১০৩ লক্ষ কোটি টাকা খরচের পরিকল্পনা রয়েছে, তার মধ্যে ১৬ শতাংশ ব্যয় করা হবে নগর পুনরুজ্জীবনের জন্য। বিপুল এই বিনিয়োগের মাধ্যমে শহরগুলির নানা চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করা হলে কেবল যে শহরের অধিবাসীদের জীবনেই ইতিবাচক প্রভাব পড়বে তাই নয়, ৭০-টি বড়ো শহরের কাছাকাছি যে ২০ কোটি গ্রামীণ মানুষের বসবাস, তাদের জীবনও বদলে যাবে।

শহরাঞ্চলে দ্রুতগতিতে বাড়তে থাকা জনসংখ্যার কথা মাথায় রেখে ভারত ''সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস'' মন্ত্রকে পাথেয় করে সর্বাত্মক উন্নয়নের এক সার্বিক প্রয়াস চালাচ্ছে। World Urban Prospects—WUP-এর ২০১৮ সালের হিসাব অনুযায়ী, ভারতে শহরবাসী জনসংখ্যার অংশভাক এখন মোট জনসংখ্যার ৩৪ শতাংশ। ২০৩০ সালের মধ্যে এই হার ৪০ শতাংশে এবং ২০৫০ সালের মধ্যে ৫০ শতাংশে পৌঁছবে। নগরায়ণের এই নতুন ঢেউ একদিকে যেমন নতুন নতুন সুযোগের সৃষ্টি করছে, তেমনি এর সঙ্গে জড়িত রয়েছে নানাবিধ চ্যালেঞ্জ। ২০৩০ সাল নাগাদ দেশের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন (GDP)-এ নগরাঞ্চলের অংশভাক হতে চলেছে ৭৫ শতাংশ, ২০০৯-'১০ সালে যা ছিল ৬২-৬৩ শতাংশ (HPEC, 2011)।

নগর রূপান্তরের লক্ষ্যে বিভিন্ন মিশন ২০১৪-'১৯

ভারত সরকার যে সার্বিক কর্মসূচি হাতে নিয়েছে, তা সুপরিকল্পিত নগরোন্নয়নের নিরিখে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রয়াস।

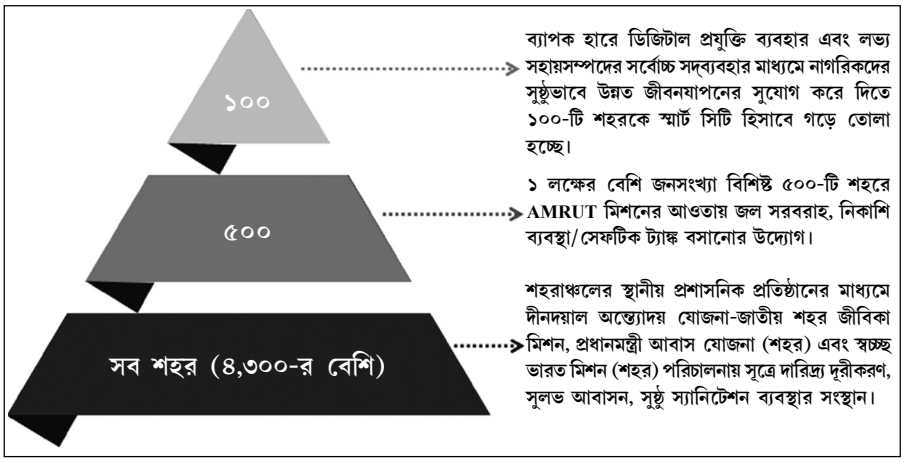

সাড়ে চার হাজারেরও বেশি স্থানীয় পুর সংস্থাকে শামিল করে স্বচ্ছ ভারত মিশন (শহর), প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা (শহর), দীনদয়াল অন্ত্যোদয় যোজনা-জাতীয় শহর জীবিকা মিশন প্রভৃতি কর্মসূচি রূপায়িত হচ্ছে। এগুলির মাধ্যমে নিকাশি ও পরিচ্ছন্নতা, সুলভ আবাসন, দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রভৃতি বিষয়ের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। এছাড়া ১ লক্ষের বেশি জনসংখ্যা রয়েছে, এমন ৫০০-টি শহরে পানীয় জল সরবরাহ এবং নিকাশি ব্যবস্থা গড়ে তোলা ও সেপটিক ট্যাঙ্ক বসানোর কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে অটল পুনরুজ্জীবন ও নগর রূপান্তর মিশন বা AMRUT-এর আওতায়। ১২-টি প্রাচীন শহরের ঐতিহ্য সংরক্ষণের লক্ষ্যে চলছে Heritage City Development and Augmentation Yojana—HRIDAY প্রকল্প। শহরের পরিবহণের ক্ষেত্রে বড়ো ধরনের রূপান্তর ঘটানোর লক্ষ্যে হাতে নেওয়া হয়েছে Mass Rapid Transit System—MRTS। পরিকাঠামো উন্নয়ন এবং স্মার্ট সলিউশনের মাধ্যমে বাসিন্দাদের উন্নততর জীবনযাপনের সুযোগ দিতে ১০০-টি শহরকে Smart Cities

[লেখক কেন্দ্রীয় আবাসন ও নগরোন্নয়ন বিষয়ক মন্ত্রকের সচিব। ই-মেল : secyurban@nic.in]

শহর পুনরুজ্জীবনে মোটের উপর বিনিয়োগ

১০,৪৫,৫৭৬ কোটি টাকা

১,৫৭,৭০৩ কোটি টাকা

২০০৪-২০১৪
(দশ বছর)

২০১৪-২০২০
(পাঁচ বছর)

শহর পরিকাঠামো ৮৫,০০০ কোটি টাকা	AMRUT ১,০০,০০০ কোটি টাকা	স্বচ্ছ ভারত মিশন (শহর) ৬২,০০০ কোটি টাকা
আবাসন ৩৮,২০৩ কোটি টাকা	স্মার্ট সিটি মিশন ২,০৫,০১৮ কোটি টাকা	শহর পরিবহণ ১,৮১,৩৭৫ কোটি টাকা
শহর পরিবহণ ৩৪,৫০০ কোটি টাকা	HRIDAY ৫০০ কোটি টাকা	প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা (শহর) ৪,৯৬,৬৮৮ কোটি টাকা

স্বচ্ছ ভারত মিশন (শহর) : অগ্রগতি

৩৫-টি রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের সমস্ত শহর প্রকাশ্যে শৌচকর্মমুক্ত (ODF) হিসাবে ঘোষিত।

স্বচ্ছ ভারত মিশন ODF

৬৫.৯ লক্ষ পারিবারিক শৌচাগার এবং ৬.১ লক্ষের বেশি গণ শৌচাগার তৈরি করা হয়েছে।

৬০ শতাংশ পৌর কঠিন বর্জ্যের বিজ্ঞানসম্মত অপসারণ/প্রক্রিয়াকরণ। ২০১৪-এর ১৪ শতাংশের তুলনায়।

REDUCE-REUSE-RECYCLE

Mission—SCM-এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

বাজেট সহায়তা বৃদ্ধি এবং অর্থের জোগান

গত পাঁচ বছরের প্রবণতা অনুসরণ করে ২০২০-'২১ অর্থবর্ষের বাজেটে আবাসন ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রকের জন্য মোট ৫০,০৪০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে, যা তার আগের বছরের থেকে অনেকটাই বেশি। ২০১৯-'২০ সালের সংশোধিত বাজেট বরাদ্দ ছিল ৪২,২৬৭ কোটি টাকা। এছাড়া আবাসনের জন্য ১০,০০০ কোটি টাকা অতিরিক্ত বাজেট বরাদ্দের সংস্থান রাখা হয়েছে।

● ৫ লক্ষ কোটি ডলারের অর্থনীতি হয়ে ওঠার লক্ষ্যে ভারতের অভিযানের চালিকা শক্তি হয়ে উঠবে শহরগুলিই :

বাজেটে একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যের কথা বলা হয়েছে. তা হল, ভারতীয় অর্থনীতিকে ৫ লক্ষ কোটি ডলারে নিয়ে যাওয়া। ১৩০ কোটি ভারতীয়ের আস্থা, বিশ্বাস ও আকাঙ্ক্ষায় ভর করে এই লক্ষ্য অর্জন সম্ভব। এজন্য গত বছরের শেষ দিনে অর্থাৎ, ২০১৯ সালের ৩১ ডিসেম্বর, সরকার ২০২০-'২৫ সময়কালে পরিকাঠামো উন্নয়নের উদ্দেশ্যে National Infrastructure Pipeline—NIP-র সূচনা করেছে। NIP নাগরিকদের জীবনযাপনকে আরও সহজ করে তুলে, সবাইকে পরিকাঠামোগত সুবিধা ব্যবহারের সুযোগ দিয়ে সর্বাত্মক বিকাশের পথকে সুগম করবে বলে আশা করা যায়। বিকাশ হার বৃদ্ধির লক্ষ্যে এর মাধ্যমে পরিকাঠামো উন্নয়নের জোগানের দিকটির ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে (অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০১৯-'২০)। ২০২০ থেকে ২৫ সালের মধ্যে পরিকাঠামো খাতে মোট যে ১০৩ লক্ষ কোটি টাকা খরচের পরিকল্পনা রয়েছে, তার মধ্যে ১৬ শতাংশ ব্যয় করা হবে নগর পুনরুজ্জীবনের জন্য। বিপুল এই বিনিয়োগের মাধ্যমে শহরগুলির নানা চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করা হলে কেবল যে শহরের অধিবাসীদের জীবনেই ইতিবাচক প্রভাব পড়বে তাই নয়, ৭০-টি বড়ো শহরের কাছাকাছি যে ২০ কোটি গ্রামীণ মানুষের বসবাস, তাদের জীবনও বদলে যাবে।

● শহর পুনরুজ্জীবনের জন্য বিনিয়োগে উৎসাহ :

২০১৪-'২০ সময়কালে নগরোন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন কেন্দ্রীয় অগ্রণী প্রকল্পের

স্বচ্ছ ভারত মিশন : লক্ষ্য

তরল বর্জ্যের ১০০ শতাংশ অপসারণ	স্বচ্ছ ভারত মিশন ODF+
মল ও পঙ্কিল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা	অ-নর্দমাবাহিত স্যানিটেশন
পরিশোধিত বর্জ্য জলের পুনঃব্যবহার	

অম্রুত (AMRUT) মিশন : অগ্রগতি

৭৩ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে ৫,৩৪১ প্রকল্পের কাজ চলছে/সমাপ্ত

৭৪ লক্ষ সড়ক বাতিস্তম্ভে সাবেক বালব্-এর পরিবর্তে LED লাগানো হয়েছে

৮-টি শহরে ৩ হাজার ৩০০ কোটি টাকা মূল্যের পুর বণ্ড ছাড়া হয়েছে

১৩-টি রাজ্য/ কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে সব পুরসভা (ULB)-সহ মোট ১,৫০৬-টি ULB-তে অনলাইন নির্মাণ অনুমোদন ব্যবস্থা রূপায়িত

জল জীবন মিশন (নগর) : লক্ষ্য

প্রতিটি পরিবারের জন্য ট্যাপের জল

জল সংরক্ষণ

জন্য এপর্যন্ত প্রায় ১,৬২,১৬৫ কোটি টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে। রাজ্যগুলি, স্থানীয় পুর সংস্থা, সুফলভোগী এবং বেসরকারি অংশীদারদের দেওয়া অর্থ হিসাবে ধরলে এই ক্ষেত্রে মোট বিনিয়োগের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১০,৪৫,০৭৬ কোটি টাকা।

অর্থাৎ, দেখা যাচ্ছে, নগর পরিকাঠামো ক্ষেত্রে মঞ্জুর হওয়া কেন্দ্রীয় সহায়তা, তার প্রায় সাড়ে ছ'গুণ বিনিয়োগ আকর্ষণ করতে পেরেছে। ২০২০-'২৫ সময়কালে মোট বিনিয়োগের পরিমাণ দাঁড়াতে পারে ১৭,৭৪,১৬৭ কোটি টাকা। শহুরে এলাকার উন্নয়ন, NIP-র আওতায় হতে চলা বিনিয়োগের একটা বড়ো অংশ জুড়ে রয়েছে।

● **নগর পরিকাঠামো—যোগাযোগের ওপর জোর :**

২০২০-'২১ সালের কেন্দ্রীয় বাজেটে মাস র‍্যাপিড ট্রানসিট সিস্টেম MRTS এবং মেট্রো রেলের বিভিন্ন প্রকল্পের জন্য ২০,০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে, যা গত বছরের তুলনায় বেশি। ১৪৮ কিলোমিটার দীর্ঘ বেঙ্গালুরু শহরতলি পরিবহণ প্রকল্পের জন্য রেল মন্ত্রককে দেওয়া হয়েছে ১৮,৬০০ কোটি টাকা। এছাড়া মুম্বাই-আমেদাবাদ হাই স্পিড রেল, চেন্নাই-বেঙ্গালুরু এক্সপ্রেসওয়ে, দিল্লি-মুম্বাই এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ এবং বিভিন্ন নদীতে জলপথে পরিবহণ ও নদীতীরে নানারকম অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে উৎসাহদানের সংস্থানও রয়েছে এবারের বাজেটে।

ডিজিটাল সংযোগের ওপর জোর দিয়ে ভারত নেটের মাধ্যমে সব স্থানীয় পুর সংস্থাকে সংযুক্ত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। প্রিপেড ইলেকট্রিক মিটারের ব্যবস্থা করে গ্রাহককে নিজের পছন্দমতো বিদ্যুৎ সরবরাহকারী এবং বিদ্যুতের উৎস (তাপবিদ্যুৎ অথবা পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি) বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা দেওয়া হচ্ছে।

● **আরও পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যকর ভারতের লক্ষ্যে স্বচ্ছ ভারত মিশন (শহর) :**

স্বাস্থ্যবিধানের প্রয়োগের সঙ্গে মৃত্যুর হার ও স্বাস্থ্য চিত্রের সরাসরি যোগ থাকায়

স্মার্ট সিটি মিশন : অগ্রগতি

প্রস্তাবিত লগ্নি—২,০৫,০১৮ কোটি টাকা

টেন্ডার ডাকা হয়েছে	৪,৫০৮ প্রকল্প ১,৬৩,০৩৫ কোটি টাকা (~ ৮০ শতাংশ)
রূপায়ণে হাত দেওয়া হয়েছে	৩,৬৬৫ প্রকল্প ১,২০,৫৫০ কোটি টাকা (~ ৫৯ শতাংশ)
কাজ সমাপ্ত	১,৫৬০ প্রকল্প ২৫,৭২৬ কোটি টাকা (~ ১৩ শতাংশ)

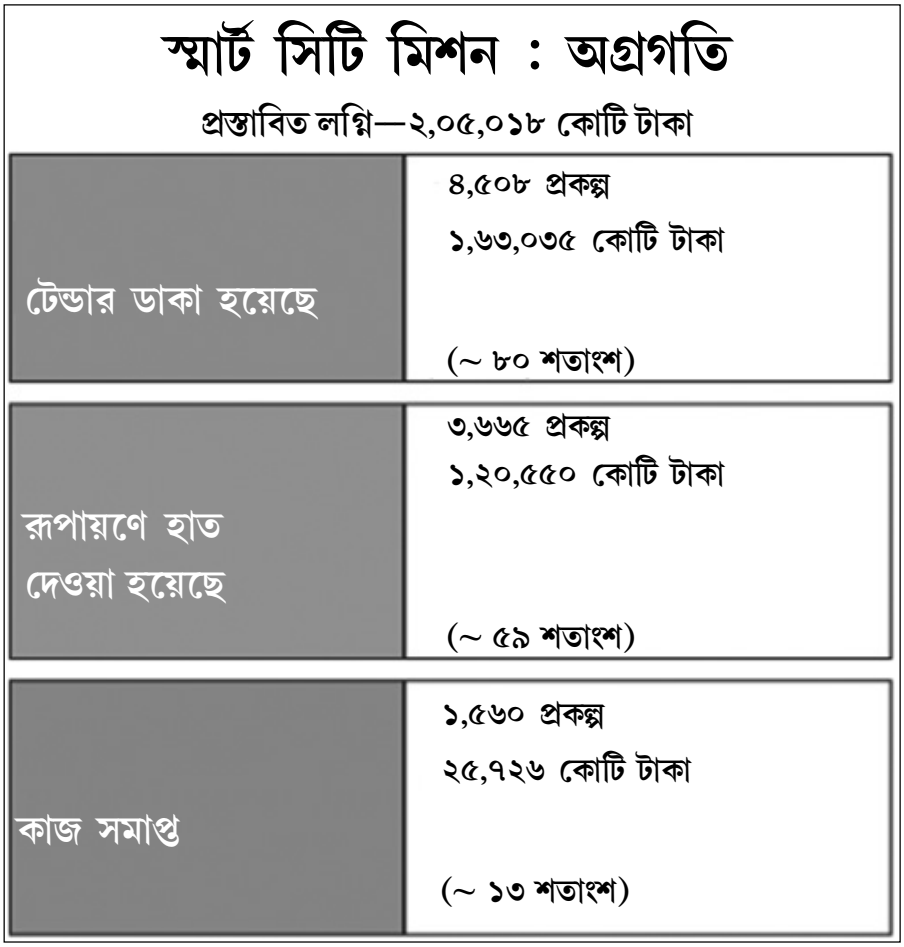

বাজেটে স্বাস্থ্যবিধান ও বিশুদ্ধ জলের ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে (অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৮-'১৯)। স্বচ্ছ ভারত মিশন (শহর)-এর আওতায় এপর্যন্ত ৬৬ লক্ষেরও বেশি শৌচাগার নির্মাণ করা হয়েছে এবং ৯৯ শতাংশ শহর Open Defecation Free—ODF বা প্রকাশ্য শৌচমুক্ত হিসাবে ঘোষিত হয়েছে। ১,২৭৬-টি শহর ODF+ এবং ৪১১-টি শহর ODF++ শংসাপত্র পেয়েছে। এখনও বহু শহর শংসাপত্র পাবার প্রক্রিয়ায় রয়েছে। কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সম্ভব হয়েছে। সেপটিক ট্যাঙ্ক ও নর্দমার যান্ত্রিক সাফাইয়ের ব্যবস্থা করার ওপর বাজেট বক্তৃতায় জোর দেওয়া হয়েছে, এজন্য যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

● প্রতি ঘরে জল—AMRUT :

১ লক্ষের বেশি জনসংখ্যাবিশিষ্ট দেশের ৫০০-টি শহরে AMRUT প্রকল্প চালু হয় ২০১৫ সালের জুন মাসে। সবার কাছে পানীয় জল পৌঁছে দেওয়া এবং নিকাশি ও সেপটিক ট্যাঙ্কের আওতা ৩১ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৬২ শতাংশ করা এর লক্ষ্য। এই প্রকল্পের আওতায় সব রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের জন্য বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা তৈরি করে মোট ৭৭,৬৪০ কোটি টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে। এর অর্ধেকই বরাদ্দ হয়েছে জল সরবরাহ এবং ৪২ শতাংশ রয়েছে নিকাশি ও সেপটিক ট্যাঙ্কের জন্য।

মোট ৭৩,০০৭ কোটি টাকার প্রকল্প রূপায়ণের কাজ চলছে। এর মধ্যে ৮,৭২৫ কোটি টাকার কাজ ইতোমধ্যেই সমাপ্ত। এপর্যন্ত ৭১ লক্ষ জলের কল বসানো হয়েছে, নির্মাণ করা হয়েছে ৪৩ লক্ষ নিকাশি সংযোগ।

● জল সংরক্ষণে উৎসাহ---জন-আন্দোলন :

জল সংরক্ষণকে জন-আন্দোলনের চেহারা দিতে মন্ত্রকের উদ্যোগে জল শক্তি অভিযান শুরু হয়েছে। এক্ষেত্রে চারটি মূল বিষয়ের ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে। (ক) বৃষ্টির জল সংরক্ষণ, (খ) প্রক্রিয়াকরণের পর দূষিত জলের পুনঃব্যবহার, (গ) জলাভূমিগুলির পুনরুজ্জীবন এবং (ঘ) বৃক্ষ রোপণ। সাড়ে সাতশোরও বেশি পুর সংস্থার আওতাধীন এলাকাকে জল সঙ্কটপূর্ণ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। সেইসব জায়গায় আবাসনের ক্ষেত্রে নতুন নিয়ম চালু করে বৃষ্টির জল সংরক্ষণকে বাধ্যতামূলক করা, দূষিত জল প্রক্রিয়াকরণের পর তা ফের

রেখাচিত্র-১
বিশ্ব ব্যাঙ্কের—'Doing Business Report' (DBR)-এ ভারতের অবস্থান

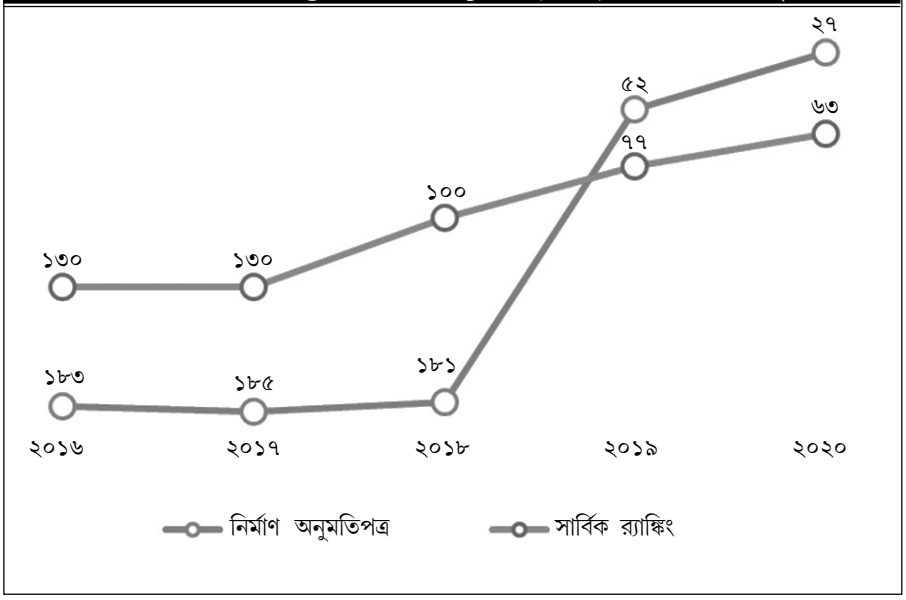

ব্যবহার, প্রতিটি এলাকায় অন্তত একটি করে জলাভূমির পুনরুজ্জীবন, বৃক্ষ রোপণ প্রভৃতি উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। এপর্যন্ত ২ লক্ষ ৩৯ হাজার বৃষ্টির জল সংরক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়েছে, আরও ২ লক্ষ ২২ হাজার কেন্দ্র গড়ে ওঠার পথে। দশ লক্ষের বেশি জনসংখ্যা রয়েছে, এমন শহরগুলিকে চলতি অর্থবর্ষের মধ্যেই জল জীবন মিশনের লক্ষ্যপূরণ করার অনুরোধ জানিয়েছেন অর্থমন্ত্রী। AMRUT-এর আওতায় এর উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।

● আরও স্মার্ট শহুরে ভারতের লক্ষ্যে স্মার্ট সিটি মিশন :

স্মার্ট সিটি মিশনের পঞ্চম বর্ষপূর্তি হল। এর আওতায় ২০,৫,০১৮ কোটি টাকা ব্যয়ে যে ৫,১৫১-টি প্রকল্পের প্রস্তাব করা হয়েছিল, তার ৮০ শতাংশই রূপায়ণের বিভিন্ন স্তরে রয়েছে। সংহত নির্দেশ ও নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র (Integrated Command and Control Centre—ICCC), স্মার্ট রাস্তা, গণ পরিবহণ হিসাবে বাইকের ব্যবহার (Public Bike Sharing), স্মার্ট সৌরবিদ্যুৎ, স্মার্ট পোল, স্মার্ট জল সরবরাহ ব্যবস্থা, স্মার্ট পরিবহণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপত্রের মতো উদ্ভাবনী প্রয়াস এই প্রথম হাতে নেওয়া হয়েছে। ২০২০-'২১ সালের বাজেটে স্মার্ট সিটি মিশন ও AMRUT-এর জন্য মোট ১৩,৭৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে, যার তার আগের বছরের বরাদ্দ ৯,৮৪২ কোটি টাকার থেকে ৪০ শতাংশ বেশি।

● সবার জন্য সুলভ আবাসন :

প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্নকে সফল করার লক্ষ্যে সরকার ২০২২ সালের মধ্যে সবার জন্য আবাসন সুনিশ্চিত করতে বদ্ধপরিকর। ১ কোটিরও বেশি বাড়ি তৈরির প্রস্তাব মঞ্জুর করা হয়েছে। এর মধ্যে ৩২ লক্ষ বাড়ির নির্মাণ সম্পূর্ণ করে উপভোক্তাদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে এবং ৬২ লক্ষ বাড়ির নির্মাণকার্য চলছে। প্রতি বছরের বাজেট বরাদ্দ ছাড়াও এজন্য জাতীয় নগর আবাসন তহবিল নামে একটি পৃথক তহবিল গড়ে তোলা হয়েছে। এই তহবিলে বাজেট অতিরিক্ত সম্পদ হিসাবে ৬০,০০০ কোটি টাকা সংগ্রহের প্রস্তাবে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার ছাড়পত্র মিলেছে।

অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত ক্ষেত্রগুলিতে ব্যাঙ্ক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির ঋণদানের যে ঘাটতি রয়েছে, তার থেকে অর্থ সংগ্রহ করে সরকার জাতীয় আবাসন ব্যাঙ্কে প্রাথমিকভাবে ১০,০০০ কোটি টাকার একটি সুলভ আবাসন তহবিল গড়ে তুলেছে। ২০২০-'২১ সালের বাজেটে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা (শহর) খাতে ৮,০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এর সঙ্গে ১০,০০০ কোটি টাকার বাজেট অতিরিক্ত বরাদ্দের সংস্থানও রয়েছে।

সুলভ আবাসন ক্ষেত্রে বেসরকারি বিনিয়োগকে উৎসাহ দিতে অর্থমন্ত্রী কিছু কর ছাড় এবং বর্তমান কয়েকটি সংস্থানের মেয়াদ বৃদ্ধির ঘোষণাও করেছেন। এর ফলে শহরে আবাসনের ক্ষেত্রে চাহিদা ও জোগানের ফারাকের মধ্যে সমতাবিধানের কাজ আরও গতি পাবে বলে মনে করা হচ্ছে।

● দারিদ্র্য দূরীকরণ, জীবিকা ও দক্ষতা উন্নয়ন :

গরিব মানুষজন, বিশেষত অন্যত্র থেকে কাজের খোঁজে শহরে আসা লোকেদের পেশাগত ও সামাজিক নানা প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হতে হয়। থাকার জায়গা জোগাড় করতে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়। সার্বিক ও সংযুক্তভাবে এইসব সমস্যার সমাধান করতে হবে। এই লক্ষ্যে দীনদয়াল অন্ত্যোদয় যোজনা-জাতীয় নগর পুনরুজ্জীবন মিশনের সূচনা হয়েছে।

এর প্রাথমিক লক্ষ্য হল, শহরের গরিব মানুষজনের দুর্দশা দূর করা। এর মধ্যে গৃহহীনরাও রয়েছেন। ২০২০-'২১ সালের বাজেটে এর জন্য ৭৯৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। যারা সদ্য ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করে বের হচ্ছেন, তাদের বিভিন্ন পুর সংস্থায় ১ বছর শিক্ষানবিশ হিসাবে এই কাজে শামিল হবার প্রস্তাব রেখেছেন অর্থমন্ত্রী।

"ভারত এখন এমন এক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, যার গতি ও মাত্রা সম্পর্কে এর আগে আমরা ভাবতেই পারিনি। এক 'নতুন ভারত'-এর উন্মেষ হচ্ছে।"..."আগামী দু'দশকে বিশ্বের বৃহত্তম নগরায়ণের ঢেউ আছড়ে পড়বে ভারতে। এটা একটা চ্যালেঞ্জ ঠিকই, কিন্তু একইসঙ্গে একটা বিশাল দায়িত্ব এবং সুযোগ...গণ পরিবহণ, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, দূষণ নিয়ন্ত্রণ, পরিবেশ সংরক্ষণ এবং সুলভ আবাসনকে আমরা সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিচ্ছি।" ***নরেন্দ্র মোদী, ভারতের প্রধানমন্ত্রী***

রাজ্যগুলির সঙ্গে আলোচনা করে এসংক্রান্ত প্রকল্প প্রণয়ন করা হচ্ছে।

● জীবনধারণের অনুকূল এবং ব্যবসা সহায়ক পরিবেশ :

কেন্দ্রীয় আবাসন ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রক ২০১৮ সালে সর্বপ্রথম 'জীবনযাপনের অনুকূল সূচক' প্রকাশ করেছিল। এতে ১১১-টি শহর অন্তর্ভুক্ত হয়। বর্তমানে ২০১৯ সালের সূচক প্রস্তুতির কাজ চলছে। খুব শীঘ্রই এটি প্রকাশিত হবে।

বিশ্ব ব্যাঙ্কের Doing Business Report 2020 অনুসারে ব্যবসা সহায়ক পরিবেশের নিরিখে বিশ্বে ভারতের স্থান ৬৩-তম। ২০১৯ সালে ভারত ৭৭-তম স্থানে ছিল। নির্মাণকার্যের দ্রুত অনুমোদন দেওয়ার নিরিখেও ভারতের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। বর্তমানে এই মাপকাঠিতে ভারতের স্থান ২৭, যা ২০১৭ সালে ছিল ১৮৫। ২,৫০৬-টি শহরে চালু হয়েছে অনলাইন অনুমতি প্রদানের ব্যবস্থা—Online Building Permission System (OBPS)। এর মধ্যে AMRUT-এর অন্তর্ভুক্ত ৪৪৪-টি শহরও রয়েছে। ২০১৯ সালে কেন্দ্রীয় আবাসন ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রক পুরসভাগুলির মূল্যায়ন সূচক প্রকাশ করেছে। সুশাসন, প্রযুক্তির প্রয়োগ, পরিষেবা, পরিকল্পনা প্রণয়ন ও অর্থে জোগান—এই পাঁচটি ভিত্তিতে পুরসভাগুলির কাজ ও দক্ষতার মূল্যায়ণ করা হয়েছে এই সূচকে।

● জলবায়ু পরিবর্তন ও সুস্থিত নগরায়ণ :

শহরগুলিতে দূষণমুক্ত বাতাস সুনিশ্চিত করতে এবং পরিবেশ সংরক্ষণে ৪,৪০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। ১০০-টি স্মার্ট সিটিকে জলবায়ু পরিবর্তনের মোকাবিলায় উপযুক্ত করে তুলতে কেন্দ্রীয় আবাসন ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রক Climate Smart Cities Assessment Framework নামে একটি যুগান্তকারী প্রয়াসের সূচনা করেছে। এর মাধ্যমে বিভিন্ন ক্লাইমেট স্মার্ট সিটি ও সমমনোভাবাপন্ন সংগঠনগুলির মধ্যে যোগসূত্র গড়ে তোলা হচ্ছে।

● সামনের পথ :

নতুন ভারত গঠনের যে লক্ষ্য সরকার নিয়েছে, তাতে শহরগুলি অর্থনৈতিক বিকাশের প্রধান অবলম্বন হিসাবে কাজ করবে। জীবনযাপনের অনুকূল অবস্থা, সংবেদনশীল প্রশাসন ব্যবস্থা, দূষণমুক্ত সুস্থিত পরিবেশ, দ্রুত অর্থনৈতিক বিকাশ এবং নাগরিকদের জীবিকার সুযোগসুবিধা প্রদান এই উজ্জীবিত ভারতের অভিজ্ঞান। সার্বিক, সর্বাত্মক, অংশগ্রহণমূলক এবং তথ্যসমৃদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ভবিষ্যতের শহরগুলিকে গড়ে তুলতে কেন্দ্রীয় আবাসন ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রক দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। নতুন ভারত এবং ৫ লক্ষ কোটি ডলারের অর্থনীতি গড়ে তোলার লক্ষ্যে শহরগুলির রূপান্তরসাধনের এই কর্মকাণ্ডে আমরা আমাদের যাবতীয় সঞ্চিত জ্ঞান, শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা প্রয়োগ করবো।❑

ভারতের পরিবহণ পরিকাঠামো

জি. রঘুরাম

রেলের প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধির ওপর বেশ কয়েক বছর ধরেই জোর দেওয়া হচ্ছে। এরই ফলস্বরূপ আমরা সমর্পিত পণ্য যাতায়াত পথ এবং উচ্চগতিসম্পন্ন রেলের মতো প্রকল্পগুলি পেয়েছি। বাজেটে যেসব ঘোষণা হয়েছে, তার সঠিক রূপায়ণের দিকে নজর দিতে হবে।

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামণ তাঁর বাজেট বক্তৃতায় পরিকাঠামো বিষয়ে বলতে গিয়ে প্রথমেই জাতীয় পরিকাঠামো প্রস্তাবনার (National Infrastructure Pipeline—NIP) কথা জানিয়েছেন, যার আওতায় আগামী পাঁচ বছরে ১০২.৫১ ট্রিলিয়ন টাকা বিনিয়োগ করা হবে। এর মধ্যে পরিবহণ পরিকাঠামো নির্মাণে রাস্তাঘাটের জন্য ১৯ লক্ষ ৬৪ হাজার কোটি, রেলের জন্য ১৩ লক্ষ ৬৯ হাজার কোটি, বিমানবন্দরের জন্য ১ লক্ষ ৪৩ হাজার কোটি এবং বন্দর, নগর পরিবহণ ও আবাসন (মেট্রো, গণ পরিবহণ ও বৈদ্যুতিক গাড়ি), গ্রামীণ পরিকাঠামো (গ্রামের রাস্তা) এবং কৃষিক্ষেত্রের জন্য (মজুতঘর ও শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত পরিবহণ) ১ লক্ষ ১ হাজার কোটি টাকা নির্দিষ্ট রয়েছে।

সড়ক, রেল, বিমানবন্দর এবং বন্দরের জন্য মোট বিনিয়োগের ৩৬ শতাংশ রাখা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট অন্যান্য খাতের বিনিয়োগ ধরলে তা ৪০ শতাংশ ছাড়িয়ে যাবে। এককথায় বলতে গেলে, NIP-তে পরিবহণ পরিকাঠামো গড়ে তোলার ওপর সব থেকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

২০২০-'২১ সালে NIP-র মোট অঙ্কের প্রায় ২০ শতাংশ, অর্থাৎ সাড়ে ১৯ লক্ষ কোটি টাকা বিনিয়োগ হবে বলে ধরে নেওয়া যায়। এর মধ্যে বাজেটে পরিবহণ মন্ত্রকের জন্য ১ লক্ষ ৭০ হাজার কোটি, নগর পরিবহণের জন্য ৪০ হাজার কোটি এবং গ্রামীণ রাস্তার জন্য ২০ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। বাকি অর্থ আসবে ঋণ, সরকারি ও বেসরকারি উৎস এবং বকেয়া থেকে।

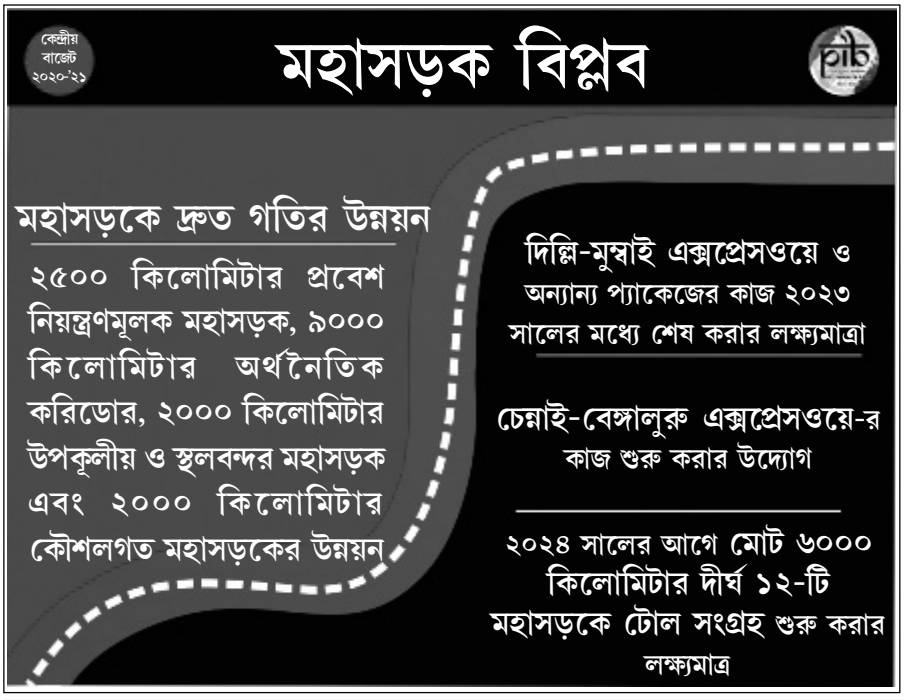

অর্থের এই জোগান অব্যাহত রাখতে সুষ্ঠু নীতিনির্দেশিকা এবং অর্থের সুদক্ষ ব্যবহার একান্ত আবশ্যক।

সড়ক ক্ষেত্রে জোর দেওয়া হচ্ছে জাতীয় মহাসড়কের দৈর্ঘ্য বাড়ানো (বর্তমানের ১ লক্ষ ৩০ হাজার কিলোমিটার থেকে ২ লক্ষ কিলোমিটার), এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ এবং যান নিয়ন্ত্রণে আরও বেশি করে অত্যাধুনিক প্রযুক্তির প্রয়োগ ও বৈদ্যুতিন মাশুল সংগ্রহ পদ্ধতির ওপর। দিল্লি-মুম্বাই এক্সপ্রেসওয়ের ওপর বিশেষ জোর দিয়ে আরও ১৩ হাজার কিলোমিটার জাতীয় মহাসড়কের উন্নয়ন সাধন করা হচ্ছে। এই ক্ষেত্রে Build Operate Transfer—BOT, Hybrid Annunity Model—HAM, Toll Operated Transfer প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব লক্ষ্য করা যাচ্ছে। তবে জমি অধিগ্রহণ নিয়ে বিরোধ এবং পরিবেশ সংক্রান্ত ছাড়পত্র পেতে দেরি হওয়া এই ক্ষেত্রের এক বড়ো সমস্যা। এজন্য বহু প্রকল্পকে ঋণদানকারী সংস্থাগুলি অকর্মণ্য সম্পত্তি হিসাবে চিহ্নিত করেছে। এছাড়া সড়ক ব্যবহারকারীর কাছে নিরাপত্তার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এক মাপকাঠি। এটিও এখনও সার্বিকভাবে সুনিশ্চিত করা যায়নি। পরিবেশ সংরক্ষণের দিক থেকে দেখলে, পেট্রোল ও ডিজেলের ব্যবহার কমিয়ে বৈদ্যুতিক গাড়ির দিকে এগোনো হচ্ছে, তবে তার গতি এখনও বেশ ধীর।

রেলের ক্ষেত্রে সাম্প্রতিককালে বেশ কিছু সংস্কারের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে।

[লেখক, অধিকর্তা IIM, Bangalore। পরিকাঠামো, পরিবহণ, সরবরাহ ব্যবস্থা ও সরবরাহ শৃঙ্খল ব্যবস্থাপনা বিষয়ক বিশেষজ্ঞ। ই-মেল : graghu@iimb.ac.in]

যাত্রীবাহী ট্রেনের ক্ষেত্রে বেসরকারি উদ্যোগকে শামিল করার ভাবনা স্বাগত জানানোর মতো। এই সংস্কারের কাজটি বহু আগেই হওয়া উচিত ছিল। সড়ক, বিমান, জলপথের মতো পরিবহণের অন্য শাখাগুলিতে কিন্তু যাত্রী পরিবহণে বেসরকারি উদ্যোগের অনুপ্রবেশ বহু আগেই ঘটেছে। সম্প্রতি তেজস এক্সপ্রেস চালুর মধ্য দিয়ে এই লক্ষ্যে এগোনো গেছে ঠিকই, তবে তা অর্ধেক। কারণ, পরিষেবা প্রদানকারী Indian Railway Catering and Tourism Corporation—IRCTC ভারতীয় রেলেরই অধীনস্থ সংস্থা। প্রতিযোগিতামূলক বিডিং-এর মধ্য দিয়ে এর নির্বাচন করা হয়নি। ১৫০-টি ট্রেনের যে লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে তা স্বাগতযোগ্য, তবে তা নির্ভর করছে ছাড়ের চুক্তি এবং বিডিং পদ্ধতির খুঁটিনাটির ওপর। যাত্রী পরিষেবার উন্নয়ন এবং রেলের মালিকানাধীনে থাকা সম্পত্তি কাজে লাগানোর কথা বহু বছর ধরেই বলা হচ্ছে। কয়েকটি স্টেশনে সেই অনুযায়ী পদক্ষেপও নেওয়া হয়েছে, কিন্তু সাড়ে সাতশো স্টেশনকে এই অনুযায়ী গড়ে তুলতে হলে কাজের গতি আরও বাড়াতে হবে।

বিভিন্ন ক্যাডারের সংমিশ্রণ ঘটানোও স্বাগতযোগ্য পদক্ষেপ। আন্তঃমন্ত্রক প্রতিবন্ধকতা দূর করতে গত চার দশক ধরে এটি নিয়ে আলোচনা চলছিল, একাধিক কমিটি এই সংমিশ্রণের সুপারিশও করেছিল। তবে এখনও অভ্যন্তরীণ বাধা সম্পূর্ণ দূর হয়নি। সব ক্যাডারের সংমিশ্রণ ঘটানো উচিত, নাকি যা হয়েছে আপাতত সেটাই যথেষ্ট, তা নিয়ে বিতর্ক চলছে।

রেলের প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধির ওপর বেশ কয়েক বছর ধরেই জোর দেওয়া হচ্ছে। এরই ফলস্বরূপ আমরা সমর্পিত পণ্য যাতায়াত পথ (Dedicated Freight Corridor—DFC) এবং উচ্চগতিসম্পন্ন রেলের (High Speed Rail—HSR) মতো প্রকল্পগুলি পেয়েছি। এছাড়া Semi High Speed Rail Corridor-এর কথাও বলা হচ্ছে, তবে বর্তমান করিডোরগুলির প্রেক্ষিতে এগুলির প্রকৃত দক্ষতা নিয়ে বিতর্কও রয়েছে। পশ্চিম ও পূর্বের DFC-গুলির নির্মাণ কাজ ইতোমধ্যেই শুরু হয়েছে, এগুলির কিছু কিছু অংশ চালুও হয়ে গেছে। এই করিডোরগুলি ২০২২ সালের মধ্যে সম্পূর্ণ চালু হয়ে যাবে। যেসব রুটে চাহিদা বেশি, সেইসব রুটে রেলের পণ্য পরিবহণের ক্ষেত্রে এই করিডোরগুলি নতুন দিগন্ত খুলে দেবে। একইসঙ্গে সমান্তরাল প্রথাগত রুটে যাত্রী পরিবহণের ক্ষমতাও বাড়াবে এই উদ্যোগ। তবে এক্ষেত্রে ভাড়া ও মাশুল কতটা হবে এবং এই করিডোরগুলির যান পরিচালন বাবস্থা কতটা দক্ষতার সঙ্গে করা যাবে, তা নিয়ে এখনও চিন্তা ও উদ্বেগ রয়েছে। DFC-গুলি ব্যবহারের নির্ধারিত মান অনুযায়ী যথেষ্ট সংখ্যাক ওয়াগনের ব্যবস্থা করা যাবে কিনা, তা আর এক উদ্বেগের বিষয়। আবার যেসব ওয়াগন DFC-তে ব্যবহারের উপযুক্ত, সেগুলি প্রথাগত রেললাইনে ব্যবহার করতে সমস্যা হতে পারে। DFC-গুলি ব্যবহারের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নতুন করিডোর স্থাপনের (যেগুলি ইতোমধ্যে ভাবা হয়েছে) বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

Dedicated Corridor হিসাবে আমেদাবাদ ও মুম্বাইয়ের মধ্যে High Speed Rail—HSR-এর নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে। এই পথে জাপানের বুলেট ট্রেনের মতো ট্রেন চালানো হবে, যার সর্বোচ্চ গতিবেগ হবে ঘণ্টায় ৩২০ কিলোমিটার। এর ফলে দুই শহরের মধ্যে যাতায়াতের

সময় বর্তমানের ৬ ঘণ্টা থেকে কমে ২ ঘণ্টা হয়ে যাবে। এইরকম আরও করিডোর নির্মাণের ভাবনাচিন্তা আছে, তবে এই প্রথম করিডোরের অভিজ্ঞতা কেমন হয়, তার ওপরই সবকিছু নির্ভর করছে।

সব মিলিয়ে বর্তমানে ভারতীয় রেলে বহু নতুন উদ্যোগের সূচনা হচ্ছে, কিন্তু সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বকে কীভাবে উৎসাহিত করা হবে এবং সম্পূর্ণ দেশীয় পদ্ধতিতে কামরা ও ওয়াগন তৈরির জন্য গবেষণা ও উন্নয়নের কাজ কীভাবে এগোচ্ছে, তা এখনও স্পষ্ট নয়।

অথচ ভারতীয় রেলের ধারাবাহিক আধুনিকীকরণের জন্য এই দু'টি বিষয় অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে পরিবহণ ক্ষেত্রে রেলের অংশভাক অন্তত ৪০ শতাংশ করার যে লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে, তা অর্জনের জন্যও এই দু'টি বিষয়ের ওপর জোর দেওয়া আবশ্যক। জলবায়ুর দিকে নজর রেখে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরের পরিবহণে রেলের এই হিস্যা থাকাটা গুরুত্বপূর্ণ।

বিমানবন্দরের ক্ষেত্রে মূলত দু'টি বিষয়ের ওপর নজর দেওয়া হয়েছে। প্রথমটি হল, দেশের শীর্ষস্থানীয় ৩০-টি বিমানবন্দরের; বিশেষত সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বে ক্ষমতা বাড়ানো ও পরিষেবা উন্নততর করা। দ্বিতীয়টি হল, দেশে বিমানবন্দরের সংখ্যা বাড়িয়ে ১০০-টি করা এবং প্রতিটি টিয়ার-টু এবং বেশিরভাগ টিয়ার-থ্রি শহরে যাতে অন্তত একটি করে বিমানবন্দর থাকে তা সুনিশ্চিত করা। পাঁচটি বিমানবন্দরে Build-operate-transfer (BOT) ভিত্তিতে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বে বিনিয়োগ আকর্ষণে সাফল্যের পর (যেখানে পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছে AAI) এর পদ্ধতি ও ছাড় সংক্রান্ত চুক্তির ব্যাখ্যা নিয়ে নানাবিধ প্রশ্ন উঠেছে। এর জেরে পরবর্তী সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব চুক্তিগুলি আরও দশ বছর পিছিয়ে গেছে। রাজ্য সরকারের পরিচালনায় থাকা গ্রিনফিল্ড বিমানবন্দরগুলি ২০১৬ সাল থেকে BOT ভিত্তিতে কাজ শুরু করেছে। AAI-এর পরিচালনায় থাকা। যেসব বিমানবন্দরের আধুনিকীকরণ করা হয়েছে, সেখানে কাজ

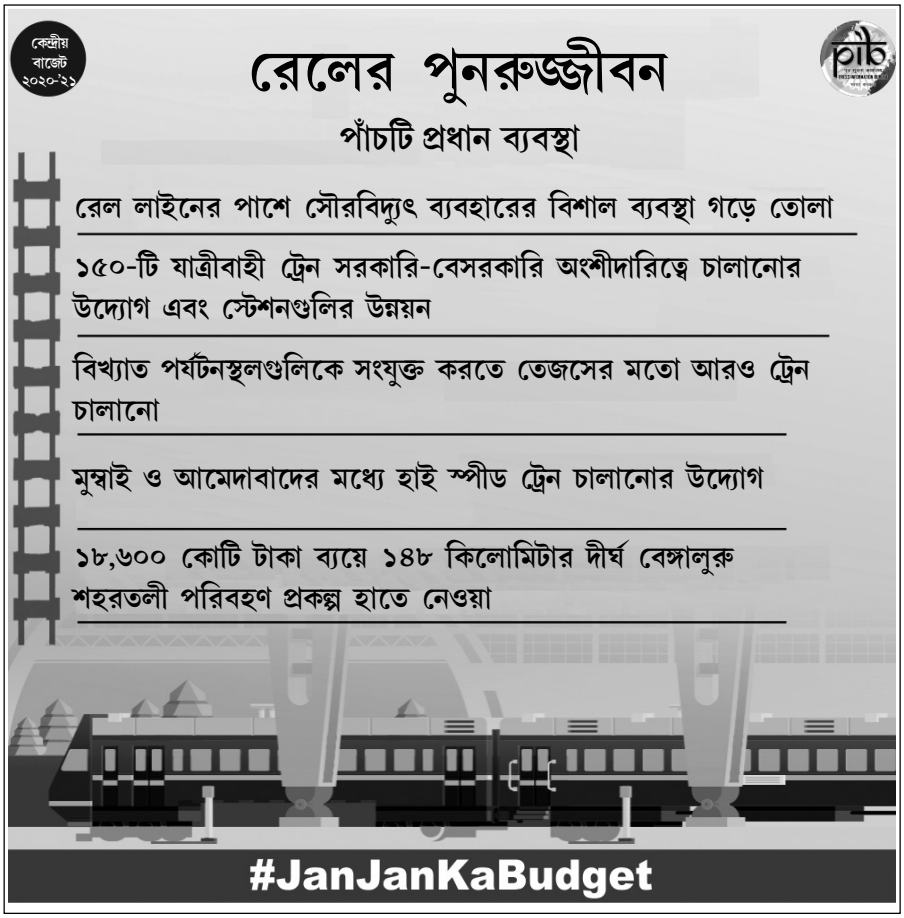

হয়েছে Operate Maintain Transfer (OMT) ভিত্তিতে। এপর্যন্ত ৬-টি বিমানবন্দর এর আওতায় এসেছে, আরও আসবে। ছোটো শহরগুলিতে আরও বিমানবন্দর গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তার বাস্তবোপযোগিতা খতিয়ে দেখতে হয়। যে বিমানবন্দরের ক্ষেত্রে তা নেই, সেখানে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব গড়ে তোলা বেশ কঠিন। সেক্ষেত্রে ভরতুকির মাধ্যমে অর্থের জোগান দিতে হয়। অলাভজনক বিভিন্ন বিমানবন্দর নিয়ে AAI ইতোমধ্যেই উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। আমাদের আদৌ এত বিমানবন্দর প্রয়োজন কিনা, সেই প্রশ্নও উঠেছে। সব জায়গায় বিমানবন্দর তৈরি না করে কিছু জায়গাকে সড়কের মাধ্যমে পাশের কোনও বিমানবন্দরের সঙ্গে সংযুক্ত করে তোলা বেশি উপযোগী কিনা, সেটাও ভেবে দেখা দরকার।

বন্দরের ক্ষেত্রে সাগরমালা একটি বৃহৎ প্রকল্প, কিন্তু এর কাজ যে গতিতে হওয়া উচিত ছিল, সেই গতিতে এগোচ্ছে না। এর একটা কারণ হয়তো পরিবেশগত, কিন্তু প্রধান কারণ হল চাহিদার চরিত্র। উন্নততর সংযোগ স্থাপনের জন্য বন্দরগুলির দক্ষতা ও পরিকাঠামো উন্নয়ন এবং আধুনিকীকরণ প্রয়োজন। নতুন বন্দর গড়ে তোলার প্রয়োজন এখন আর ততটা নেই। কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালিত বন্দরগুলিতে প্রচুর সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব চুক্তি হয়েছে, রাজ্য সরকার পরিচালিত বেসরকারি বন্দরগুলিতেও একই ছবি। সত্যি বলতে কি, কন্টেনারের ক্ষেত্রে তো প্রয়োজনের থেকে জোগান বেশি। কয়লার ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা একই হতে চলেছে, কারণ বিদ্যুৎ ক্ষেত্র ক্রমশ কয়লা থেকে অচিরাচরিত শক্তির দিকে ঝুঁকছে। আগেকার বেশ কিছু সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব চুক্তি আজ আর তেমন সুফল দিতে পারছে না। দীর্ঘদিন ধরেই নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থার সংস্কারের কথা হচ্ছে, তা অবিলম্বে সেরে ফেলা দরকার। সড়ক এবং বিশেষত রেলের সঙ্গে সমন্বয় ঘটিয়ে পণ্য করিডোরগুলির সঙ্গে বন্দরের সংযোগ গড়ে তোলা প্রয়োজন। এজন্যই ২০১৫ সালে ভারতীয় বন্দর রেল নিগম

(Indian Port Rail Corporation Limited—IPRCL) গড়ে তোলা হয়েছে।

দিল্লি মেট্রো রেল নিগমের সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে ১২-টি অন্য শহরেও জন পরিবহণ পরিকাঠামোর অঙ্গ হিসাবে মেট্রো রেলের বিকাশ হচ্ছে। তবে এই সব ক'টি শহরেই মেট্রো সমান কার্যকর হবে কিনা তা দেখার। কয়েকটি শহরে তো মাত্র একটি অথবা দু'টি মেট্রো রুট রয়েছে। সাধারণত বহু রুটের নেটওয়ার্ক গড়ে তুলতে পারলে তবেই জন পরিবহণ হিসাবে মেট্রোর উপযোগিতা ঠিকভাবে কাজে লাগানো যায়। এক্ষেত্রেও সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের চেষ্টা করা হয়েছে, তবে হায়দরাবাদ ছাড়া তা বিশেষ সাফল্য পায়নি। আসলে মেট্রো নেটওয়ার্কের নির্মাণ ও পরিচালনায় সরকারি কাজে এত জটিলতা থাকে যে বেসরকারি সংস্থার পক্ষে সেখানে কাজ করা দুরূহ হয়ে ওঠে। মেট্রোর সঙ্গে অন্যান্য পরিবহণ মাধ্যমের সমন্বয় ঘটিয়ে এক সুষ্ঠু নগর পরিবহণ পরিকাঠামো গড়ে তোলার স্বপ্ন এখনও সফল হয়নি। পরিবেশের দিকে খেয়াল রেখে টিয়ার-টু ও টিয়ার-থ্রি শহরগুলিতে জন পরিবহণের সঠিক পরিকল্পনা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাসের আকার ও আয়তনের কাম্য ব্যবহার ঘটিয়ে বাস করিডোর গড়ে তোলার পরিকল্পনা করা দরকার। এক্ষেত্রে যাত্রীদের চাহিদার বিশ্লেষণ বিশেষ সহায়ক হতে পারে।

সারণি-১

ক্ষেত্র	নজরে থাকা প্রকল্পের সংখ্যা	দীর্ঘায়িত প্রকল্পের সংখ্যা
সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক	৮৬৬	২২১
রেল	৩১২	১৫০
বিমান পরিবহণ	১৩	৫
জাহাজ ও বন্দর	১	১
মোট	**১১৯২**	**৩৭৭**

সূত্র : 408th Flash Report on Central Sector Projects (Rs. 150 crore and above) November, 2019, Infrastructure and Project Monitoring Division, Ministry of Statistics and Programme Implementation.

গত দু'দশকে গ্রামীণ সড়ক পরিকাঠামোর উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়েছে। এজন্য বাজেটে পর্যাপ্ত অর্থবরাদ্দ, সুবিবেচনার পরিচায়ক। কিন্তু গ্রামীণ সড়কের উন্নয়নের সুযোগ আমরা পুরোপুরি নিতে পারিনি। এখনও সুস্থিত কৃষি সরবরাহ শৃঙ্খল স্থাপন করা যায়নি। হিমঘর শৃঙ্খলের ওপর জোর দিয়ে 'কিষান রেল'-এর ঘোষণা এক স্বাগতযোগ্য পদক্ষেপ। রেলের সঙ্গে অন্যান্য পরিবহণ মাধ্যমের সুষ্ঠু সংযোগ ঘটাতে পারলে কৃষিপণ্য সহজে বাজারে পৌঁছে দেওয়া যাবে, সুবিধা হবে রপ্তানির ক্ষেত্রেও।

বাজেটে যেসব ঘোষণা হয়েছে, তার সঠিক রূপায়ণের দিকে নজর দিতে হবে। না হলে আগের মতোই ঘোষণাই সার হবে,কাজের কাজ হবে না। রূপায়ণে গাফিলতির জন্য প্রকল্পের সময় কীভাবে দীর্ঘায়িত হয়, বক্স-১ এবং ১ নং সারণিতে তার নমুনা তুলে ধরা হল।

বক্স-১

''বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ণের দায়িত্বে থাকা সংস্থাগুলি বিলম্বের জন্য যেসব কারণ দেখিয়েছে তা হল : জমি অধিগ্রহণে দেরি, পরিবেশগত ছাড়পত্র পেতে দেরি, পরিকাঠামোগত সহায়তার অভাব, প্রকল্পের অর্থের জোগানে টালবাহানা, কারিগরি খুঁটিনাটি চূড়ান্ত করতে দেরি, প্রকল্পের পরিধির পরিবর্তন, যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জামের দরপত্র আহ্বান ও ক্রয়ে দেরি, আইনশৃঙ্খলাগত সমস্যা, ভূতাত্ত্বিক প্রতিবন্ধকতা, যান্ত্রিক সমস্যা এবং চুক্তিগত জটিলতা।''

সূত্র : http://www.cspm.gov.in/english/flr/Fr_nov_Report_2019.pdf, Page 11, accessed on 8th February, 2020, 7:00 am

দেরির কারণ হিসাবে সেইসব যুক্তির কোনওটাই অপ্রত্যাশিত নয়, তাই পূর্বানুমানের ভিত্তিতে এগুলির সমাধান করতে হবে। বর্তমান বাজেটে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্রদের নিয়ে একটি প্রকল্প প্রস্তুতি ব্যবস্থাপনা স্থাপনের প্রস্তাব রাখা হয়েছে। এই উদ্যোগের জন্য সচেতনতা গড়ে তোলা দরকার। সাগরমালা এবং ভারতীয় বন্দর রেল নিগমের মতো পরিকাঠামোগত প্রকল্পগুলি যথাযথ প্রেক্ষিতে ব্যবহার করা দরকার। চুক্তি ও ছাড়ের সংস্থান বিষয়ে আরও বেশি মনোযোগ দিতে হবে। এগুলি আরও নমনীয় করে তোলা যায় কীভাবে, তা ভাবতে হবে। সেইসঙ্গে নিয়ন্ত্রকদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নিয়ন্ত্রণকে সূক্ষ্ম এবং পরিপক্ক হতে হবে।❑

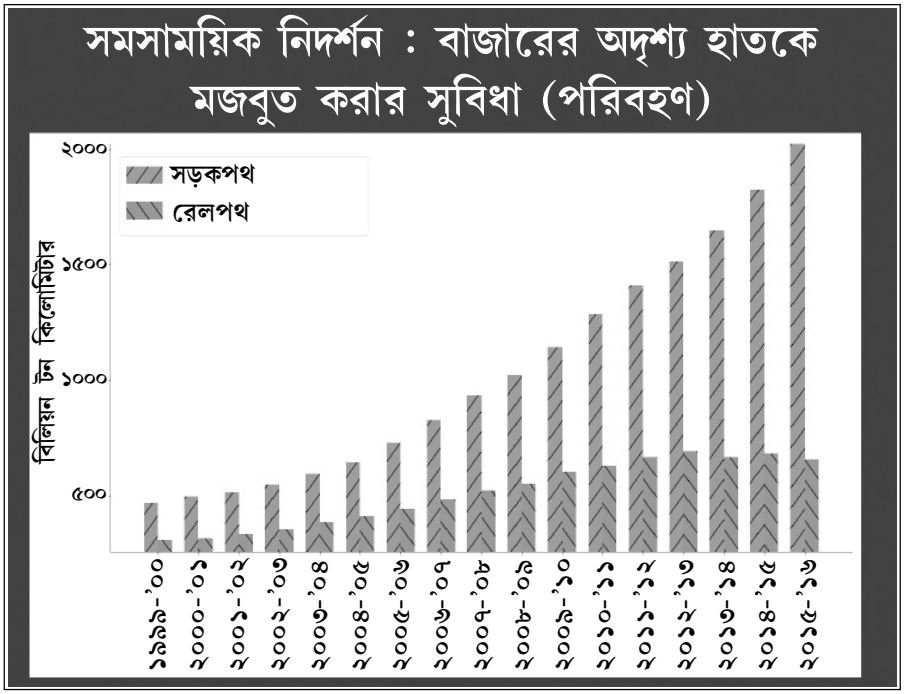

পরিপ্রেক্ষিত শিল্পক্ষেত্র

ড. রণজিৎ মেহেতা

অতি ক্ষুদ্র, ছোটো এবং মাঝারি উদ্যোগ হল জোরালো অর্থনীতির প্রাণশক্তি। এজন্য, এসব ব্যবসাতে নগদ টাকা ও ঋণ মেলার সুযোগ বাড়ানোর জন্য বাজেট নজর দিয়েছে। ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার স্থিতিশীলতার বিষয়ে আশ্বাস দেওয়ার মাধ্যমে মানুষের আস্থা লাভের লক্ষ্যেও জোরাল বার্তা দেওয়া হয়েছে। এজন্য হয়রানি রুখতে বিধিনিয়মে রদবদল, যেমন, করদাতাদের সনদ তৈরি, চুক্তি আইন পরিমার্জন, কোম্পানি আইনে ফৌজদারি অপরাধ রদ এবং অন্যান্য আইন খতিয়ে দেখার প্রস্তাব আছে।

এই বাজেটের অনেক সম্ভাবনা বা সম্ভার আছে। তা কাজে লাগাতে পারলে, ভারতের অর্থনৈতিক নীতিতে কাঠামোগত পরিবর্তন আসতে পারে। অর্থমন্ত্রী গত পয়লা ফেব্রুয়ারি, সরকারের এই মেয়াদকালের দ্বিতীয় বাজেটটি পেশ করেন। সরকার ২০২০-'২১ সালে ৩০ লক্ষ ৪২ হাজার ২৩০ কোটি টাকা ব্যয়ের পরিকল্পনা করেছে। ২০১৯-'২০ অর্থ বছরের সংশোধিত হিসেবের চেয়ে তা ১২.৭ শতাংশ বেশি। আয় (নিট কর্জ বাদ দিয়ে) ১৬.৩ শতাংশ বেড়ে ২২ লক্ষ ৪৫ হাজার ৮৯৩ কোটি টাকায় দাঁড়াবে। বিলগ্নীকরণ বাবদ আদায় বেশি হবে। এই হিসেবের দরুন আয় এতটা বাড়বে। ২০২০-'২১ সালে বর্তমান মূল্যে, অর্থাৎ প্রকৃত বিকাশ + দামস্ফীতি ধরে মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন (GDP) হার ১০ শতাংশ বাড়বে বলে সরকারের হিসাব। ২০১৯-'২০-তে বর্তমান মূল্যে এই বিকাশের হার ১২ শতাংশ।

সরকারের লক্ষ্য, রাজস্ব ঘাটতি মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের ২.৭ শতাংশে বেঁধে রাখা। ২০১৯-'২০ সালে সংশোধিত হিসাব মোতাবেক এই ঘাটতি ২.৪ শতাংশ। রাজকোষ ঘাটতি দাঁড়াবে মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের ৩.৫ শতাংশে, যা কিনা ২০১৯-'২০ সালের সংশোধিত হিসেব, ৩.৮ শতাংশের চেয়ে একটু বেশি। ২০১৯-'২০ সালে রাজস্ব ঘাটতি ৩.৩ শতাংশের চেয়ে বেশি হয়েছে। এর মধ্যে বাজেট-বহির্ভূত ঋণ ধরা হয়নি। তবে, ২০১৯-'২০-এর সংশোধিত হিসেব এবং ২০২০-'২১-এর বাজেট হিসেবে ঘাটতি ০.৫ শতাংশ বেশি হওয়াটা রাজস্ব দায়িত্ব ও বাজেট ব্যবস্থাপনা (Fiscal Responsibility and Budget Management—FRBM) আইনের ৪(৩) ধারার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। অর্থনীতিতে কাঠামোগত সংস্কারের দরুন রাজস্ব ঘাটতি হিসেবের থেকে বেশি হওয়ার সংস্থান আছে রাজস্ব দায়িত্ব ও বাজেট ব্যবস্থাপনা আইনের ৪(২) ধারায়।

অর্থমন্ত্রী বিশেষ জোর দিয়েছেন কৃষি, স্বাস্থ্য/আরোগ্য এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে। বহু বহু মানুষের জীবনে প্রভাব ফেলার প্রচুর ক্ষমতা ধরে এই তিন ক্ষেত্র। কৃষিতে বরাদ্দ বাড়িয়ে ১.৬ লক্ষ কোটি টাকার অঙ্কটা এই ক্ষেত্রটিকে রূপান্তরিত করার ইচ্ছাকেই প্রতিফলিত করে। জলজসম্পদ/মৎস্য ক্ষেত্রকে সংগঠিত করা এবং ব্যবসা বাড়ানোর লক্ষ্যে নীল অর্থনীতি (Blue Economy)-র উদ্যোগটি এক কৌশলজাত পদক্ষেপ (strategic move)। গত বাজেটে এই ক্ষেত্রটির বিকাশের জন্য মৎস্যচাষ উন্নয়ন পর্ষৎ গঠন করা হয়। এবার আরও এক ধাপ এগোনো হল। কৃষিক্ষেত্রের জন্য ১৬ দফা কর্মসূচি বা

[লেখক দিল্লির পিএইচডি চেম্বার অব কমার্সের প্রধান অধিকর্তা হিসেবে শিল্পপতি এবং নীতি প্রণেতা উভয় মহলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত।। ই-মেল : ranjeetmehta@gmail.com]

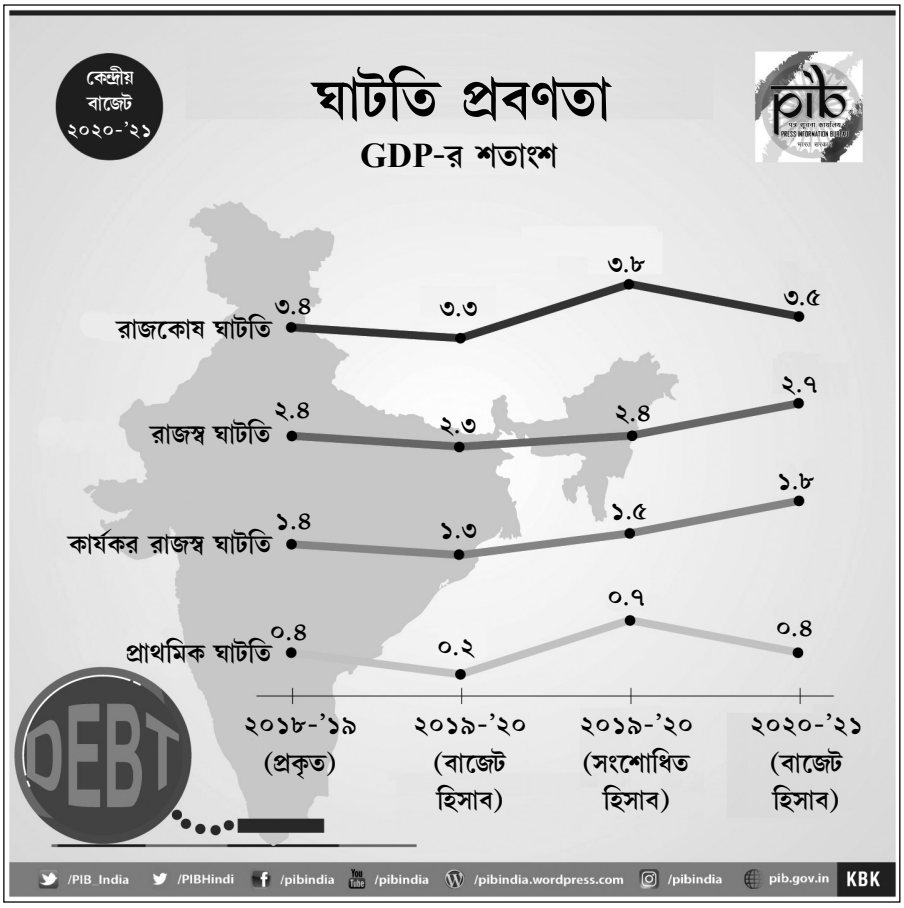

অ্যাজেন্ডা, সরকারি-অসরকারি অংশীদারিতে হাসপাতাল গড়তে আর্থিক সাহায্য, নতুন শিক্ষা নীতি আর প্রত্যক্ষ বিদেশি লগ্নি বিধি বদল হতে চলাটা বাজেটের প্রধান প্রধান বিষয়। এগুলি কর্মসংস্থান এবং দক্ষতা বিকাশে সাহায্য করবে।

ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার স্থিতিশীলতার বিষয়ে আশ্বাস দেওয়ার মাধ্যমে মানুষের আস্থা লাভের লক্ষ্যেও জোরাল বার্তা দেওয়া হয়েছে। এজন্য হয়রানি রুখতে বিধিনিয়মে রদবদল, যেমন, করদাতাদের সনদ তৈরি, চুক্তি আইন পরিমার্জন, কোম্পানি আইনে ফৌজদারি অপরাধ রদ এবং অন্যান্য আইন খতিয়ে দেখার প্রস্তাব আছে।

অর্থনীতিতে স্টার্ট-আপের অবদান মাথায় রেখে, সরকার এমপ্লয়ি স্টক ওনারশিপ প্ল্যান (ESOP), অর্থাৎ কর্মীদের সরাসরি শেয়ার প্রদান, বোনস-এর ক্ষেত্রে ৫ বছর কর রেহাই, ১০০ কোটি টাকা পর্যন্ত ব্যবসাতে স্টার্ট-আপ বা সদ্যোজাত সংস্থাগুলির জন্য করের যুক্তিসঙ্গত পুনর্বিন্যাস এবং সদ্যোজাত সংস্থার মেধাসম্পদ অধিকারের জন্য ডিজিটাল মঞ্চ (প্ল্যাটফর্ম)-এর মতো প্রণোদনা বা ইনসেনটিভের বন্দোবস্ত করেছে।

আরও সহজে ব্যবসার সুযোগ করে দিতে নির্ভীক (নির্যাত ঋণ বিকাশ যোজনা) প্রকল্প, লভ্যাংশ বা ডিভিডেন্ড বণ্টন এবং পণ্য ও পরিষেবা কর ব্যবস্থা সহজসরল করার মতো পদক্ষেপের সুবাদে বিনিয়োগকারীদের আস্থা বাড়বে।

অতি ক্ষুদ্র, ছোটো এবং মাঝারি উদ্যোগ হল জোরালো অর্থনীতির প্রাণশক্তি। এজন্য, এসব ব্যবসাতে নগদ টাকা ও ঋণ মেলার সুযোগ বাড়ানোর জন্য বাজেট নজর দিয়েছে। ট্রেড রিসিভএবেল ডিসকাউন্টিং সিস্টেম (Trade Receivables Discounting System—TReDS), অর্থাৎ গ্রাহকদের কাছ থেকে প্রাপ্য টাকা বাবদ কর্জ মেলার) মাধ্যমে নন-ব্যাঙ্কিং সংস্থাগুলি (Non-Banking Financial Institutions—NBFCs) চালান বাবদ ঋণের টাকা দেবে। এর ফলে, ভারতীয় অর্থনীতিতে ইন্ধন জোগানোর সুযোগ বাড়বে এবং ব্যাঙ্ক, আর্থিক পরিষেবা ও বিমা (Banking, Financial Services and Insurance—BFSI) ক্ষেত্রের কাছে এসব সংস্থার গ্রহণযোগ্যতা বা স্বীকৃতি এবং তাদের প্রতি আশাভরসা বাড়বে। সরকারি বৈদ্যুতিন বাজার (Government e-marketplace—GeM) সম্প্রসারণের ফলে আরও বিক্রেতা (বর্তমান সংস্থা ৩ লক্ষ ২০ হাজার) এই মঞ্চে হাজির হবে।

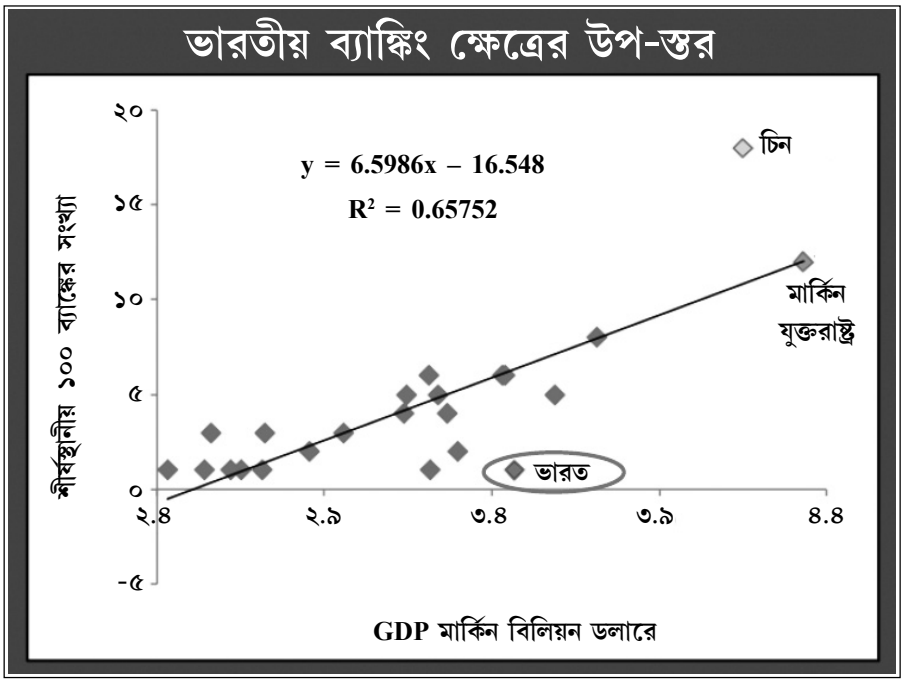

ভারতের ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রের উপ-স্তর

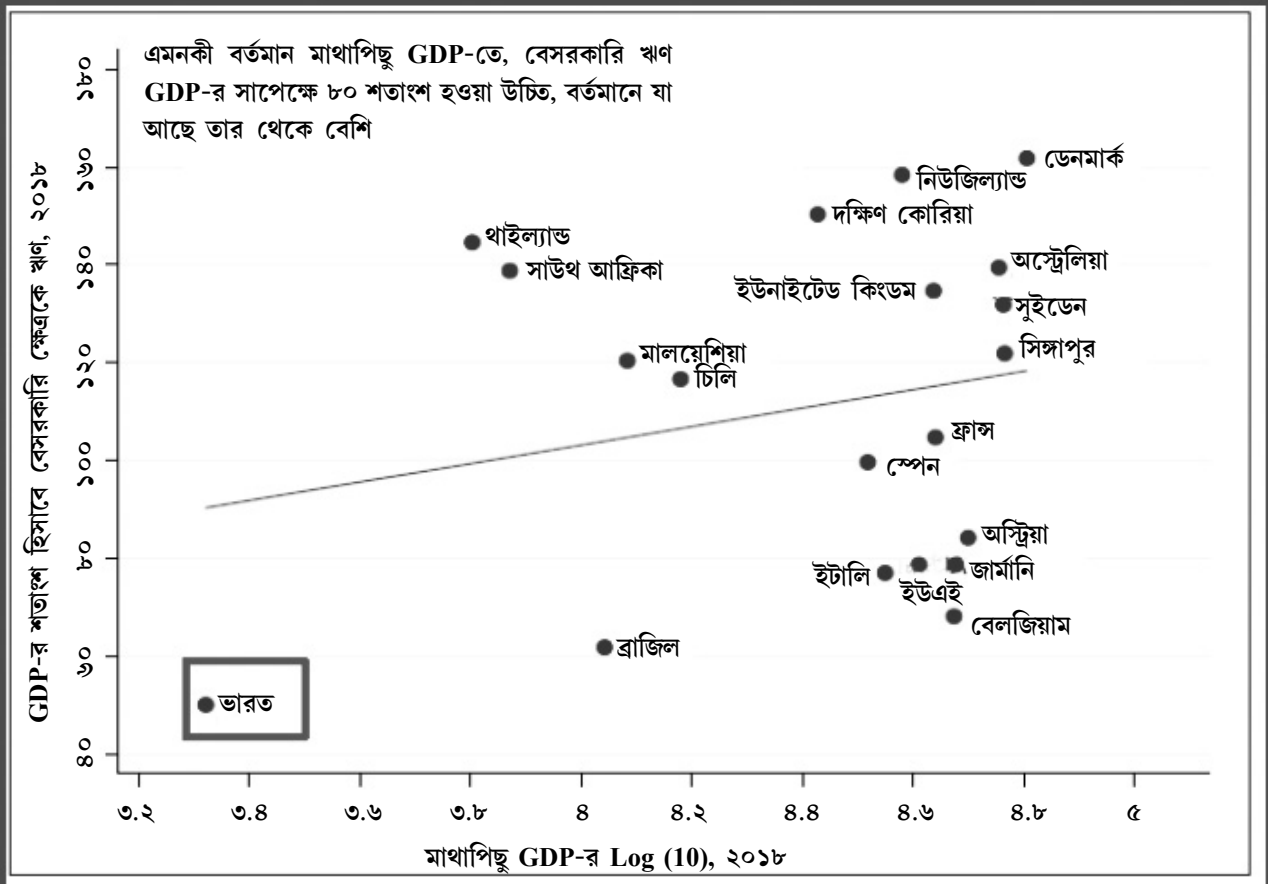

অর্থনীতিতে স্টার্ট-আপের অবদান মাথায় রেখে, সরকার এমপ্লয়ি স্টক ওনারশিপ প্ল্যান (ESOP), অর্থাৎ কর্মীদের সরাসরি শেয়ার প্রদান, বোনস-এর ক্ষেত্রে ৫ বছর কর রেহাই, ১০০ কোটি টাকা পর্যন্ত ব্যবসাতে স্টার্ট-আপ বা সদ্যোজাত সংস্থাগুলির জন্য করের যুক্তিসঙ্গত পুনর্বিন্যাস এবং সদ্যোজাত সংস্থার মেধাসম্পদ অধিকারের জন্য ডিজিটাল মঞ্চ (প্ল্যাটফর্ম)-এর মতো প্রণোদনা বা ইনসেনটিভের বন্দোবস্ত করেছে। আরও সহজে ব্যবসার সুযোগ করে দিতে নির্ভীক (নির্যাত ঋণ বিকাশ যোজনা) প্রকল্প, লভ্যাংশ বা ডিভিডেন্ড বণ্টন এবং পণ্য ও পরিষেবা কর ব্যবস্থা সহজসরল করার মতো পদক্ষেপের সুবাদে বিনিয়োগকারীদের আস্থা বাড়বে।

ঋণদাতাদের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখে, ক্ষুদ্র নন-ব্যাঙ্কিং আর্থিক সংস্থাগুলিকে ছোটোখাটো কর্জ আদায়ের জন্য ঋণ পুনরুদ্ধার ট্রাইবিউনাল (Debt Recovery Tribunal—DRT)-এর দ্বারস্থ হওয়ার অবকাশ দেওয়া হয়েছে। এর দরুন এসব সংস্থার অনুৎপাদনশীল সম্পদ বা অনাদায়ী ঋণের বোঝা কমবে।

শহরগুলিকে বিকাশের চালিকা শক্তি হিসেবে স্বীকৃতি এবং বেসরকারি ক্ষেত্রের ভূমিকাকে গুরুত্ব দিয়ে, সরকারি-বেসরকারি অংশীদারি পদ্ধতি মারফত পাঁচটি স্মার্ট সিটি তৈরি, বৈদ্যুতিন পণ্য উৎপাদন, সৌর পরিকাঠামো, আরও বেশি সংখ্যক ট্রেন, বিমানন্দর এবং ডেটা সেন্টার গড়ে তোলার পরিকল্পনা করা হয়েছে। বাজেটে ঘোষিত কর প্রস্তাবগুলির লক্ষ্য হচ্ছে, আস্থা সৃষ্টি, নিশ্চয়তা আনা, লগ্নি টানা এবং মামলা-মোকদ্দমার সংখ্যা কমানো।

কর প্রস্তাবের বিশেষ উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল আয়ের নিচু ধাপে ব্যক্তিগত করদাতাদের কর হার হ্রাস; লভ্যাংশ বা ডিভিডেন্ড বণ্টনে কর প্রত্যাহার (এই কর তুলে দেওয়াটা অনেক দিন ধরে প্রতীক্ষিত); সরকারি লগ্নি তহবিলের লভ্যাংশ, সুদ এবং মূলধনী লাভে কর রদ; বিদ্যুৎ উৎপাদন সংস্থাগুলিকেও কিছুটা কর ছাড়; আয়কর আধিকারিকদের সঙ্গে ব্যক্তিগত কোনও যোগাযোগ না করে ট্যাক্স রিটার্ন দাখিলের জন্য বৈদ্যুতিন প্রযুক্তি প্রয়োগ। কর সংক্রান্ত ফয়সালা প্রকল্প এবং অতি ক্ষুদ্র, ছোটো ও মাঝারি উদ্যোগের জন্য বাধ্যবাধকতা শিথিল। পরোক্ষ করের ক্ষেত্রে, অনলাইন শুল্ক ফেরতের ব্যবস্থায় রপ্তানিকারীরা হাঁপ ছেড়ে বাঁচবেন।

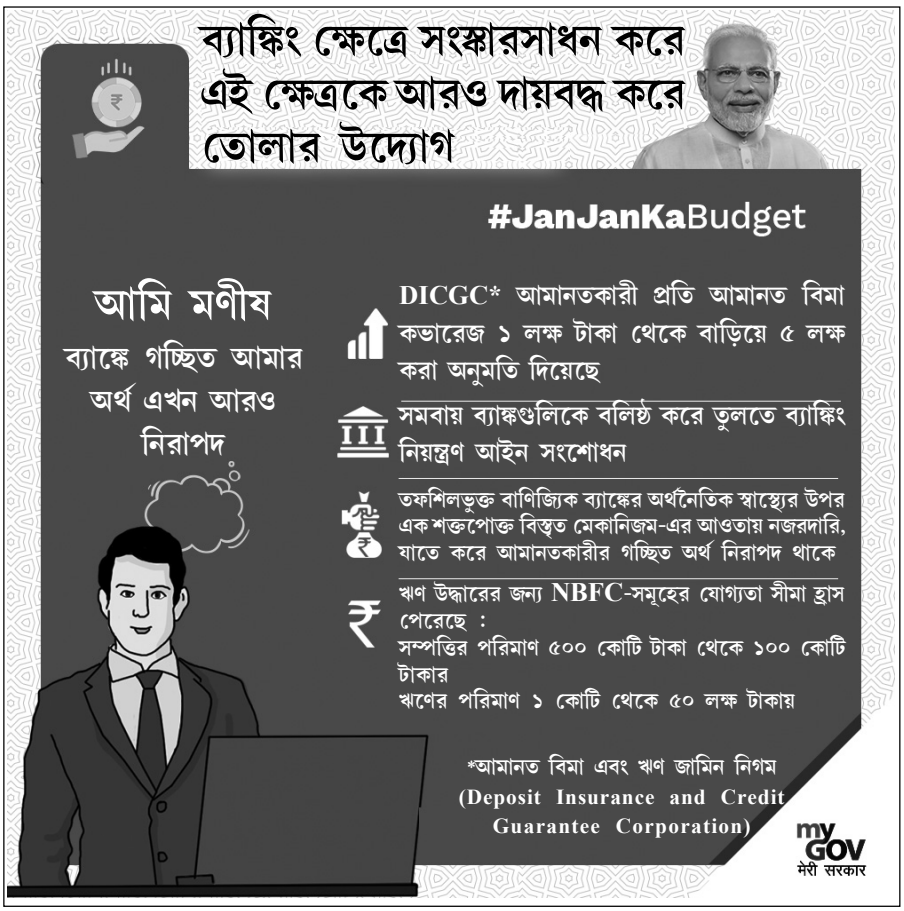

২০২০-২১-এর বাজেট আর্থনীতিক উন্নয়ন, উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং যত্নশীল সমাজ এই তিন গুরুত্বপূর্ণ থিমের সঙ্গে সঠিক মিলমিশ রাখতে চেয়েছে। এই থিমগুলিকে এক সুতোয় বেঁধেছে :

- দুর্নীতি মুক্ত, নীতি চালিত সুপ্রশাসন।
- বলিষ্ঠ এবং দক্ষ আর্থিক ক্ষেত্র।
- জীবনযাত্রা সহজতর করা।

(ক) **উচ্চাকাঙ্ক্ষী ভারত :** সমাজের সব শ্রেণির মানুষের জন্য স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং আরও উত্তম কাজের নাগালের সংস্থান করে দিয়ে তাদের জীবনযাত্রার মান আরও উন্নত করা এর আওতায় পড়ে। উচ্চাকাঙ্ক্ষী ভারতের তিনটি অঙ্গ : (১) কৃষি, সেচ ও গ্রামোন্নয়ন, (২) স্বাস্থ্য-আরোগ্য, জল এবং স্যানিটেশন, (৩) শিক্ষা এবং দক্ষতা।

ষোল দফা কাজ-সহ এই তিনটি অঙ্গের জন্য বরাদ্দ হয়েছে ২ লক্ষ ৮৩ হাজার কোটি টাকা। এগুলি হচ্ছে নীল অর্থনীতি, কিষান রেল, অভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক রুটে কৃষি উড়ান, ফুল-ফল (হর্টিকালচার) ক্ষেত্রে রপ্তানি এবং আরও উন্নত বিপণনের জন্য এক ফসল এক জেলা, জৈবিক ক্ষেতি পোর্টাল, প্রায় নিঃখরচায় প্রাকৃতিক উপায়ে পশুপালন ও চাষবাস (Zero-Budget Naturals Farming)-পালিত পশুপাখি ফাঁকা জমিতে চরে বেড়িয়ে প্রকৃতি থেকেই খাবার জুটিয়ে নেবে, কীটনাশক ও সারের খরচ ছাড়াই হবে চাষবাস, আরও ২০ লক্ষ চাষির জন্য সৌর পাম্প বসানো, আরও ১৫ লক্ষ চাষিকে তাদের গ্রিড সংযুক্ত পাম্প সৌরশক্তিতে চালানোর জন্য সাহায্য করতে পিএম-কুসুমকে সম্প্রসারণ করা হবে, ফসল সঠিকভাবে মজুতের জন্য এবং পরিবহণ খরচ কমাতে চাষিকে সাহায্য করতে স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলি ভিলেজ স্টোরেজ স্কিম চালাবে এবং দীনদয়াল অন্ত্যোদয় যোজনা গরিবি হঠানোর লক্ষ্যে ৫৮ লক্ষ স্বনির্ভর গোষ্ঠী-সহ ৫০ লক্ষ পরিবারকে জড়ো করেছে।

(খ) **সকলের জন্য অর্থনৈতিক বিকাশ : ''সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস'' :**

☐ **শিল্প, বাণিজ্য এবং লগ্নি এর অন্তর্ভুক্ত :** এক পোর্টাল মারফত কাজকর্ম চালানো এবং সব সুযোগ ও সমর্থন জোগাতে ইনভেস্টমেন্ট ক্লিয়ারেন্স সেল গড়ার পরিকল্পনা করা হয়েছে।

কারিগরি কাপড় (টেকনিক্যাল টেক্সটাইলস)-এ ভারতকে বিশ্বের অগ্রণী দেশ হিসেবে পরিণত করার লক্ষ্যে জাতীয় কারিগর কাপড় মিশন (National Technical Textiles Mission) গড়া হবে। মিশনটি চালানো হবে ২০২০-'২১ থেকে ২০২৩-'২৪ এই চার বছরকালের জন্য।

রপ্তানির জন্য ঋণ বণ্টন বাড়ানোর লক্ষ্যে নির্ভীক প্রকল্প চালু হবে। এই প্রকল্পে বিমার কভারেজ বাড়বে, ছোটোখাটো রপ্তানিকারীদের প্রিমিয়াম বা বিমার জন্য দেয় কিস্তির টাকা কমবে, দাবি নিষ্পত্তির পদ্ধতি সহজসরল হবে, সরকারি বৈদ্যুতিন বাজার (Government e-Marketplace—GeM)-এর লেনদেন ৩ লক্ষ কোটি টাকায় নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা আছে। রপ্তানি পণ্যের উপর ধার্য কর ও শুল্ক খতিয়ে দেখার জন্য এক প্রকল্প হাতে নেওয়া হবে।

☐ **পরিকাঠামো ক্ষেত্র : আগামী ৫ বছরে ১০০ লক্ষ কোটি টাকা লগ্নি :**

মহাসড়ক, রেলপথ, বন্দর এবং জলপথ, বিমানবন্দর, বিদ্যুৎ ও শক্তি এবং নতুন অর্থনীতিতে গুরুত্ব। ২০২০-২২১ সালে পরিবহণ পরিকাঠামো বাবদ ১ লক্ষ ৭০০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব। জাতীয় পরিকাঠামো পাইপ : ১০৩ লক্ষ কোটি টাকার প্রকল্প; ২০১৯-এর ৩১ ডিসেম্বরে সূচনা। তাদের আকার এবং কাজ এগোনোর স্তরের নিরিখে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ৬,৫০০-এর বেশি প্রকল্পকে বিভিন্ন শ্রেণিকে ভাগ করা হবে। কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার এবং প্রধান প্রধান নিয়ামক কর্তৃপক্ষের ভূমিকা স্পষ্ট করে জানিয়ে দিতে জাতীয় লজিস্টিক্স

নয়া প্রযুক্তির ফায়দা তুলতে, দেশজুড়ে ডেটা সেন্টার পার্ক গড়ার জন্য বেসরকারি ক্ষেত্রকে সক্ষম করার লক্ষ্যে এক নীতির পরিকল্পনা করা হয়েছে। ভারতনেট মারফত ১ লক্ষ গ্রাম পঞ্চায়েতকে ফাইবার টু দ্য হোম (Fibre to the Home—FTTH) সংযুক্তির পরিকল্পনা।

নীতি (National Logistics Policy) ঘোষিত হবে শীঘ্রই। গড়ে উঠবে এক জানালা ই-লজিস্টিক্স মার্কেট (single window e-logistics market)। কর্মসংস্থান, দক্ষতা সৃষ্টি এবং অতি ক্ষুদ্র, ছোটো ও মাঝারি উদ্যোগকে প্রতিযোগিতায় সক্ষম করার উপরে নজর দেওয়া হবে। নয়া প্রযুক্তির ফায়দা তুলতে, দেশজুড়ে ডেটা সেন্টার পার্ক গড়ার জন্য বেসরকারি ক্ষেত্রকে সক্ষম করার লক্ষ্যে এক নীতির পরিকল্পনা করা হয়েছে। ভারতনেট মারফত ১ লক্ষ গ্রাম পঞ্চায়েতকে ফাইবার টু দ্য হোম (Fibre to the Home—FTTH) সংযুক্তির পরিকল্পনা।

ডিজিটাল মঞ্চ হিসেবে সুচারু প্রয়োগ এবং মেধাসম্পদ অধিকার বজায় রাখতে স্টার্ট-আপদের উপকারের জন্য ব্যবস্থা নেওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে। নতুন এবং উদীয়মান দিক-সহ বিভিন্ন প্রযুক্তি ক্ষেত্রে নলেজ ট্রানস্লেশন ক্লাস্টার গড়া হবে। ভারতের জিন মানচিত্র তৈরির জন্য, বিশাল তথ্যভাণ্ডার গঠন করতে দু'টি জাতীয় স্তরের বিজ্ঞান প্রকল্পের উদ্যোগ নেওয়া হবে। নতুন করে স্টার্ট-আপ-এর ধারণা এবং উন্নয়নে সহায়তা জোগানোর জন্য তাদের শেয়ার কিনে মূলধন জোগাড়ে সাহায্য করা হবে।

(গ) **সহমর্মী সমাজ :**

সহমর্মী সমাজের নজর, নারী ও শিশু, সমাজ কল্যাণ, সংস্কৃতি এবং পর্যটনে।

☐ সংস্কৃতি ও পর্যটন :

পর্যটন বিকাশ খাতে ২০২০-'২১ সালে ২,৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ। ২০২০-'২১ সালে সংস্কৃতি মন্ত্রকের জন্য ৩,১৫০ কোটি টাকা। সংস্কৃতি মন্ত্রকের অধীনে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিমের মর্যাদা-সহ ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অব হেরিটেজ অ্যান্ড কনজারভেশন গঠনের প্রস্তাব। পাঁচটি পুরাতাত্ত্বিক স্থানের উন্নয়ন করা হবে, সেখানে গড়া হবে সংগ্রহশালা। জায়গাগুলি হল রাখীগঢ়ী (হরিয়ানা), হস্তিনাপুর (উত্তরপ্রদেশ), শিবসাগর (অসম), ধোলাবীরা (গুজরাত), আদিচানাল্লুর (তামিলনাড়ু)।

কলকাতার ভারতীয় জাদুঘরের সংস্কার ও ভোলবদল-২০২০ সালের জানুয়ারিতে প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা কলকাতার ঐতিহাসিক পুরোনো টাঁকশাল ভবন (Old Mint Building)-এ মুদ্রা ও বাণিজ্য সংগ্রহশালা গঠন করা হবে।

দেশের আরও চারটি জাদুঘরের সংস্কারে হাত দেওয়া হবে।

রাঁচিতে উপজাতি জাদুঘর (Tribal Museum) গড়ে তুলতে সাহায্য।

আমদাবাদের কাছে হরপ্পা সভ্যতার এক জায়গা লোথালে জাহাজ মন্ত্রক সমুদ্র সংক্রান্ত এক মিউজিয়াম তৈরি করবে।

রাজ্য সরকারগুলি ২০২১ সালে কিছু নির্দিষ্ট পর্যটনস্থলের উন্নয়নে রোডম্যাপ এবং আর্থিক পরিকল্পনা তৈরি করবে বলে আশা করা হচ্ছে এবং ২০২০-'২১-এ এবাবদ কেন্দ্র অনুদান দেবে।

ইতি টানার আগে বলতে হয়, নতুন ভারতের উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূরণের লক্ষ্যে এবারের বাজেট এক সঠিক পদক্ষেপ। কিন্তু বিকাশে সাহায্য করার জন্য বাজেটে ঘোষিত ব্যবস্থাদি কার্যকর করাটা হবে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ। বর্তমান পটভূমিতে, বিকাশ হার অর্জন করতে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার শেয়ার বেচে ২ লক্ষ কোটি টাকা আয়ের উপর বড়ো বেশি নির্ভর করা হচ্ছে। এবাবদ আদায় কম হলে প্রকৃত ঘাটতি এবং ৫ লক্ষ মার্কিন ডলারের অর্থনীতিতে পরিণত হওয়ার ক্ষেত্রে বিরূপ প্রভাব পড়বে। উচ্চাকাঙ্ক্ষী ভারতের জন্য, অর্থমন্ত্রী আরও উন্নত মানের স্বাস্থ্য এবং শিক্ষা এবং কর্মসংস্থানে মনোযোগ দিয়েছেন। সেইসঙ্গে, সহজেস্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রা, চাষির আয় দ্বিগুণ, মেয়েদের জন্য আরও বেশি সুযোগ এবং অটোমেশন, মেশিন লার্নিং এবং রোবটিক্স-এর মতো ক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত উন্নতির উপর অর্থমন্ত্রী গুরুত্ব বজায় রাখছেন। এছাড়া, অনলাইন-ভিত্তিক শেয়ারিং ইকনমি এবং ডিজিটাল বিপ্লবকে ভারত দু'হাত তুলে স্বাগত জানিয়েছে। কোম্পানি কর কমে ২২ শতাংশ হওয়ায়, কর্পোরেট সংস্থাগুলি এখন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারবে এবং প্রস্তাবিত ইনভেস্টমেন্ট ক্লিয়ারেন্স সেলের মাধ্যমে তহবিল জোগাড়ে সাহায্য পাবে। এই বাজেট নিঃসন্দেহে উঠতি স্টার্ট-আপগুলির কিছু কিছু সমস্যা মিটিয়েছে এবং লগ্নিকারীদের কাছ থেকে তাদের টাকা জোগাড়টা সহজ করে দিয়েছে। ১০০ কোটি টাকা অবধি ব্যবসা করা সদ্যোজাত সংস্থার ১০ বছরের মধ্যে ৩ বছর মুনাফায় ১০০ শতাংশ কর ছাড় দেওয়াটা স্টার্ট-আপ পরিবেশ উন্নত করার দিকে সরকারের এক ইতিবাচক পদক্ষেপ।

আরও দ্রুত দাবি ফয়সালার জন্য প্রক্রিয়া সহজসরল করায় তা রপ্তানিকারক এবং বিমাকারী উভয়ের উপকারে আসবে। এর সুবাদে বিমা করা বাড়বে। ছোটোখাটো রপ্তানিকারীদের প্রিমিয়াম বা বিমার জন্য দেয় কিস্তির টাকা কমবে। ফলে রপ্তানির জন্য টাকার সংস্থান হবে ও রপ্তানি বাড়বে। অতি ক্ষুদ্র, ছোটো ও মাঝারি উদ্যোগের জন্য গৌণ ঋণ (subordinate debt, অর্থাৎ অন্যান্য ধার মেটানোর পর যে কর্জ মেটাতে হয়)-এর ঘোষণা একটি সদর্থক পদক্ষেপ এবং তা এসব উদ্যোগ-এর যথেষ্ট উপকার করবে। বাধ্যতামূলক অডিটের জন্য ব্যবসার অঙ্ক বাড়িয়ে ৫ কোটি টাকা করার ফলে ছোটোখাটো কারবারিরা অনেকটা স্বস্তি পাবেন। আশা করা যায়, এই বাজেট কর্মসংস্থানে মদত দেবে, ভোগ বাড়াবে এবং ভারতে বিদেশি লগ্নি টানবে।❑

Subscription Coupon

[For New Membership / Renewal / Change in Address]

I want to subscribe to _____ (Journal's name & language)

☐ 1. yr. for Rs. 230/- ☐ 2. yrs. for Rs. 430/- ☐ 3. yrs. for Rs. 610/-

DD/MO No. _____ Date _____

Name (in block letters) _____

Category Student / Academician / Institution / Others

Address _____

_____

PIN ☐☐☐☐☐☐

Phone _____

P.S. : For Renewal / change in address — please quote your subscription No. ☐

Please allow 8 to 10 weeks for the despatch of 1st issue.

The DD/MO should be drawn in favour of :

The Editor

Dhanadhanye (Yojana-Bengali)

Publications Division

8, Esplanade East, Kolkata-700 069

ATTENTION PLEASE

YOU CAN ALSO SEND YOUR SUBSCRIPTION THROUGH BHARATKOSH (NON-TAX RECEIPT PORTAL)

FORM IV

Statement about ownership and other particulars about newspaper Yojana **(Bengali)** to be published in the first issue every year after the last day of February

1. Place of publication	:	Kolkata
2. Periodicity of its publication	:	Monthly
3. Printer's Name, Nationality & Address	:	Ms. Ira Joshi Indian Publications Division Soochna Bhawan, CGO Complex New Delhi – 110003.
4. Publisher's Name, Nationality & Address	:	Ms. Ira Joshi Indian Publications Division Soochna Bhawan, CGO Complex, New Delhi – 110003.
5. Editor's Name, Nationality & Address	:	Ms. Rama Mandal Indian Publications Division 8, Esplanade East Kolkata – 700069
6. Names and addresses of individuals who own the newspaper and partners or shareholders holding more than one per cent of the total capital	:	Wholly owned by Ministry of I&B Government of India, New Delhi 110001

I, Ira Joshi, hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Date : 12.02.2020

Ira Joshi

(Signature of Publisher)

আর্থিক সুস্থিতি এবং বাজেট ঘাটতি

ড. অমিয় কুমার মহাপাত্র

বাজেটের সাফল্য নির্ভর করে সামগ্রিকভাবে অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় তার প্রভাবের ওপর, কেবলমাত্র ব্যয়বরাদ্দের ওপর নয়। আর্থিক কাঠামোয় স্থিতিশীলতার প্রশ্নে এমন একটা ব্যবস্থার দরকার যার মাধ্যমে রাজকোষ ঘাটতি বেশি হলেও মূলধন এবং কল্যাণমূলক খাতে বিনিয়োগজনিত সুবিধাটুকু মেলে। আর্থিক শৃঙ্খলার প্রশ্নে প্রাথমিক শর্ত হল ব্যয়, রাজস্ব এবং কর-এর ক্ষেত্রে যথাযথ প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা।

অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রশ্নে আর্থিক নীতির ভূমিকা স্বাভাবিকভাবেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একটি দেশের অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা দূর করতেও তার কার্যকারিতা অনেকখানি। সুস্থিত অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম প্রাথমিক শর্ত হল সুচিন্তিত পদক্ষেপ এবং কর্মপন্থা। কিন্তু, বছরের পর বছর ধরে রাজকোষ বা আর্থিক ঘাটতি এবং তার পরিণাম হিসেবে নানান ধরনের অসুবিধা এদেশের সরকারকে বাধ্য করেছে বাজেটে আয় ও ব্যয়ের বিষয়গুলির প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রেখে এগোতে। এই তাগিদ থেকেই আনা হয়েছে আর্থিক দায়বদ্ধতা এবং বাজেট ব্যবস্থাপনা আইন, ২০০৩ (Fiscal Responsibility and Budget Management Act—FRBMA)। সেই অনুযায়ী ব্যয়ের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকারের দিকগুলি চিহ্নিত করে যুক্তিযুক্ত পন্থায় এগোনোর পাশাপাশি রাজস্ব বৃদ্ধিকেও পাখির চোখ হিসেবে রেখে ঘাটতির পরিমাণ নিয়ন্ত্রণে চেষ্টার ত্রুটি রাখছে না সরকার।

বাজেট-এর ভিত্তি কতটা মজবুত তা বুঝতে গেলে তাকাতে হয় ঘাটতি সংক্রান্ত নির্দেশক এবং সামগ্রিকভাবে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ওপর তার সম্ভাব্য প্রভাব-এর দিকে। রাজকোষ ঘাটতি, রাজস্ব ঘাটতি কিংবা প্রাথমিক ঘাটতি আদতে আর্থিক বিষয় সংক্রান্ত কৌশল বা পন্থা বলা যেতে পারে। দীর্ঘমেয়াদি দৃষ্টিকোণ থেকে উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার কোন পথে হাঁটতে চায় তার দিশা মেলে এখান থেকে। রাজকোষ এবং রাজস্ব ঘাটতিকে কাঙ্ক্ষিক মাত্রায় রাখা বাজেটের সাফল্যের প্রশ্নে অত্যন্ত বড়ো একটি বিষয়।

রাজকোষ ঘাটতি : হিসেব এবং বাস্তব

ঋণ বাদ দিয়ে সরকারের মোট প্রাপ্তির তুলনায় ব্যয়ের আধিক্যটুকুই হল রাজকোষ ঘাটতি। অন্যভাবে বলা যায় যে, নির্দিষ্ট কোনও অর্থবর্ষে খরচ মেটাতে সরকারের ওপর সম্ভাব্য ঋণের ভার কতটা হবে তা বোঝা যায় রাজকোষ ঘাটতি থেকে। পাশাপাশি আর্থিক শৃঙ্খলা এবং দেশের উন্নয়নে দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্যপূরণে সরকারের নীতিও ফুটে ওঠে এখান থেকেই। আর্থিক দায়বদ্ধতা এবং বাজেট ব্যবস্থাপনা আইন (FRBMA)-পরবর্তী পর্যায়ে রাজকোষ ঘাটতি-কে বর্তমানের চাহিদা এবং পরবর্তী পর্বের সম্ভাব্য পরিস্থিতি পর্যালোচনার কাজে অন্যতম মানদণ্ড হিসেবে দেখা হচ্ছে। যথেষ্ট বাধ্যবাধকতা সত্ত্বেও অর্থমন্ত্রী এবারের (২০২০-'২১) বাজেটে রাজকোষ ঘাটতির পরিমাণ মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের ৩.৫

[নতুনদিল্লির Fortune Institute of International Business-এর সহযোগী অধ্যাপক এবং চেয়ারপার্সন (IQAC), গবেষক ও লেখক। ই-মেল : amiyacademics@gmail.com]

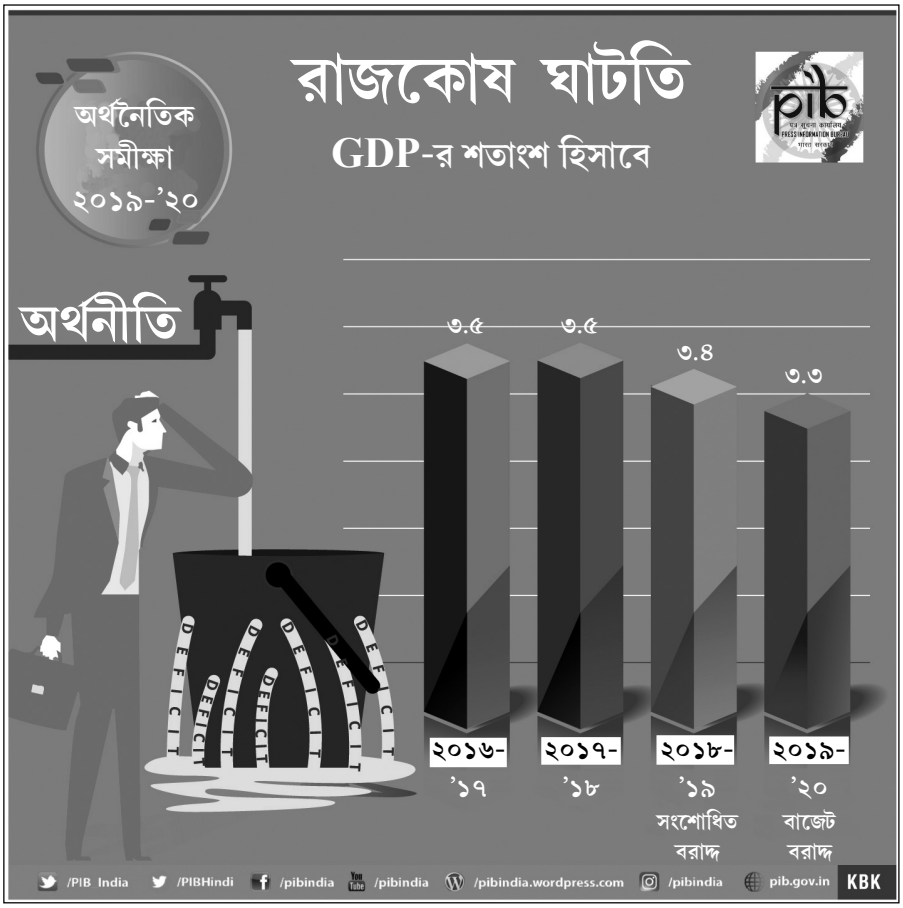

শতাংশে বেঁধে রাখার প্রস্তাব রেখেছেন। এক্ষেত্রে তিনি চলতে চান FRBM পর্যালোচনা কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী। তাছাড়াও, মূলধন খাতে ব্যয় বাবদ আরও বেশি অর্থের সংস্থানের কথাও জানিয়েছেন অর্থমন্ত্রী। এর থেকে ধারাবাহিক অগ্রগতির লক্ষ্যে এগোনোয় সরকারের অগ্রাধিকার স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তবে কাঠামোগত জটিলতা এবং বিশ্বে অর্থনৈতিক দুনিয়ায় টালমাটাল অবস্থার প্রেক্ষিতে, রাজকোষ ঘাটতি বেঁধে রাখায় ০.৫ শতাংশ বিচ্যুতির সুযোগ নিতে 'পরিত্রাণ বিধি' (Escape Clause)-র দ্বারস্থও হয়েছে সরকার।

FRBMA-র কল্যাণে ২০০৮-'০৯ সময়পর্ব পর্যন্ত বাজেটে রাজকোষ ঘাটতি কম দেখানো হচ্ছিল। পরের পরিস্থিতি অবশ্য আলাদা। সেই বিষয়টিই স্বাভাবিকভাবেই বেশি গুরুত্বপূর্ণ। পরিকল্পনা অনুযায়ী কিভাবে এগোনো হচ্ছে তার ওপরও আর্থিক শৃঙ্খলার বিষয়টি নির্ভরশীল। লক্ষ্যমাত্রা পূরণ কতটা সম্ভব হয়েছে তা বোঝার জন্য ২০০৪-'০৫ থেকে ২০২০-২১ সময়পর্বের তথ্যাদি বিশ্লেষণ জরুরি।

আর্থিক শৃঙ্খলার ক্ষেত্রে সরকার কিভাবে এগোচ্ছে তার সূচক হল এই 'বিচ্যুতি', যা গত ৫ বছরে ঘোরাফেরা করেছে ০.০ থেকে ০.৭ শতাংশের মধ্যে। অর্থাৎ, তা নিয়ন্ত্রণেই রয়েছে বলা যায়। গত দু'বছর যাবৎ 'বিচ্যুতি'-র পরিমাণ অত্যন্ত কম। এর থেকেই সরকারের মনোভাব স্পষ্ট।

২০০৮-'০৯ থেকে ২০২০-'২১-এর মধ্যে সরকারের ঋণ অনেক গুণ বেড়ে গেছে। ২০১০-'১১-এ রাজকোষ ঘাটতি ছিল ৩,৮১,৪০৮ কোটি টাকা। ২০২০-'২১-এ ঘাটতির সম্ভাব্য পরিমাণ ৭,৯৬,৩৩৭ কোটি টাকা দেখানো হয়েছে। অর্থাৎ, ১০ বছরে ঘাটতির বৃদ্ধি দাঁড়াচ্ছে দ্বিগুণেরও বেশি (সারণি-১ দ্রষ্টব্য)। এবারের এবং আগের বাজেটগুলিতেও রাজকোষ ঘাটতি কমানোর পাশাপাশি ঋণ নেওয়ার পরিমাণ কমাতে প্রাণপণ চেষ্টা করেছে সরকার।

রাজকোষ ঘাটতি এবং রাজস্ব ঘাটতির মধ্যে যোগাযোগ

রাজকোষ ঘাটতির প্রধান দু'টি দিক বা অংশ হল রাজস্ব ঘাটতি এবং মূলধন খাতে ব্যয়। আবার, সরকারের রাজস্ব খাতে ব্যয়ের প্রাপ্তি কম হওয়াকে বলা হয় রাজস্ব ঘাটতি। এর অর্থ হল সরকারের পক্ষে চলতি বা রাজস্ব খাতে ব্যয় এবাবদ প্রাপ্তি থেকে সম্পূর্ণভাবে মেটানো সম্ভব হচ্ছে না। এজন্য এবং মূলধন বাবদ খরচের জন্য, ঋণ নিতে হয় সরকারকে (রাজকোষ ঘাটতি)।

কাজেই অর্থনৈতিক বিচক্ষণতার পথে এগোনোর ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল রাজস্ব ঘাটতি নির্দিষ্ট স্তরে বেঁধে রাখা। আবার, উন্নয়ন খাতে খরচ না কমিয়ে ঘাটতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে হলে রাজস্ব বৃদ্ধির লক্ষ্যে উদ্যোগ জরুরি। কারণ দেশের মানুষের আর্থ-সামাজিক কল্যাণের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থানে কাটছাঁট করে রাজকোষ ঘাটতি কমানো কখনওই কাম্য নয়। সেজন্যই কর এবং অন্যান্য উৎস থেকে রাজস্ব বৃদ্ধির উপায় খুঁজে বের করতেই হয় সরকারকে।

বিচ্যুতি এবং উদ্যোগ

আর্থিক দায়বদ্ধতা এবং বাজেট ব্যবস্থাপনা আইন, ২০০৩ (Fiscal Responsibility and Budget Management Act) অনুযায়ী, ঘাটতির পরিমাণ মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের তিন শতাংশের মধ্যে বেঁধে রাখা কাম্য। সদিচ্ছার অভাব কিংবা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অনিশ্চিয়তা, যে কারণেই হোক, ওই লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছনো কিন্তু আজও সম্ভব হয়নি।

আইনটি গৃহীত হওয়ার পর ২০০৮-'০৯ পর্যন্ত রাজকোষ ঘাটতি ধারাবাহিকভাবে কিছুটা কমলেও ২০০৯-'১০-এ তা এক লাফে অনেকটা বেড়ে হয়ে যায় মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বা GDP-র ৬.৮ শতাংশ। বিশ্বজোড়া মন্দার মোকাবিলায় সরকারের তরফে নানা ধরনের পদক্ষেপের জন্য পরের চার বছর ঘাটতি থাকে ৪.৬ শতাংশের ওপর।

কেলকার কমিটি (২০১২) সুপারিশ করে রাজকোষ ঘাটতি (২০১২-'১৩ অর্থবর্ষে

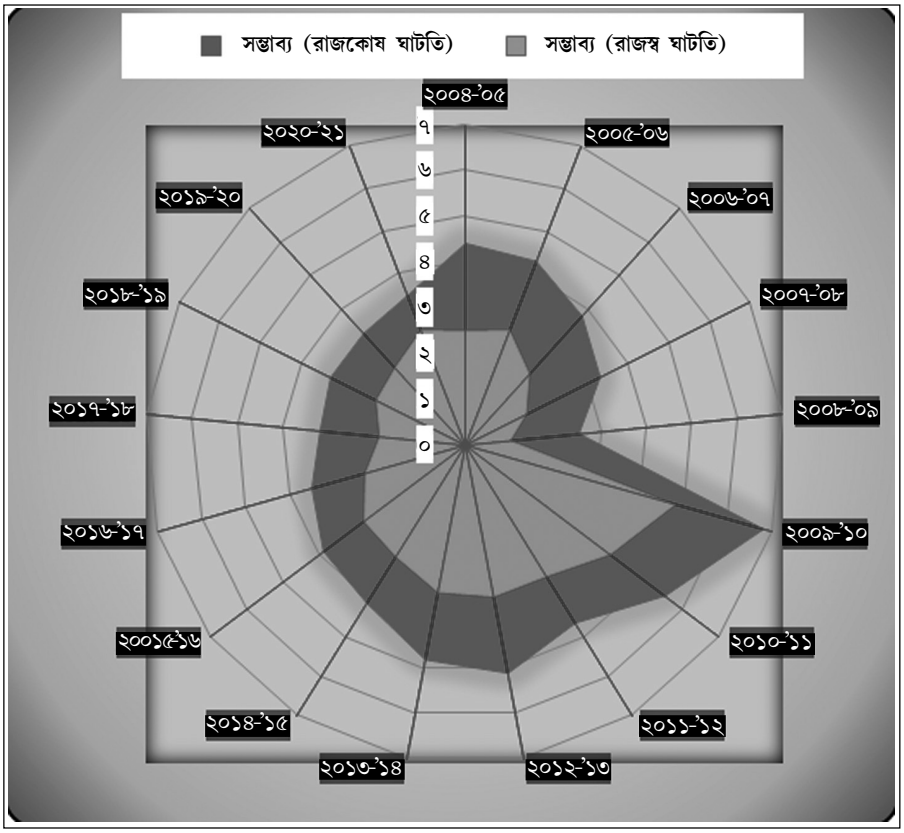

যা ছিল ৫.১ শতাংশ) দ্বাদশ পরিকল্পনার শেষ নাগাদ, অর্থাৎ ২০১৬-'১৭-এ তিন শতাংশে বেঁধে রাখতে হবে।

কিন্তু, বিমুদ্রায়ণ এবং বিশ্বের অর্থনৈতিক আঙিনায় অনিশ্চয়তার কারণে তার পরেও ২ বছর ওই লক্ষ্যে এগোনো যায়নি। এর পর থেকেই রাজকোষ ঘাটতি কমানোয় জোরদার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।

২০১৭-'১৮ সালে বাজেটের পর তৎকালীন অর্থমন্ত্রী প্রাক্তন রাজস্ব সচিব এন. কে. সিং-কে প্রধান হিসেবে বসিয়ে একটি কমিটি গড়ে দেন। FRBM আইন গৃহীত হওয়ার ১৩ বছর পরে বর্তমান প্রেক্ষাপটে ওই আইনটির প্রাসঙ্গিকতা পর্যালোচনার দায়িত্ব দেওয়া হয় কমিটির ওপর। সেই কমিটি 'রাজকোষ ঘাটতি'-র চেয়ে ঋণ/মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন অনুপাত-এর ওপরে বরং বেশি গুরুত্ব দেওয়ার সুপারিশ করে। ২০২৩ নাগাদ ওই অনুপাত ৬০ শতাংশ এবং পরের তিন বছর রাজকোষ ঘাটতি তিন শতাংশে রাখার কথা বলে কমিটি। আর, রাজকোষ ঘাটতি একেবারে নির্দিষ্ট কোনও 'অঙ্কে' (Value) বেঁধে রাখার পরিবর্তে নির্দিষ্ট কোনও 'চৌহদ্দি' (range)-এর মধ্যে রাখার দিকে এগোনোই যুক্তিযুক্ত, এমনটাই এখন মনে করে সরকার। আর্থিক দুনিয়ায় অনিশ্চয়তার প্রেক্ষিতে প্রয়োজনে ঘাটতি সংক্রান্ত লক্ষ্যে কিছুটা পরিমার্জনের সুযোগ হাতে রাখার জন্যই এমনটা ভাবা হচ্ছে।

ঘাটতি বিষয়ে কিছুটা নমনীয়তার সংস্থানের জন্যই সরকার 'বিচ্যুতি বিধি' বা Escape Clause-এর দ্বারস্থ হয়েছে, যার ফলে ০.৫ শতাংশ বিচ্যুতির সুযোগ থাকছে। তবে সবার ওপর একথা সত্য যে FRBMA চালু হওয়ার ১৭ বছর পরেও (২০০৪-'২০) নির্দিষ্ট লক্ষ্য অনুযায়ী বেঁধে রাখা যায়নি রাজকোষ ঘাটতির পরিমাণকে।

আর্থিক স্থিতিশীলতা ও অগ্রাধিকার

বাজেটের সাফল্য নির্ভর করে সামগ্রিকভাবে অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় তার প্রভাবের ওপর, কেবলমাত্র ব্যয়বরাদ্দের ওপর নয়। আর্থিক কাঠামোয় স্থিতিশীলতার প্রশ্নে এমন একটা ব্যবস্থার দরকার যার মাধ্যমে রাজকোষ ঘাটতি বেশি হলেও মূলধন এবং কল্যাণমূলক খাতে বিনিয়োগজনিত সুবিধাটুকু মেলে। অর্থমন্ত্রী রাজকোষ ঘাটতি GDP-র ৩.৫ শতাংশে বেঁধে রাখার কথা বলেছেন। তিনি মূলধন খাতে ব্যয় বাড়াতে চান। এর ফলে সম্পদ সৃজন এবং বিনিয়োগের পালে হাওয়া লাগবে। বাড়বে উৎপাদন ও কাজের সুযোগ। পাশাপাশি সংগৃহীত রাজস্ব ব্যয়-এর ক্ষেত্রে যুক্তিযুক্ত এবং সতর্ক হতে চায় সরকার, যাতে ভবিষ্যতে আর্থিক ভারসাম্য এবং উন্নয়নের ধারা উভয়ই বজায় থাকে।

জাতীয় ঋণ বেড়ে যাচ্ছে ক্রমাগত এই ভয়টাই বেশি ক্ষতিকর; বলেছেন ডেভিডসন। তার মতে, বাজারে চাহিদা বাড়ানোর জন্য প্রয়োজনীয় ব্যয় হতে পারে একমাত্র সরকারের মাধ্যমেই এবং চাহিদার এই বৃদ্ধিই অক্সিজেন দেয় উদ্যোগ ক্ষেত্রকে। কাজেই ঋণের ভয়ে সরকার হাত গুটিয়ে বসে থাকলে আদতে ক্ষতি হবে শিল্প ক্ষেত্রের এবং কর্মীদের (২০০৯, পৃ : ৬৩)।

সুতরাং, শুধুমাত্র সংখ্যা (রাজকোষ ঘাটতি)-র দিকে তাকিয়ে ভাল-মন্দ বিচার করতে যাওয়া অর্থহীন। দেখতে হবে সরকারের ব্যয়, কর্মসংস্থান, বিনিয়োগ কিংবা পরিকাঠামো ক্ষেত্রে কতটা প্রভাব ফেলছে। এবারের বাজেটে কৃষি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং পরিকাঠামো খাতে প্রসারের লক্ষ্যে নীতি প্রণেতাদের হাতে অনেকটাই সুযোগ দেওয়া হয়েছে। মূলধন খাতে বাড়ানো হয়েছে ব্যয়বরাদ্দ। পাশাপাশি, বাজার থেকে সরকারের ঋণ নেওয়ার পরিমাণ ৫.৩৬ লক্ষ কোটি টাকার মধ্যে বেঁধে রাখার কথাও বলা হয়েছে বাজেটে। কাজেই ঋণের বোঝা নিয়ন্ত্রণে রাখতে সরকারের সদিচ্ছা প্রতিফলিত। আর ২০২০-'২১-এ সরকারের নেওয়া ঋণের বড়ো অংশ যাবে মূলধন খাতে ব্যয় বাবদ, যা বাড়ানো হয়েছে ২১ শতাংশেরও বেশি।

উল্লেখ্য, বাজার থেকে ধার হিসেবে নেওয়া টাকার বাইরেও সরকারের সংগৃহীত যে ঋণ, তা খরচ করা হয়ে থাকে নানা কাজে। ওই ঋণ শোধ দেওয়া এবং এবাবদ সুদ মেটানোর কাজ হয় Consolidated Fund of India থেকে। একথা মাথায় রেখে ২০২০-'২১ অর্থবর্ষে প্রাপ্তির (receipts) পরিমাণ ধরা হয়েছে ২২.৪৬

সারণি-১
রাজকোষ ঘাটতি : সম্ভাব্য হিসেব এবং প্রকৃত

বছর	২০০৪-'০৫	২০০৫-'০৬	২০০৬-'০৭	২০০৭-'০৮	২০০৮-'০৯	২০০৯-'১০	২০১০-'১১	২০১১-'১২	২০১২-'১৩	২০১৩-'১৪	২০১৪-'১৫	২০১৫-'১৬	২০১৬-'১৭	২০১৭-'১৮	২০১৮-'১৯	২০১৯-'২০	২০২০-'২১
রাজকোষ ঘাটতি—সম্ভাব্য হিসেব (শতাংশ)	৪.৪	৪.৩	৩.৮	৩.৩	২.৫	৬.৮	৫.৫	৪.৬	৫.১	৪.৮	৪.১	৩.৯	৩.৫	৩.২	৩.৩	৩.৩	৩.৫
রাজকোষ ঘাটতি—প্রকৃত (শতাংশ)	৪.০	৪.১	৩.৫	২.৭	৬.০	৬.৪	৪.৯	৫.৭	৪.৮	৪.৪	৪.১	৩.৯	৩.৫	৩.৫	৩.৪	—	—

সূত্র : বাজেট নথি থেকে লেখকের সংগ্রহ

সারণি-২
GDP-র শতাংশের নিরিখে রাজস্ব ঘাটতির সম্ভাব্য হিসেব

বছর	২০০৪-'০৫	২০০৫-'০৬	২০০৬-'০৭	২০০৭-'০৮	২০০৮-'০৯	২০০৯-'১০	২০১০-'১১	২০১১-'১২	২০১২-'১৩	২০১৩-'১৪	২০১৪-'১৫	২০১৫-'১৬	২০১৬-'১৭	২০১৭-'১৮	২০১৮-'১৯	২০১৯-'২০	২০২০-'২১
রাজকোষ ঘাটতি—সম্ভাব্য হিসেব (শতাংশ)	২.৫	২.৭	২.১	১.৫	১.০	৪.৮	৪.০	৩.৪	৩.৪	৩.৩	২.৯	২.৮	২.৩	১.৯	২.২	২.৩	২.৭

সূত্র : বাজেট নথি থেকে লেখকের সংগ্রহ

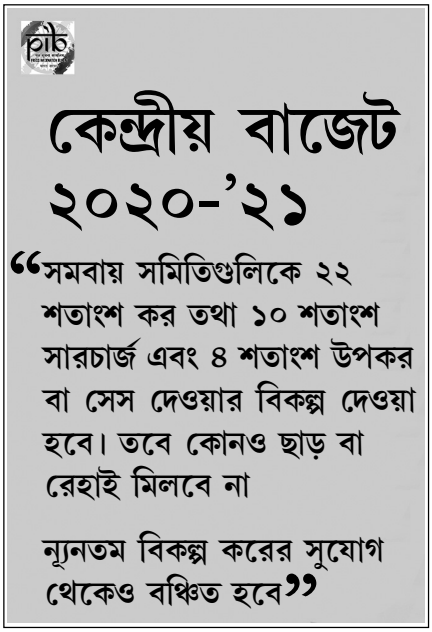

লক্ষ কোটি টাকা। আর, বিভিন্ন প্রকল্প এবং জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয়ের পরিমাণ ৩০.৪২ লক্ষ কোটি টাকা ধরা হয়েছে। এই বাজেটে পরিকাঠামো ক্ষেত্রে বিনিয়োগকারী আর্থিক সংস্থাগুলির জন্য ২২ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এর ফলে পরিকাঠামো ক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদি অর্থ সংস্থানের পথ সুগম হবে, যা সামগ্রিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

অর্থনীতিবিদদের অন্য একটি দল অবশ্য মনে করেন রাজকোষ ঘাটতি ক্রমাগত লক্ষ্যমাত্রা ছাপিয়ে গেলে সীমাহীন আর্থিক দুর্দশায় পড়বে দেশ। গত বেশ কয়েক বছর-এর (২০০৩-'০৪ থেকে এযাবৎ) পরিসংখ্যান এবং সামগ্রিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে একথা বলা যায় যে আগামী কয়েক বছরেও রাজকোষ ঘাটতি বড়ো এক প্রশ্ন হয়েই থাকবে যদি না মূলধন ক্ষেত্রের প্রসার এবং খরচের ক্ষেত্রে যৌক্তিকতার বিষয়গুলি প্রাধান্য পায়। সরকারের মাথায় ঋণের বোঝা বেড়ে চলা যেকোনও দেশের অর্থনীতির পক্ষে নেতিবাচক। দীর্ঘমেয়াদি বিকাশের লক্ষ্যে আর্থিক শৃঙ্খলা প্রাথমিক শর্ত।

শেষ কথা

বাজেটের সাফল্যের কষ্টিপাথর শুধুমাত্র ব্যয়বরাদ্দের পরিমাণ নয়। সামগ্রিক প্রভাবটাই মূল বিষয়। এক্ষেত্রে সার্বিক বিকাশে, বিশেষত প্রান্তিক মানুষের স্বার্থে সরকারি প্রকল্প এবং কর্মসূচির সুষ্ঠু রূপায়ণ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। আর্থিক শৃঙ্খলার প্রশ্নে প্রাথমিক শর্ত হল ব্যয়, রাজস্ব এবং কর-এর ক্ষেত্রে যথাযথ প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা। রাজকোষ ঘাটতি কমাতে হবে রাজস্ব ঘাটতি কমিয়ে, মূলধন খাতে খরচ কমিয়ে নয়। কাজেই অগ্রাধিকার দিতে হবে রাজস্ব বৃদ্ধি এবং ব্যয় সংক্রান্ত যৌক্তিকতায়। ব্যয়ের প্রশ্নে যুক্তিযুক্ত পথে এগোনোর লক্ষ্যেই গড়ে তোলা হয়েছে ব্যয় সংস্কার নিগম (Expenditure Reform Commission)। ব্যয়ের অগ্রাধিকারের ক্ষেত্রগুলি চিহ্নিত করা এবং পরিকল্পনা-বহির্ভূত খরচ কমানো সরকারের অগ্রাধিকার। ভরতুকি এবং অন্যান্য নানা সুবিধা যাতে উপযুক্ত প্রাপকদের হাতে পৌঁছোয় এবং এক্ষেত্রে অপব্যয় না হয় তা নিশ্চিত করা আশু কর্তব্য।❑

উল্লেখপঞ্জি :

(১) Union Budget Reports from 2003-04 to 2020-21, and Latest Economic Surveys, GoI.

(২) Mohapatra, A. K. (2017). Assessing Fiscal Prudence and Fiscal Sustainability in India. *Pacific Business Review International*, 9(9), pp. 118-121.

(৩) Davidson, P. (2009). *The Keynes Solution: The Path to Global Economic Prosperity*. New York: Palgrave Macmillan.

(৪) Mohapatra, A. K. (2016). Assessing Fiscal Prudence through Various Deficit Indicators. *Yojana*, pp. 66-69.

(৫) Mohapatra, A. K. (2015). Direct Benefits Transfer (DBT) In India: An Initiative for Inclusiveness. *International Journal of Technical Research and Applications*, Special Issue, pp. 5-8.

(৬) Mohapatra, A. K. (2015). Sanitation (Swachh Bharat Mission), Governance and Socio-economic Development in India, *European Scientific Journal*. Special Issue, pp. 170-177.

কেন্দ্রীয় বাজেট ২০২০-’২১ : নিরাপদ আমানত, মজবুত সমবায় ব্যাঙ্ক তথা অতিক্ষুদ্র, ছোটো ও মাঝারি শিল্পে নজর

শিশির সিনহা

বিগত কয়েক বছরে, ভারত সরকার দেশের রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির উপর কড়া নিয়ন্ত্রণ আরোপ এবং আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধির স্বার্থে মূলধন হিসাবে ৩ লক্ষ ৫০ হাজার কোটি টাকা ঢেলেছে। এসব ব্যাঙ্কের সংস্কারসাধন করা হচ্ছে, যাতে করে এরা আরও বেশি করে প্রতিযোগিক্ষম হয়ে উঠতে পারে। সরকার ইতোমধ্যেই দশটি ব্যাঙ্ককে সংযুক্তিকরণের মাধ্যমে ৪-টি ব্যাঙ্কে সীমিত করার সিদ্ধান্তে অনুমোদন দিয়েছে। এছাড়াও আমানত, বিমা এবং ঋণ নিগম (DICGC) আমানতকারীর জন্য আমানত বিমা সুরক্ষার পরিমাণ বৃদ্ধির অনুমতি পেয়ে গেছে। আমানতকারীপিছু আগের এক লক্ষ টাকা থেকে বেড়ে তা করা হয়েছে ৫ লক্ষ টাকা। অতি ক্ষুদ্র, ছোটো ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগ ক্ষেত্রের সঙ্গে জড়িত ছোটো মাপের খুচরো বিক্রেতা, ব্যবসায়ি, দোকানদারদের উপর থেকে বোঝা কমাতে, কেন্দ্রীয় বাজেটে বাধ্যতামূলক অডিটের জন্য ব্যবসায় অঙ্ক পাঁচগুণ বাড়িয়ে ১ কোটি থেকে করা হয়েছে ৫ কোটি টাকা।

২০২০-’২১ সালের কেন্দ্রীয় বাজেট পেশের মাত্র পাঁচদিনের মধ্যে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্র সম্পর্কিত তিনটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব রূপায়ণের ঘোষণা হয়েছে। এগুলি শুধু ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রেরই নয়, সমগ্র বাজেটেরই চুম্বক বলা যেতে পারে।

আমানতের ওপর বিমা সুরক্ষা

বাজেট বক্তৃতায় কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামণ বলেছেন, ‘‘আমি সভাকে জানাতে চাই যে, প্রতিটি তপশিলভুক্ত বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের অর্থনৈতিক স্বাস্থ্যের ওপর পুঙ্খানুপুঙ্খ নজর রাখার মতো বলিষ্ঠ ব্যবস্থা আমাদের রয়েছে এবং আমানতকারীদের অর্থ এখানে সম্পূর্ণ সুরক্ষিত। এছাড়া Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation—DICGC-কে আমানতকারীদের জমার ওপর বিমা সুরক্ষার পরিমাণ বাড়াবার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। আমানতকারীপিছু এই সুরক্ষা এতদিন ছিল সর্বাধিক ১ লক্ষ টাকা, এবার তা বাড়িয়ে ৫ লক্ষ টাকা করা হচ্ছে।’’

আমানতের ওপর বিমা সুরক্ষা বলতে বোঝায়, ব্যাঙ্কের গণেশ উলটালে একজন আমানতকারী সর্বাধিক যত টাকা ফেরত পেতে পারেন, তার পরিমাণ। আমানতের ওপর বিমা সুরক্ষার কথা প্রথম উঠেছিল ১৯৪৮ সালে, যখন পশ্চিমবঙ্গে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রে সঙ্কট দেখা দিয়েছিল। ১৯৪৯ সালে আবার এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয়। তখন স্থির হয়েছিল, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রতিটি ব্যাঙ্কের হিসাবপত্র খতিয়ে দেখে একটি নির্দিষ্ট ব্যবস্থাপনা সুনিশ্চিত না করা পর্যন্ত এই প্রস্তাবের রূপায়ণ করা হবে না।

পরের ১১ বছরে বিষয়টি নিয়ে বিশেষ অগ্রগতি হয়নি। কিন্তু ১৯৬০ সালে যখন পরপর দু’টি ব্যাঙ্ক ‘পালাই সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক’ এবং ‘লক্ষ্মী ব্যাঙ্ক’ দেউলিয়া হল, তখন সরকার ও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক নড়েচড়ে বসে। ১৯৬১ সালে এসংক্রান্ত বিলে সংসদ অনুমোদন দেয় এবং ১৯৬২ সালের পয়লা জানুয়ারি থেকে আমানত বিমা নিগম ও আমানত বিমা আইন কার্যকর হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে স্টেট ব্যাঙ্ক ও তার সহযোগী ব্যাঙ্কগুলি, অন্যান্য বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক এবং ভারতে ব্যবসা করা বিদেশি ব্যাঙ্কগুলিকে এই আইনের আওতায় আনা হয়।

১৯৬৮ সালে সমবায় ব্যাঙ্কগুলিকে এই আইনের আওতায় নিয়ে আসা হয়। বর্তমানে সব ধরনের বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক (সরকারি ও বেসরকারি), বিদেশি ব্যাঙ্ক, আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাঙ্ক এবং সব ধরনের সমবায় ব্যাঙ্ক এই আইনের আওতাধীন। আমানতের ওপর বিমার দায়িত্বে রয়েছে Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation—DICGC। এটি সম্পূর্ণভাবে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অধীনস্থ একটি সংস্থা।

২০১৯ সালের ৩১ মার্চ পর্যন্ত পাওয়া পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ৯২ শতাংশ আমানত এবং মোট জমা অর্থের ২৮ শতাংশ DICGC-র বিমার আওতায় রয়েছে। লোকসভায় এক প্রশ্নের উত্তরে অর্থমন্ত্রী

[লেখক অর্থনৈতিক ও ব্যবসা সংক্রান্ত সাংবাদিক। বর্তমানে হিন্দু বিজনেস লাইনের সিনিয়র ডেপুটি এডিটর। ই-মেল : hblshishir@gmail.com]

জানিয়েছেন, এই পরিমাণ International Association for Deposit Insurance-এর নির্দেশিকার থেকে বেশি। নির্দেশিকাতে ৮০ শতাংশ আমানত এবং জমা অর্থের ২০-৩০ শতাংশ বিমার আওতায় রাখার কথা বলা হয়েছে।

একদম প্রথমে আমানতকারীপিছু বিমার পরিমাণ ছিল ১,৫০০ টাকা। ১৯৬৮ সালে তা বেড়ে হয় ২৫,০০০ টাকা। এরপর নানা সময়ে এর পরিমাণ পালটেছে। ১৯৭০ সালে এর পরিমাণ ছিল ১০,০০০ টাকা, ১৯৭৬ সালে ২০,০০০ টাকা, ১৯৮০ সালে ৩০,০০০ টাকা এবং ১৯৯৩ সালে ১ লক্ষ টাকা। ৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ থেকে এর পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৫ লক্ষ টাকা।

আমানতের ওপর বিমার ক্ষেত্রে মাশুল দেওয়ার দায় গ্রাহকের নয়, ব্যাঙ্কের। ২০০৫ সালের এপ্রিল থেকে মাশুলের পরিমাণ ছিল বছরে প্রতি ১০০ টাকায় ১০ পয়সা। তবে বিমার অঙ্ক পাঁচগুণ বাড়ার পর চলতি বছরের পয়লা এপ্রিল থেকে মাশুলের অঙ্ক বেড়ে হবে প্রতি ১০০ টাকায় ১২ পয়সা। বিশেষজ্ঞদের একাংশ বলছেন, এর ফলে ব্যাঙ্কগুলিকে মাশুল বাবদ বেশি টাকা দিতে হবে। তবে সরকার বলছে, ব্যাঙ্কগুলির আয়ও বাড়ছে এবং সব থেকে বড়ো কথা, ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার প্রতি সাধারণ আমানতকারীর আস্থাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে, মাশুলে এই ২ পয়সা হারে বৃদ্ধির জন্য ব্যাঙ্কগুলিকে বিশেষ অসুবিধার মুখে পড়তে হবে না।

সমবায় ব্যাঙ্কগুলির নিয়ন্ত্রণের কড়া বিধিনিয়ম

সমবায় ব্যাঙ্কগুলির পরিস্থিতি ক্রমশ খারাপ হওয়ার প্রেক্ষাপটে আমানতের ওপর ওই বিমা সুরক্ষার বিষয়টি কার্যকর হয়েছে। বিধিনিয়মের জটিলতা, সমবায় ব্যাঙ্কগুলির দুর্বল হয়ে পড়ার অন্যতম প্রধান কারণ। যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয় সমবায় সংস্থাগুলি রাজ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু কোনও সমবায় সংস্থা যদি ব্যাঙ্কিং কাজকর্মে জড়িত থাকে, তাহলে তাকে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বিধিনিয়ম মেনেই কাজ করতে হবে। আসলে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নানাবিধ বিধিনিয়ম প্রভূত জটিলতার সৃষ্টি করে এবং কোনও অনিয়মের ক্ষেত্রে দায় সুনির্দিষ্ট করা কঠিন হয়ে পড়ে।

অর্থনতিক ব্যবস্থায় সমবায় ব্যাঙ্কগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সমবায় ব্যাঙ্কগুলির খারাপ হালত নিয়ে কোনও বিতর্ক হলেই সবাই সমস্বরে বলেন, ব্যাঙ্কিং সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ের সম্পূর্ণ দায়িত্ব রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাতে তুলে দেওয়া উচিত। অর্থমন্ত্রী তার বাজেট বক্তৃতায় বলেছেন, ''সমবায় ব্যাঙ্কগুলিকে মজবুত করে তুলতে ব্যাঙ্কিং বিধিনিয়ম আইন সংশোধন করা হচ্ছে। এর ফলে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মাধ্যমে এই ক্ষেত্রে আরও পেশাদারিত্ব আসবে, মূলধন জোগাড়ে সুবিধা হবে, সুপ্রশাসন ও নজরদারি বাড়বে।''

ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা নিয়ে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বার্ষিক প্রতিবেদনে ৯৭,৭৯২-টি সমবায় ব্যাঙ্কের বিশদ বিবরণ দেওয়া হয়েছে। ২০১৯ সালের মার্চ পর্যন্ত দেশের শহরাঞ্চলে সমবায় ব্যাঙ্কের মোট সংখ্যা ১,৫৪৪। অন্যদিকে ২০১৮ সালের মার্চ পর্যন্ত গ্রামীণ সমবায় ব্যাঙ্কের মোট সংখ্যা ৯৬,২৪৮। সমবায় ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রের মোট সম্পদের ৩৫.৩ শতাংশের অধিকারী হল শহরের সমবায় ব্যাঙ্কগুলি, বাকিটা রয়েছে গ্রামীণ সমবায় ব্যাঙ্কগুলির মালিকানায়। সমবায় ব্যাঙ্কে মোট আমানতের সংখ্যা সাড়ে আট কোটিরও বেশি। এতে জমা রাখা মোট অর্থের পরিমাণ প্রায় ৫ লক্ষ কোটি টাকা।

শহুরে ও গ্রামীণ সমবায় ব্যাঙ্ক, রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক এবং জেলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কগুলিকে সংশ্লিষ্ট রাজ্যের সমবায় সমিতি আইন অথবা বহু রাজ্যভিত্তিক সমবায় সমিতি আইনের আওতায় নিবন্ধীকৃত হতে হয়। ১৯৬৬ সালের পয়লা মার্চ থেকে সমবায় সমিতিগুলিকেও ব্যাঙ্কিং আইনের আওতায় আনা হয়েছে। এর ফলে বর্তমানে শহুরে সমবায় ব্যাঙ্ক, রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক এবং জেলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কগুলির ওপর রাজ্য স্তরের সমবায় সমিতিগুলির রেজিস্ট্রার অথবা সমবায় সমিতির কেন্দ্রীয় রেজিস্ট্রারের জোড়া নিয়ন্ত্রণ থাকছে।

সমবায় সমিতির কর্পোরেটকরণ, নিবন্ধন, পরিচালনা, ঋণ আদায়, নিরীক্ষা, বোর্ড অফ ডিরেক্টরের সাসপেনশন, দেউলিয়া হয়ে যাওয়া প্রভৃতি বিষয় রেজিস্ট্রার অফ কো-অপারেটিভ সোসাইটিজ অথবা সেন্ট্রাল রেজিস্ট্রার অফ কো-অপারেটিভ সোসাইটিজের অধীনে। আর বিধিনিয়ম সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় দেখাশোনা করে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক। শহরের সমবায় ব্যাঙ্কগুলির ওপর নজরদারি এবং সেগুলির আয় নির্ধারণ, দেউলিয়া ঘোষণা, সম্পত্তির শ্রেণিবিভাগ, চলতি মূলধনের প্রয়োজন নিরূপণ, ঋণ প্রদানের উর্ধ্বসীমা স্থির প্রভৃতি বিষয় দেখাশোনার ভারও রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ওপর ন্যস্ত।

এবার এই পুরো ব্যবস্থাটি বদলে ফেলার প্রয়াস চালানো হচ্ছে। সমবায় ব্যাঙ্কগুলিকে আরও ভালোভাবে নিয়ন্ত্রণের জন্য বাজেট পেশের চারদিনের মধ্যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা ব্যাঙ্কিং বিধিনিয়ম আইনে সংশোধনের প্রস্তাবে অনুমোদন দিয়েছে। এর ফলে শহরের সমবায় ব্যাঙ্ক এবং যেসব সমবায় ব্যাঙ্ক একাধিক রাজ্যে কাজ করে সেগুলি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের আওতায় আসবে। এক্ষেত্রে দায়িত্বের স্পষ্ট বণ্টন করার হয়েছে। সমবায় সমিতিগুলির ব্যাঙ্কিং সংক্রান্ত বিষয় থাকবে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের আওতায় এবং প্রশাসনিক বিষয়সমূহের দায়িত্বে থাকবেন রেজিস্ট্রার।

অতি ক্ষুদ্র, ছোটো ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগ (MSME)

অতি ক্ষুদ্র, ছোটো ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগ ভারতীয় অর্থনীতিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ

বাজেটে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রের মাধ্যমে MSME-র দিকে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেওয়ার প্রস্তাব রাখা হয়েছে, রয়েছে সহজ শর্তে ঋণ প্রদানের সংস্থান। এবিষয়ে অর্থমন্ত্রী বলেছেন, "গত বছর রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ঋণের পুনর্গঠনে অনুমোদন দেওয়ায় ৫ লক্ষেরও বেশি MSME উপকৃত হয়েছে। এই পুনর্গঠন সংক্রান্ত সুযোগ চলতি বছরের ৩১ মার্চ শেষ হয়ে যাবে। সরকার রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে এই সুযোগের সময়সীমা আরও এক বছর বাড়ানোর অনুরোধ জানিয়েছে।''

ভূমিকা পালন করছে। মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বা GDP-তে এই ক্ষেত্রের অংশভাক ২৮ শতাংশ এবং রপ্তানিতে প্রায় ৪০ শতাংশ। প্রায় ১১ কোটি মানুষ এই ক্ষেত্র থেকে জীবিকা অর্জন করেন। MSME-র বিকাশে অর্থনৈতিক সহায়তা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং সেজন্যই ব্যাঙ্কের ভূমিকা এই ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বাজেটে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্র সংক্রান্ত বিভিন্ন সংস্থানে MSME-র ওপর অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

বাজেটে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রের মাধ্যমে MSME-র দিকে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেওয়ার প্রস্তাব রাখা হয়েছে, রয়েছে সহজ শর্তে ঋণ প্রদানের সংস্থান। এবিষয়ে অর্থমন্ত্রী বলেছেন, ''গত বছর রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ঋণের পুনর্গঠনে অনুমোদন দেওয়ায় ৫ লক্ষেরও বেশি MSME উপকৃত হয়েছে। এই পুনর্গঠন সংক্রান্ত সুযোগ চলতি বছরের ৩১ মার্চ শেষ হয়ে যাবে। সরকার রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে এই সুযোগের সময়সীমা আরও এক বছর বাড়ানোর অনুরোধ জানিয়েছে।''

বাজেট পেশের পাঁচ দিনের মধ্যেই রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এই সময়সীমা বাড়িয়ে দিয়েছে। গত ৬ ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত 'উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণমূলক নীতি বিষয়ক বিবৃতি'-তে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বলেছে, ভারতীয় অর্থনীতিতে MSME-র গুরুত্ব বিবেচনা করে এবং এই ক্ষেত্রকে একটি নির্দিষ্ট নিয়মের মধ্যে আনার লক্ষ্যে ঋণখেলাপি MSME-গুলিকে ঋণ পুনর্গঠনের সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। ২০১৯ সালের পয়লা জানুয়ারি তারিখে যেসব MSME ঋণখেলাপি হলেও স্ট্যান্ডার্ড তালিকায় রয়েছে, তারা এই সুযোগ পাবে। তাদের সম্পত্তির অবনমন ঘটানো হবে না। তবে এই ছাড় একবারের জন্যই। পরবর্তীকালে এর পুনরাবৃত্তি হবে না। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের এই সিদ্ধান্তে বিপুল সংখ্যক MSME স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে।

MSME-গুলির ক্ষেত্রে চলতি মূলধনের জোগান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই কথা মাথায় রেখে বাজেটে MSME-র উদ্যোক্তাদের জন্য বিশেষ ঋণের ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে। ব্যাঙ্কগুলির দেওয়া এই ঋণ

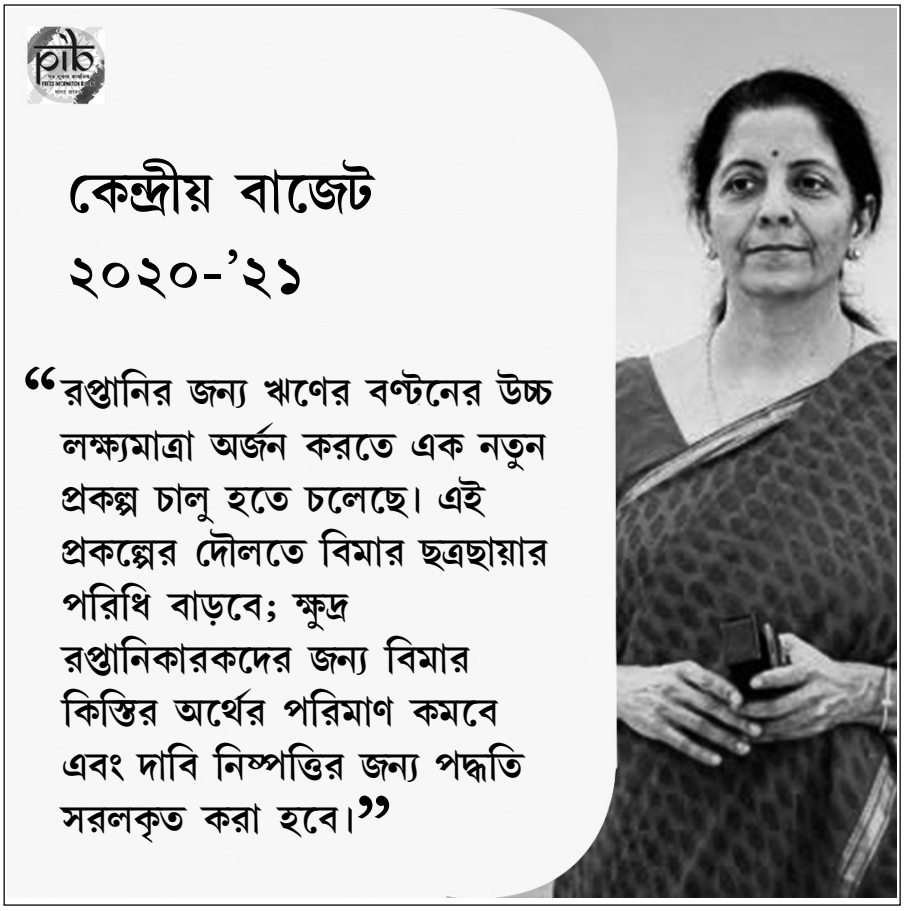

(Subordinate Debt) মূলধনের সমজাতীয় (Quasi Equity)। এগুলির সম্পূর্ণ নিশ্চয়তা দেবে Credit Guarantee Trust for Medium and Small Entrepreneurs—CGTMSE। এই ট্রাস্টের যথাযথ তহবিলের ব্যবস্থা করবে সরকার। এছাড়া অ্যাপ-ভিত্তিক ঋণদান পদ্ধতিও চালু করা হবে। এর ফলে মূলধন পেতে দেরি হবার সমস্যা থেকে মুক্তি পাবে MSME-গুলি।

২০২০-'২১ সালের বজেটে সমবায় ব্যাঙ্কগুলিতে নতুন করে মূলধন সরবরাহের মতো চমকপ্রদ কোনও ঘোষণা না থাকলেও ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রের তৃণমূল স্তরের সমস্যাগুলি সমাধানের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এর ফলে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রের ওপর মানুষের আস্থা বাড়বে।

২০২০-'২১ সালের সাধারণ বাজেটে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্র সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা

- আমানতকারীপিছু গচ্ছিত অর্থের ওপর সর্বাধিক ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিমা সুরক্ষা;
- সমবায় ব্যাঙ্কগুলির নিয়ন্ত্রণে রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে আরও ক্ষমতা;
- MSME-গুলির ঋণ পনর্গঠনে আরও সময়;
- রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নতুন ব্যবস্থা ঘোষণা করা হবে;
- সরকার IDBI ব্যাঙ্কে তার বাকি মালিকানা বেচে দেবে;
- Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest (SARFAESI) আইন, ২০০২-এর আওতায় ব্যাঙ্ক নয় এমন আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির (Non-Banking Financial Companies—NBFC) ঋণ আদায়ের শর্ত সহজ করার প্রস্তাব। এক্ষেত্রে সম্পত্তির পরিমাণ ৫০০ কোটি থেকে কমিয়ে ১০০ কোটি এবং ঋণের পরিমাণ ১ কোটি থেকে কমিয়ে ৫০ লক্ষ টাকা করার প্রস্তাব রাখা হয়েছে।❑

কেন্দ্রীয় বাজেটের ক্ষেত্রভিত্তিক বিশ্লেষণ

ড. এ. কে. দুবে

সরকারের ভাঁড়ারে টাকা আসে মূলত বাণিজ্য সংস্থাগুলির প্রদেয় কর, আয়কর, শুল্ক এবং পণ্য ও পরিষেবা কর খাত থেকে। পদ্ধতিগত ক্ষেত্রে করদাতাদের অসুবিধাগুলি দূর হওয়ায় আগামী অর্থবর্ষে এবাবদ রাজস্ব আদায় অনেকটাই বাড়বে বলে আশা করা যায়। কর ছাড়াও সরকারের রাজস্বের অন্যান্য উৎস রয়েছে। শুধুমাত্র বড়ো বড়ো সমস্যাই নয়, এবারের বাজেটে খুঁটিনাটি বিষয়গুলি নিয়েও একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। অমূল পরিবর্তন নয়, জোর দেওয়া হয়েছে সব দিক বজায় রেখেই অঙ্গীকার পূরণের ওপর।

হিসেব মতো ২০১৯-'২০ অর্থবর্ষে রাজকোষ ঘাটতি দাঁড়াচ্ছে ৩.৮ শতাংশের মতো। লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৩.৩ শতাংশে ঘাটতি বেঁধে রাখার। অর্থাৎ, আদতে ঘাটতি হচ্ছে ০.৫ শতাংশ বেশি। রাজকোষ ঘাটতির থেকে সুদ বাবদ ব্যয় বাদ দিলে যা পাওয়া যায়, অর্থাৎ প্রাথমিক ঘাটতি (Primary Deficit), তা বাড়ছে ০.৫ শতাংশ। দাঁড়াচ্ছে ০.৭ শতাংশে। ২০১৯-'২০-র বাজেটে এক্ষেত্রে ০.২ শতাংশ ঘাটতি দেখানো হয়েছিল। এই পরিসংখ্যানগুলি সুদ বাবদ ব্যয়ের বিষয়টি নিয়ে চিন্তাভাবনার তাগিদ অনুভব করায়। প্রসঙ্গটি গুরুত্বপূর্ণও বটে। এটা তো ঠিক যে ঋণ নিলে তা শোধ দিতেই হবে আর সুদ বাবদ খরচটাও মনে রাখতে হবে সব সময়েই। ২০১৯-'২০-তে ৭,০৩,৭৬০ কোটি টাকা ঋণ নেওয়ার কথা ভাবা হয়েছিল প্রথমে। সংশোধিত হিসেব অনুযায়ী তা দাঁড়াচ্ছে ৭,৬৬,৮৪৬ কোটি টাকার মতো। ২০২০-'২১ অর্থবর্ষের বাজেটে ৭,৯৬,৩৩৭ কোটি টাকা ঋণ নেওয়ার পরিকল্পনার কথা জানিয়েছে সরকার। রাজকোষ ঘাটতি মেটাতে বাজার থেকে ঋণ নেওয়া হবে ৫,৩৫,৮৭০ কোটি টাকা, এমনটাই বলা হচ্ছে। এই পরিমাণ আগের বছরের সংশোধিত হিসেব, অর্থাৎ ৪,৯৮,৯৭২ কোটি টাকার চেয়ে ৭.৩ শতাংশ বেশি। একই খাতে গত বছরের সংশোধিত হিসেব আবার বাজেটের হিসেব, অর্থাৎ ৪,৪৮,১২২ কোটি টাকার তুলনায় ১১.১৩ শতাংশ বেশি। তার মানে, ২০২০-'২১-এর বাজেটে বাজার থেকে নেওয়া প্রস্তাবিত ঋণের পরিমাণ ২০১৯-'২০-র বাজেট প্রস্তাবের তুলনায় ১৯.৫৮ শতাংশ বেশি হতে চলেছে।

ঋণের ক্ষেত্রে আরও একটি বিষয় খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। ক্ষুদ্র সঞ্চয় খাতে শেয়ার বিক্রি করে ২০১৯-'২০ অর্থবর্ষে ১,৩০,০০০ কোটি টাকা ঋণ নেওয়ার কথা ভাবা হয়েছিল। শেষমেশ এই খাতে আসছে ২,৪০,০০০ কোটি টাকা, অর্থাৎ ৮৪ শতাংশ বেশি। সুতরাং, এই পন্থায় ঋণ নেওয়া সরকারের পক্ষে বেশ সুবিধাজনক বলেই মনে হয়।

প্রাপ্তি

বাজেটের এই বিষয়টি বিশেষ পর্যালোচনার দাবি রাখে। সরকারের ভাঁড়ারে টাকা আসে মূলত বাণিজ্য সংস্থাগুলির প্রদেয় কর, আয়কর, শুল্ক এবং পণ্য ও পরিষেবা কর বা GST খাত থেকে। লক্ষণীয় যে, ২০১৯-'২০-র বাজেটে এবাবদ ২৪,৬১,১৯৫ কোটি টাকা সংগ্রহের কথা বলা হয়েছিল। সংশোধিত হিসেব অনুযায়ী, পরিমাণটি ২১,৬৩,৪২৩ কোটি টাকা দাঁড়াচ্ছে। রাজস্বপ্রাপ্তি সামান্য কম হওয়ার প্রধান কারণ হল বাণিজ্য সংস্থাগুলি থেকে প্রাপ্য কর, আমদানি ও রপ্তানি শুল্ক, অন্তঃশুল্ক এবং GST আদায় কম হওয়া। GST কাঠামো এখন অনেক সরল করা হয়েছে। পদ্ধতিগত ক্ষেত্রে করদাতাদের অসুবিধাগুলি দূর হওয়ায় আগামী অর্থবর্ষে এবাবদ রাজস্ব আদায় অনেকটাই বাড়বে বলে আশা করা যায়।

কর ছাড়াও সরকারের রাজস্বের অন্যান্য উৎস রয়েছে। ২০১৯-'২০-তে লভ্যাংশ এবং লাভ বাবদ ১,৬৩,৫২৮ কোটি টাকা সরকারের ঘরে আসবে, বাজেটে এমনটাই বলা হয়েছিল। সংশোধিত হিসেবে তা ১,৯৯,৮৯৩ কোটি টাকা দাঁড়াচ্ছে। ২০২০-'২১-এ এই খাতে হিসেবমতো ১,৫৫,৩৯৫ কোটি টাকা আসবে বলে মনে করা হচ্ছে। সংশোধিত হিসেব অনুযায়ী ২০১৯-'২০-তে বিলগ্নীকরণ বাবদ

[লেখক প্রাক্তন IAS আধিকারিক, ভারত সরকারের যুব ও ক্রীড়া সংক্রান্ত মন্ত্রকের যুব বিষয়ক বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত সচিব। ই-মেল : akdubey23@hotmail.com]

সরকারের ঘরে ৬৫,০০০ কোটি টাকা আসবে বলে অনুমান (বাজেটে ধরা হয়েছিল ১,০৫,০০০ কোটি টাকা)। ২০২০-'২১ বাজেটে এক্ষেত্রে ২,১০,০০০ কোটি টাকা পাওয়ার আশা রাখছে সরকার। এখন প্রশ্ন হল সরকার কি তাহলে নিজের মালিকানায় থাকা লাভজনক সংস্থা বিক্রি করতে চায়? তাই যদি হয় তবে বিক্রির দাম কিভাবে স্থির হবে? আসলে, চলতি বছরের পরিস্থিতি বিচার করলে, ২০২০-'২১-এ বিলগ্নীকরণবাবদ অর্থ সংগ্রহের যে লক্ষ্য রাখা হয়েছে তার মাত্রা খুবই বেশি বলে মনে হয়। বিশেষত যখন GDP বৃদ্ধির হার প্রত্যাশার চেয়ে অনেক কম।

ক্ষেত্রীয় বণ্টন

সাধারণভাবে ২০২০-'২১-এ বিভিন্ন ক্ষেত্রের বরাদ্দ আগের বছরের সংশাধিত হিসেবের তুলনায় সামান্যই বেশি। তবে, ২০১৯-'২০-র বাজেট প্রস্তাবের তুলনায় এবার ক্ষেত্রগুলির মধ্যে বণ্টনের তারতম্য অধিক। অবশ্য, সংশোধিত হিসেব অনুযায়ী শেষমেশ কী দাঁড়ায় সেটাই মূল বিবেচ্য।

ক্ষেত্রভিত্তিক বণ্টন সরকারের অগ্রাধিকারের প্রতিফলন বলা যেতে পারে। স্বাস্থ্য, শিক্ষার মতো ক্ষেত্রগুলিতে খরচ বাড়ানোর পথেই হাঁটছে সরকার। তথ্য-প্রযুক্তি এবং টেলি-যোগাযোগ ক্ষেত্রে ২০১৯-'২০-তে সংশোধিত হিসেব অনুযায়ী বণ্টনের পরিমাণ দাঁড়াচ্ছে ১৬,০০০ কোটি টাকা (বাজেটে ধরা হয়েছিল ২১,৭৮৩ কোটি টাকা)। ২০২০-'২১-এর বাজেটে এই খাতে ব্যয়বরাদ্দ ৫৯,৩৪৯ কোটি টাকা।

অগ্রাধিকার

সার্বিকভাবে এই বাজেটে ব্যয়বরাদ্দ ২০১৯-'২০-র সংশোধিত হিসেবকে ভিত্তি করেই রাখা হয়েছে। কয়েকটি ক্ষেত্রে বিশেষ অগ্রাধিকার দিতে চায় সরকার।

খাদ্য ক্ষেত্রের দিকে তাকানো যাক। ভারতের খাদ্য নিগম, Food Corporation of India (FCI) ঋণের পরিমাণ বাড়িয়ে করবে ৩,৬৬,০০০ কোটি টাকা। ভরতুকি বাবদই যাবে ১,০৮,৬৮৮ কোটি টাকা। এর মধ্যে আবার পুনঃপ্রদান (repayment) খাতে ৬৮,৪০০ কোটি টাকা দিতে হবে। মজুতের অপচয় এবং বেশি মাত্রায় পরিবহণ ব্যয়ও বড়ো সমস্যা। এই বিষয়গুলির জলদি সমাধান জরুরি।

আগামী তিন বছরে কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করতে চায় সরকার। উদ্দেশ্যটি মহৎ। কিন্তু তার জন্য কৃষিক্ষেত্রের বিকাশ অন্তত ১৫ শতাংশ হওয়া দরকার। এখন এই হার ৩ শতাংশ। কৃষিক্ষেত্রের বিকাশ হার কম হওয়ার কারণগুলির মধ্যে রয়েছে কাঁচামালের সহজলভ্যতা কম, অর্থ সংস্থানের অপ্রতুলতা, বৃষ্টির ওপর নির্ভরশীলতা, বীজের উৎকর্ষমান কম, বাজার ব্যবস্থাপনার অদক্ষতার দরুন কৃষকদের কাছে পণ্যের যথাযথ মূল্য অধরা থাকা এবং সর্বোপরি অনুন্নত উৎপাদন ব্যবস্থা; যার আমূল পরিবর্তন ও উন্নতিবিধান এই সময়ের দাবি। বৈজ্ঞানিক পন্থায় কৃষি উৎপাদন এদেশে এখনও থমকে রয়েছে. নানান ধরনের ধারাবাহিক সমস্যায় ভুগে চলেছে কৃষিক্ষেত্র। সমাধান মিলছে না এখনও। যেমন, ভূগর্ভস্থ জলের এবং রাসায়নিক সারের অতিরিক্ত ব্যবহার। এর ফলে লবণাক্ত হয়ে পড়ছে মাটি। GM শস্য আর একটি বিষয়। এই ধরনের শস্য নিয়ে যেসব কথাবার্তা শোনা যায় তা যতটা আর্থ-সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে ততটা নয়। কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করার জন্য চাই সুচিন্তিত কৌশল ও পরিকল্পনামাফিক এগোনো। এক্ষেত্রে রাজ্যগুলির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এবারের বাজেটে কয়েকটি নতুন ধরনের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। পচনশীল কৃষিপণ্যের দ্রুত পরিবহণের জন্য 'কিষান রেল'-এর প্রস্তাব রয়েছে বাজেটে। গ্রামীণ এলাকায় মজুতের ক্ষেত্রে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের পথে হাঁটতে চায় সরকার।

দক্ষতা বিকাশ ক্ষেত্রে 'ব্রিজ কোর্স'-এর মাধ্যমে কর্মীদের প্রযুক্তিগত প্রশ্নে দড় করে তুলে বিদেশের কাজের বাজারের জন্য তৈরি করার প্রস্তাব সাধুবাদযোগ্য। বস্তুত, এই ক্ষেত্র এবং শিক্ষা সংক্রান্ত পরিষেবা রপ্তানির প্রশ্নে বড়ো সম্ভাবনার দরাজ খুলে দিতে পারে।

কর বাবদ প্রাপ্তি

সরকারের রাজস্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস হল বিভিন্ন ধরনের কর। কর দু'রকম, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ। ব্যক্তির আয়ের ওপর করের ক্ষেত্রে আদায়ে ২০১৯-'২০-র বাজেট হিসেব এবং সংশোধিত হিসেবে পার্থক্য ৯,৫০০ কোটি টাকার। ২০২০-'২১ অর্থবর্ষে এবাবদ সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা রাখা হয়েছে ৬৩,৮০০ কোটি টাকা। বাণিজ্য সংস্থাগুলির প্রদেয় কর বাবদ এসময়ে ৬,৮১,০০০ কোটি টাকা সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা রেখেছে সরকার। এই খাতে ২০১৯-'২০-র সংশোধিত হিসেব হল ৬,১০,৫০০ টাকা।

এই বছর আয়কর ক্ষেত্রে বাজেট ঘোষণায় বেশ কিছুটা চমক আছে। আয়ের ধাপগুলির পরিসর কমেছে (narrower band)। ছাড়ের বিষয়টি ধরলে নতুন এই ধাপবিন্যাস কয়েকটি বর্গের মানুষের প্রদেয় করের পরিমাণ বাড়াবে। যেমন, বর্তমান কাঠামোয় যাঁর বার্ষিক আয় ১৫ থেকে ২০ লক্ষ টাকার মধ্যে তিনি ছাড়ের সুযোগ না নিয়ে নতুন বিন্যাস বাছলে প্রদেয় কর বাড়বে। অর্থমন্ত্রী জানিয়ে দিয়েছেন যে করদাতা পুরনো এবং নতুন যেকোনও একটি পন্থাকেই বেছে নিতে পারেন। কিন্তু, নতুন পদ্ধতি একবার বেছে নিলে পুরনোটিতে আর ফেরা যাবে না। যেসব ছাড় এখনও রয়েছে, সেগুলিও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যাহার করে নেওয়া হবে বলেও জানিয়েছেন অর্থমন্ত্রী।

করের পর্যায়বিন্যাস সরল হোক, এটা সকলেই চান। আদর্শ পরিস্থিতিতে কোনও ছাড় থাকার কথাও নয়। কিন্তু এভাবে কি করদাতার সংখ্যা বাড়ানো যাবে? বস্তুত, কর ক্ষেত্রে সংস্কারের প্রধান দু'টি লক্ষ্যই হল করদাতার সংখ্যা বাড়ানো এবং করপ্রদান নিশ্চিত করা। হিসেব-নিকেশ সরল হলে করদাতা কর প্রদানে আরও তৎপর হবেন। কিন্তু, করদাতার সংখ্যা বাড়ানোর বিষয়টি অন্য ধরনের উদ্যোগের দাবি রাখে।

ক্ষুদ্র সঞ্চয়, ভবিষ্যনিধি প্রকল্প, বিমা বাবদ প্রদেয় কিস্তির টাকা, সবই হল 'বিলম্বিত ব্যয়' (deferred expenditure)। করদাতা

এই সঞ্চয়ে উৎসাহিত হন ভবিষ্যতে সন্তানদের শিক্ষা, ব্যয়বহুল চিকিৎসা, বাড়ি কেনা কিংবা অন্যান্য নানা আর্থ-সামাজিক প্রয়োজন মেটানোর জন্য।

সার্বিক স্তরে, এইসব সঞ্চয়ের ফলে গড়ে ওঠা তহবিল (যার অনেকগুলিই ছাড়ের সুযোগ পায়) সরকারের কাছে ঋণের একটি উৎস। এজন্য সরকারকে সুদ দিতে হলেও খোলা বাজার থেকে নেওয়া ঋণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সুদের তুলনায় তার হার কম। সুতরাং, ছাড়ের সংস্থান না থাকলে সঞ্চয়ে পরিমাণ হবে কম। মানুষের হাতে তাৎক্ষণিক ব্যয়ের জন্য বেশি টাকা থাকবে। এর ফলে বাড়বে ভোগ্যপণ্যের চাহিদা। কিন্তু ভবিষ্যতের খরচের জন্য সংস্থান হবে অনেকটাই কম। যাদের বার্ষিক আয় ১৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত তাদের ক্ষেত্রে এটা প্রায় নিশ্চিত।

পুরনো এবং নতুন, যেকোনও একটি পন্থা বেছে নেওয়ার সুযোগ থাকছে করদাতাদের সামনে। কাজেই সবকিছু জেনেবুঝে তারা সিদ্ধান্ত নিন এমনটা সরকারও নিশ্চয় চায়।

কয়েকটি বিষয়ে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ জরুরি :

পশ্চিমি দুনিয়ার মানুষ ভোগের চরম পর্যায়ে পৌঁছে গেছেন। সেখানে সঞ্চয়ের জন্য প্রণোদনা (incentive) কম হলেও চলে। তাছাড়া ওইসব অঞ্চলে সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থাপত্র অনেক বেশি জোরদার। প্রবীণ নাগরিকদের কাছে চিকিৎসা পরিষেবা, আবাসন, ন্যূনতম সুযোগসুবিধার বিষয়গুলি অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। বয়স যত বাড়ে তত বাড়ে চিকিৎসার খরচ। এই প্রেক্ষিতে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের মাধ্যমে সমস্যার আংশিক সমাধানটুকুই কেবলমাত্র হতে পারে। কাজেই চিকিৎসা সংক্রান্ত বিমা প্রভৃতি থেকে ছাড় তুলে নেওয়ার যৌক্তিকতার সামনে প্রশ্ন উঠেই যায়।

গৃহঋণের সুদে ছাড় তুলে নিলে সুলভ আবাসন সংক্রান্ত উদ্যোগ ধাক্কা খাবে। অন্তত, একটি বাড়ির মালিকানার ক্ষেত্রে এসংক্রান্ত ছাড়ের সংস্থান থাকা খুবই দরকার।

নবীন প্রজন্মের জন্য

ভারতের জনসংখ্যায় তরুণ-তরুণীদের অনুপাত সারা বিশ্বের নিরিখে অনেকটাই বেশি। তারা উন্নতির পথে এগিয়ে যেতে চান এটাই স্বাভাবিক। তাদের জন্য যুব ও ক্রীড়া বিষয়ক মন্ত্রক কাজ করে চলেছে। পাশাপাশি কর্মসংস্থান এবং স্বনির্ভরতার প্রশ্নটি সম্ভবত আরও গুরুত্বপূর্ণ।

কয়েকটি পণ্যে আমদানিতে লাগাম দিলে দেশের মধ্যে উৎপাদন ও কর্মসংস্থান বাড়তে পারে।

গ্রামে মজুত পরিকাঠামো গড়ে তোলা এবং বাজারগুলির সংযুক্তির উদ্যোগ মানুষের কাছে স্থানান্তরিত না হয়েও কাজ ও উপার্জনের সুযোগ আরও বেশি করে এনে দেবে।

নবীনদের দক্ষতা বৃদ্ধি বিষয়ক উদ্যোগ দেশ এবং বিদেশের কাজের বাজারে তাদের নিয়োগযোগ্যতা বাড়াবে। আনকোরা নতুন সংস্থা (Start-up) গড়ে তোলায় প্রণোদনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ।

স্বাস্থ্য পরিষেবা, নির্মাণ প্রভৃতি ক্ষেত্রের প্রসারে বাড়বে কাজের সুযোগ।

কয়েকটি উৎসাহব্যঞ্জক প্রস্তাব

এবারের বাজেটে বেশ উৎসাহব্যঞ্জক কয়েকটি প্রস্তাব রয়েছে। যেমন :

- বিমাযোগ্য আমানতের পরিমাণ ১ লক্ষ থেকে ৫ লক্ষ টাকা করা।
- দেশের অভ্যন্তরে নতুন বিদ্যুৎ কিংবা উৎপাদন বিষয়ক বাণিজ্যিক সংস্থাগুলির প্রদেয় করের হার কমে ১৫ শতাংশ হওয়া। এর ফলে উৎপাদন ক্ষেত্রের প্রসার ঘটবে বলে আশা করাই যায়। 'ভারতে একত্রীকরণ' বা 'Assemble in India' মিশনের দিক থেকে করের এই হ্রাস বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।
- আনকোরা সংস্থাগুলির (Start-up) লাভের ওপর ১০০ শতাংশ করছাড় সাধু প্রস্তাব।
- লভ্যাংশ বিতরণ করের বিলোপ প্রশংসনীয় পদক্ষেপ।
- অনুর্বর এবং অব্যবহারযোগ্য জমিতে সৌর প্যানেল গড়ে তোলা। এতে সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রয়াস জোরদার হওয়ার সম্ভাবনা।
- GST-র সরলীকরণ। স্বয়ংক্রিয় পুনঃপ্রদান (refund) ব্যবস্থা। এর ফলে বাণিজ্য সহজসাধ্যতার প্রশ্নে সুবিধা হবে।❑

জল ও শৌচব্যবস্থার অর্থনৈতিক প্রেক্ষিত

পরমেশ্বরণ আইয়ার

উন্মুক্ত স্থানে শৌচকর্ম বন্ধ করার বৃহত্তর লক্ষ্যপূরণের জন্য বিগত পাঁচ বছরে কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রকের এক লক্ষ কোটি টাকারও বেশি বিনিয়োগ। অর্থ মন্ত্রীরা শৌচব্যবস্থার গুরুত্ব ও তার সুদূরপ্রসারী প্রভাবের কথা বিবেচনা করে প্রতি বছরই আর্থিক সংস্থান বাড়িয়েছেন। বরাদ্দকৃত তহবিলের বৃহদাংশই ব্যয়িত হয়েছে শৌচাগার নির্মাণে দরিদ্র ও প্রান্তিক পরিবারগুলিকে উৎসাহ জোগাতে। এছাড়া অভ্যাসের পরিবর্তনসাধন, গণ আন্দোলন প্রসার ও ক্ষেত্রীয় কর্মীদের ক্ষমতা বিকাশেও অর্থব্যয়ে কার্পণ্য করা হয়নি।

তার রাজনৈতিক নেতৃত্বে শৌচব্যবস্থা নিয়ে গণ আন্দোলন শুরু করার জন্য প্রধানমন্ত্রী ২০১৪ সালে দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানান। পরবর্তী দিনগুলিতে স্বচ্ছ ভারত মিশনের প্রবল জোয়ার অনুভূত হয় দেশের সর্বত্র এবং মানুষের দৈনন্দিন জীবনের অভ্যাস পালটানোর এই প্রয়াস আজ বিশ্বের বৃহত্তম কর্মকাণ্ড হয়ে ওঠার তকমা অর্জন করেছে। বলা বাহুল্য রাজনৈতিক নেতৃত্বের অনুপ্রেরণাই এই মিশনে ১৩০ কোটি দেশবাসীর সম্মিলিত শক্তির স্ফূরণ ঘটিয়েছে। সবার শীর্ষে ছিল প্রধানমন্ত্রীর অকুণ্ঠ সমর্থন যার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল উন্মুক্ত স্থানে শৌচকর্ম বন্ধ করার (Open Defecation Free বা ODF) বৃহত্তর লক্ষ্যপূরণের জন্য বিগত পাঁচ বছরে কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রকের এক লক্ষ কোটি টাকারও বেশি বিনিয়োগ।

স্বচ্ছ ভারত মিশনের রূপায়ণলব্ধ অভিজ্ঞতা ও শিক্ষার ভিত্তিতে আফ্রিকার দেশগুলিতে শৌচব্যবস্থার মানোন্নয়ন সম্ভব কিনা তা খতিয়ে দেখতে আদ্দিস আবাবায়

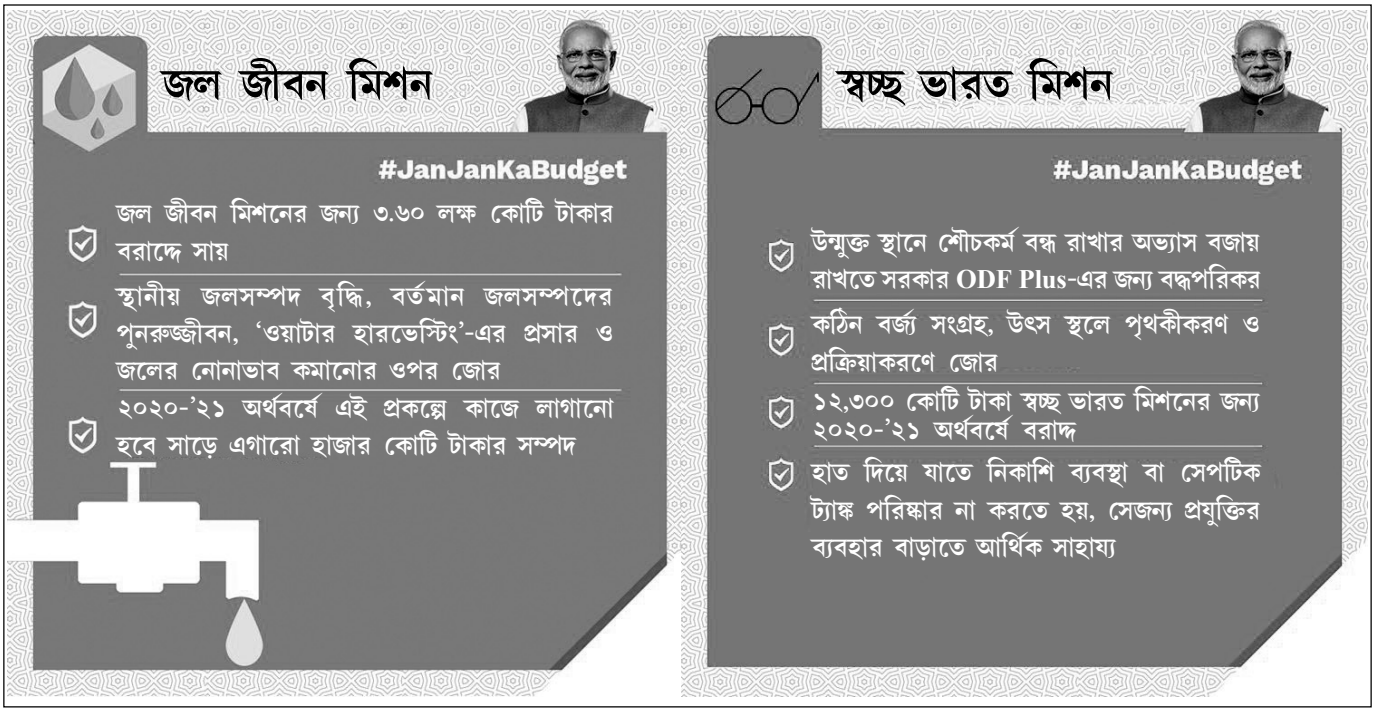

[লেখক কেন্দ্রীয় জল শক্তি মন্ত্রকের অন্তর্গত পানীয় জল ও শৌচব্যবস্থা বিভাগের সচিব। ই-মেল : param.iyer@gov.in]

গত জানুয়ারি মাসে এক মন্ত্রীপর্যায়ের গোলটেবিল বৈঠকে অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে কেনিয়া, ইথিওপিয়া, নাইজেরিয়া ও সেনেগালের শৌচ বিষয়ক মন্ত্রীরা পাঁচ বছর সময়সীমায় ভারতকে খোলা জায়গায় শৌচকর্ম মুক্ত করে তোলার সাফল্যকে সাধুবাদ জানানোর পাশাপাশি তাদের নিজ নিজ দেশে ভারতের মতো একটি মিশন পরিচালিত করার ব্যাপারে একটি বড়ো অসুবিধার কথাও সর্বসম্মতভাবে উল্লেখ করেন। অসুবিধাটি হল শৌচব্যবস্থায় বিপুল পরিমাণ অর্থলগ্নির যৌক্তিকতা সম্পর্কে আফ্রিকার সংশ্লিষ্ট অর্থ মন্ত্রীদের তারা কিছুতেই বোঝাতে পারেননি।

অন্যদিকে ভারতের অর্থ মন্ত্রীরা কিন্তু শৌচব্যবস্থার গুরুত্ব ও তার সুদূরপ্রসারী প্রভাবের কথা বিবেচনা করে প্রতি বছরই আর্থিক সংস্থান বাড়িয়েছেন। বরাদ্দকৃত তহবিলের বৃহদাংশই ব্যয়িত হয়েছে শৌচাগার নির্মাণে দরিদ্র ও প্রান্তিক পরিবারগুলিকে উৎসাহ জোগাতে। এছাড়া অভ্যাসের পরিবর্তনসাধন, গণ আন্দোলন প্রসার ও ক্ষেত্রীয় কর্মীদের ক্ষমতা বিকাশেও অর্থব্যয়ে কার্পণ্য করা হয়নি। এর ফলে গ্রামীণ ভারতে ১০ কোটিরও বেশি শৌচাগার তৈরি হয়েছে, যত্রতত্র মলমূত্র ত্যাগের অভ্যাস বন্ধ করতে পেরেছেন প্রায় ৫০ কোটি মানুষ। আর এসবই সম্ভব হয়েছে মাত্র পাঁচ বছরের সময়পর্বে, যার দরুন খোলা জায়গায় শৌচকর্মের বিশ্বব্যাপী হিসাব অর্ধেকেরও বেশি হ্রাস পেয়েছে।

অর্থাৎ, শৌচব্যবস্থার পরিবর্তন সাধনে বিপুল পরিমাণ অর্থের বিনিয়োগ বহুমুখী সুফল এনেছে এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলেছে সার্বিক অর্থনীতি, বাজার ও কর্মসংস্থানের ওপর। ইউনিসেফ-এর এক সাম্প্রতিক সমীক্ষায় বলা হয়েছে, ভারতে শৌচব্যবস্থার উন্নয়ন সম্পর্কিত বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ৪০০ শতাংশ প্রত্যর্পণ ঘটেছে এবং খোলা জায়গায় শৌচমুক্ত (ODF) গ্রামগুলির প্রতিটি পরিবার চিকিৎসা ব্যয় হ্রাস, সময় সাশ্রয় ও জীবন সুরক্ষার দ্বারা প্রায় ৫০ হাজার টাকা করে বাঁচাতে পেরেছে। ইতোমধ্যে শৌচ পর্ষদ কোয়ালিশন বা Toilet Board Coalition জানিয়েছে যে আগামী বছরের মধ্যে ভারতের শৌচ পরিকাঠামো ও পরিষেবা বাজারের আর্থিক মূল্য পৌঁছবে ৬০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে। এছাড়া গ্রাম এলাগাগুলি-সহ সর্বত্র সৃষ্টি হবে নতুন রুজিরোজগারের বিপুল সম্ভাবনা, হ্রাস পাবে স্বাস্থ্য ও পরিবেশগত ব্যয়বাহুল্য এবং বৃদ্ধি পাবে গার্হস্থ্য সঞ্চয়ের পরিমাণ। শৌচাগার নির্মাণ সংক্রান্ত হার্ডওয়্যার মালমশলা সরবরাহকারী ব্যবসায়ীদের অনেকেই স্বচ্ছ ভারত মিশনপর্বে ব্যাপক বিক্রিবাটার ফলে উপকৃত হয়েছেন। ভবিষ্যতেও কাজকর্মের এই ধারা অব্যাহত থাকবে বলে তারা আশাবাদী। ইউনিসেফ-কৃত আর একটি সমীক্ষায় দেখানো হয়েছে যে গত পাঁচ বছরে ৭৫ লক্ষ পূর্ণ সময়ের সমতুল কাজের সুযোগ সৃষ্টি হওয়াতে গ্রামীণ অর্থনীতিতেও সুপ্রভাব পড়েছে।

শৌচব্যবস্থার উন্নয়নে বিনিয়োগ করা হলে সার্বিক অর্থনীতি, স্বাস্থ্য ও সামাজিক বিকাশের পথ যে সুগম হয়ে ওঠে সেব্যাপারে এখন আর সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই। প্রমাণসাপেক্ষে এইসব যুক্তিকে হাতিয়ার করেই তাদের নিজ নিজ

অর্থমন্ত্রীদের সম্মতি আদায়ের জন্য আদ্দিস আবাবা-র উপরোক্ত বৈঠকে আমরা সংশ্লিষ্ট আফ্রিকান শৌচমন্ত্রীদের উৎসাহিত করি।

এদেশে কিন্তু সার্বিক গ্রামীণ অর্থনীতির অন্যতম স্তম্ভ হিসাবে জল ও শৌচব্যবস্থাকে অগ্রাধিকার দেওয়াটা আমাদের সরকার অব্যাহত রেখেছে। ইতোমধ্যে অর্জিত সাফল্যকে সুস্থায়ী করে তুলতেও সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সকল রাজ্যকে ODF-এর আওতায় আনার স্মারক অনুষ্ঠানে গত বছরের ২ অক্টোবর প্রধানমন্ত্রী বলেন : ''এই সাফল্য দিকচিহ্নবাহী হলেও আমাদের আরাধ্য কাজ এখনও শেষ হয়নি। মানুষজন সবাই যাতে শৌচাগার ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়ে ওঠেন, এটা আমাদের সুনিশ্চিত করতে হবে।'' এই সংকল্পবদ্ধতা প্রতিফলিত হয়েছে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর ২০২০-'২১ সালের বাজেটে, যেখানে তিনি গ্রামীণ শৌচব্যবস্থার উন্নতিকল্পে বরাদ্দ করেছেন ১০ হাজার কোটি টাকা। বরাদ্দকৃত অর্থ প্রতিটি গ্রামে ODF সুস্থায়ীকরণ, জীব-বিনাশযোগ্য বর্জ্য, গ্রে ওয়াটার, মলমূত্রজাত সকল প্রকার আবর্জনা। বিশেষ করে প্ল্যাস্টিক বর্জ্যের ব্যবস্থাপনায় ২০২৪ সাল অবধি খরচ করা হবে।

পরবর্তী পদক্ষেপে থাকবে আর একটি পরিষেবা যার গুরুত্ব সম্ভবত সবার উপরে; পাইপের সাহায্যে জল সরবরাহ করা। লালকেল্লার প্রাকার থেকে গত স্বাধীনতা দিবসের ভাষণে প্রধানমন্ত্রী জল জীবন মিশনের কথা ঘোষণা করেন যার লক্ষ্য হল ২০২৪-এর মধ্যে দেশের প্রত্যেক পরিবারের কাছে পাইপবাহিত জল পৌঁছিয়ে দেওয়া। প্রকল্পটিতে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে ৩.৬ লক্ষ কোটি টাকা ব্যয়ের প্রতিশ্রুতি রয়েছে। প্রতিশ্রুতির অঙ্গ হিসাবে জল জীবন মিশন-এর জন্য ২০২০-'২১-এর বাজেটে কেন্দ্রীয় সরকারের অংশ হিসাবে ইতোমধ্যেই ১১ হাজার ৫০০ কোটি

টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এছাড়াও সংস্থান রয়েছে ১২ হাজার কোটি টাকার অতিরিক্ত বাজেট সম্পদের।

পঞ্চদশ অর্থ কমিশন পানীয় জল ও শৌচব্যবস্থা খাতে ৯০ হাজার কোটি টাকার ৫০ শতাংশ অনুদান হিসাবে গ্রামীণ স্বশাসিত সংস্থাগুলির জন্য বরাদ্দ করেছে। এই বিপুল পরিমাণ অর্থ সংস্থান গ্রাম এলাকাগুলিতে জল ও শৌচব্যবস্থার উন্নয়নে সম্ভবত বৃহত্তম চালিকাশক্তির ভূমিকা নিতে চলেছে। এক্ষেত্রে জোর দেওয়া হবে গ্রাম পঞ্চায়েত ও স্থানীয় গোষ্ঠীগুলির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সঠিকভাবে পরিচালনার উপর, কারণ গ্রামবাসীদের জন্য সুস্থায়ী পরিষেবা পৌঁছিয়ে দিতে জল ও শৌচব্যবস্থা পরিকাঠামোর সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব এদের উপরই বর্তাবে। শৌচব্যবস্থা, জল সরবরাহ প্রভৃতির মতো জরুরি পরিষেবাকে সচল রাখতে এই ব্যবস্থা নিঃসন্দেহে সকলের অংশগ্রহণের সহায়ক হবে।❑

সবার জন্য স্বাস্থ্যের খোঁজে ভারত

ড. ইন্দু ভূষণ

২০২০-'২১-এর কেন্দ্রীয় বাজেটে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে এক জোরাল অঙ্গীকারের লক্ষণটি সুস্পষ্ট। স্বাস্থ্যমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ বলেছেন যে, নাগরিকদের সুস্বাস্থ্যের জন্য সরকার স্বাস্থ্য পরিচর্যার এক সার্বিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছে। ভারতের জন্য স্বাস্থ্যের এই নয়া দর্শন দাঁড়িয়ে আছে চারটি স্তম্ভের উপর, রোগ প্রতিরোধক স্বাস্থ্য নিশ্চিত করা, সঙ্গতির মধ্যে স্বাস্থ্য পরিচর্যার ব্যবস্থা, উন্নত মানের স্বাস্থ্য পরিষেবার জোগান বাড়ানো এবং মিশন মোড বা ব্রত হিসেবে সরকারি প্রকল্পগুলি রূপায়িত করা।

প্রধানমন্ত্রী ২০১৯-এর সেপ্টেম্বরে সকলের জন্য স্বাস্থ্য সংক্রান্ত রাষ্ট্রসংঘের অধিবেশনে স্বাস্থ্য সম্পর্কে এক নতুন দর্শন বা স্বপ্নের কথা তুলে ধরে বলেছিলেন, ''বিশ্ব কল্যাণের সূচনা হয় মানুষের কল্যাণ দিয়ে এবং স্বাস্থ্য তার এক উল্লেখযোগ্য নির্ধারক বিষয়।'' তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, স্বাস্থ্যের সংজ্ঞা এবং অর্থ শুধুমাত্র রোগমুক্ত থাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় বরং স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন প্রতিটি মানুষের অধিকার এবং এই অধিকার সুনিশ্চিত করা রাষ্ট্রের আশু কর্তব্য।

ভারতের জন্য স্বাস্থ্যের এই নয়া দর্শন দাঁড়িয়ে আছে চারটি স্তম্ভের উপর, রোগ প্রতিরোধক স্বাস্থ্য নিশ্চিত করা, সঙ্গতির মধ্যে স্বাস্থ্য পরিচর্যার ব্যবস্থা, উন্নত মানের স্বাস্থ্য পরিষেবার জোগান বাড়ানো এবং মিশন মোড বা ব্রত হিসেবে সরকারি প্রকল্পগুলি রূপায়িত করা।

রোগ প্রতিরোধক স্বাস্থ্য বা প্রথম স্তম্ভে, বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে যোগ, আয়ুর্বেদ এবং শারীরিক পটুতার উপর। টিকাকরণ বা রোগ সংক্রমণ প্রতিরোধ অগ্রাধিকার পেয়েছে। এই সংক্রমণ রুখতে, শুধুমাত্র নতুন নতুন টিকা (ভ্যাকসিন) আনায় জোর দেওয়া হয়নি, সেইসঙ্গে দুরদুরান্ত এবং পল্লি অঞ্চলেও তা মানুষের আরও হাতের নাগালে আনার বন্দোবস্ত করার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বিশেষত তরুণদের মধ্যে ধূমপানের কুফল আটকাতে এবং হাঁপানি, মুখ-গলা-ফুসফুসের কর্কট-সহ বিভিন্ন অসুখ নিয়ন্ত্রণে আনতে, সরকার এক ধাপ এগিয়ে ই-সিগারেট পুরোপুরি নিষিদ্ধ করেছে। স্বাস্থ্যের উন্নতিতে পরিচ্ছন্নতা (স্যানিটেশন)-র এক বড়ো ভূমিকা আছে বলে, স্বচ্ছ ভারত অভিযান শৌচাগার ব্যবহারের লক্ষ্যে ইতিবাচক আচরণগত পরিবর্তন মারফত লক্ষ লক্ষ জীবন বাঁচাতে সাহায্য করছে।

ভারত সরকার উচ্চাকাঙ্ক্ষী প্রকল্প আয়ুষ্মান ভারত চালু করেছে। এই প্রকল্পের লক্ষ্য প্রাথমিক, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় (প্রাইমারি, সেকেন্ডারি, টার্শিয়ারি) স্তরে স্বাস্থ্য (প্রতিরোধ, উন্নতি, আরোগ্য এবং হাঁটাচলার ক্ষমতা টিঁকিয়ে রাখা বা ফিরিয়ে আনার পরিচর্যা)

[লেখক মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক, জাতীয় স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ (যে সংস্থা আয়ুষ্মান ভারত ও প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা রূপায়ণের দায়িত্বপ্রাপ্ত)। ই-মেল : i.bhushan@gov.in]

কেন্দ্রীয় বাজেট ২০২০-'২১

"হাসপাতালগুলিকেও 'ভায়াবিলিটি গ্যাপ ফান্ডিং' ব্যাবস্থার আওতায় আনতে উপযুক্ত পরিকাঠামো গড়া হবে। অগ্রাধিকার দেওয়া হবে সেই সব উচ্চাকাঙ্ক্ষী জেলাগুলিকে যেখানে 'আয়ুষ্মান ভারত' প্রকল্পের আওতায় তালিকাভুক্ত হাসপাতাল নেই।"

বিষয়ে সার্বিক সমস্যা সমাধানে নতুন নতুন পথে চলা। আয়ুষ্মান ভারত হল রাষ্ট্রসংঘের সুস্থায়ী উন্নয়ন লক্ষ্য ৩.৮ এবং সকলের জন্য স্বাস্থ্যের লক্ষ্য অর্জনের প্রচেষ্টায় ভারতের শিরোমণি বা মুখ্য প্রকল্প। খণ্ড খণ্ড ব্যবস্থা হিসেবে নয়, স্বাস্থ্যকে এক সর্বাঙ্গীণ উদ্যোগ রূপে দেখে, আয়ুষ্মান ভারত তার দু'টি অঙ্গ স্বাস্থ্য ও আরোগ্য কেন্দ্র (হেলথ অ্যান্ড ওয়েলনেস সেন্টার) এবং প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা মারফত প্রতিরোধ, উন্নতি, আরোগ্য ও হাঁটাচলার ক্ষমতা টিঁকিয়ে রাখা বা ফিরিয়ে আনার পরিচর্যা-সহ যাবতীয় স্বাস্থ্য সমস্যা মেটায়। আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের প্রথম অঙ্গটির আওতায়, ২০২২ সালের মধ্যে দেশজুড়ে ১ লক্ষ ৫০ হাজার স্বাস্থ্য এবং আরোগ্য কেন্দ্র গড়ে তোলার লক্ষ্য আছে। আয়ুষ্মান ভারতের প্রাথমিক পরিচর্যাকারী অঙ্গ স্বাস্থ্য ও আরোগ্য কেন্দ্র কর্কট, মধুমেহ (ডায়াবিটিস), হৃৎ-রক্ত সংবহণ (কার্ডিও-ভাসকুলার) সংক্রান্ত রোগের মতো জীবনশৈলীজনিত এবং অন্যান্য অসুখ নির্ণয় এবং চিকিৎসায় গুরুত্ব দেয়।

স্বাস্থ্যের নতুন দর্শনের দ্বিতীয় স্তম্ভ সাধ্যে কুলনো স্বাস্থ্য পরিচর্যার দিকটিতে খেয়াল রাখে আয়ুষ্মান ভারতের দ্বিতীয় অঙ্গ, প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা। ভারতে প্রচণ্ড চড়া চিকিৎসা খরচের দায়ে, ফি বছর ৬ কোটির মতো লোক ফতুর হয়ে গরিবি রেখার নিচে চলে যায়। প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা হচ্ছে সরকারি টাকায় বিশ্বের সবচেয়ে বড়ো স্বাস্থ্য বিমা প্রকল্প। এই যোজনার আওতায় পড়ে ৫০ কোটির বেশি গরিব এবং অসহায় মানুষ। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্তরের হাসপাতালে ভর্তি হয়ে ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত চিকিৎসার জন্য এদের কোনও খরচ দিতে হয় না। কোনও আর্থিক চাপ ছাড়াই গরিব মানুষের জন্য হাসপাতালের অন্তর্বিভাগে ঠিক সময়ে এবং উন্নত মানের চিকিৎসার সুযোগ করে দিতেই এই কর্মসূচি ছকা হয়েছে। কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির অংশীদারিতে যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রশাসনিক কাঠামো মারফত এই প্রকল্পে সরকারি অর্থ কাজে লাগানো হয়।

এছাড়া, ২০১৯ সালের সেপ্টেম্বর অবধি ৫ হাজারের বেশি বিশেষ ওষুধের দোকান খোলা হয়েছে। এসব দোকানে সস্তায় ৮০০-টি খুব দরকারি চিকিৎসার সরঞ্জাম মেলে। এই উদ্যোগের ফলে, স্টেন্টের দাম কমেছে ৮০ শতাংশ। আর কৃত্রিম হাঁটু কিনতে খরচ বাঁচে ৫০-৭০ শতাংশ। দেশে প্রতি বছর ২ লক্ষ ২০ হাজার নতুন রুগি শেষ পর্যায়ের মূত্রাশয় সম্পর্কিত রোগের কবলে পড়ে। এদের চিকিৎসার জন্য ফি বছর আরও ৩ কোটি ৪০ লক্ষ ডায়ালিসিসের দরকার হয়। এই ডায়ালিসিস চলে আজীবন। ব্যয়বহুল এ চিকিৎসায় অধিকাংশ পরিবারের ঘটিবাটি চাঁটি হয়। প্রধানমন্ত্রী জাতীয় ডায়ালিসিস কর্মসূচির আওতায় লক্ষ লক্ষ মানুষ জেলা হাসাপাতালে নিখরচায় ডায়ালিসিসের সুযোগ পায়। এসব রুগির পক্ষে আর্থিক বোঝা থেকে এ এক বড়ো রেহাই।

এই দর্শনের তৃতীয় স্তম্ভ, জোগান বাড়ানোর দিকটি চিকিৎসা পরিকাঠামো গঠন এবং উন্নতমানের চিকিৎসাশাস্ত্র শিক্ষার বন্দোবস্তে নজর দিয়েছে। এক্ষেত্রে এক প্রধান সংস্কার হল জাতীয় চিকিৎসা কমিশন আইন, ২০১৯। চিকিৎসাশাস্ত্র শিক্ষায় দেশের এক নতুন নিয়ামক কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা, পড়ুয়াদের ঘাড় থেকে হরেক পরীক্ষার বোঝা কমানো, চিকিৎসাশাস্ত্র শিক্ষায় স্বচ্ছতা সুনিশ্চিত করা, চিকিৎসাশাস্ত্র শিক্ষায় খরচ কমিয়ে আনা, পদ্ধতি সহজসরল করা, মেডিক্যাল কলেজে আসন সংখ্যা বাড়ানো এবং সকলের জন্য উন্নত মানের চিকিৎসার সুযোগ বাড়ানোর ব্যবস্থা করে এই আইন দেশে স্বাস্থ্য পরিচর্যার ক্ষেত্রে রূপান্তর ঘটাবে।

উপরে বলা লক্ষ্যগুলি পূরণের জন্য, চতুর্থ স্তম্ভ, সরকারি স্বাস্থ্য প্রকল্প মিশন মোড বা ব্রত হিসেবে ফলপ্রসূভাবে রূপায়ণ করা অত্যাবশ্যক। প্রসূতি, সদ্যোজাত, প্রজনন এবং শিশু স্বাস্থ্য সংক্রান্ত নির্দিষ্ট প্রকল্পগুলির সুফল সমাজের কাছে পৌঁছে দেওয়া দরকার। মা এবং শিশুর পর্যাপ্ত পুষ্টির

বন্দোবস্তের মাধ্যমে অ্যানিমিয়া বা রক্তাল্পতা এবং খর্বতা রুখতে, ভারত সরকার জাতীয় পুষ্টি মিশন বা পোষণ অভিযানও চালু করেছে। রাষ্ট্রসংঘের সুস্থায়ী উন্নয়নের লক্ষ্যে স্বাক্ষরকারী দেশ হিসেবে, ২০২৫ সালের মধ্যে যক্ষ্মা এবং ২০২২ সাল নাগাদ একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক পুরোপুরি বর্জন করা-সহ অন্যান্য কর্মসূচি শুধুমাত্র পরিবেশ দূষণ কমাবে না, সেইসঙ্গে সব নাগরিকের সুস্বাস্থ্যেও অবদান রাখবে।

স্বাস্থ্যের লক্ষ্যে দৃঢ় রাজনৈতিক ইচ্ছার প্রকাশ

২ কোটি ৯০ লক্ষ মার্কিন ডলারের অর্থনীতি নিয়ে ভারত এখন মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের নিরিখে বিশ্বের পঞ্চম বৃহৎ দেশ। ২০১৪-'১৯ সালে ভারতে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৮ হাজার ৪০০ কোটি মার্কিন ডলার। ২০০৯-'১৪ এই পাঁচ বছরে তা ছিল ১৯ হাজার কোটি মার্কিন ডলার। ভারত সরকারের ঋণ ২০১৪-র মার্চে ছিল মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের ৫২.২ শতাংশ। এই অঙ্ক ২০১৯-'২০ সালে কমে দাঁড়িয়েছে ৪৮.৭ শতাংশে।

২০২০-'২১-এর কেন্দ্রীয় বাজেটে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে এক জোরাল অঙ্গীকারের লক্ষণটি সুস্পষ্ট। স্বাস্থ্যমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ বলেছেন যে, নাগরিকদের সুস্বাস্থ্যের জন্য সরকার স্বাস্থ্য পরিচর্যার এক সার্বিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছে। মানুষের সুস্বাস্থ্যের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত করতে স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দের অংশ বেড়েছে অনেকখানি। ২০১৯-'২০ সালে স্বাস্থ্যের জন্য বাজেটে ধার্য ছিল ৬২,৩৯৮ কোটি টাকা। তা বেড়ে এবার সেই বরাদ্দের অঙ্ক ৬৯,০০০ কোটি টাকা।

ভারতে কর্মক্ষম মানুষ (১৫-৬৫ বছর বয়সি)-এর সংখ্যা বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে বেশি। জনসংখ্যাজনিত এই ফায়দার সঙ্গে নতুন নতুন প্রযুক্তি, বিশেষ বিশ্লেষণ, কম্পিউটার প্রোগ্রামিং, রোবটিক্স এবং যান্ত্রিক বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সঠিক মিশেল অর্থনীতি এবং স্বাস্থ্যক্ষেত্রকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা ধরে।

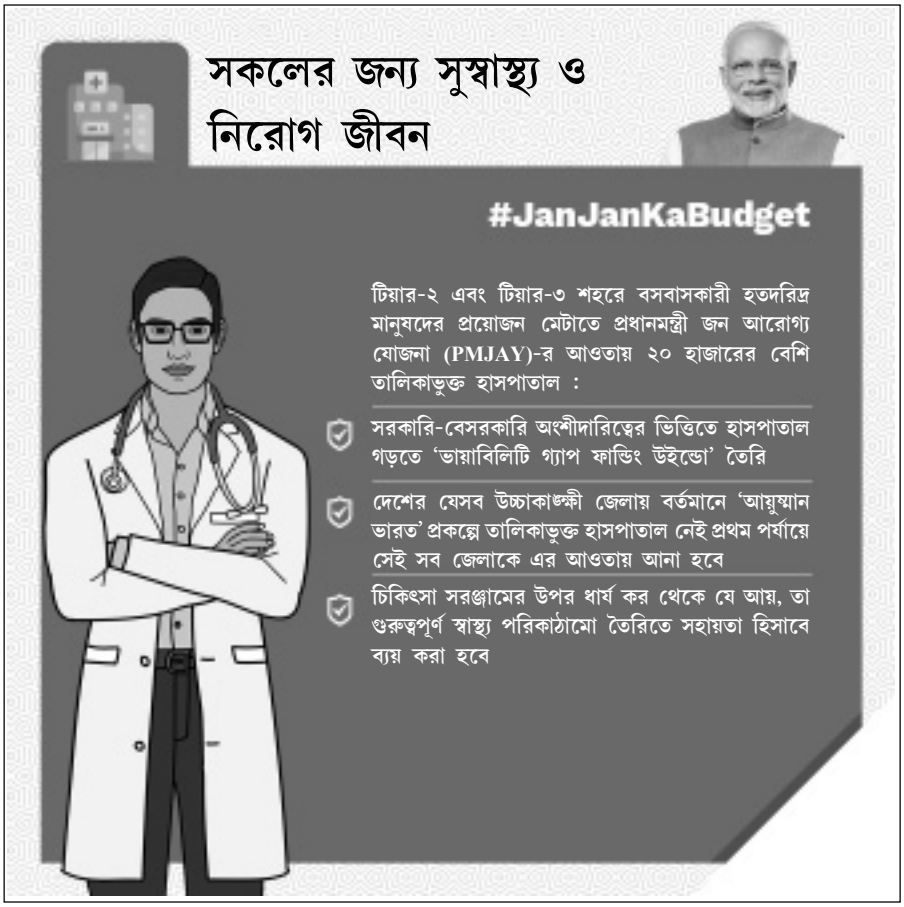

এবারের বাজেটে নাগরিকদের স্বাস্থ্য বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। সবার টিকাকরণে গুরুত্ব দিয়ে জোরদার করা হয়েছে বেশ কিছু প্রকল্প। মিশন ইন্দ্রধনুষকে সম্প্রসারণ করে, এর আওতায় আনা হয়েছে ১২-টি রোগকে, ৫-টি নতুন টিকা দেওয়ার বন্দোবস্ত হয়েছে। অসংক্রামক রোগের বাড়াবাড়ির দরুন, এসব অসুখের বিরুদ্ধে লড়াই 'ফিট ইন্ডিয়া' আন্দোলন এক বড়ো হাতিয়ার। জীবনযাত্রার ধাঁচে রদবদল, যেমন অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস, ধূমপান, মদের নেশা, শারীরিক কসরত না করা, চাপ এবং উদ্বেগের মতো বিষয় থেকেই এসব রোগের উৎপত্তি। সংক্রামক এবং অসংক্রামক দুই অসুখের বোঝা থেকে গরিবকে সুরাহা দেওয়ার জন্য জল জীবন মিশন ও স্বচ্ছ ভারত মিশনকে আরও জোরদার করা হয়েছে।

২০২৫ সালের মধ্যে যক্ষ্মা নির্মূলে সরকারের প্রতিশ্রুতির কথা ফের মনে করিয়ে দিয়ে, অর্থমন্ত্রী, ''টিবি হারেগা দেশ জিতেগা'' অভিযানের আওতায় আরও জোর প্রচেষ্টা চালানোর প্রস্তাব করেছেন। তিনি জন ঔষধি কেন্দ্র প্রকল্পকে সব জেলায় সম্প্রসারণ করে ২০২৪ সালের মধ্যে এর আওতায় ২০০০ ওষুধ এবং ৩০০ অস্ত্রোপচারের পরিকল্পনা ছকেছেন।

আয়ুষ্মান ভারত-এর দু'টি অঙ্গের জন্য বরাদ্দ যথাক্রমে ১,৬০০ কোটি টাকা এবং ৬,৪০০ কোটি টাকা বজায় রাখা হয়েছে, এ থেকে স্পষ্ট যে, এই প্রকল্পে সরকারের আস্থা অটুট।

২০১৮ সালে শুরু হওয়া ইস্তক আয়ুষ্মানের দু'টি অঙ্গই ভালো ফল দেখিয়েছে। তিরিশ হাজারের বেশি স্বাস্থ্য ও আরোগ্য কেন্দ্র প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা জোগাচ্ছে এবং কর্কট, মধুমেহ ও রক্তচাপের আধিক্য (হাইপারটেনশন)-সহ দু'টি অসংক্রামক রোগ নির্ণয়ের জন্য কয়েক কোটি লোকের পরীক্ষানিরীক্ষা চালাচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনার কাজ চলছে ৩২-টি রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে। এই কর্মসূচির আওতায় আছে ৫০

কোটির বেশি গরিব ও অসহায় মানুষ। মাত্র ৮ মাসেই কর্মসূচিটি ১১,০০০ কোটি টাকায় ৮০ লক্ষের বেশি চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছে। এর ফলে উপকৃতদের বেঁচেছে ২২,০০০ কোটি টাকার উপরে। এই যোজনায় দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ২১,০০০-এর বেশি তালিকাভুক্ত হাসপাতাল (সরকারি ও অসরকারি) মানুষের চিকিৎসা করছে।

তবে রুগির চাপ এত বেশি যে বিশেষ করে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্তরের শহরগুলিতে আরও বহু হাসপাতাল দরকার। এদিকে নজর দিয়ে, অর্থমন্ত্রী ছোটোখাটো শহরে হাসপাতাল গড়ার জন্য কিছু অর্থ সাহায্যের কথা ঘোষণা করেছেন। প্রথম দফায়, তালিকাভুক্ত হাসপাতাল না থাকা উচ্চাকাঙ্ক্ষী জেলাগুলি অগ্রাধিকার পাবে। রাজ্য জমি দিতে রাজি হলে, জেলা হাসপাতালে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিতে মেডিক্যাল কলেজ গড়া হবে। এর সুবাদে তরুণ-তরুণীদের জন্য বহু কাজের সুযোগ সৃষ্টি হবে। চিকিৎসক এবং চিকিৎসাকর্মী তৈরি হবে এবং পরিষেবার জোগান বাড়বে। বাজেট বিদেশি চিকিৎসা সরঞ্জামের উপর আমদানি কর বাড়িয়েছে। এই শুল্ক বাড়ায় দেশি শিল্পের বিকাশ হবে। কর বাবদ আয় কাজে লাগানো হবে এই গুরুত্বপূর্ণ স্বাস্থ্য পরিকাঠামোকে সাহায্য করতে।

জালিয়াতি এবং অপব্যবহার রোখা ও রুগিদের তথ্যের সুরক্ষার জন্য, সরকার যান্ত্রিক বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মতো সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার পরিকল্পনা করেছে। এতে পরিষেবা জোগানে দক্ষতা সুনিশ্চিত করা যাবে এবং অসদুপায় কমবে।

সবার জন্য স্বাস্থ্যে চ্যালেঞ্জ ও সুযোগ

প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা গোড়াতেই যেভাবে এগিয়েছে তা থেকে সবার জন্য স্বাস্থ্য ধারণাটির পক্ষে এক জোরলো প্রমাণ মেলে। এই যোজনা সবার জন্য স্বাস্থ্য—এই লক্ষ্য অর্জনের এক কার্যকর কাঠামো জুগিয়েছে। প্রথম বছরটি যদি গড়ে ওঠার কাল হয় তবে দ্বিতীয় বছর হবে সমন্বয়সাধন, ব্যবস্থাগুলি আরও জোরদার, দক্ষতা বাড়ানোর এক পর্ব। যা কিনা সবার জন্য স্বাস্থ্যের লক্ষ্যপূরণের সৌধ গড়ে তোলার এক পাকাপোক্ত ভিত সুনিশ্চিত করবে।

তবে কিছু চ্যালেঞ্জ রয়ে গেছে বৈকি

উদ্দীষ্ট মানুষজনের মধ্যে এই যোজনার বিষয়ে সচেতনতা এবং বোধবুদ্ধি, জ্ঞানগম্যি ঢের বাড়াতে হবে। সমাজের সবচেয়ে দুর্বল ও অসহায় শ্রেণির মানুষের কাছে পৌঁছতে সক্ষম হওয়ার জন্য সামাজিক এবং আচরণগত পরিবর্তন আনার কর্মকৌশল উদ্ভাবন করা দরকার।

জোগানের দিকটি জোরদার করার জন্য দেশের সব ক'টি সরকারি হাসাপাতালকে এই যোজনার তালিকাভুক্ত করতে হবে, যাতে এসব প্রতিষ্ঠানের উন্নতমানের পরিচর্যা মানুষ পেতে পারে। স্বরাষ্ট্র, রেল, ইস্পাত এবং কয়লার মতো বেশ কিছু মন্ত্রকের শ'ছয়েক হাসপাতালকে ইতোমধ্যে তালিকায় ঢোকানো হয়েছে।

ঘরবাড়ি, নির্মাণকর্মী, লরি চালক/খালাসি, বস্ত্র কর্মী এবং কারিগর, আশা এবং অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী/সহায়ক, গাঁয়েগঞ্জের কারবারি লোক, অতি ছোটো-ছোটো-মাঝারি সংস্থার মালিক/কর্মী ইত্যাদির মতো সমাজের অন্যান্য অরক্ষিত গোষ্ঠীকেও প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনার আওতায় আনা উচিত। আশা কর্মী এবং গাঁয়েগঞ্জের কারবারি লোকজন এই প্রকল্প রূপায়ণে সামনের সারিতে থাকেন। এই প্রকল্পের সুফল পেলে তাদের মতো মানুষ প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনার কাজে আরও বেশি দায়িত্ব নেবে এবং এই প্রকল্পের সঙ্গে মানুষের যোগাযোগ বাড়বে।

পরিচর্যার মানের আরও উন্নতি করা চাই। এজন্য, সরকার ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব মেডিক্যাল রিসার্চ উদ্ভাবিত স্ট্যান্ডার্ড ট্রিটমেন্ট ওয়ার্কফ্লোজ (Standard Treatment Workflows—STWs) রূপায়ণে রাজ্যগুলির সঙ্গে একযোগে কাজ করছে।

যেকোনও ধরনের অসদুপায় দমাতে, জালিয়াতি ও অপব্যবহার নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা আরও জোরদার করা দরকার। এজন্য, কৃত্রিম মেধার মতো সর্বাধুনিক প্রযুক্তি কাজে লাগানো হচ্ছে।

পরিশেষ

স্বাস্থ্য হচ্ছে সরকারের রাজনৈতিক এবং আর্থিক অঙ্গীকার। ভারতের মতো দেশে সবার জন্য স্বাস্থ্যের লক্ষ্য প্রশংসনীয় এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষামূলক। ভারত সরকার এই লক্ষ্যে অবিচল এবং এর জন্য বিপুল অর্থ বরাদ্দ করেছে। উন্নয়নশীল দুনিয়ার কাছে এই ঐতিহাসিক নজির অনুসরণযোগ্য।

এই বাজেট নিছক এক ইচ্ছাপত্র নয়, সবার জন্য স্বাস্থ্য এই নীতি কাজে পরিণত করা যায় এবং এই লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব—তারই দলিল। বাজেটে স্বাস্থ্যক্ষেত্র যে উচ্চ অগ্রাধিকার পেয়েছে, তা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় সরকার সকলের জন্য স্বাস্থ্য সুনিশ্চিত করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এই বাজেটের ব্যাপক এবং সুদূরপ্রসারী স্বাস্থ্য প্রকল্পগুলি দেশের স্বাস্থ্য চিত্রে রূপান্তর ঘটানো এবং পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের 'অন্ত্যোদয়', অর্থাৎ সমাজে সবচেয়ে পিছিয়ে থাকা মানুষের উন্নতির স্বপ্নকে সাকার করার ক্ষমতা ধরে।❑

শিক্ষাক্ষেত্রে বাজেট সংস্থান বিশ্লেষণ

শালেন্দর শর্মা
শশীরঞ্জন ঝা

উচ্চ মানের শিক্ষার ব্যবস্থা করার যে অঙ্গীকার সরকার নিয়েছে তারই প্রতিফলন ধরা পড়েছে ২০২০ সালের কেন্দ্রীয় বাজেটে। বিদ্যালয় শিক্ষা ও উচ্চশিক্ষা স্তরে সংস্কারসাধনের সম্ভাব্য ক্ষেত্রগুলি চিহ্নিত করা হয়েছে এই বাজেটে। বিশ্বের সবচেয়ে বেশি তরুণ-তরুণী রয়েছে এই দেশে। তাই এবারের কেন্দ্রীয় বাজেটে গুণমানের উন্নতি ও উৎকর্ষসাধনের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধির ফলে বিদ্যালয়ের আয়তন, বিদ্যালয়ে পড়ুয়াদের মূল্যায়ন ব্যবস্থা, শিক্ষকদের পেশাদারিত্বের ধারাবাহিক বৃদ্ধি ইত্যাদি সূচকেরও উন্নতি ঘটবে বলে আশা করা যায়।

সম্প্রতি কয়েক বছরে ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থায় একটা বিরাট কাঠামোগত পরিবর্তন এসেছে। শুধুমাত্র স্কুল, কলেজে ভর্তির ব্যবস্থা করেই সরকার বসে নেই বরং দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়ন লক্ষ্য বা সাসটেনেবল ডেভলপমেন্ট গোল-৪ (SDG-4)-এর বিধান অনুযায়ী গুণমানসম্পন্ন শিক্ষার ওপর বিশেষ জোর দিচ্ছে। নয়া শিক্ষা নীতির খসড়াতে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার একটা রূপরেখা দেওয়া হয়েছে। এই নীতি অনুযায়ী একদিকে যেমন সমগ্র শিক্ষা অভিযান (SSA)-এর মতো প্রকল্পগুলিকে আরও শক্তিশালী ও সুসংহত করার ওপর জোর দেওয়া হবে, তেমনই অন্যদিকে উন্নতমানের প্রতিষ্ঠানগুলির সম্প্রসারণ ঘটানো হবে এবং এইভাবেই বিশ্বমানের শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যপূরণ করা হবে। সাম্প্রতিককালে আইআইটি, স্কুল অব প্ল্যানিং অ্যান্ড আর্কিটেকচার, বিভিন্ন কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় তথা উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা ক্ষেত্রের জন্য বিভিন্ন সংবিধান সংশোধনী বিল তৈরি করা হয়েছে।

সারণি-১
বছর হিসাবে শিক্ষা বাজেট (কোটি টাকার অঙ্কে)

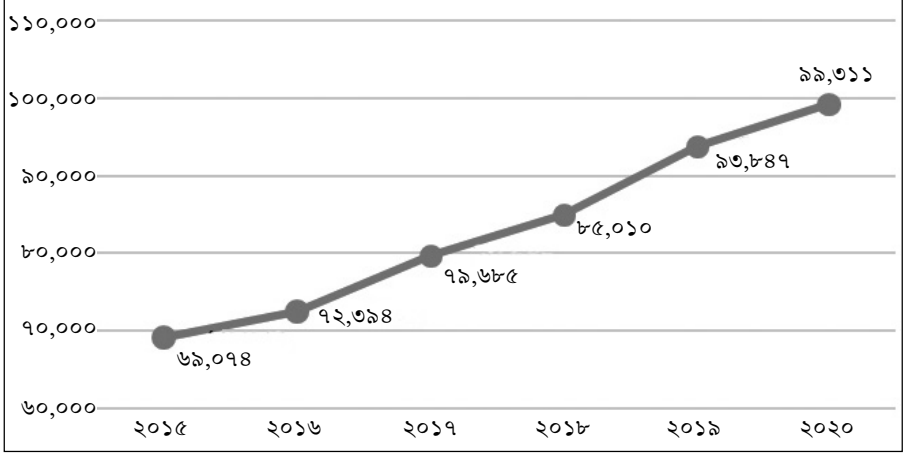

একদিকে যেমন সমগ্র শিক্ষা অভিযান (SSA)-এর মতো প্রকল্পগুলিকে আরও শক্তিশালী ও সুসংহত করার ওপর জোর দেওয়া হবে, তেমনই অন্যদিকে উন্নতমানের প্রতিষ্ঠানগুলির সম্প্রসারণ ঘটানো হবে এবং এইভাবেই বিশ্বমানের শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যপূরণ করা হবে। সাম্প্রতিককালে আইআইটি, স্কুল অব প্ল্যানিং অ্যান্ড আর্কিটেকচার, বিভিন্ন কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় তথা উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা ক্ষেত্রের জন্য বিভিন্ন সংবিধান সংশোধনী বিল তৈরি করা হয়েছে।

উচ্চ মানের শিক্ষার ব্যবস্থা করার যে অঙ্গীকার সরকার নিয়েছে তারই প্রতিফলন ধরা পড়েছে ২০২০ সালের কেন্দ্রীয় বাজেটে। বিদ্যালয় শিক্ষা ও উচ্চশিক্ষা স্তরে সংস্কারসাধনের সম্ভাব্য ক্ষেত্রগুলি চিহ্নিত করা হয়েছে এই বাজেটে। এবারের বাজেটে শিক্ষাক্ষেত্রের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে মোট ৯৯,৩১১ কোটি টাকা, যার মধ্যে বিদ্যালয় শিক্ষাক্ষেত্রের জন্য রয়েছে ৫৯,৮৪৫ কোটি

[শালেন্দর শর্মা, নয়াদিল্লির এডুকেশন অ্যান্ড স্কিলস ডেভেলপমেন্ট, আইপিজি গ্লোবালের অধিকর্তা। ই-মেল : s.sharma@ipeglobal.com, শশীরঞ্জন ঝা, ওই একই প্রতিষ্ঠানের সহকারী অধিকর্তা। ই-মেল : sjha@ipeglobal.com]

সারণি-২
গত পাঁচ বছরে বাজেটে শতাংশের হিসাবে বৃদ্ধি

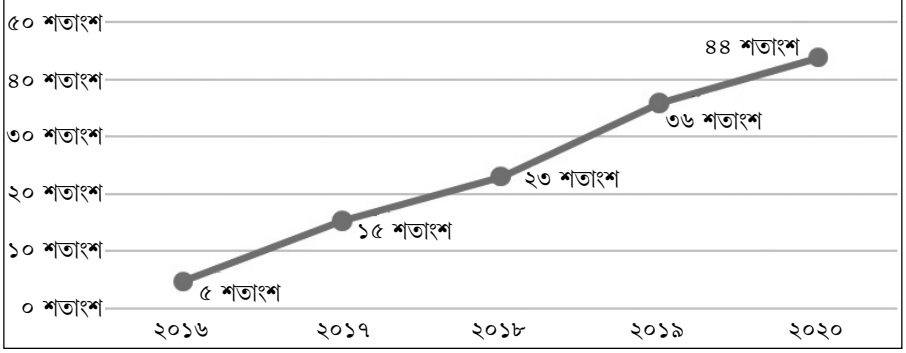

টাকা এবং উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রের জন্য রয়েছে ৩৯,৪৬৬ কোটি টাকা। শিক্ষাক্ষেত্রে এবছরের বাজেট বরাদ্দ পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ৫ শতাংশ বেড়েছে। এতে যে শিক্ষাক্ষেত্রের সব প্রয়োজন মিটে যাবে এমনটা নয়, তবে এই বরাদ্দ বৃদ্ধি যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। ২০১৫ সালে যে বরাদ্দ শিক্ষা ক্ষেত্রের জন্য ছিল (সারণি-১ দ্রষ্টব্য) তার তুলনায় এই বরাদ্দ যথেষ্ট বেশি। ২০১৬ সালের তুলনায় এই বছর শিক্ষাক্ষেত্রে মোট বাজেট বরাদ্দ বেড়েছে প্রায় ৪৪ শতাংশ (সারণি-২ দ্রষ্টব্য)।

দক্ষতা বৃদ্ধি মন্ত্রক বা স্কিল ডেভলপমেন্ট মিনিস্ট্রির বিভিন্ন প্রকল্পের জন্য ২০২১ আর্থিক বছরে ৩,০০২.২১ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে। ২০২০ আর্থিক বছরে এই বরাদ্দ ছিল ২,৫৩১.০৪ কোটি টাকা।

সরকার যে উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে তা বাজেট বরাদ্দে অঙ্ক থেকেই স্পষ্ট। ২০১৪-'১৫ সালে মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের জন্য মোট বরাদ্দকৃত অর্থের ৩৪ শতাংশ নির্দিষ্ট ছিল। উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রের জন্য। ২০১৭-'১৮ সালে এই বরাদ্দ বেড়ে দাঁড়ায় ৪২ শতাংশে। বর্তমান বাজেটেও এই ধারা অব্যাহত। উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রের জন্য এই বাজেটে রয়েছে ৩৯,৪৬৬.৫২ কোটি টাকা। উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধির খাতে ২০২০ আর্থিক বছরে যেখানে ছিল ১,৮০০ কোটি টাকা, সেখানে ২০২১ আর্থিক বছরে এই খাতে বরাদ্দ করা হয়েছে ১,৯০০ কোটি টাকা। বিশ্বমানের শিক্ষার ব্যবস্থা করার লক্ষ্যে আইআইটি এবং আইআইএম-গুলির জন্যও বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে।

উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধির খাতে ২০২০ আর্থিক বছরে যেখানে ছিল ১,৮০০ কোটি টাকা, সেখানে ২০২১ আর্থিক বছরে এই খাতে বরাদ্দ করা হয়েছে ১,৯০০ কোটি টাকা। বিশ্বমানের শিক্ষার ব্যবস্থা করার লক্ষ্যে আইআইটি এবং আইআইএম-গুলির জন্যও বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে।

কেন্দ্রীয় বাজেট প্রস্তাবিত মূল বিষয়সমূহ

● **শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ :** দেশের যেসমস্ত শিক্ষকের প্রশিক্ষণ নেই ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অফ ওপেন লার্নিং-এর মতো প্রতিষ্ঠানগুলির মাধ্যমে ইতোমধ্যেই তাদের প্রশিক্ষণের

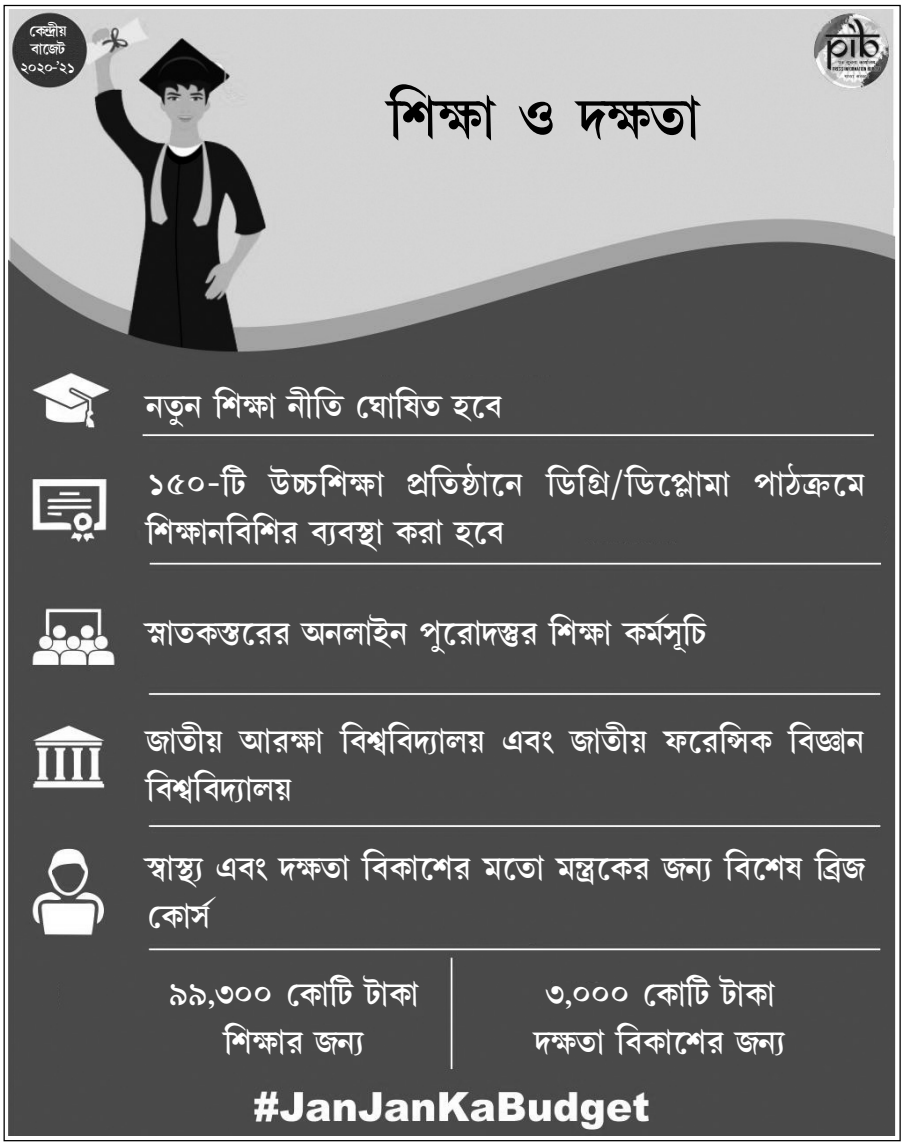

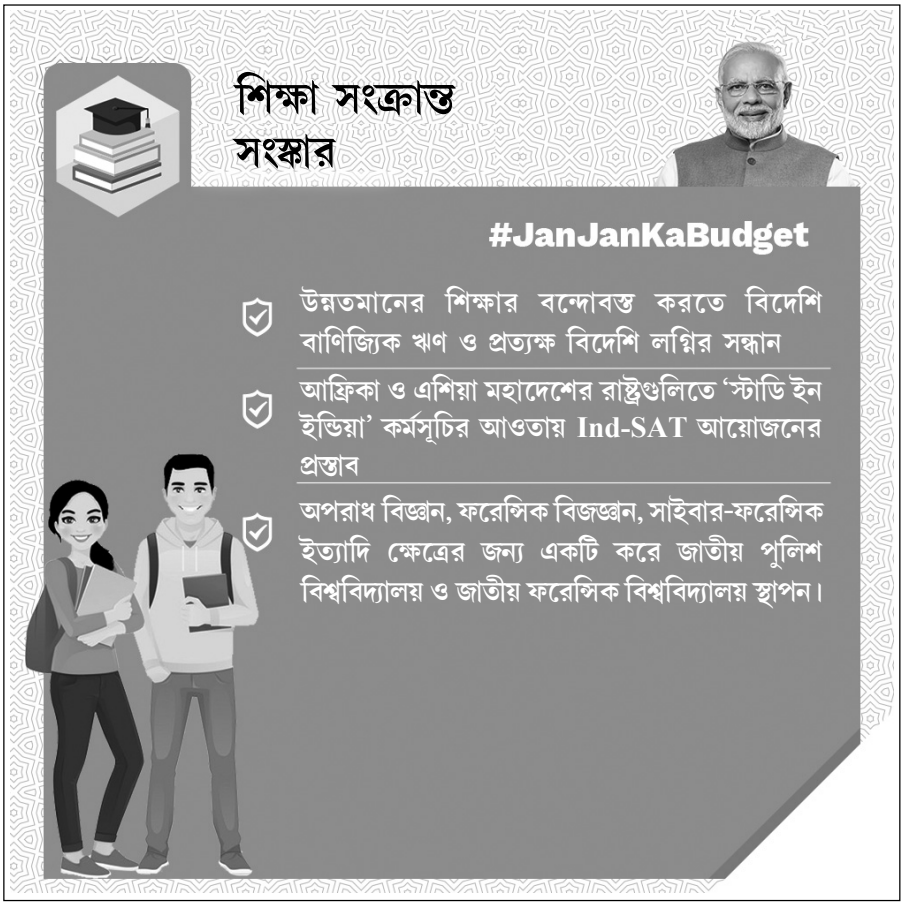

ব্যবস্থা করেছে সরকার। তবে এককালীন একটা প্রশিক্ষণ আর একটা পরীক্ষা আয়োজনের মাধ্যমেই কিন্তু গুণমান নিশ্চিত করা যাবে না। তাই ধারাবাহিকভাবে কর্মরত শিক্ষকদের পেশাদারিত্ব বাড়ানোর ব্যবস্থা করতে হবে। আর এটা করতে গেলে পুরোনো ব্যবস্থার খোল-নলচে বদলাতে হবে। শিক্ষকদের প্রশিক্ষণে যথাসম্ভব তথ্য ও প্রযুক্তিকে কাজে লাগাতে উদ্যোগী হয়েছে সরকার (যেমন, দীক্ষা পোর্টাল)। তবে সেই ধরনের পোর্টালগুলিতে এত ভুলভাল তথ্য দেওয়া থাকে যে ব্যবহারকারীরা বিভ্রান্ত হয়ে পড়তে পারেন। তাই শিক্ষকরা যে পোর্টালগুলি ব্যবহার করেন তাতে সঠিক তথ্য দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

● **উচ্চশিক্ষা লাভের ক্ষেত্রে সমান সুযোগ :** বেশ কয়েক দশক ধরে দেশে একটা বৈষম্য চলে আসছিল। তরুণ-তরুণী আর কর্মরত ব্যক্তিদের দূরশিক্ষায় তেমন উৎসাহ দেওয়া হ'ত না। এবারের বাজেটে অনলাইনে পুরোদস্তুর ডিগ্রি স্তরের শিক্ষাদানের যে ব্যবস্থার প্রস্তাব করা হয়েছে তাতে অনেক বেশি তরুণ-তরুণী উচ্চশিক্ষায় উৎসাহিত হবে। আর তা সম্ভব হলে উচ্চশিক্ষায় অধিকারের ক্ষেত্রে বিশ্বে একটা স্বতন্ত্র স্থান অর্জন করতে পারবে ভারত। অনলাইনে একটা পুরোদস্তুর ডিগ্রি কোর্স চালু হলে উচ্চশিক্ষায় মোট নথিভুক্তির অনুপাত বা গ্রস এনরোলমেন্ট রেশিও বাড়বে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির র‍্যাঙ্কিং-এর জাতীয় কাঠামো (ন্যাশনাল ইন্সটিটিউশনাল র‍্যাঙ্কিং ফ্রেমওয়ার্ক) অনুযায়ী প্রথম সারির একশোটি প্রতিষ্ঠানই এই পাঠক্রম চালু করতে পারবে। ফলে শিক্ষার্থীরাও উন্নত মানের শিক্ষা পাবে।

● **বিদেশিদের কাছে উচ্চশিক্ষার সুযোগ পৌঁছে দেওয়া :** প্রাচীনকালে ভারত ছিল উচ্চশিক্ষার এক পীঠস্থান। কিন্তু এখন এদেশ থেকে যারা বাইরে পড়তে যাচ্ছে এবং অন্যদেশ থেকে এখানে যারা পড়তে আসছে তাদের সংখ্যার মধ্যে একটা ভারসাম্যের অভাব তৈরি হয়েছে. এর ফলে দেশের রাজস্বের যেমন ক্ষতি হচ্ছে, তেমনি বাড়ছে মগজ চালান। মেধাবী শিক্ষার্থীরা

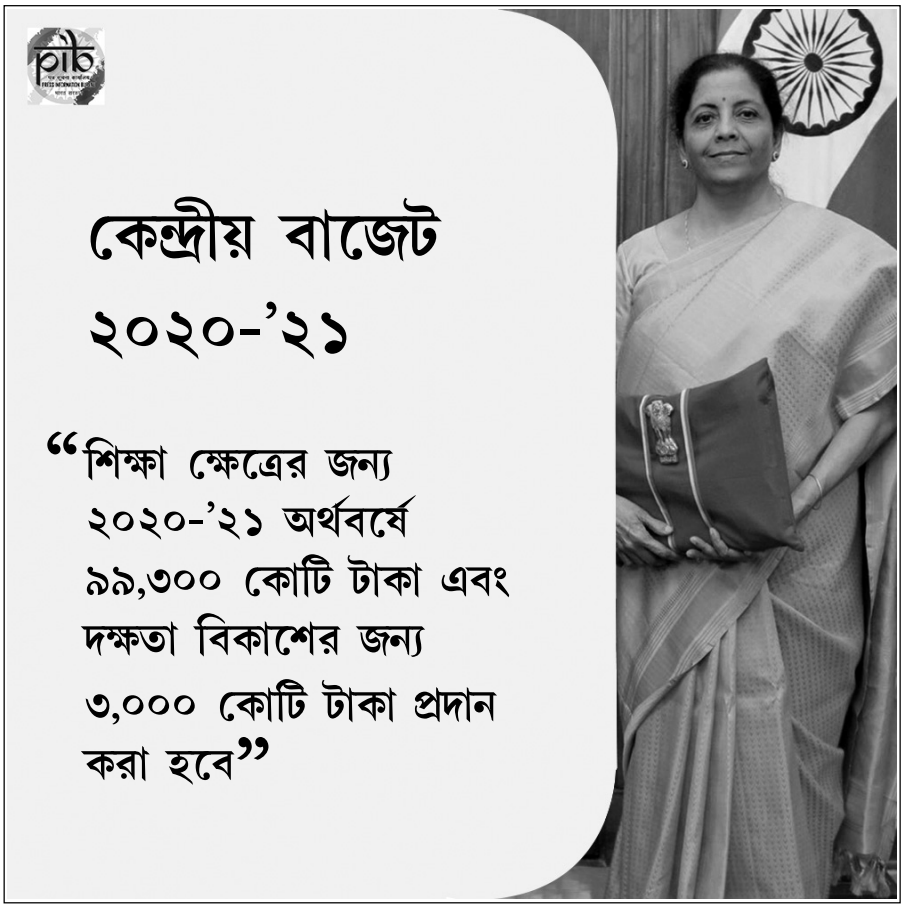

সব বাইরে চলে যাচ্ছে। এদেশে পড়াশোনার জন্য বিদেশি ছাত্র-ছাত্রীদের উৎসাহিত করতে এবারের বাজেটে Ind-SAT-এর প্রস্তাব করা হয়েছে যা এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলিতে 'স্টাডি ইন ইন্ডিয়া' কর্মসূচির আওতায় অনুষ্ঠিত হবে। 'স্টাডি ইন ইন্ডিয়া' কর্মসূচি খাতে ২০২০ আর্থিক বছরের সংশোধিত হিসাব অনুযায়ী যেখানে বরাদ্দ ছিল ৩২ কোটি টাকা, সেখানে ২০২১ আর্থিক বছরের জন্য এই বাজেট বরাদ্দ বেড়ে হয়েছে ৬৫ কোটি টাকা।

● **বাড়তি অর্থ সংস্থান :** সরকারের মোট ব্যয়ের শতাংশের হিসাবে শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যয়বরাদ্দ যথেষ্ট বাড়লেও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে গুণমানের যে ফারাক রয়েছে তা মেটানোর জন্য এই ক্ষেত্রে ব্যয়বরাদ্দ বাড়ানোর আরও প্রয়োজন রয়েছে। উন্নত মানের শিক্ষা ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করতে বিদেশি বাণিজ্যিক ঋণ (এক্সটার্নাল কমার্শিয়াল বরোইং) ও প্রত্যক্ষ বিদেশি লগ্নিকে কাজে লাগানোর পরিকল্পনা করেছে সরকার। এই পদক্ষেপ উদ্ভাবন এবং গবেষণা ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে অর্থের অভাব পূরণ করবে বলে আশা করা যায়।

● **প্রশিক্ষণ :** গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলিতে দক্ষতার যে ঘাটতি রয়েছে বিশেষ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তা পূরণের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে এবারের বাজেটে। এই লক্ষ্যকে মাথার রেখে একটি জাতীয় পুলিশ বিশ্ববিদ্যালয় ও জাতীয় ফরেন্সিক সায়েন্স গঠনের প্রস্তাব করা হয়েছে বাজেটে। দেশে চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীর যে যথেষ্ট অভাব রয়েছে তাও বাজেটে উল্লেখ করা হয়েছে। এই ঘাটতি পূরণের জন্য চালু জেলা হাসপাতালগুলির সঙ্গে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের মাধ্যমে মেডিক্যাল কলেজগুলিকে যুক্ত করার প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে। এই উদ্যোগে রাজ্যগুলিকে শামিল করতে ভায়াবিলিটি গ্যাপ ফান্ডিং বা প্রকল্পগুলিকে লাভজনক করে তুলতে প্রয়োজনীয় অর্থ জোগানের কথাও রয়েছে বাজেটে। এছাড়া, পেশাদার সংস্থাগুলির সঙ্গে মিলিতভাবে ব্রিজ কোর্সের রূপরেখা তৈরিতে স্বাস্থ্য মন্ত্রক ও দক্ষতা বিকাশ মন্ত্রককে উৎসাহিত করা হবে।

● **কর্মনিযুক্তি উপযোগী করে তোলা :** ২০১৫ সালের জাতীয় দক্ষতা নীতির মাধ্যমে কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধির ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। ছাত্র-ছাত্রীদের কর্মনিযুক্তির উপযোগী করে তোলার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে এবারের বাজেটে। ছাত্র-ছাত্রীদের দক্ষতা

বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৫০-টি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ডিগ্রি/ডিপ্লোমা পাঠক্রমে শিক্ষানবিশির ব্যবস্থা থাকবে। এর ফলে সাধারণ শাখা বা জেনারেল স্ট্রিমের পড়ুয়ারা নিজেদের আরও দক্ষ ও যোগ্য করে তুলতে পারবে এবং চাকরির জন্য নিজেদের পুরোদস্তুর প্রস্তুত রাখতে পারবে। এতে তারা শামিল হতে পারবে দেশের অর্থনৈতিক কর্মযজ্ঞে। আবার অন্যদিকে, কর্পোরেট সংস্থাগুলির কাছেও কর্মনিযুক্তির উপযোগী তরুণ-তরুণীদের জোগান বজায় থাকবে।

ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ুয়াদের জন্য শহরের স্থানীয় সংস্থাগুলিতে (লোকাল বডিজ) এক বছর পর্যন্ত যে শিক্ষানবিশি কর্মসূচির পরিকল্পনা করা হয়েছে তাতে দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অনেক উন্নতি হবে। এতে স্থানীয় সংস্থাগুলির কাজকর্মে যেমন একটা ব্যাপক বদল আসবে, তেমনই প্রধানমন্ত্রীর 'মিনিমাম গভর্নমেন্ট বাট ম্যাক্সিমাম গভর্ন্যান্স'-এর পরিকল্পনাও বাস্তবায়িত হবে। অন্যদিকে, শহরের স্থানীয় সংস্থাগুলিতে ইঞ্জিনিয়ারিং-এর সদ্য স্নাতকরা শিক্ষানবিশি করলে নতুন নতুন উদ্ভাবনের সম্ভাবনা যেমন সৃষ্টি হবে, তেমনই শহরাঞ্চলে পরিষেবা প্রদান ব্যবস্থারও উন্নতি হবে।

পরিশেষে

বিশ্বের সবচেয়ে বেশি তরুণ-তরুণী রয়েছে এই দেশে। তাই এবারের কেন্দ্রীয় বাজেটে গুণমানের উন্নতি ও উৎকর্ষসাধনের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধির ফলে বিদ্যালয়ের আয়তন, বিদ্যালয়ে পড়ুয়াদের মূল্যায়ন ব্যবস্থা, শিক্ষকদের পেশাদারিত্বের ধারাবাহিক বৃদ্ধি ইত্যাদি সূচকেরও উন্নতি ঘটবে বলে আশা করা যায়। বাজেট বরাদ্দ ছাড়াও শিক্ষার উৎকর্ষসাধনে যেভাবে জোর দেওয়া হচ্ছে তা ভবিষ্যতেও জারি থাকবে বলে আশা করা যায়। অর্থাৎ, গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের ফলাফল দেখে সরকার ভবিষ্যতের কর্মসূচি নির্ধারণ করবে। শিক্ষা ব্যবস্থার মানোন্নয়নে সরকারের আন্তরিকতার প্রমাণ আগের বাজেটগুলিতেও মিলেছে। আর এবারের বাজেট সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় আরও স্বচ্ছতা আনবে বলে আশা করা যায়।

বিদ্যালয় পড়ুয়ারা যাতে কিছু মৌলিক দক্ষতা ও যোগ্যতা অর্জন করতে পারে তা দেখাটা জরুরি। তাহলেই দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়ন লক্ষ্য (SDG) পূরণ সম্ভব। পাঠ্যক্রমের সংস্কার, স্টেট কাউন্সিল অব এডুকেশনাল রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিং (SCERT)/ডিরেক্টরেট অব এডুকেশনাল রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিং (DERT)-এর মতো প্রধান অংশীদারদের দক্ষতা সৃষ্টি তথা শিক্ষকদের শিক্ষাদানের জন্য প্রশিক্ষকদের তৈরি করে না রাখলে আমরা সেইসব শিক্ষার্থীদের হারাব যাদের মধ্যে দক্ষ মানবসম্পদ হয়ে ওঠার সম্ভাবনা ছিল।

এর আগের বাজেটে হায়ার এডুকেশন ফান্ডিং এজেন্সি স্থাপনের যে ঘোষণা ছিল তাকে সাধুবাদ জানাতেই হয়। তবে উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলি সকলেই যাতে একটা ন্যূনতম সুযোগ পায় তা নিশ্চিত করতে হবে। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান বৈষম্য দূর করতে রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির জন্য একটি গুণমান উৎকর্ষ তহবিল বা কোয়ালিটি এক্সেলেন্স ফান্ড গঠন করা দরকার।

শুধুমাত্র বিদ্যালয় শিক্ষায় বরাদ্দ বৃদ্ধি, উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বৈষম্য দূরীকরণ বা মিড-ডে মিলে আরও আর্থিক সহায়তা বাড়ানোর বাইরেও বাজেট থেকে আরও অনেক কিছু আশা করে শিক্ষাক্ষেত্র। সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে আরও সুদৃঢ় করার কথা বলেন শিক্ষাজগতের মানুষজন, যাতে পড়ুয়াদের আশা-আকাঙ্ক্ষাগুলো ডানা মেলে উড়তে পারে।❑

আগামী সংখ্যার প্রচ্ছদ কাহিনী

ভারতের সংবিধান

এছাড়াও থাকছে বিশেষ নিবন্ধ ও অন্যান্য নিয়মিত বিভাগসমূহ

যোজনা (বাংলা)-এ প্রকাশিত নিবন্ধ ও অন্যান্য নিয়মিত বিভাগে প্রকাশিত বিষয়বস্তু পাঠকদের কেমন লাগছে সে সম্পর্কে মতামত জানতে আগ্রহী আমরা। ই-মেল মারফত অথবা আমাদের দপ্তরে চিঠি লিখে পাঠকরা তাদের মতামত তথা আগামী দিনে আর কী ধরনের লেখাপত্র এই পত্রিকায় দেখতে চান তা জানাতে পারেন।

দক্ষতা, কর্মসংস্থান ও মানবসম্পদ উন্নয়ন : এবারের বাজেটের মূল স্তম্ভ

দিলীপ চিনয়

শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়ন বাজেট ২০২০-'২১-এর অন্যতম প্রধান দিক। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নিজের ভাষণে বাজেটের তিন স্তম্ভ তুলে ধরেছেন—উচ্চাকাঙ্ক্ষী ভারত, অর্থনৈতিক বিকাশ ও সহমর্মী সমাজ। উচ্চাকাঙ্ক্ষী ভারতের তৃতীয় তথা অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ শিক্ষা ও দক্ষতা। নীতির দিশা নির্দেশ, নয়া প্রকল্প, বর্তমান প্রকল্পের মানোন্নয়নের মতো পদক্ষেপ নিয়ে গড়ে উঠেছে এই বাজেট।

অর্থমন্ত্রী বলেছেন, ''২০৩০ সাল নাগাদ ভারত বিশ্বে সবচেয়ে বেশি কর্মক্ষম বয়সির দেশ হতে চলেছে। শুধুমাত্র সাক্ষরতা বা শিক্ষা নয়, এসব মানুষের জন্য চাই কাজ এবং জীবনের দক্ষতা। শিক্ষা নীতি নিয়ে কথাবার্তা হয়েছে রাজ্যগুলির শিক্ষামন্ত্রী, সংসদ সদস্য এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য পক্ষের সঙ্গে। দু'লক্ষের বেশি পরামর্শ প্রস্তাবও পাওয়া গেছে। নয়া শিক্ষা নীতি শীঘ্রই ঘোষণা করা হবে।"

দক্ষতার পরিবেশ ফের প্রতিষ্ঠিত করতে, আশা করা হচ্ছে যে এই শিক্ষা নীতি স্কুলের পাঠক্রমে দক্ষতাকে বেশ বড়োসড়ো জায়গা দেবে। উন্নয়নশীল বহু দেশ এই স্ট্র্যাটেজি বা কর্মকৌশল ইতোমধ্যেই গ্রহণ করলেও, ভারতে এর গতি ঢিলেঢালা। বহরেও আমরা বেশ কয়েক কদম পিছিয়ে।

শিক্ষানবিশি (অ্যাপ্রেনটিসশিপ)-র প্রয়োজনে নজর দিয়ে, অর্থমন্ত্রী দু'টি নতুন উদ্যোগ ঘোষণা করেছেন।

এক, ২০২১-এর মার্চের মধ্যে ১৫০-টি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষানবিশি সম্বলিত ডিগ্রি বা ডিপ্লোমা পাঠক্রম চালু করবে।

দুই, দেশে শিক্ষানবিশি বাড়াতে পুর সংস্থাগুলি সদ্য পাস করা ইঞ্জিনিয়ারদের এক বছর শিক্ষানবিশির সুযোগ দেওয়ার জন্য এক কর্মসূচি হাতে নেবে।

এছাড়াও পরিকাঠামো প্রকল্পের জন্য, কর্মসূচি প্রস্তুত করতে তরুণ ইঞ্জিনিয়ার, ব্যবস্থাপনা স্নাতক (ম্যানেজমেন্ট গ্র্যাজুয়েট) এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতিবিদদের কাজে লাগানো হবে। নাগরিকদের জন্য উৎকৃষ্ট সরকারি পরিকাঠামোয় মূল্য সংযোজিত পরিষেবা জোগান দিতে সাহায্য করতে সরকারি পরিকাঠামো সংস্থাগুলি যাতে স্টার্ট আপ-এ তরুণদের যুক্ত করে তার এক পরিকল্পনাও আছে।

মাছ চাষ ও ব্যবসা বাড়ানোর জন্য ৩,৪৭৭ জন সাগর মিত্র মারফত তরুণদের কাজে লাগানো হবে।

নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে দক্ষতার চাহিদা মেটাতে, একটি জাতীয় পুলিশ বিশ্ববিদ্যালয় এবং একটি জাতীয় ফরেনসিক বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয় গড়ার পরিকল্পনা করা হয়েছে। চিকিৎসা ক্ষেত্রে, প্রত্যেক জেলা হাসপাতালে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারি পদ্ধতিতে মেডিক্যাল কলেজ গঠনের প্রস্তাব আছে।

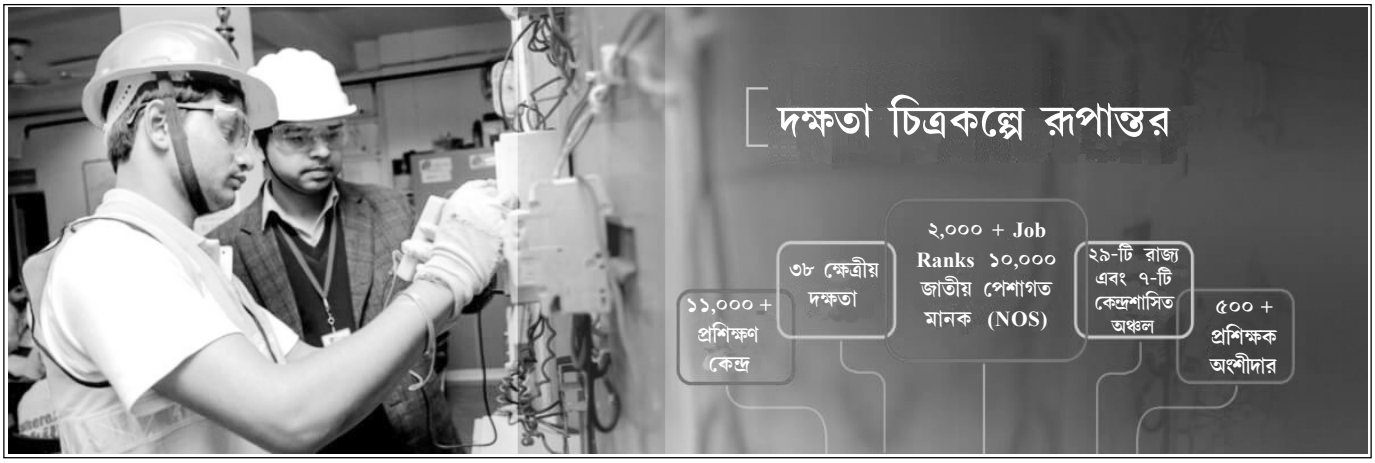

[লেখক ফিকি-র মহাসচিব। ই-মেল : dilip.chenoy@ficci.com]

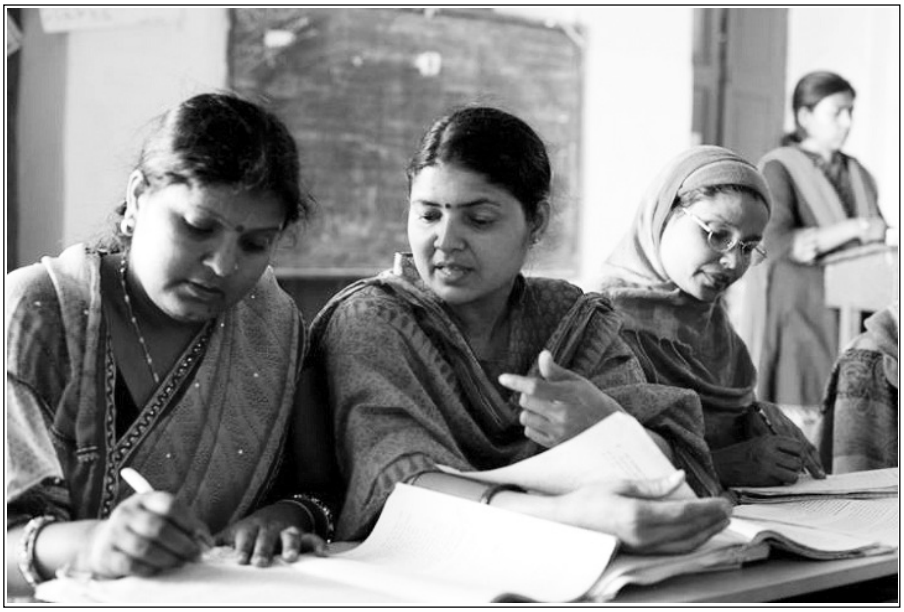

তাছাড়া, বড়ো বড়ো হাসপাতালে ন্যাশনাল বোর্ড অব এগজামিনেশনের ডিএনবি এবং এফএনবি কোর্স চালু করারও চিন্তাভাবনা চলছে।

অর্থমন্ত্রীর কথা, ''বিদেশে শিক্ষক, নার্স, আধা-চিকিৎসক কর্মী (প্যারা-মেডিক্যাল স্টাফ) এবং পরিচর্যাকারীদের দারুন চাহিদা আছে। তবে, তাদের দক্ষতা অনেক সময় নিয়োগকারীদের পছন্দসই নয় বলে তার উন্নতি বিধান দরকার। এই খামতি মেটাতে, আমি প্রস্তাব করছি যে স্বাস্থ্য এবং দক্ষতা উন্নয়ন মন্ত্রক পেশাদার প্রতিষ্ঠানগুলিকে সঙ্গে নিয়ে বিশেষ ব্রিজ (bridge) কোর্সের রূপরেখা বানাক। বিভিন্ন দেশের ভাষা শেখার বিষয়টিও এতে অন্তর্ভুক্ত করা দরকার।'' ভারতকে বিশ্বের দক্ষতার রাজধানী রূপে গড়ে তোলার চিন্তাভাবনার সঙ্গে এটা বেশ মানানসই। একাজ এগিয়ে চলছে, গোটা কর্মসূচিটি বিশেষ প্রশিক্ষণ প্যাকেজ মারফত বিভিন্ন দেশের প্রয়োজন অনুযায়ী ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা করবে বলে তা বেশ কাজে আসবে। আর এক নতুন উদ্যোগ হল, পরিকাঠামোয় বিশেষ গুরুত্ব, দক্ষতা উন্নয়নের সুযোগে মনোযোগ।

প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন, আগামী ৫ বছরে পরিকাঠামোয় বিনিয়োগ করা হবে ১০০ লক্ষ কোটি টাকা। জাতীয় পরিকাঠামো পাইপলাইনের সহায়তায় আবাসন, নিরাপদ পানীয় জল, পরিচ্ছন্ন এবং সাধ্যে কুলোন দামে শক্তি ক্রয়, সবার জন্য স্বাস্থ্য পরিচর্যা, বিশ্বমানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, আধুনিক রেল স্টেশন, বিমানবন্দর, বাস টার্মিনাস, মেট্রো ও রেল পরিবহণ, পণ্য চলাচল এবং গুদাম, সেচ প্রকল্প-পরিকাঠামো উন্নয়ন দক্ষ কর্মীর প্রচুর চাহিদা সৃষ্টি করবে।

অর্থমন্ত্রী উল্লেখ করেছেন যে, ''পরিকাঠামো তৈরি ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ভারতীয় যুবাদের সামনে প্রচুর কাজের সুযোগ আছে। জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন সংস্থা পরিকাঠামোর দিকে মনোযোগ দেওয়া দক্ষতা উন্নয়ন সুযোগসুবিধায় বিশেষ জোর দেবে।''

শুরুতে ৫০ কোটি বরাদ্দ করে একটি বিশেষ নির্মাণ কৌশল বিকাশ যোজনার প্রস্তাব আছে। জীবিকা বিকাশের জন্য দক্ষতা অর্জন ও জ্ঞান সচেতনতা (Skills Acquisition and Knowledge Awareness for Livelihood Promotion—SANKALP : সংকল্প) এবং শিল্পপণ্যে মূল্য সংযোজন করতে দক্ষতা জোরদার (Skill Strengthening for Industrial Value Enhancement—STRIVE : স্ট্রাইভ), এ দুই প্রকল্পও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। প্রকল্প দু'টি বাবদ গোড়ায় বরাদ্দ হবে যথাক্রমে ৫০০ কোটি টাকা এবং ৪০০ কোটি টাকা। এই দুই প্রকল্প বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণে শিল্প মহলের সহযোগিতা বাড়ানোর দিকটি লক্ষ্য রাখবে। এছাড়া, প্রধানমন্ত্রী কৌশল বিকাশ যোজনা (PMKVY)-র বরাদ্দ অব্যাহত থাকবে।

স্ট্রাইভের লক্ষ্য হল রাজ্য দক্ষতা উন্নয়ন অভিযান (State Skill Development Missions—SSDMs), জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নিগম (National Skill Development Corporation—NSDC), ক্ষেত্রগত দক্ষতা পর্ষৎ (Sector Skill Councils—SSCs), জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন সংস্থা (National Skill Development Agency—NSDA) ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানকে মজবুত করার মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়নে উন্নত মানের প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য এক কার্যকর ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

এই দুই প্রকল্প, সারা দেশে জাতীয় দক্ষতা যোগ্যতার এক কাঠামো গঠনে সহায়তা জোগাবে।

এবারের বাজেট বিদেশি অর্থলগ্নি কাজে লাগানোর জন্য আর্থিক সহায়তা ব্যবস্থা উন্নয়নের ব্যাপারস্যাপারেও কথা বলেছে। শিক্ষাদান এবং প্রশিক্ষণের মান উন্নত করার পাশাপাশি বিদেশি প্রতিষ্ঠান ও পড়ুয়া টানার জন্যও এটা খুব দরকার।

অর্থমন্ত্রী বলেন, ''এটা বোঝা যাচ্ছে যে গুণী শিক্ষকদের আকর্ষণ, উদ্ভাবন এবং উন্নত ল্যাবরেটরি তৈরি করতে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় আরও বেশি টাকা আসা দরকার। তাই আরও উন্নত মানের শিক্ষা প্রদানে সক্ষম হতে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ এবং বাইরের থেকে বাণিজ্যিক কর্জ পেতে পদক্ষেপ করা হবে।

সরকার শিক্ষাক্ষেত্রের জন্য ২০২০-'২১ সালে ৯৯,৩০০ কোটি টাকা এবং দক্ষতা উন্নয়ন বাবদ ৩,০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে বলে অর্থমন্ত্রী জানালেও, প্রকৃত মোট বরাদ্দের পরিমাণ আরও বেশি; কেননা বিভিন্ন মন্ত্রক দক্ষতা কর্মসূচি রূপায়িত করে থাকে।

৯,২১০ কোটি টাকা বরাদ্দ দিয়ে গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের আওতায় প্রধানমন্ত্রী জাতীয় জীবিকা অভিযান (Prime Minister National Livelihood Mission) এবং আবাসন ও শহর বিষয় মন্ত্রকের দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচিও চলছে।

অর্থনীতিতে বস্ত্রক্ষেত্রের গুরুত্ব মেনে, বস্ত্র মন্ত্রকের বস্ত্রশিল্প উন্নয়নের জন্য সংহত প্রকল্প বাবদ বরাদ্দ ১০০ কোটি টাকা থেকে অনেকখানি বাড়িয়ে ১৫০ কোটি টাকা করা হয়েছে।

ঐতিহ্যবাহী শিল্পকলা উন্নয়নে দক্ষতা এবং প্রশিক্ষণের মান বৃদ্ধি (Upgrading the Skills and Training in Traditional Arts/Crafts for Development—USTTAD)-র প্রকল্প-সহ সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রকের কর্মসূচিগুলিও রূপায়িত হচ্ছে। এসব

কর্মসূচিতে বরাদ্দের অঙ্ক ৬০০ কোটি টাকার বেশি। পর্যটন খাতে ১৩০ কোটি টাকা সমেত আরও বেশ কিছু বরাদ্দ আছে। ডিজিটাল ভারত উদ্যোগের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বরাদ্দ বেড়েছে ডিজিটাল সাক্ষরতা কর্মসূচিগুলিতেও। কৃত্রিম বা যান্ত্রিক মেধা (Artificial Intelligence—AI) এবং কোয়ান্টাম কম্পিউটিংয়ে ৮,০০০ কোটি টাকা বরাদ্দের সুবাদে নতুন অর্থনীতির জন্য দক্ষ কর্মীদল গড়ে তোলা যাবে।

অর্থমন্ত্রী বাজেটে শিক্ষা এবং দক্ষতা উন্নয়নের সব ক্ষেত্রকে ব্যাপকভাবে অন্তর্ভুক্ত করেছেন—এক সংহত দৃষ্টিভঙ্গির সাহায্য নিয়ে একেবারে নিচতলায় রূপায়ণের জন্য দরকারি সংস্কার থেকে শুরু করে—এবং সবচেয়ে বড়ো কথা হচ্ছে যে শিক্ষা এবং দক্ষতা উন্নয়নকে ক্ষেত্রগত বিকাশ কৌশলের অখণ্ড অঙ্গে পরিণত করা হয়েছে।

রাষ্ট্রপতি শ্রী রামনাথ কোবিন্দ ফিকি (The Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry—FICCI)-র পঞ্চদশ উচ্চ শিক্ষা শীর্ষ সম্মেলনে বলেছিলেন, জ্ঞান, যান্ত্রিক বুদ্ধি এবং ডিজিটাল পথ আগামীকালের বিশ্বকে চালাবে। এই রূপান্তরের জন্য আমাদের তৈরি রাখতে এবং এর অপার সুযোগ কাজে লাগাতে, নতুন নতুন পাঠক্রম এবং আরও বেশি গবেষণা-অভিমুখী জ্ঞান অর্জনের দিকে নজর দিয়ে উচ্চশিক্ষাকে ঢেলে সাজানো দরকার। পাঠ্যসূচিতে ধারণা, উদ্ভাবনা এবং উন্মেষকে প্রাধান্য দেওয়া উচিত। বিশ্বে বিজ্ঞানীর সংখ্যায় ভারত তৃতীয় স্থানে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং শিল্পের গাঁটছড়া শক্ত করতে পারলে, আমরা বিশ্বের গবেষণা ও বিকাশের রাজধানী হয়ে ওঠার ক্ষমতা ধরি।"

আরও বেশি বিকাশ হারের গতিপথ অর্জন করতে, শিক্ষা এবং দক্ষতা পরিকাঠামোর জোরদার বিকাশ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। ভারতকে তা দ্রুত ৫ লক্ষ মার্কিন ডলারের অর্থনীতিতে নিয়ে যাওয়ার পথে এগিয়ে দেবে। ২০২০-'২১ সালের বাজেট এই দিশায় এক বড়োসড়ো পদক্ষেপ।❑

প্রকাশন বিভাগের যেকোনও পত্রিকা সম্বন্ধে অভিযোগ থাকলে helpdesk1.dpd@gmail.com-এ ই-মেল মারফত জানান। যোজনা (বাংলা)-র পাঠকরা subscription.yojanabengali@gmail.com-এও যোগাযোগ করতে পারেন।

কৃষকদের উন্নতিতে কর্মপরিকল্পনা

ড. জগদীপ সাক্সেনা

এই বাজেটে কৃষিকাজ, গুদামজাতকরণ, অর্থ সংস্থান, প্রক্রিয়াকরণ ও বিপণনের মতো বিষয়গুলিকে সুসংহত করার কথা রয়েছে। কৃষকদের উন্নয়নের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন কর্মসূচি ও পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য ১৬ দফার কর্মপরিকল্পনার কথা ঘোষণা করেছেন অর্থমন্ত্রী। মাটির গুণমানের অবনতি রোখা এবং জমির উর্বরতা বজায় রাখার জন্য প্রথাগত জৈব সার, অন্যান্য নতুন সার-সহ সব ধরনের সারের সুষম ব্যবহারে উৎসাহ দিতে চায় সরকার। কৃষিকাজকে আরও প্রতিযোগিতামুখী ও লাভজনক করে তোলাই এই বাজেটের লক্ষ্য।

অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামণ তার বাজেট ভাষণে 'অ্যাসপিরেশনাল ইন্ডিয়া', ব্যাপক এই কর্মপরিকল্পনার আওতায় 'কৃষি, সেচ ও গ্রামোন্নয়ন' সংক্রান্ত একগুচ্ছ কর্মসূচি ও পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করেছেন। যে কোটি কোটি কৃষক ভারতের অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি এবং দেশের খাদ্য নিরাপত্তার ভিত্তি তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে এই বাজেট যথেষ্ট আন্তরিক। ২০১৬ সালে সরকার ঘোষণা করেছিল যে, ২০২২ সালের মধ্যে কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করা হবে এবং সেই লক্ষ্যপূরণের জন্য বিভিন্ন প্রকল্প চালু করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে কৃষকদের আয় বৃদ্ধিতে সহায়তা, ন্যূনতম সহায়ক মূল্য বৃদ্ধি, শস্য বিমা, ফসলে বৈচিত্র্য আনা, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, বিপণন সংক্রান্ত প্রকল্প। সেইসঙ্গে মৎস্যচাষ-সহ পশুপালন ক্ষেত্রের ওপর ব্যাপক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আরও একধাপ এগিয়ে এই বাজেটে কৃষিকাজ, গুদামজাতকরণ, অর্থ সংস্থান, প্রক্রিয়াকরণ ও বিপণনের মতো বিষয়গুলিকে সুসংহত করার কথা রয়েছে। কৃষকদের উন্নয়নের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন কর্মসূচি ও পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য ১৬ দফার কর্মপরিকল্পনার কথা ঘোষণা করেছেন অর্থমন্ত্রী।

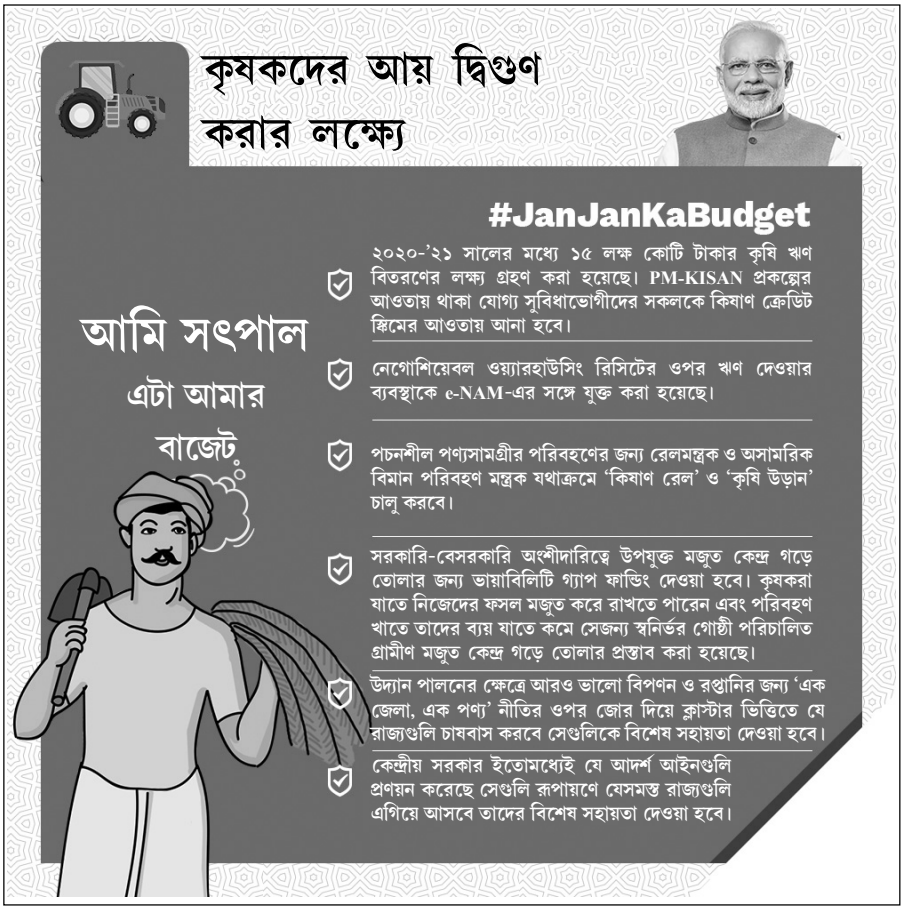

সংস্কার এবং সহায়সম্পদ

বিভিন্ন পন্থা গ্রহণ করে কৃষিক্ষেত্রের দুর্দশা দূর করতে উদ্যোগী হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। এই লক্ষ্যে বেশ কয়েকটি সংস্কারমূলক আইন প্রণয়ন করা হয়েছে. যেমন, ২০১৬ সালের আদর্শ কৃষিজমি

[লেখক ভারতীয় কৃষি গবিষেণা পরিষদের মুখ্য সম্পাদক। ই-মেল : jagdeepsaxena@yahoo.com]

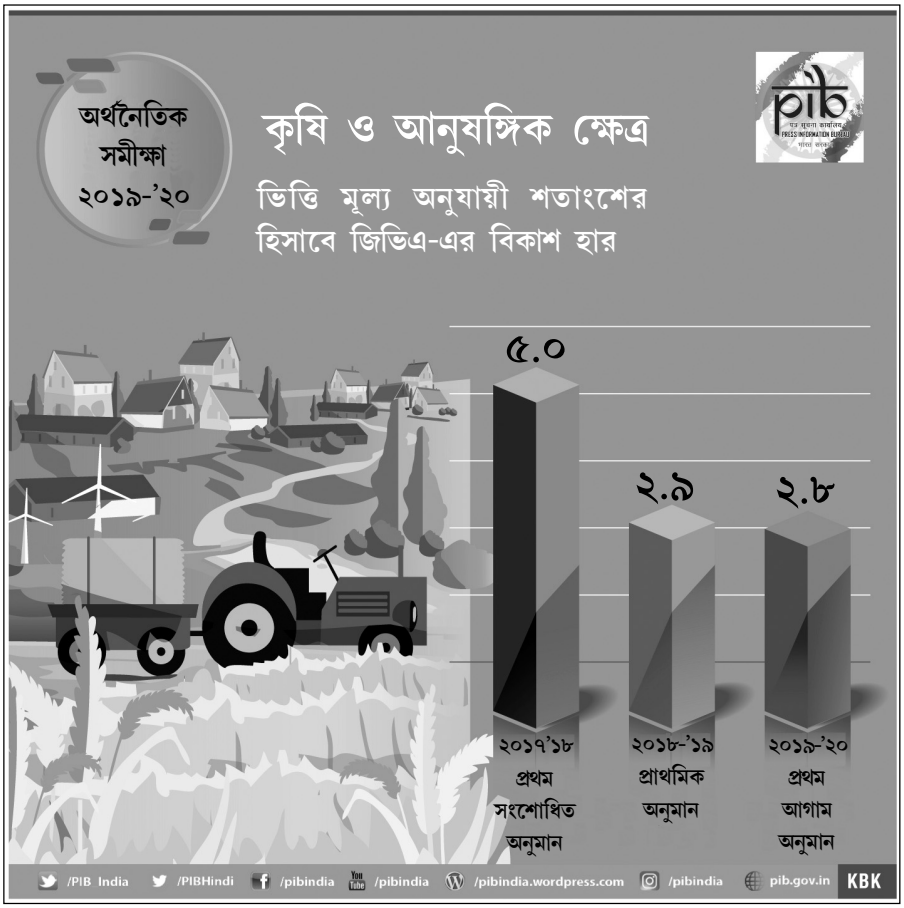

ইজারা আইন (মডেল এগ্রিকালচারাল ল্যান্ড লিজিং অ্যাক্ট, ২০১৬)-এর মাধ্যমে কিছু শর্তসাপেক্ষে ভূমিহীন কৃষকদের জমির ইজারা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। অন্যদিকে, কৃষকরা যাতে তাদের পণ্যের যথাযথ মূল্য পান সেজন্য ২০১৭ সালের আদর্শ কৃষিপণ্য এবং প্রাণীসম্পদ বিপণন (প্রসার ও সহায়তা) আইনের [মডেল এগ্রিকালচারাল প্রোডিউস অ্যান্ড লাইভস্টক মার্কেটিং (প্রোমোশন অ্যান্ড ফেসিলিটেশন) অ্যাক্ট] মাধ্যমে বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে কৃষিপণ্য ও গবাদি পশুর ব্যবসাবাণিজ্যের বাধা দূর করার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। কৃষকরা যাতে পণ্যের যথাযথ মূল্য পান তা নিশ্চিত করতে পাইকারি ক্রেতাদের (যেমন, রপ্তানিকারক, কৃষিভিত্তিক শিল্প, যারা একসঙ্গে অনেক পণ্য কিনে নেন) সঙ্গে তাদের যোগাযোগ গড়ে তোলার জন্য ২০১৮ সালে প্রণীত হয়েছে আদর্শ কৃষি পণ্য এবং প্রাণীসম্পদের চুক্তি চাষ ও পরিষেবা (প্রসার ও সহায়তা) আইন [মডেল এগ্রিকালচারাল প্রোডিউস অ্যান্ড লাইভস্টক কন্ট্রাক্ট ফার্মিং অ্যান্ড সার্ভিসেস (প্রোমোশন অ্যান্ড ফেসিলিটেশন) অ্যাক্ট]। তবে এই আইনগুলি প্রয়োগে কিছু রাজ্য এখনও গড়িমসি করছে। আইনগুলি প্রয়োগে বিভিন্ন রাজ্য সরকারকে উৎসাহিত করতে উপযুক্ত সাহায্য দেওয়ার পরিকল্পনা করেছে কেন্দ্রীয় সরকার।

সহায়সম্পদ ব্যবস্থাপনার অঙ্গ হিসাবে জল সংকট রয়েছে এমন একশো জেলাকে বেছে নিয়ে সর্বাত্মক এক কর্মসূচির পরিকল্পনা করেছে সরকার যাতে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে জলের অভাব বাধা হয়ে না দাঁড়ায়। সেচের ব্যবস্থা সংক্রান্ত যাবতীয় সমস্যার সমাধানের জন্য ২০১৫ সালে যে 'প্রধানমন্ত্রী কৃষি সিঁচাই যোজনা'-র সূচনা হয়েছিল এখন পুরোদমে সেটির রূপায়ণ চলছে। কৃষিক্ষেত্রে জলের সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করতে একটি বিশেষ ক্ষুদ্র সেচ তহবিল (৫,০০০ কোটি টাকার প্রারম্ভিক পুঁজি নিয়ে) গঠন করা হয়েছে। আরও বেশি করে কৃষিজমিকে সেচের আওতায় আনার জন্য রাজ্যগুলিকে এই তহবিল থেকে সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। 'হর খেত কো পানি', এই স্বপ্ন খুব শীঘ্রই পূরণ হবে।

মাটির গুণমানের অবনতি রোখা এবং জমির উর্বরতা বজায় রাখার জন্য প্রথাগত জৈব সার, অন্যান্য নতুন সার-সহ সব ধরনের সারের সুষম ব্যবহারে উৎসাহ দিতে চায় সরকার। বর্তমানে মূলত ভরতুকির কারণে কৃষকদের মধ্যে রাসায়নিক সার ব্যবহারের প্রবণতা বেশি। আর অত্যধিক রাসায়নিক সার ব্যবহারের ফলে মাটির স্বাস্থ্য, মানুষের স্বাস্থ্য তথা পরিবেশের অপূরণীয় ক্ষতি হচ্ছে। সেইসঙ্গে, সার প্রস্তুতকারকদের সরকার যে বিপুল অঙ্কের ভরতুকি দিয়ে থাকে তাও কমানো প্রয়োজন। ২০১৮-'১৯ সালে বিভিন্ন প্রকার রাসায়নিক সার ও সিটি কম্পোস্টের জন্য সরকার ৭৩,৪০০ কোটিরও বেশি টাকা ভরতুকি দিয়েছিল। ২০১৯ সালে সরকার যে জিরো বাজেট প্রাকৃতিক চাষের (যে ধরনের চাষে ফসল উৎপাদন ও ফসল সংগ্রহের কাজে কোনও অর্থব্যয় হয় না। অর্থাৎ, চাষের জন্য কৃষকদের সার বা কীটনাশক কিনতে হয় না) কথা ঘোষণা করেছিল সেই বিষয়টিও গুরুত্ব পেয়েছে এবারের বাজেটে।

কৃষিজমি, কৃষিকাজ ও শক্তি

কৃষকদের অন্নদাতা থেকে উর্জাদাতায় উন্নীত করতে ২০১৯ সালে সরকার PM-KUSUM (কিষান উর্জা সুরক্ষা এবং উত্থান মহাভিযান) নামে এক অভিনব প্রকল্পের কথা ঘোষণা করেছে। এই প্রকল্পের আওতায় ডিজেল ও কেরোসিনের ওপর নির্ভরতা কমিয়ে কৃষকদের পাম্পসেটগুলিকে সৌরশক্তিচালিত করা হয়েছে। এই প্রকল্পের সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে সরকার এবার প্রকল্পের সম্প্রসারণ ঘটিয়ে ২০ লক্ষ কৃষককে সৌরশক্তিচালিত স্ট্যান্ড অ্যালোন পাম্প বসানোর জন্য সহায়তা দেওয়ার পরিকল্পনা করেছে। পাম্পসেটের সঙ্গে যুক্ত গ্রিডকে সৌরশক্তিচালিত করার জন্য আরও ১৫ লক্ষ কৃষককে সহায়তা দেওয়া হবে এই প্রকল্পের আওতায়। কৃষকরা যাতে তাদের অকর্ষিত/অনুর্বর জমিতে সৌরবিদ্যুৎ কেন্দ্র

স্থাপন করতে পারেন এবং এই বিদ্যুৎ গ্রিডে বিক্রি করে অতিরিক্ত আয় করতে পারেন সেজন্য আনুষঙ্গিক আরেকটি প্রকল্প চালু করার কথা ঘোষণা করেছেন অর্থমন্ত্রী।

কৃষকদের আয় বাড়ানোর ক্ষেত্রে সুসংহত কৃষি ব্যবস্থা (ইন্টিগ্রেটেড ফার্মিং সিস্টেম, IFS) এক অত্যন্ত কার্যকর পন্থা হিসেবে উঠে এসেছে। এই ব্যবস্থায় আরও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও দীর্ঘস্থায়ীভাবে ফসল উৎপাদন, পশুপালন ও আনুষঙ্গিক অন্যান্য কাজকর্ম একসঙ্গে করা হয়। তবে বেশিরভাগ IFS মডেলই সেচসেবিত এলাকার পক্ষে উপযুক্ত। তাই সুসংহত কৃষি ব্যবস্থাকে বৃষ্টিবিধৌত এলাকাগুলিতে সম্প্রসারিত করার যে ঘোষণা সরকার করেছে তা প্রশংসনীয়। অর্থমন্ত্রী আরও বলেছেন, যে মরসুমে চাষবাস হয় না, সেসময় বহুস্তরীয় শস্য ফলন (মাল্টি-টায়ার ক্রপিং যেখানে একই জমিতে, একই উৎস থেকে জল ব্যবহার করে একসাথে বিভিন্ন ফসল ফলানো হয়। এতে জমি ও জল দুয়েরই সদ্ব্যবহার হয়), মৌমাছি পালন, সৌরশক্তিচালিত পাম্প বসানো এবং সৌরশক্তি উৎপাদনের মতো বিষয়গুলিকে সুসংহত কৃষি ব্যবস্থা বা ইন্টিগ্রেটেড ফার্মিং সিস্টেমের অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

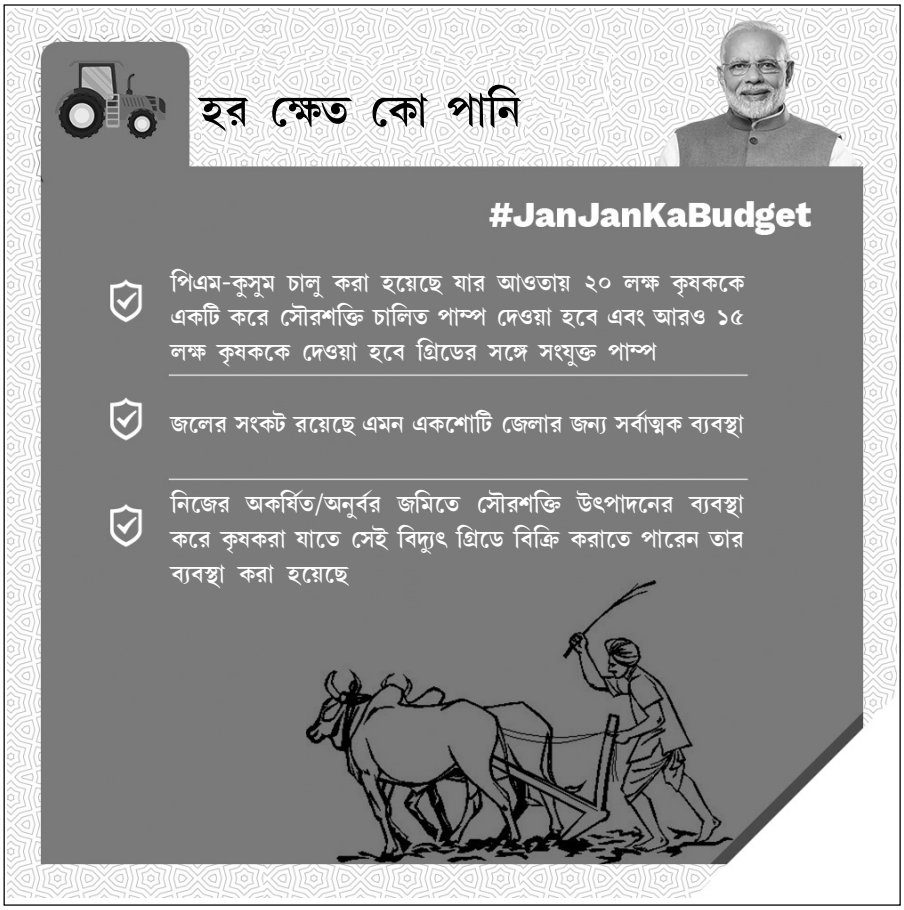

মজুত, পরিবহণ ও বাণিজ্য

কৃষিক্ষেত্রের এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল কৃষিপণ্য গুদামজাত করার ব্যবস্থা। এই লক্ষ্যে নেওয়া বিভিন্ন পদক্ষেপের ফলে মোটামুটি ১৬ কোটি ২০ লক্ষ টন কৃষিপণ্যকে গুদাম, হিমঘর ও রিফার ভ্যানে মজুত করার ব্যবস্থা করা গেছে। এই সুবিধাগুলির যথাসম্ভব সদ্ব্যবহারের জন্য নাবার্ড মানচিত্র তৈরি করে জিও-ট্যাগের ব্যবস্থা করবে, যাতে এই ধরনের গুদাম, হিমঘরগুলিকে সহজেই চিহ্নিত করা যায়। ফুড কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া, সেন্ট্রাল ওয়্যারহাউসিং কর্পোরেশন ও অন্যান্য অংশীদারদের সাহায্যে কৃষিপণ্য গুদামজাত করার সুবিধা আরও সম্প্রসারিত করার কথা ঘোষণা করেছে সরকার... 'ব্লক ও তালুক স্তরে কৃষিপণ্য গুদামজাত করার উপযুক্ত ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে আমাদের সরকার ভায়াবিলিটি গ্যাপ ফান্ডিং বা এই ধরনের প্রকল্পে টিকিয়ে রাখার জন্য প্রয়োজনীয় তহবিলের ব্যবস্থা করবে'। অর্থমন্ত্রী বলেছেন রাজ্যগুলি জমির ব্যবস্থা করলে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বে এই ধরনের ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে। তৃণমূল স্তরে কৃষকদের সুবিধার জন্য গ্রামগুলিতে মজুতকেন্দ্র গড়ে তোলার পরিকল্পনা করা হয়েছে, যেগুলির পরিচালনার ভার থাকবে বিভিন্ন স্বনির্ভর গোষ্ঠীর হাতে।

পচনশীল কৃষিপণ্যকে হিমায়িত অবস্থায় দ্রুত ও নিরাপদে পরিবহণ করাটা কৃষিপণ্য বিপণনের কাজে বরাবরই একটা বড়ো চ্যালেঞ্জ। হিমায়িত বা রেফ্রিজারেটেড ভ্যানের এক নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা ও সেগুলির সুবিধা সকলের হাতের নাগালে পৌঁছে দেওয়ার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এই ধরনের পরিবহণের ক্ষেত্রে রেলের ব্যবস্থা করার পরিকল্পনা বরাবরই ছিল। ভারতীয় রেলের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে সরকারি-বেসরকারি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পচনশীল পণ্যের (যেমন, দুধ, মাংস, মাছ) জন্য জাতীয় স্তরে হিমঘরের এক নিরবচ্ছিন্ন নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার কথা ঘোষণা করা হয়েছে ২০২০-'২১ সালের বাজেটে। বলা হয়েছে, বিশেষ 'কিষান রেল' চালু করা হবে এবং বিভিন্ন এক্সপ্রেস ও মালগাড়িতে হিমায়িত কোচ যুক্ত করা হবে। আন্তর্জাতিক মাপকাঠির নিরিখে পচনশীল পণ্য পরিবহণের ক্ষেত্রে দেশের প্রচুর আর্থিক ক্ষয়ক্ষতি হয়। তাই প্রস্তাবিত এই ব্যবস্থাগুলির দ্রুত রূপায়ণ প্রয়োজন। পণ্যের সঠিক মূল্য আদায় সুনিশ্চিত করতে বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক রুটে, বিশেষ করে উত্তর-পূর্বাঞ্চল ও প্রত্যন্ত আদিবাসী গ্রামগুলিতে বিশেষ 'কৃষি উড়ান' চালু করবে অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রক।

উদ্যানপালন ক্ষেত্রের (ফল, শাক-সবজি, ফুল, মশলাপাতি ইত্যাদি) যে বাণিজ্যিক সম্ভাবনা রয়েছে তা পুরোপুরি কাজে লাগাতে সরকার আগ্রহী। এজন্য

বিপণন ও রপ্তানি সংক্রান্ত সহায়তা দিতে সরকার প্রস্তুত। এই লক্ষ্যে সরকার সম্প্রতি একটি সর্বাত্মক 'কৃষি রপ্তানি নীতি' ঘোষণা করেছে। দেশের কৃষিপণ্যের রপ্তানি দ্বিগুণ করা তথা ভারতীয় কৃষক ও কৃষিপণ্যকে বিশ্ববাজারের সঙ্গে যুক্ত করাই এই নীতির লক্ষ্য। দেশের যে রাজ্যগুলি ক্লাস্টারভিত্তিক চাষ বা 'এক পণ্য, এক জেলা' নীতি মেনে চলবে তাদের বিশেষ সহায়তা দেওয়ার কথাও ঘোষণা করা হয়েছে বাজেটে। জৈব কৃষিপণ্যের বিক্রি বাড়াতে 'জভিক্ষেতি' পোর্টালটিকে আরও কার্যকর করে তুলবে সরকার। এই পোর্টালটির মাধ্যমে অনলাইনে জাতীয় স্তরে জৈব পণ্যের কেনাবেচা হয়।

পশুপালন ও জীবিকা

ডেয়ারি, পশুপালন বা মৎস্যচাষের ক্ষেত্রে নিযুক্ত গ্রামাঞ্চলের লক্ষ লক্ষ পরিবারের কাছে আয়ের একটা অন্যতম প্রধান উৎস হয়ে উঠেছে প্রাণীসম্পদ। এই ক্ষেত্রের প্রসারে সাম্প্রতিক যেসব ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে তার ফলেই গত পাঁচ বছরে বার্ষিক ৭.৯ শতাংশ চক্রবৃদ্ধি হারে এই প্রাণীসম্পদ ক্ষেত্রের বিকাশ ঘটেছে। গবাদি পশুর ফুট অ্যান্ড মাইথ রোগ ও ব্রুসেলোসিস নির্মূল করার জন্য 'জাতীয় পশু রোগ নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি' (ন্যাশনাল অ্যানিমাল ডিজিজ কন্ট্রোল প্রোগ্রাম, NADCP) চালু করা হয়েছে ২০১৯ সালে। ২০১৯ থেকে ২০২৪, এই পাঁচ বছরের জন্য এই কর্মসূচি খাতে বরাদ্দ রয়েছে ১৩,৩৪৩ কোটি টাকা। এই কর্মসূচির আওতায় ২০২৫ সালের মধ্যে ছাগল ও ভেড়ার দেহ থেকে পিপি আর রোগ নির্মূল করার ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে এবারের বাজেটে। কৃত্রিম প্রজননের (আর্টিফিসিয়াল ইনিসেমিনেশন) হার বর্তমানের ৩০ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৭০ শতাংশ করার প্রস্তাব করা হয়েছে। এতে উন্নত প্রজাতির গবাদি পশু পাওয়া যাবে, যারা অনেক বেশি উৎপাদনশীল। মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্ম সুনিশ্চিতকরণ প্রকল্পের (MNREGS) আওতায় পশুখাদ্য উৎপাদনের ব্যবস্থা করা গেলে গ্রামগুলিতে সবুজ পশুখাদ্যের জোগান বাড়বে। ২০২৫ সালের মধ্যে দুগ্ধ প্রক্রিয়াকরণের পরিমাণ বর্তমানের ৫ কোটি ৩৫ লক্ষ টন থেকে বাড়িয়ে ১০ কোটি ৮০ লক্ষ টন করার যে লক্ষ্য গ্রহণ করা হয়েছে দেশের ডেয়ারি শিল্প তাকে স্বাগত জানিয়েছে। এই উদ্যোগের ফলে দেশের দুগ্ধ উৎপাদকদের আয় আরও বাড়বে।

মৎস্যচাষ একটি অত্যন্ত সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র এবং ভারত সরকার এর প্রসারে বিভিন্ন উদ্যোগ নিচ্ছে। সামুদ্রিক মৎস্যচাষ ক্ষেত্রের উন্নতিসাধন, পরিচালন ও সংরক্ষণের জন্য অর্থমন্ত্রী একটি ব্যবস্থাপনার কথা ঘোষণা করেছেন। সাম্প্রতিক এই সমস্ত উদ্যোগের ফলস্বরূপ এই কয়েক বছরে দেশের মৎস্যচাষের পরিমাণ সার্বিক ৭ শতাংশেরও বেশি হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। দেশের বৈদেশিক মুদ্রার ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করতে মৎস্যচাষ ক্ষেত্র এক বড়ো ভূমিকা নিচ্ছে এবং বিশ্বে এক অগ্রণী সামুদ্রিক খাদ্য রপ্তানিকারক হিসাবে উঠে এসেছে ভারত। ২০২২-'২৩ সালের মধ্যে দেশে মৎস্য উৎপাদনের পরিমাণ বাড়িয়ে ২০০ লক্ষ টন (বর্তমানে মৎস্য উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় ১৪০ লক্ষ টন) করার পাশাপাশি অভিনব কেজ কালচার (এই পদ্ধতিতে জলাশয়ে একটা খাঁচা বসিয়ে তার মধ্যে নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে মৎস্যচাষ করা হয়) এবং সামুদ্রিক শৈবাল ও সামুদ্রিক আগাছা চাষের এক পরিকল্পনা পেশ করেছেন অর্থমন্ত্রী। ২০২৪-'২৫ সালের মধ্যে ১ লক্ষ কোটি টাকার মৎস্য রপ্তানি হবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন অর্থমন্ত্রী এবং সেইসঙ্গে ৩,৪৭৭-টি 'সাগরমিত্র' ও ৫০০-টি মৎস্যচাষি সংগঠনের সঙ্গে তরুণ-তরুণীদের যুক্ত করে তাদের মৎস্যচাষ ও আনুষঙ্গিক কাজকর্মে শামিল করার একটি প্রস্তাবও পেশ করেছেন তিনি। এর ফলে উপকূলবর্তী এলাকায় যুব প্রজন্মের জন্য কর্মসংস্থান ও জীবিকা নির্বাহের সুযোগ তৈরি হবে। গ্রামাঞ্চলে দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে 'দীনদয়াল অন্ত্যোদয় যোজনা'-র আওতায় স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে আনার পরিকল্পনা করা হয়েছে। এপর্যন্ত এই প্রকল্পের আওতায় ৫৮ লক্ষ স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে শামিল করা হয়েছে।

ঋণ ও বরাদ্দ

নিগোশিয়েবল ওয়্যারহাউসিং রিসিটের বিনিময়ে (গুদামে কৃষিপণ্য মজুত রাখার জন্য যে রসিদ দেওয়া হয়ে থাকে, তা জামানত রেখে ঋণ নেওয়া) দেওয়া ঋণের পরিমাণ সম্প্রতি ৬,০০০ কোটি টাকা ছাড়িয়ে গেছে এবং এই ব্যবস্থাকে বৈদ্যুতিন-জাতীয় কৃষি বাজার (ই-ন্যাশনাল এগ্রিকালচার মার্কেট বা e-NAM)-এর সঙ্গে যুক্ত করার প্রস্তাব করা হয়েছে; যাতে আরও বেশি সংখ্যক কৃষক এই ব্যবস্থার সাহায্য নিতে পারে। কৃষিঋণ প্রদানের ব্যবস্থাকে আরও সুগম ও স্বচ্ছ করে তুলতে উদ্যোগী হয়েছে সরকার। ২০২০-'২১ সালে ১৫ লক্ষ কোটি টাকার কৃষিঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা গ্রহণ করা হয়েছে। গত বছরে এই ঋণের অঙ্কটি ছিল ১৩.৫০ লক্ষ কোটি টাকা। নাবার্ড-এর রি-ফিনান্স প্রকল্পের সুযোগ আরও সম্প্রসারিত করা হবে এবং PM-KISAN প্রকল্পের সমস্ত সুবিধাভোগীকে কৃষক ঋণ প্রকল্পের (কিষান ক্রেডিট স্কিম) আওতাভুক্ত করা হবে।

২০২০-২১ সালে কৃষি, সেচ ও আনুষঙ্গিক কাজকর্ম খাতে ১.৬০ লক্ষ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করেছেন অর্থমন্ত্রী এবং গ্রামোন্নয়ন ও পঞ্চায়েতি রাজ মন্ত্রকের অধীনে বিভিন্ন কাজকর্মের জন্য ১.২৩ লক্ষ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। কৃষিকাজকে আরও প্রতিযোগিতামুখী ও লাভজনক করে তোলাই এই বাজেটের লক্ষ্য যাতে কৃষকদের জীবনে সমৃদ্ধি আসে, আর সেইসঙ্গে ২০২২ সালের মধ্যে কৃষকের আয় দ্বিগুণ করার লক্ষ্যপূরণ করা যায়।❑

পরিবেশ ও অরণ্য

ড. এস. সি. লাহিড়ী

২০২০-'২১ অর্থবর্ষের সাধারণ বাজেটে পরিবেশ, অরণ্য এবং জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক মন্ত্রকের জন্য ব্যয়বরাদ্দ ২০১৯-'২০-র তুলনায় প্রায় ৫ শতাংশ বাড়ানো হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তন কর্মপরিকল্পনা খাতে বরাদ্দ হয়েছে চল্লিশ কোটি টাকা। দূষণরোধে বরাদ্দের পরিমাণ চারশো ষাট কোটি টাকা। এই দুই খাতেই বরাদ্দ আগের বছরের অনুরূপ রয়েছে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির লক্ষ্য হল এসংক্রান্ত পর্ষদ/সমিতিগুলির জন্য আর্থিক সহায়তা এবং জাতীয় নির্মল বায়ু কর্মসূচির জন্য অর্থের সংস্থান।

পরিবেশগত দিক থেকে বিশ্বের সামনে সবচেয়ে বড়ো সমস্যাগুলির অন্যতম হল বায়ুদূষণ। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, বা WHO-র মতে এই গ্রহের ৯১ শতাংশ মানুষ দূষিত বাতাসে শ্বাস নেন। ফলে বাড়ছে ক্যান্সার, স্ট্রোক, হৃদরোগ। থমকে যাচ্ছে শিশুদের স্বাভাবিক বিকাশ। IQAir AirVisual এবং Greenpeace-এর সাম্প্রতিক এক যৌথ সমীক্ষায় বায়ুদূষণের প্রশ্নে সবচেয়ে নিম্ন অবস্থানে থাকা শহরগুলিকে চিহ্নিত করা হয়েছে। তালিকায় প্রথম ১০-টির মধ্যে ৭-টি এবং প্রথম ৩০-টির মধ্যে ২২-টি শহর ভারতে অবস্থিত। বাতাসে ভাসমান সূক্ষ্ম দূষণকণা PM 2.5-এর অনুপাতকে ভিত্তি করে চালানো হয়েছে ওই সমীক্ষা। মানুষের চুলের প্রস্থের চেয়ে কুড়িগুণ ক্ষুদ্র এই কণা স্বাস্থ্যের পক্ষে চরম হানিকর। এই কণা হতে পারে ধাতু, জৈব যৌগ; কিংবা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র, কাঠ বা কাঠকয়লাকে ব্যবহার করা চুল্লি, গাড়ির অথবা কারখানা থেকে নির্গত উপজাত বস্তু (by-product)। মানুষের স্বাস্থ্যের পাশাপাশি অর্থনীতির ওপরেও অত্যন্ত নেতিবাচক প্রভাব ফেলে এই ধরনের দূষণ, ভারতের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনে ৮.৫ শতাংশ হানি ঘটায়। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রসারের অর্থ হল শিল্পায়ন, যা আরও তীব্র করে তোলে বায়ুদূষণের সমস্যাকে।

বায়ুদূষণের এই মারাত্মক অভিশাপের মোকাবিলায় ভারত সরকার ২০১৯ সালে ৫ বছরের জাতীয় নির্মল বায়ু কর্মপরিকল্পনা, যার পোশাকি নাম, National Clean Air Action Plan হাতে নিয়েছে। সারা দেশে সর্বাত্মক ভিত্তিতে চালিত এই উদ্যোগের মাধ্যমে ২০২৪ সালের মধ্যে বাতাসে ভাসমান দূষণকণার অনুপাত ২০ থেকে ৩০ শতাংশ কমানো সরকারের লক্ষ্য। বেশি নজর দেওয়া হচ্ছে সেই ১০২-টি শহরের প্রতি যেখানকার বাতাস গুণগত দিক থেকে জাতীয় বায়ু উৎকর্ষমান (National Ambient Air Quality Standards)-এর নিচে।

২০২০-'২১ অর্থবর্ষের সাধারণ বাজেটে পরিবেশ, অরণ্য এবং জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক মন্ত্রক MoEFCC-র জন্য ব্যয়বরাদ্দ ২০১৯-'২০-র তুলনায় প্রায় ৫ শতাংশ বাড়ানো হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তন কর্মপরিকল্পনা (Climate Change Action Plan—CCAP) খাতে বরাদ্দ হয়েছে চল্লিশ কোটি টাকা। দূষণরোধে বরাদ্দের পরিমাণ চারশো ষাট কোটি টাকা। এই দুই খাতেই বরাদ্দ আগের বছরের অনুরূপ রয়েছে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির লক্ষ্য হল এসংক্রান্ত পর্ষদ/সমিতিগুলির জন্য আর্থিক সহায়তা এবং জাতীয় নির্মল বায়ু কর্মসূচির জন্য অর্থের সংস্থান। জাতীয় নির্মল বায়ু কর্মসূচি বা NCAP-র জন্য বাজেটে আলাদাভাবে বরাদ্দের উল্লেখ নেই। শ্যামল ভারত অভিযান (Green India Mission—GIM) খাতে বরাদ্দ গত বাজেটের ২৪০ কোটি টাকা থেকে বাড়িয়ে ৩১১ কোটি টাকা করা হয়েছে। বন্যপ্রাণ ক্ষেত্রে ব্যাঘ্র প্রকল্প বাবদ বরাদ্দ ৫০ কোটি টাকা কমানো হয়েছে। অন্যদিকে, ৫ কোটি টাকা বরাদ্দ বাড়ানো হয়েছে হস্তী প্রকল্পে। ব্যাঘ্র প্রকল্পে গত বাজেটে বরাদ্দ ছিল ৩৫০ কোটি টাকা, এবার হয়েছে ৩০০ কোটি টাকা। হস্তী প্রকল্পে এই অঙ্কগুলি হল যথাক্রমে ৩০ কোটি ও ৩৫ কোটি টাকা। ব্যাঘ্র গণনা ও সংরক্ষণের দায়িত্বে থাকা জাতীয় ব্যাঘ্র সংরক্ষণ কর্তৃপক্ষের জন্য বরাদ্দ ২০১৯-'২০ বাজেটের ১০ কোটি টাকা থেকে সামান্য বাড়িয়ে ২০২০-'২১-এ ১০ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা করা হয়েছে।

[লেখক যোজনা কমিশনের সঙ্গে দীর্ঘ ২৫ বছর ধরে যুক্ত। শিল্প ও খনি, কৃষি ও পশুপালন-সহ বিভিন্ন দপ্তরে বিভিন্ন পদে কর্মরত ছিলেন। ই-মেল : sclahiry@gmail.com]

জাতীয় উপকূল অভিযান (National Coastal Mission) বাবদ বরাদ্দ গতবারের ৯৫ কোটি টাকা থেকে বাড়িয়ে এবার ১০৩ কোটি টাকা করা হয়েছে। ওই অভিযানের আওতায় কেন্দ্রীয় পরিবেশ ও বন মন্ত্রক উপকূল এলাকার বাসিন্দাদের জীবিকার সংস্থান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়ে থাকে। উপকূল অঞ্চলের পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষার পাশাপাশি বৈজ্ঞানিক পন্থায় এগোনো হয় উন্নয়নের কাজে। ২০২০-র পয়লা ফেব্রুয়ারি সংসদে বাজেট ভাষণে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী পরিবেশ রক্ষা ও জলবায়ু পরিবর্তন রোধ সংক্রান্ত বেশ কিছু ঘোষণা করেছেন। 'নির্মল বায়ু নীতি' (Clear Air Policy) খাতে বরাদ্দ হয়েছে চার হাজার চারশো কোটি টাকা। যেসব রাজ্য নিজের শহরগুলিতে বায়ুর উৎকর্ষমান বাড়াতে উদ্যোগী তাদের সর্বতোভাবে সহায়তা করবে কেন্দ্র, জানিয়েছেন অর্থমন্ত্রী। এক্ষেত্রে ১০ লক্ষের বেশি জনসংখ্যাবিশিষ্ট যেসব শহর বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি রাখে তাদের তালিকাভুক্ত করবে পরিবেশ মন্ত্রক। কয়লাচালিত যেসব তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র পরিবেশগত নিয়মবিধি পালনে ব্যর্থ সেগুলি বন্ধ করে দেওয়া হবে। ওই জায়গা লাগানো হবে অন্য কাজে।

জলবায়ু পরিবর্তনের সমস্যার সমাধানে আন্তর্জাতিক স্তরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দু'টি উদ্যোগের প্রসঙ্গও অর্থমন্ত্রী বাজেট ভাষণে উল্লেখ করেছেন। একটি হল বিপর্যয় মোকাবিলা পরিকাঠামো জোট (Coalition for Disaster Resilient Infrastructure—CDRI)। অন্যটি আন্তর্জাতিক সৌর জোট। এই সব উদ্যোগ জাপানের Sendai-তে বিপর্যয় মোকাবিলা সংক্রান্ত আলোচনা চক্রে গৃহীত ঘোষণাপত্রের প্রতি ভারতের দায়বদ্ধতা এবং ২০৩০-এর সুস্থায়ী উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনে দেশের উদ্যোগে অত্যন্ত ইতিবাচক হয়ে উঠবে বলে অর্থমন্ত্রী মনে করেন। ২০১৫-র প্যারিস চুক্তির আওতায় জলবায়ু পরিবর্তনের মোকাবিলা সংক্রান্ত প্রচেষ্টা (Nationally Determined Concentration—NDC) সম্পর্কিত উদ্যোগে ভারত চেষ্টার ত্রুটি রাখছে না। পাশাপাশি মাথায় রাখা হচ্ছে উন্নয়নের প্রশ্নটিও।

কৃষকদের আয় বৃদ্ধি এবং পরিবেশ বান্ধব পন্থায় বিদ্যুৎ উৎপাদনের কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে প্রধানমন্ত্রী কিষান উর্জা সুরক্ষা এবং উত্থান মহাভিযান---PM KUSUM প্রকল্পটিকে আরও এগিয়ে নিয়ে গিয়ে ২০ লক্ষ কৃষককে সৌর পাম্প বসানোয় সহায়তার প্রস্তাব দিয়েছেন অর্থমন্ত্রী। তাছাড়া ১৫ লক্ষ কৃষককে গ্রিডের সঙ্গে সংযুক্ত নিজেদের পাম্পগুলিকে সৌরশক্তিচালিত করতে সহায়তা প্রদান করা হবে। অনুর্বর জমিতে সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা করে কৃষকরা যাতে তা বিক্রি করতে পারেন সেই লক্ষ্যেও একটি প্রকল্পের প্রস্তাব রয়েছে এবারের বাজেটে।

নির্মল বায়ু নীতি সংক্রান্ত উদ্যোগ বিশেষজ্ঞদের প্রশংসা কুড়িয়েছে। এর কার্যকর রূপায়ণে জোর দিয়েছেন তারা। অন্তত এটুকু আশা করাই যায় যে এর ফলে দূষণের উৎসগুলির ওপর নজরদারি বাড়বে রাজ্যগুলিতে। পরিবেশ-বান্ধব জ্বালানির জমানার জন্য বড়ো ধরনের বিনিয়োগের প্রয়োজন। দরকার কার্বন নিঃসরণ নিয়ন্ত্রণের কাজে পরিবেশ মন্ত্রকের তরফে সুস্পষ্ট নির্দেশিকা জারি হওয়া। সেখানে সংশ্লিষ্ট নানা পক্ষ, নিয়ন্ত্রক সংস্থা, স্থানীয় প্রশাসন, সকলের কর্তব্যই স্পষ্টভাবে বলা থাকবে।

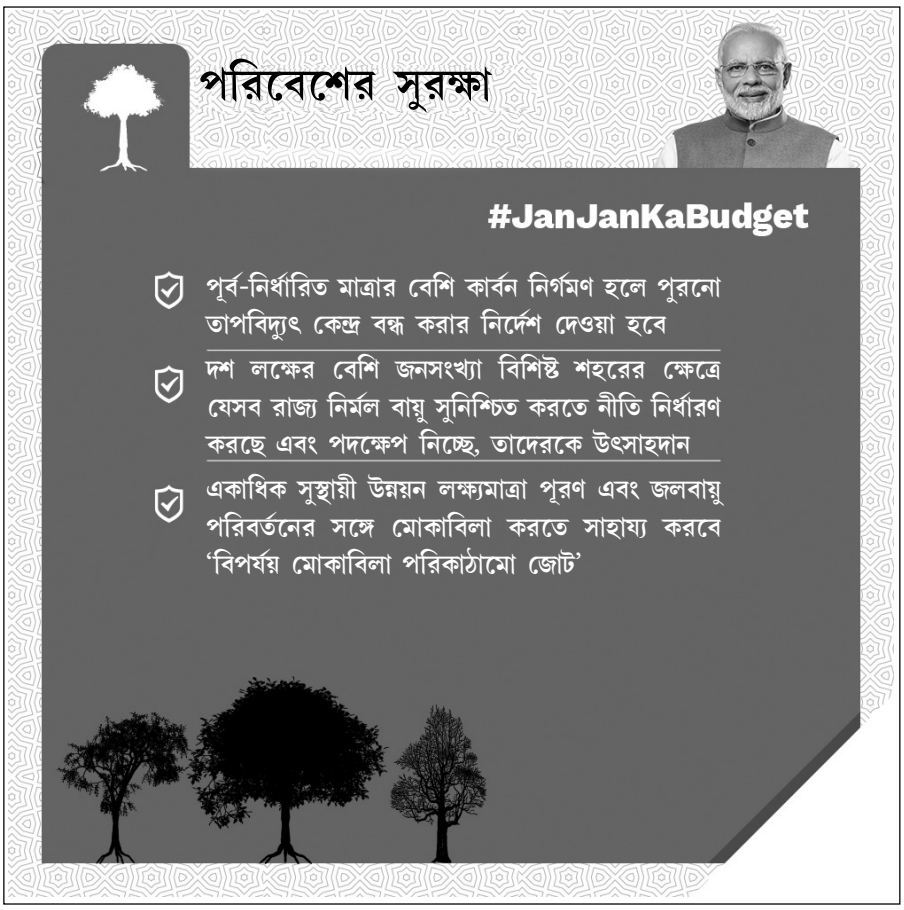

প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জাম এবং প্রযুক্তি বেছে নিতে হবে নিরপেক্ষ বিশেষজ্ঞ সমিতির সুপারিশ অনুযায়ী। সময়সূচি অনুযায়ী কাজের অগ্রগতির ওপর নজরদারির জন্য স্থানীয় এবং রাজ্য স্তরে গড়ে তুলতে হবে নিরপেক্ষ ব্যবস্থাপত্র। অতীতে, বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে ভরতুকি কিংবা 'smog towers' (অর্থাৎ, বিপুল পরিমাণে দূষিত বায়ু এক সাথে পরিশোধিত করার জন্য পরিকাঠামো) তৈরিতে বিনিয়োগের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। সে কাজ বিশেষ এগোয়নি, অপচয় হয়েছে মাত্র।

দেশে ১০০ মেগাওয়াটের কম ক্ষমতাসম্পন্ন প্রায় ১০০-টি কয়লাচালিত তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র আছে, যার অনেকগুলিই বিভিন্ন রাজ্য সরকারের নিয়ন্ত্রণে। এর মধ্যে যেগুলি পরিবেশ সংক্রান্ত বিধি মানে না তাদের ওপর শাস্তির খাঁড়া নামতে পারে। বস্তুত পরিবেশ বিধি অমান্য করে চলা এই ধরনের কেন্দ্রগুলি বন্ধ করে দেওয়া জরুরি। এর আগে অবশ্যই কথা বলতে হবে সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারের সঙ্গে।

২০১৫-র প্যারিস চুক্তি অনুযায়ী ২০৩০ নাগাদ মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের সাপেক্ষে নির্গমণ ঘনত্ব (emission intensity at GDP) ২০০৫-র তুলনায় ৩৩-৩৫ শতাংশ কমাতে দায়বদ্ধ ভারত। মোট উৎপাদিত বিদ্যুতের চল্লিশ শতাংশ অজীবাশ্ম জ্বালানি থেকে উৎপাদন করতেও ভারত প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। অরণ্য আচ্ছাদন বাড়িয়ে ২০৩০ নাগাদ ২৫০-৩৫০ কোটি টন কার্বন ডাই-অক্সাইড আবহমণ্ডল থেকে 'শোষণ' বা অপসৃত করার (Carbon Sink) লক্ষ্যমাত্রাও রয়েছে ভারতের সামনে। গ্রিন হাউস গ্যাস নির্গমণ কমাতে সরকার সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনে জোর দিচ্ছে। সৌরবিদ্যুতের মাশুল নামিয়ে আনা হয়েছে এযাবৎ সর্বনিম্ন স্তরে। ২০১৯-এ দেশের পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি উৎপাদনের ক্ষমতা দাঁড়িয়েছে ৮৫ GW-তে। এর মধ্যে বায়ুশক্তি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা হল ৩৭ GW। ৩২ GW সৌর উৎস থেকে। পরিবেশ-বান্ধব শক্তির ব্যবহার বাড়ানো, জীবাশ্ম জ্বালানি-নির্ভর বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে উন্নত প্রযুক্তির প্রয়োগ-সহ নানা পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে কার্বন নিঃসরণ কমানোর লক্ষ্যে।

PM-KUSUM প্রকল্পের আওতায় কৃষকরা অনাবাদি জমিতে সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা করে গ্রিড-এ বিক্রি করতে পারবেন বলে জানিয়েছেন অর্থমন্ত্রী। সৌর পাম্পের ব্যবহারও বাড়াতে উদ্যোগী সরকার। এর ফলে আগামীদিনে পরিবেশ-বান্ধব শক্তি উৎপাদন অনেক বেড়ে যাবে বলে আশা করা যায়।

Indian Council for Research on International Economic Relations (ICRIEF)-এর Infosys Chair অধ্যাপক অশোক গুলাটি চমৎকার একটি প্রস্তাব দিয়েছেন, যার ফলে উর্বর জমিকে কাজে লাগিয়েও সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব হতে পারে। মাটির ১০-১২ ফুট ওপরে 'সৌরবৃক্ষ' বসানোর পরামর্শ দিয়েছেন তিনি। তাহলে শস্য উৎপাদনকারী উদ্ভিদও সালোকসংশ্লেষের জন্য পর্যাপ্ত সূর্যকিরণ পাবে, আর একই সঙ্গে 'সৌরবৃক্ষ' তৈরি করবে বিদ্যুৎ। ফসল ফলানোর সঙ্গে সঙ্গে সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনও করবেন কৃষকরা। আয় বাড়বে তাদের। পাশাপাশি এগোনো যাবে সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যেও।

আন্তর্জাতিক আঙিনায় বিভিন্ন বিষয়ে ভারত অগ্রণী ভূমিকা নিচ্ছে, এমনটাই বলা হচ্ছে এখন। ডাভোস সম্মেলনে যা বলা হয়েছে তারও অতিরিক্ত অনেক বিষয় নিয়ে উদ্যোগ নিতে চায় ভারত। মানবসভ্যতার স্বার্থে জলবায়ু পরিবর্তন রোধে প্রতিটি স্তরে কার্যকর ব্যবস্থপত্র গড়ে তুলতে আলোচনা ও সমন্বয়ের দিশায় এগোচ্ছে এই দেশ। প্যারিস জলবায়ু চুক্তির রূপায়ণে নতুন দিল্লি নিজের দায়বদ্ধতার কথা জানাচ্ছে বারংবার। ওই বিষয়ে লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করে আরও এগিয়ে যেতে চায় সরকার। ২০২২ নাগাদ একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিকের ব্যবহার ভারত একেবারে বন্ধ করে দিতে চায়। অজীবাশ্ম জ্বালানির (non-fossil fuel), ব্যবহার বাড়ানো, পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি উৎপাদনে অগ্রাধিকার, পেট্রল-ডিজেলে জৈব জ্বালানি মিশিয়ে ব্যবহার করার পাশাপাশি

গঙ্গা পুনরুজ্জীবন প্রকল্প কিংবা স্বচ্ছ ভারত অভিযান-এর মতো উদ্যোগে কাজ চলছে জোরকদমে।

২০১৯-'২০-র অর্থনৈতিক সমীক্ষা বলছে, ভারতীয় ভূখণ্ডের ২৪.৫৬ শতাংশের ওপর রয়েছে অরণ্য আচ্ছাদন। ভারতীয় অরণ্য সর্বেক্ষণ প্রতিবেদন ২০১৯-এ বলা হয়েছে যে, ২০১৭-র তুলনায় অরণ্যে 'কার্বন মজুত' (Carbon Stock) অনেকটাই বেড়েছে। তবে প্যারিস চুক্তি অনুযায়ী, কার্বন শোষণের পরিমাণ ২৫০-৩০০ কোটি টনে নিয়ে যেতে আরও অনেক পথ হাঁটতে হবে। অরণ্যের গাছ যে পরিমাণ কার্বন পরিবেশ থেকে শুষে নেয় এবং নিজের কাছে জমা রাখে তাই হল কার্বন মজুত। অর্থনৈতিক সমীক্ষা প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী, দেশে অরণ্য আচ্ছাদন যেভাবে বাড়ছে তাতে 'কার্বন শোষণ'-এর ক্ষেত্রে ভারত প্যারিস চুক্তি মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা পূরণে দ্রুততার সঙ্গেই এগিয়ে যাবে, এমনটাই মনে করেন Climate Action Network, South Action Network, South Asia-র পরামর্শদাতা শৈলেন্দ্র যশবন্ত। তবে, দেশে বিভিন্ন অঞ্চলে জীববৈচিত্র্য রক্ষায় আরও বিনিয়োগের বিষয়ে নির্দিষ্টভাবে এখনও কিছু জানা যায়নি।

শ্যামল ভারত অভিযান (Green India Mission—GIM)-এর লক্ষ্য হল দেশের অরণ্য আচ্ছাদন ৫০ লক্ষ হেক্টর বাড়ানো এবং এখনকার অরণ্য আচ্ছাদনের মধ্যে ৫০ লক্ষ হেক্টর এলাকার বৃক্ষসন্নিবেশ নিবিড়তর করা। দীর্ঘমেয়াদি ভিত্তিতে কার্বন শোষণ ও মজুত (carbon sequestration), জলসম্পদ সম্পর্কিত তথ্যাদির সংস্থান (hydrological service), জীববৈচিত্র্য রক্ষার উদ্যোগের পাশাপাশি জ্বালানি, পশুখাদ্য, অরণ্যজাত নানা পণ্যের বিষয়ে ব্যবস্থাপনাকে আরও মজবুত করাও শ্যামল ভারত অভিযান (Green India Mission—GIM)-এর লক্ষ্য। প্রায় ৩০ লক্ষ পরিবারের অরণ্য-নির্ভর জীবিকা ও আয় বৃদ্ধিও GIM-এর দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। অর্থনৈতিক সমীক্ষা প্রতিবেদন অনুযায়ী ১৩-টি রাজ্যের মোট ১,২৬,৯১৬.৩২ হেক্টর এলাকায় বনসৃজনের লক্ষ্যে GIM-খাতে ৩৪৩.০৮ কোটি টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে। ২০১৯-'২০ সালে ওই লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছতে গেলে GIM-এর আওতায় সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কর্মতৎপরতা ২০১৯-এর জুলাই-এর তুলনায় ৪৫ শতাংশ বাড়াতে হবে। মনে রাখতে হবে যে মাটির গুণাগুণ কিংবা এলাকার আবহাওয়া বিচার না করে শুধুমাত্র গাছ লাগিয়ে গেলেই সমস্যার সমাধান হবে না। যত্রতত্র ইউক্যালিপটাসের মতো গাছ লাগালে সমস্যা বরং বেড়ে যেতে পারে। অঞ্চলের আবহাওয়ার পক্ষে অনুপযোগী গাছ ক্ষতি করতে পারে জীববৈচিত্র্যের, ডেকে আনতে পারে খরা, এমনটাই বলা হয়েছে লোকসভার একটি কমিটির প্রতিবেদনে (Committee on Estimates, ২০১৮ সালের ডিসেম্বরে প্রকাশিত)।

কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য স্তরের নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলি বড়ো শহরে পরিবেশগত বিধি কার্যকর করায় বহুক্ষেত্রেই সক্ষম নয়। কর্মীসংখ্যার অপ্রতুলতা এবং অপর্যাপ্ত পরিকাঠামো এখানে বড়ো একটি সমস্যা। কার্যকর নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থাপনা দূষণের মাত্রা কমাতে পারে অনেকটাই। গবেষণা, বিশেষজ্ঞদের সাহায্য এবং পরিকাঠামোগত উন্নয়ন এক্ষেত্রে জরুরি।

আগামীর দিশায়

বাজেটে 'নির্মল বায়ু নীতি' সংক্রান্ত ঘোষণা অত্যন্ত জরুরি একটি পদক্ষেপ। বড়ো শহরগুলির বায়ুদূষণ মারাত্মক পর্যায়ে পৌঁছেছে। এই প্রেক্ষিতে সরকারের উদ্যোগ কার্বন নিঃসরণ কমাবে বলে আশা করা যায়। প্রয়োজন উপযুক্ত নজরদারি ব্যবস্থার। পরিবেশ বিধি অমান্য করে চলা কয়লাচালিত বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রগুলি বন্ধ করে দিতেই হবে। অজীবাশ্ম জ্বালানি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং কার্বন শোষণ (Carbon Sink)-এর ক্ষেত্রে প্যারিস সম্মেলনে দেওয়া প্রতিশ্রুতিপূরণে এগিয়ে চলেছে ভারত। বনসৃজনের কাজে গতি আনতে শ্যামল ভারত অভিযানের সর্বাত্মক রূপায়ণ জরুরি। কৃষকদের আয় বৃদ্ধি এবং পরিবেশ-বান্ধব শক্তি উৎপাদনে PM-KUSUM অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক একটি কর্মসূচি। কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য স্তরের দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদগুলিতে কর্মীর অভাব দূর করে পরিকাঠামোগত উন্নয়নের মাধ্যমে দূষণদৈত্য-কে পরাস্ত করার লড়াইয়ে দেশকে এগিয়ে যেতে হবে।❑

উল্লেখপঞ্জি :

(১) Ministry of Finance, GOI, Annual Budget 2020-21: Budget Highlights
(২) Ministry of Finance, Economic Survey, 2019-20
(৩) Lok Sabha Committee on Estimates 30th Report, December, 2018
(৪) PIB, GOI, Salient features of Union Budget 2020-21
(৫) Ministry of Environment, Forest & Climate Change, GOI, Annual Report, 2019
(৬) The Guardian, https://www.theguardian.com/cities/2019/mar/05/india-home-to-22-of-worlds-30-most-polluted-cities-greenpeace-says
(৭) World Health Organisation, https://www.who.int/health-topics/air-pollution#tab=tab_1
(৮) Business Standard, https://www.business-standard.com/article/pti-stories/budget-environment-ministry-gets-rs-3100-crore-in-2020-21-120020101340_1.html
(৯) The Economic Times, Environment Ministry gets Rs. 3100
(১০) Ashok Gulati, Indian Express
(১১) Amitabh Sinha, Sowmiya Ashok, Indian Express
(১২) Srishti Choudhary, Livemint
(১৩) Bhupender Yadav, Economic Times
(১৪) Iain Marlow, Bloomberg.

বাজেটে মহিলা ও প্রবীণ নাগরিকদের জন্য ব্যবস্থা

ড. শাহিন রাজি
নৌসিন রাজি

সামুদায়িক বিকাশ বা সকলকে নিয়ে বিকাশের মূল কথাটা হল সমাজের সমস্ত প্রান্তিক ও উন্নয়নের সুযোগ থেকে বঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে বিকাশ প্রক্রিয়ায় শামিল করা। মহিলাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ, তাদের কল্যাণসাধন ও ক্ষমতায়নের পাশাপাশি প্রবীণ নাগরিকদের কল্যাণসাধনে সরকারের অঙ্গীকার প্রতিফলিত হয়েছে ২০২০-'২১ সালের কেন্দ্রীয় বাজেটে।

২০২০-'২১ সালের বর্ণনা করতে গেলে দু'টি বিষয় উল্লেখ করতে হয়, এই বাজেট একদিকে যেমন অর্থনীতিকে চাঙ্গা করবে, তেমনই অন্যদিকে, সকলকে নিয়ে বিকাশের পথ প্রশস্ত করবে। সব মিলে এই বাজেট নতুন দশকে একটা আশার আলো দেখাবে। এই বাজেটের তিনটি মূল বিষয় হল জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন, সকলের কথা মাথায় রেখে অর্থনৈতিক বিকাশ ত্বরান্বিত করা এবং মানবিক ও সহানুভূতিশীল সমাজ গড়ে তোলা।

তবে নারী-পুরুষের সাম্য, মহিলাদের ক্ষমতায়ন এবং প্রবীণ নাগরিকদের কল্যাণসাধন ছাড়া সমাজের উন্নতি হতে পারে না। এই কথা মাথায় রেখে মহিলাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ, তাদের কল্যাণসাধন ও ক্ষমতায়নের পাশাপাশি প্রবীণ নাগরিকদের কল্যাণসাধনে সরকারের অঙ্গীকার প্রতিফলিত হয়েছে ২০২০-'২১ সালের কেন্দ্রীয় বাজেটে।

উন্নয়নের কাজে নারীশক্তিকে ব্যবহার

সামুদায়িক বিকাশ বা সকলকে নিয়ে বিকাশের মূল কথাটা হল সমাজের সমস্ত প্রান্তিক ও উন্নয়নের সুযোগ থেকে বঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে বিকাশ প্রক্রিয়ায় শামিল করা। রাষ্ট্রসংঘের উন্নয়ন কর্মসূচি (ইউনাইটেড নেশনস ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম) বলে যে, লিঙ্গ ও জাতিগত পরিচয়, বয়স, যৌন প্রবণতা, অক্ষমতা ও দারিদ্র্যের কারণে অনেক জনগোষ্ঠীই বিকাশ প্রক্রিয়া থেকে বাদ পড়ে যায়। আর ঠিক এই কারণেই মানুষের মধ্যে বাড়ে বৈষম্য। বিভিন্ন সুযোগ সৃষ্টি, উন্নয়নের সুফলগুলির বণ্টন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সমাজের সব স্তরের মানুষ শামিল হতে না পারলে দারিদ্র্য দূরীকরণের স্বপ্নটা অধরাই রয়ে যাবে। সকলকে নিয়ে উন্নয়নের লক্ষ্যপূরণ করতে গেলে এমন একটা সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলা দরকার যেখানে মতামতের পার্থক্য ও মূল্যবোধের বৈচিত্র্যকে লালন করা হবে।

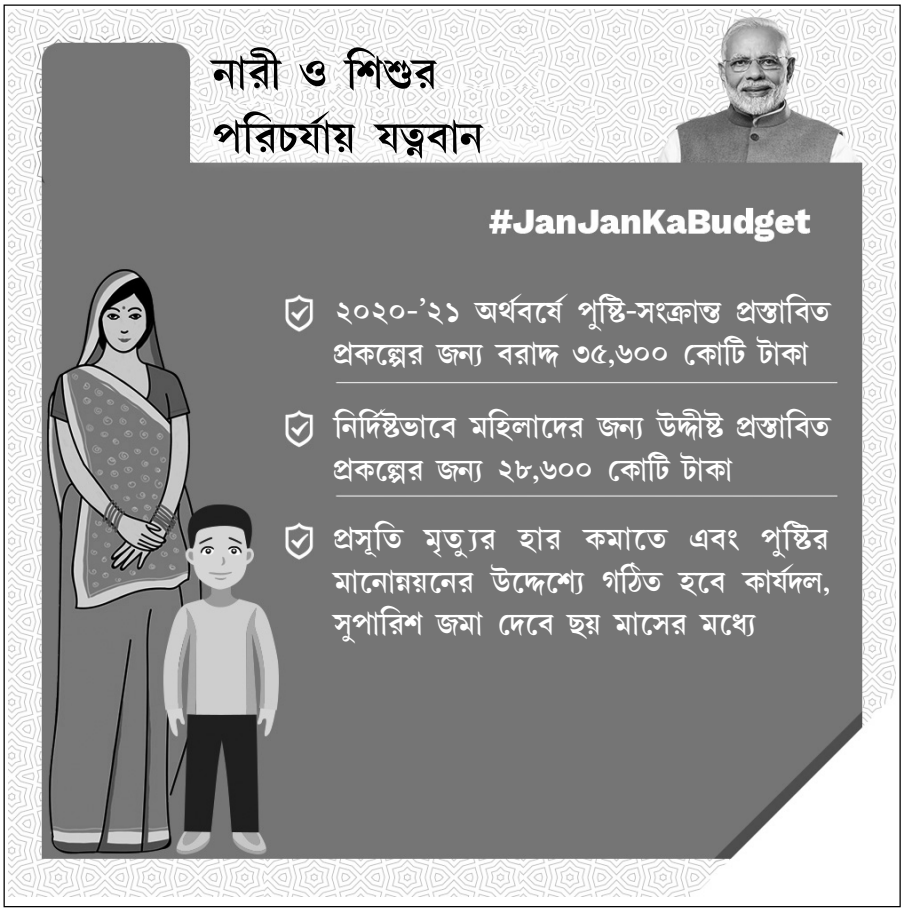

[ড. শাহিন রাজি অর্থনীতিবিদ, শিক্ষাবিদ এবং ইউজিসি-র এমেরিটাস ফেলো। ই-মেল : shahin.razi@gmail.com। নৌসিন রাজি ম্যানেজমেন্ট কনসালটেন্ট ও সমাজকর্মী। ই-মেল : naushin.razi-1@gmail.com]

শহর তথা গ্রামাঞ্চলে মহিলারা যে অনগ্রসরতা, দারিদ্র্য, সমাজে ব্রাত্য হয়ে থাকার যন্ত্রণার শিকার তা দূর করে তাদের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধনই সরকারের লক্ষ্য। সেই কারণেই পুরুষ ও নারীর সাম্য প্রতিষ্ঠা ও মহিলাদের ক্ষমতায়নের বিষয়টি গত তিন দশক ধরে সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচির পুরোভাগে থেকেছে। এইভাবেই উন্নয়নমূলক কাজের সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও কর্মীরা লিঙ্গসাম্য প্রতিষ্ঠা ও ন্যায়সঙ্গত বিকাশের হাতিয়ার হিসাবে নারী ক্ষমতায়নের ধারণাটিকে গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে দিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছেন।

নারী ক্ষমতায়ন : একটি পর্যলোচনা

নারীর জীবনকে প্রভাবিত করে এমন প্রতিষ্ঠানগুলিতে অংশগ্রহণ, সেগুলির সঙ্গে আলাপ-আলোচনা এবং সেগুলিকে সঠিক দিশায় পরিচালনা ও দায়বদ্ধ করে তোলার ক্ষেত্রে নারীর পছন্দ ও স্বাধীনতাকে আরও মূল্য দেওয়াই হল আদতে নারী ক্ষমতায়ন। তবে মহিলারা যখন মনে করবেন যে তাদের ক্ষমতায়নের জন্য তারা লড়াই করতে পারবেন তখনই প্রকৃত অর্থে তাদের ক্ষমতায়ন সম্ভব হবে। এর জন্য তাদের ক্ষমতাকে কাজে লাগাতে হবে, তাদের মধ্যে সুপ্ত সম্ভাবনার পূর্ণ বিকাশ ঘটাতে হবে এবং তাদের নির্দিষ্ট লক্ষ্যে কাজ করার জন্য উৎসাহিত করতে হবে। এই লক্ষ্যগুলি পূরণ করতে গেলে এমন এক পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে যেখানে তাদের মতামত ও তাদের সংগঠনকে নারীর ক্ষমতায়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন নীতি ও কর্মসূচির অভিন্ন অঙ্গ করে তোলা যায় (বিশ্ব ব্যাঙ্ক, ২০১৪)।

ক্ষমতায়ন আসলে একটি বহুমুখী, বহুমাত্রিক ও বহুস্তরীয় ধারণা। নারী ক্ষমতায়ন এমন একটি প্রক্রিয়া যেখানে বস্তুগত, মানবিক ও বৌদ্ধিক বিভিন্ন সহায়সম্পদ পরিচালনায় মহিলারা আরও বেশি করে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ কায়েম করতে পারেন। তবে, তথ্য ও বিভিন্ন ধারণার মতো বৌদ্ধিক সহায়সম্পদ, টাকাপয়সার মতো আর্থিক সহায়সম্পদ ব্যবহারের স্বাধীনতা পেলে এবং বাড়ি, গোষ্ঠী, সমাজ তথা দেশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের অধিকার পেলে তবেই তারা ক্ষমতা অর্জন করতে পারবেন।

সাম্প্রতিককালে মহিলাদের অবস্থার অনেক উন্নতি হয়েছে। আগে নিজেদের বাড়িতেও তাদের মতামতের কোনও দাম ছিল না। এখন এই ছবি অনেকটা পালটেছে। এযুগের নারীরা আর ঘরের চার দেওয়ালের মধ্যে আবদ্ধ নেই। সব দিক থেকেই নিজেদের যোগ্যতা ও দক্ষতা প্রমাণ করে সংসারে ও কর্মক্ষেত্রে নিজেদের অধিকার বুঝে নিতে চাইছেন তারা। বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, মহাকাশবিজ্ঞান, খেলাধূলা তথা সশস্ত্র বাহিনীতে তারা বৈষম্যের বেড়াজাল ভেঙে দিয়েছেন। দেশের শহর তথা গ্রামাঞ্চলে প্রতি পাঁচজন মহিলার মধ্যে একজন উদ্যোগপতি।

জীবনযাত্রাকে সহজ করে তুলতে ত্রিমুখী নীতি

স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং সামাজিক সুরক্ষার মতো সামাজিক ক্ষেত্রগুলিতে সরকার যে ব্যয় করছে তা অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রের ক্রমবর্ধমান বৈষম্য দূর করতে সাহায্য করবে। দেশের নাগরিকদের কাছে জীবনযাত্রা আরও সহজ করে তুলতে ২০২০-'২১ সালের বাজেটে 'অ্যাসপিরেশনাল ইন্ডিয়া', 'ইকোনমিক ডেভলপমেন্ট' এবং 'কেয়ারিং সোসাইটি', এই ত্রিমুখী পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করেছেন অর্থমন্ত্রী।

মা ও শিশুর পরিচর্যায় 'কেয়ারিং ইন্ডিয়া'

প্রসূতি মৃত্যুর হার কমানোর জন্য বিভিন্ন সুপারিশ পেশ করতে সরকার একটি টাস্ক ফোর্স গঠনের কথা ঘোষণা করেছে। ছয় মাসের মধ্যে এই টাস্ক ফোর্স সুপারিশ জমা দেবে।

এই টাস্ক ফোর্স গঠনের প্রয়োজনীয়তার কথা ঘোষণা করে অর্থমন্ত্রী বলেছেন... ''১৯২৯ সালের সারদা আইন সংশোধনের মাধ্যমে মেয়েদের বিয়ের বয়স ১৫ থেকে বাড়িয়ে ১৮ করা হয়েছে। দেশের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মেয়েদের সামনে উচ্চশিক্ষা ও কেরিয়ার গঠনের দরজা খুলে যাচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে প্রসূতি মৃত্যুর হার কমানো ও তাদের পুষ্টিবিধান একান্ত প্রয়োজন। মেয়েরা কোন বয়সে মা হচ্ছে সেই বিষয়টিকেও এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করা উচিত।''

মা ও শিশুদের স্বাস্থ্যের বিষয়টিকে 'কেয়ারিং ইন্ডিয়া' পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করে পুষ্টিবিধান সংক্রান্ত বিভিন্ন কর্মসূচি খাতে ৩৫,৬০০ কোটি টাকা বরাদ্দের কথা ঘোষণা করেছেন অর্থমন্ত্রী। তিনি বলেছেন, মা ও শিশুর স্বাস্থ্য একে অপরের ওপর নির্ভরশীল।

২০১৭-'১৮ সালে চালু হওয়া 'পোষণ অভিযান'-এর মাধ্যমে শিশু (৬ বছর বয়স পর্যন্ত), বয়ঃসন্ধির কিশোরী, গর্ভবতী ও স্তন্যদাত্রী মায়েদের পুষ্টিবিধানের ওপর জোর দিয়েছেন অর্থমন্ত্রী। তিনি জানিয়েছেন, ৬ লক্ষেরও বেশি অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীকে স্মার্ট ফোন দেওয়া হয়েছে। এই ফোনের সাহায্যে ১০ কোটিরও বেশি পরিবারের পুষ্টিগত অবস্থানের চিত্রটি তারা আপলোড করতে পারবেন।

তিনি আরও বলেছেন, 'বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও' প্রকল্পের বিষয়ে সচেতনতা প্রসার ও এই প্রকল্পের আরও ছড়িয়ে দেওয়ার সুফল মিলেছে। অর্থমন্ত্রী জানিয়েছেন, শিক্ষার সর্বস্তরে ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের মোট নথিভুক্তির হার বেড়েছে। বুনিয়াদি স্তরে ছেলেদের নথিভুক্তির হার যেখানে ৮৯.২৯ শতাংশ সেখানে মেয়েদের ক্ষেত্রে এই হার ৯৪.৩২ শতাংশ। মাধ্যমিক স্তরে মেয়েদের নথিভুক্তির হার ৮১.৩২ শতাংশ। আর এই স্তরে ছেলেদের নথিভুক্তির হার ৭৮ শতাংশ। অন্যদিকে, উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে ছেলেদের নথিভুক্তির হার যেখানে ৫৭.৫৪ শতাংশ তখন মেয়েদের ক্ষেত্রে এই হার ৫৯.৭০ শতাংশ।

নারী ও শিশু কল্যাণ মন্ত্রকের জন্য ১৪ শতাংশ বরাদ্দ বৃদ্ধি

এই বাজেটে নারী ও শিশু কল্যাণ মন্ত্রকের জন্য ৩০,০০৭ কোটিরও বেশি

টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে যা চলতি আর্থিক বছরের বরাদ্দের তুলনায় ৩,৮২২ কোটি টাকা বেশি। পুরো সামাজিক পরিষেবা ক্ষেত্রের জন্য বরাদ্দ ২০১৯-'২০ সালে যেখানে ছিল ৩,৮৯১.৭১ কোটি টাকা সেখানে ২০১০-'২১ সালে সেই বরাদ্দ বেড়ে হয়েছে ৪,০৩৬.৪৯ কোটি টাকা। প্রসঙ্গত, এই সামাজিক পরিষেবা ক্ষেত্রের মধ্যে পুষ্টি, সামাজিক সুরক্ষা ও কল্যাণ সাধনের মতো বিষয়গুলিও রয়েছে। জাতীয় পুষ্টি মিশন বা 'পোষণ অভিযান' খাতে ২০১৯-'২০ আর্থিক বছরে যেখানে বরাদ্দ ছিল ৩,৪০০ কোটি টাকা সেখানে ২০২৯-'২১ সালে এই বরাদ্দ বেড়ে হয়েছে ৩,৭০০ কোটি টাকা।

০-৬ বছর বয়ঃসীমার মধ্যে শিশুদের দেহের বাড়বাড়ন্ত বন্ধ হয়ে যাওয়ার ঘটনা ৩৮.৪ শতাংশ থেকে কমিয়ে ২০২২ সালের মধ্যে ২৫ শতাংশে আনাই 'পোষণ অভিযান'-এর লক্ষ্য। এই বিষয়টির ওপর মন্ত্রক বিশেষ অগ্রাধিকার দিচ্ছে। 'ওয়ান স্পট সেন্টার' প্রকল্পেও বরাদ্দ বেড়েছে। ২০১৯ সালে এই প্রকল্প খাতে যেখানে বরাদ্দ ছিল ২০৪ কোটি টাকা, সেখানে ২০২০ সালে এই বরাদ্দ বেড়ে হয়েছে ৩৮৫ কোটি টাকা। চিকিৎসা ও পুলিশি সহায়তা, যৌন নির্যাতন-সহ বিভিন্ন ধরনের হিংসার শিকার হওয়া মহিলাদের মনঃস্তাত্বিক ও সামাজিক কাউন্সেলিং-সহ একগুচ্ছ পরিষেবা দেওয়াই এই প্রকল্পের লক্ষ্য। মাতৃত্বকালীন সুবিধা ও শিশুদের সুরক্ষাও এই বাজেটে বিশেষ অগ্রাধিকার পেয়েছে।

মাতৃত্বকালীন সুবিধা প্রকল্প 'প্রধানমন্ত্রী মাতৃ বন্দনা যোজনা' (PMMVY) খাতে বরাদ্দ ২,৩০০ কোটি টাকা থেকে বেড়ে হয়েছে ২,৫০০ কোটি টাকা। এই প্রকল্পের আওতায় প্রথম জীবিত সন্তানের জন্য গর্ভবতী ও স্তন্যদাত্রী মায়েদের ৬,০০০ টাকা করে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়।

সুসংহত শিশু বিকাশ পরিষেবার আওতায় শিশু সুরক্ষা পরিষেবা কর্মসূচি খাতে বরাদ্দ ১,৩৫০ কোটি টাকা থেকে বাড়িয়ে করা হয়েছে ১,৫০০ কোটি টাকা। ২০২০-'২১ আর্থিক বছরে নারী ও শিশু কল্যাণ মন্ত্রকের জন্য মোট ৩০,০০৭ কোটি টাকা নির্দিষ্ট করে রাখা হয়েছে যা পূর্ববর্তী আর্থিক বছরের ২৬,৫৩২.৩৮ কোটি টাকা বরাদ্দের চেয়ে ১৪ শতাংশ বেশি।

নারী ও শিশু কল্যাণ খাতে বরাদ্দ

প্রকল্পের নাম	বরাদ্দ	বৃদ্ধি
রাষ্ট্রীয় পোষণ অভিযান	৩৭০০ কোটি টাকা	৩০০ কোটি টাকা
'ওয়ান স্পট সেন্টার' যোজনা	৩৮৫ কোটি টাকা	১৮১ কোটি টাকা
মাতৃ বন্দনা যোজনা	২৫০০ কোটি টাকা	২০০ কোটি টাকা
বাল সুরক্ষা সেবা	২৫০০ কোটি টাকা	১৫০ কোটি টাকা
মহিলা শক্তি কেন্দ্র	১০০ কোটি টাকা	৫০ কোটি টাকা

এই বাজেটে 'বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও' কর্মসূচির জন্য বরাদ্দ রয়েছে ২২০ কোটি টাকা। 'মহিলা শক্তি কেন্দ্র' কর্মসূচি খাতে বরাদ্দ ৫০ কোটি টাকা থেকে দ্বিগুণ বাড়িয়ে করা হয়েছে ১০০ কোটি টাকা। কেন্দ্রীয় অনুদানপুষ্ট প্রকল্পগুলির জন্য মোট বরাদ্দ রয়েছে ২৯,৭২০.৩৮ কোটি টাকা যা পূর্ববর্তী আর্থিক বছরের তুলনায় ৩,৮০৪ কোটি টাকা বেশি।

মহিলাদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে 'উজ্জ্বলা' প্রকল্প খাতে বরাদ্দ ২০ কোটি টাকা থেকে বাড়িয়ে করা হয়েছে ৩০ কোটি টাকা। প্রসঙ্গত, নারী পাচার রোধ, বিভিন্ন হিংসার শিকার হওয়া মহিলাদের উদ্ধার ও পুনর্বাসনই এই প্রকল্পের লক্ষ্য। সামগ্রিকভাবে নারীর সুরক্ষা ও ক্ষমতায়ন মিশনের জন্য মোট বাজেট বরাদ্দ ৯৬১ কোটি টাকা থেকে বাড়িয়ে করা হয়েছে ১,১৬৩ কোটি টাকা। 'ব্লু ইকোনমি', বিশেষ করে মৎস্যচাষ ক্ষেত্রের জন্য বাজেটে যে ঘোষণা করা হয়েছে তার ফলে মহিলারাও উপকৃত হবেন। কারণ দেশের বহু মহিলাই এই ক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত।

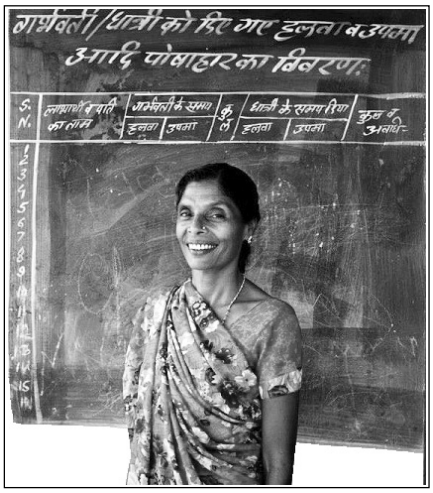

প্রবীণ নাগরিক

লোকসভায় ২০২০-'২১ সালের বাজেট পেশ করার সময় প্রবীণ নাগরিক ও দিব্যাঙ্গদের কল্যাণে ৯,৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দের কথা ঘোষণা করেছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী। ২০১৯ সালের বাজেটে প্রবীণ নাগরিকদের (৬০ বছর বা তার বেশি কিন্তু ৮০ বছরের কম) ৩ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয় ছিল আয়করমুক্ত। ৩ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫ লক্ষ টাকা আয়ের ওপর ৫ শতাংশ, ৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয়ে ২০ শতাংশ এবং ১০ লক্ষ টাকার বেশি আয়ে ৩০ শতাংশ কর ধার্য করা হয়েছিল। ৮০ বা তার বেশি বয়সের অতি প্রবীণ নাগরিকদের ক্ষেত্রে ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয় করমুক্ত। ৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১০ লক্ষ টাকার ওপর ২০ শতাংশ এবং ১০ লক্ষেরও বেশি টাকার ক্ষেত্রে ৩০ শতাংশ আয়কর বসানো হয়েছে। এছাড়া, তপশিলি উপজাতিভুক্ত মানুষের কল্যাণে ৫৩,৭০০ কোটি টাকা এবং তপশিলি জাতি ও অন্যান্য অনগ্রসর সম্প্রদায়ের জন্য ৮৫,০০০ কোটি টাকা বরাদ্দের ঘোষণা করেছেন অর্থমন্ত্রী।

পরিশেষে

মহিলারাই দেশের জনসংখ্যার অর্ধেক। তাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ক্ষমতায়ন ছাড়া দেশ এগোতে পারে না। প্রবীণ নাগরিকদের গুরুত্বও কিছু কম নয়। তাদের কল্যাণে একটি বহুমুখী ও সুসংগঠিত কর্মপ্রকল্প গ্রহণ করা হলে দেশ এগোবেই। দেশকে এই অগ্রগতির পথে নিয়ে যেতে সমস্ত ক্ষেত্র আজ একযোগে কাজে নেমেছে।❑

অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৯-'২০ : মুখ্য বৈশিষ্ট্য

সংকলন : যোজনা পত্রিকা গোষ্ঠী

কেন্দ্রীয় অর্থ ও কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রী নির্মলা সীতারামণ সংসদে ২০১৯-'২০ অর্থবর্ষের অর্থনৈতিক সমীক্ষা পেশ করেছেন। এর মূল বৈশিষ্ট্যগুলি হল :

☐ সম্পদ সৃষ্টি : অদৃশ্য হাতকে মজবুত করতে আস্থা ও বিশ্বাসের হাত

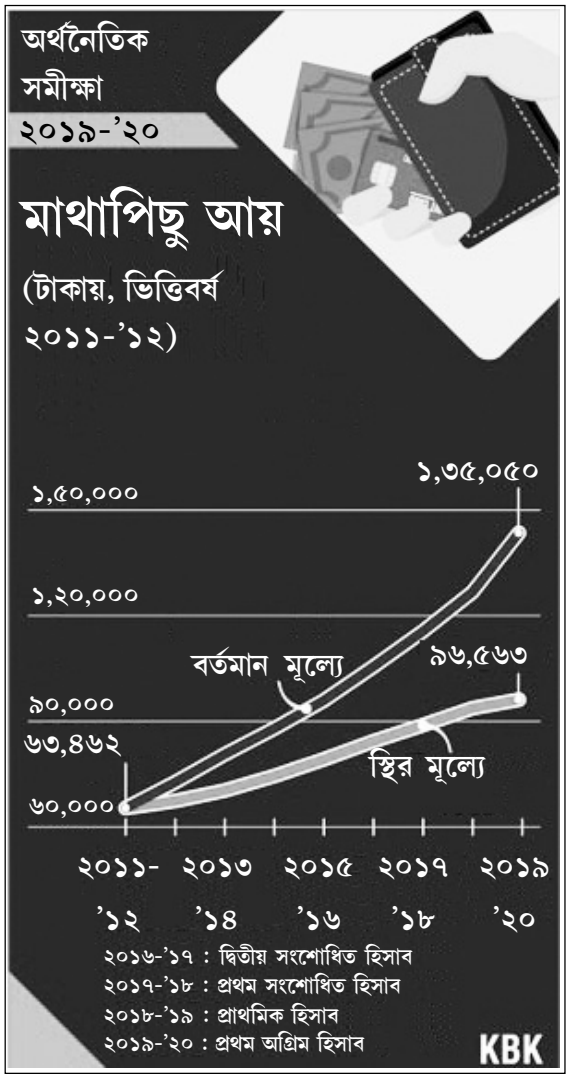

- সমীক্ষায় দেখা গেছে, বন্ধ ক্ষেত্রগুলির তুলনায় উন্মুক্ত ক্ষেত্রগুলির বিকাশ হয়েছে অনেক দ্রুতহারে।
- উদারীকরণের পর ভারতের মোট অভ্যন্তরীণ পণ্য—GDP ও মাথা-পিছু বিকাশ হারের বৃদ্ধির সঙ্গে সম্পদ সৃষ্টি সমানভাবে বেড়েছে।
- সমীক্ষায় বলা হয়েছে, ভারতীয় অর্থনীতিকে ৫ লক্ষ কোটি ডলারে নিয়ে যাওয়ার স্বপ্ন সফল হবে কিনা তা নির্ভর করছে :
  - ❖ বাজারের অদৃশ্য হাতকে শক্তিশালী করা এবং
  - ❖ একে আস্থা ও বিশ্বাস জোগানোর ওপর।
- সমাক্ষায় বলা হয়েছে, তথ্য ও প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে এমন নীতি নির্ধারণ করতে হবে যা স্বচ্ছ এবং যার কার্যকর রূপায়ণ সম্ভব।

☐ নেটওয়ার্ক পণ্যসমূহের ওপর বিশেষায়িত জ্ঞানের মাধ্যমে চাকরির সুযোগ সৃষ্টি এবং বিকাশ

- "Assemble in India for the world" কর্মসূচিকে "Make in India"-র সঙ্গে সংযুক্ত করলে ২০২৫ সালের মধ্যে রপ্তানির বাজারের প্রায় সাড়ে তিন শতাংশ ভারতের দখলে আসবে। ২০৩০ সালের মধ্যে এই হার দাঁড়াবে ৬ শতাংশে।
- ২০২৫ সালের মধ্যে ভালো পারিশ্রমিকের ৪ কোটি এবং ২০৩০ সালের মধ্যে ৮ কোটি চাকরির সৃষ্টি হবে।
- ২০২৫ সালের মধ্যে ভারতীয় অর্থনীতিকে ৫ লক্ষ কোটি ডলারে নিয়ে যাবার জন্য যে মূল্য সংযোজনের প্রয়োজন, তার এক-চতুর্থাংশ নেটওয়ার্ক পণ্য রপ্তানির মাধ্যমে পাওয়া সম্ভব।

☐ সুস্থিত উন্নয়ন ও জলবায়ু পরিবর্তন

- ভারত রাষ্ট্রসংঘের পরিবেশ সংক্রান্ত সম্মেলন COP-14-এর আয়োজন করেছে। সেখানে দিল্লি ঘোষণাপত্রে বিনিয়োগ ও নতুন সম্ভাবনার দ্বার খোলার প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে।
- বনাঞ্চল ও বৃক্ষ আচ্ছাদন
  - ❖ বেড়ে বর্তমানে ৮ কোটি ৭ লক্ষ ৩০ হাজার হেক্টর হয়েছে,
  - ❖ দেশের মোট ভৌগোলিক এলাকার ২৪.৫৬ শতাংশ।

☐ কৃষি ও খাদ্য ব্যবস্থাপনা

'কৃষি, বনজ সম্পদ ও মৎস্যপালন' ক্ষেত্র থেকে ২০১৯-'২০ সালে ভিত্তিমূল্যে মোট মূল্য সংযোজনের (Gross Value Added—GVA) বিকাশ হার ২.৮ শতাংশ হবে বলে মনে করা হচ্ছে। ২০১৭-'১৮ সাল পর্যন্ত গত ৬ বছরে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের বার্ষিক গড় বিকাশ হার ছিল ৫.০৬ শতাংশের আশেপাশে। অসহায়, দরিদ্র মানুষের স্বার্থরক্ষার পাশাপাশি সমীক্ষায় খাদ্য সুরক্ষা অব্যাহত রাখতে যে দু'টি বিষয়ের ওপর জোর দিতে বলা হয়েছে তা হল :

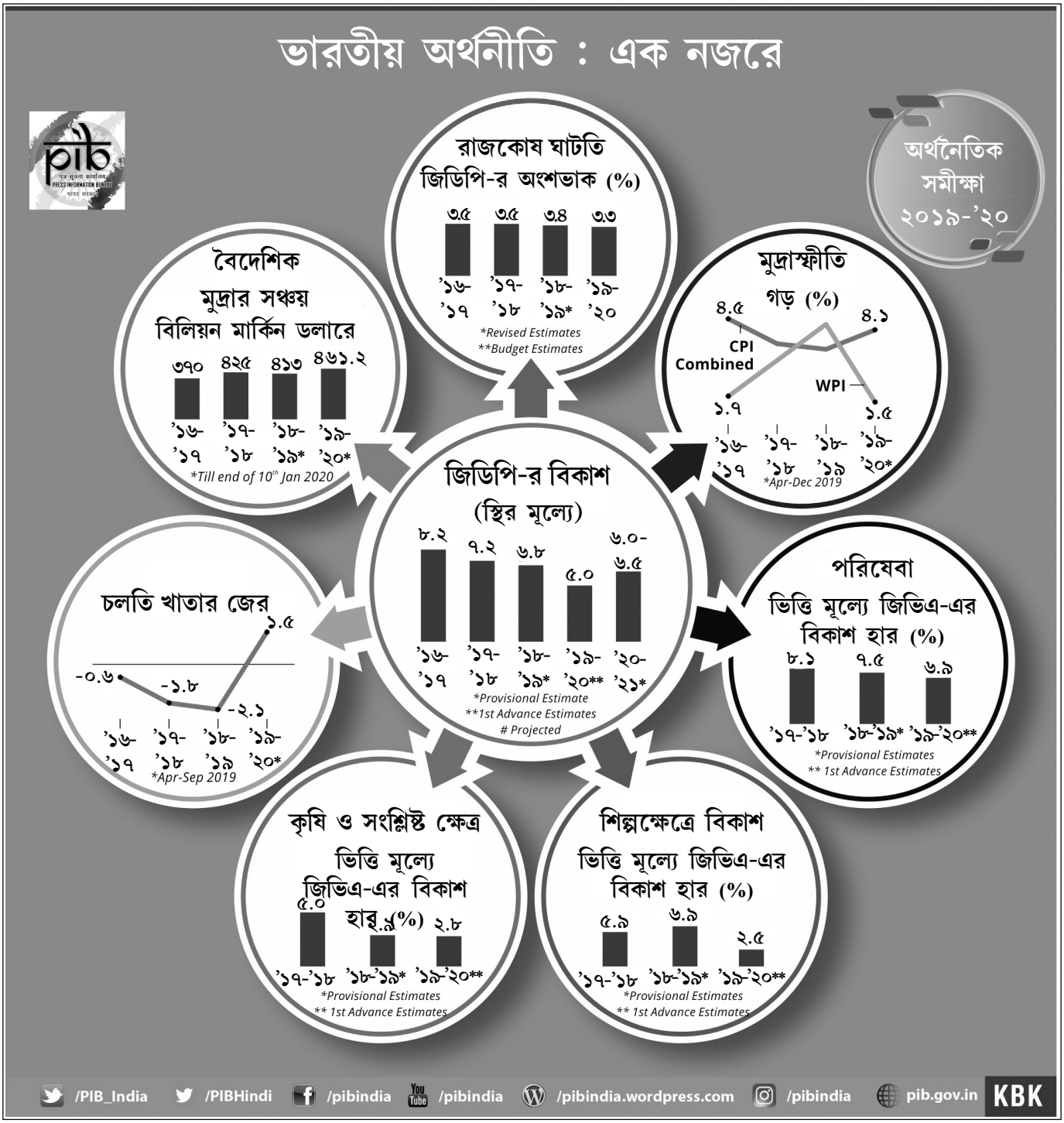

❖ খাদ্য সুরক্ষা বিল; এবং

❖ জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা আইনের পরিধি ও দর খতিয়ে দেখা

☐ শিল্প ও পরিকাঠামো

● শিল্পোৎপাদন সূচকের নিরিখে ২০১৯-'২০ সালের এপ্রিল থেকে নভেম্বরে শিল্প ক্ষেত্রের বিকাশহার ০.৬ শতাংশ। আগের বছর, অর্থাৎ ২০১৮-'১৯ সালের একই সময়ে এই হার ছিল ৫ শতাংশ।

● সার ক্ষেত্রে ২০১৯-'২০ সালের এপ্রিল থেকে নভেম্বরে বিকাশ হার ৪ শতাংশ। আগের বছর অর্থাৎ ২০১৮-'১৯ সালের একই সময়ে এই হার ছিল ১.৩ শতাংশ।

● ইস্পাত ক্ষেত্রে ২০১৯-'২০ সালের এপ্রিল থেকে বিকাশ হার ৫.২ শতাংশ। আগের বছর, অর্থাৎ ২০১৮-'১৯ সালের একই সময়ে এই হার ছিল ৩.৬ শতাংশ।

● ২০১৯ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর তারিখে দেশে মোট টেলিফোন সংযোগের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১১৯ কোটি ৪৩ লক্ষ।

☐ **সামাজিক পরিকাঠামো, কর্মসংস্থান এবং মানবসম্পদ বিকাশ**

● সামাজিক ক্ষেত্রে (স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং অন্যান্য) GDP-র নিরিখে কেন্দ্র ও রাজ্যের ব্যয় ২০১৪-'১৫ সালে ছিল ৬.২ শতাংশ। ২০১৯-'২০ সালে তা বেড়ে হয়েছে ৭.৭ শতাংশ (বাজেট বিকাশ)।

● মানবোন্নয়ন সূচকে ২০১৭ সালে ভারতের স্থান ছিল ১৩০। ২০১৮ সালে এক ধাপ উঠে তা হয়েছে ১২৯। মানবোন্নয়ন সূচকে ভারতের বার্ষিক বৃদ্ধির হার ১.৩৪ শতাংশ, যা দ্রুততম বিকাশ হারগুলি অন্যতম।

● নিয়মিত বেতন বা মজুরি পান, এমন কর্মীর সংখ্যা ৫ শতাংশ বেড়েছে। ২০১১-'১২ সালের ১৮ শতাংশ থেকে বেড়ে ২০১৭-'১৮ সালে তা হয়েছে ২৩ শতাংশ।

● অর্থনীতিতে সংগঠিত ক্ষেত্রে মোট কর্মসংস্থানের হার ২০১১-'১২ সালের ৮ শতাংশ থেকে বেড়ে ২০১৭-'১৮ সালে হয়েছে ৯.৯৮ শতাংশ।

● আয়ুষ্মান ভারত ও মিশন ইন্দ্রধনুষের মাধ্যমে দেশজুড়ে স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নতি হয়েছে।

● মিশন ইন্দ্রধনুষের আওতায় দেশের ৬৮০-টি জেলার ৩ কোটি ৩৯ লক্ষ শিশু এবং ৮৭ লক্ষ ১৮ হাজার গর্ভবতী মহিলাকে টিকা দেওয়া হয়েছে।

● গ্রামীণ এলাকায় ৭৬.৭ শতাংশ এবং শহর এলাকায় প্রায় ৯৬ শতাংশ পরিবার পাকা বাড়িতে বসবাস করে।

● স্বাস্থ্যবিধান সংক্রান্ত অভ্যাসগত পরিবর্তন এবং কঠিন ও তরল ব্যবস্থাপনার ওপর জোর দিয়ে ১০ বছর মেয়াদের একটি গ্রামীণ স্বাস্থ্যবিধান পরিকল্পনার সূচনা হয়েছে।❑

সূত্র : প্রেস ইনফর্মেশন ব্যুরো

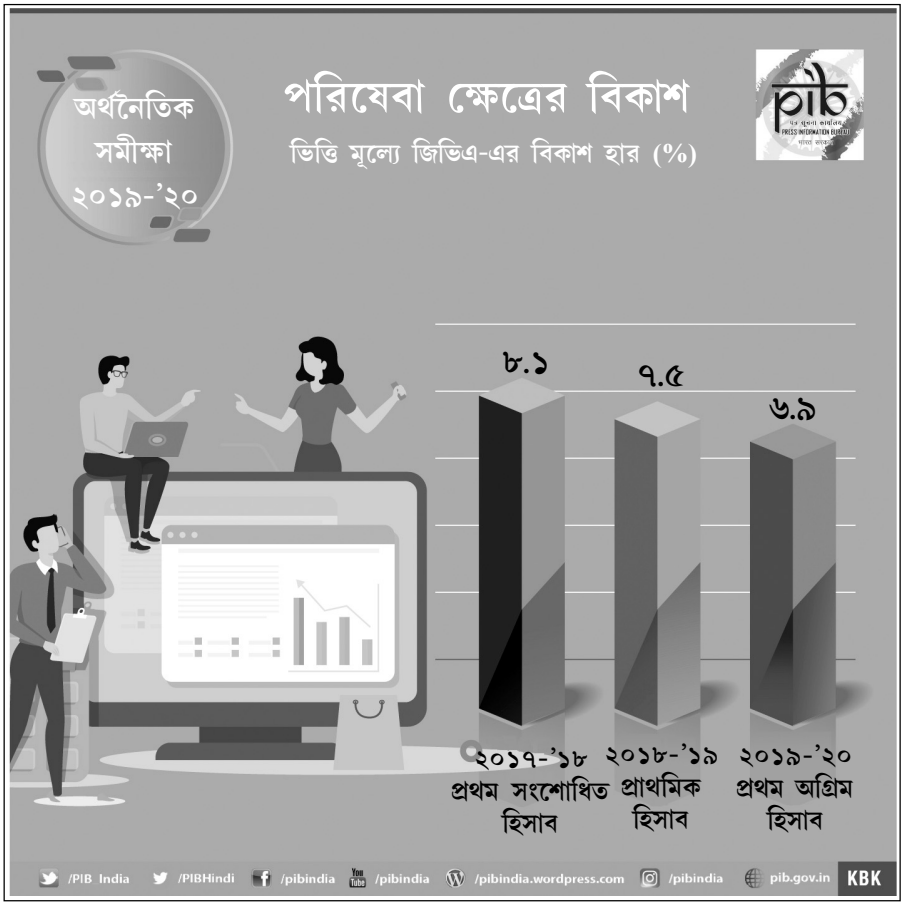

লক্ষ্য উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সার্বিক উন্নয়ন

শ্রীপ্রকাশ শর্মা

জাতীয় উন্নয়ন নির্ভর করে দেশের মানুষের উন্নয়নের ওপর। কেন্দ্রীয় বাজেটে অর্থনীতির বিকাশ সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে দেশের যুব সম্প্রদায়ের জন্য কর্মসংস্থানের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে এবং জোর দেওয়া হয়েছে জীবনযাপনের গুণমানে আমূল পরিবর্তন আনার দিকে। 'পূর্বোদয়-পূর্বাঞ্চলের উত্থান'-এর যে স্বপ্ন প্রধানমন্ত্রী দেখছেন তার হাত ধরেই আগামী দিনে এই সমস্ত ঐতিহাসিক পদক্ষেপ বাস্তবায়িত হবে।

দেশের একেবারে পূর্বে কৌশলগত দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ স্থানে অবস্থিত ২৬ লক্ষ বর্গকিলোমিটার বিস্তৃত ভূমিকেই বলা হয় উত্তর-পূর্বাঞ্চল। অরুণাচল প্রদেশ, অসম, মণিপুর, মেঘালয়, নাগাল্যান্ড, ত্রিপুরা ও সিকিম, এই আটটি রাজ্যকে নিয়ে গঠিত এই উত্তর-পূর্বাঞ্চলের গা ঘেঁষে চলে গেছে প্রতিবেশী বেশ কয়েকটি দেশের আন্তর্জাতিক সীমান্ত; যার বিস্তার ৩,২২০ মাইল। দুর্গম পার্বত্যভূমি, বিচিত্র উদ্ভিদ ও প্রাণী জগৎ, বৃষ্টিপাতের ধরন, বৈচিত্র্যপূর্ণ খাদ্যাভ্যাস, সংস্কৃতি এবং অন্যান্য সামাজিক-মানবিক সূচকের নিরিখে দেশের এই অঞ্চল অনন্য। এই অঞ্চলের ভৌগোলিক গঠন, ভূপ্রকৃতিও অভিনব; এখানে পর্যাপ্ত জলসম্পদ রয়েছে, তার ওপর এখানকার সমৃদ্ধ জীববৈচিত্র্য, ঘন চিরহরিৎ অরণ্য, উর্বর জমি এই অঞ্চলকে এক স্বাতন্ত্র্য দিয়েছে। এখানকার আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক অবস্থা তথা জাতিগত ও সাংস্কৃতিক সত্তা দেশের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় একেবারেই আলাদা।

তবে দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ছবিটা এক নজরে দেখে যতটা আকর্ষণীয় বলে মনে আদতে ততটা নয়। ২০২০-'২১ সালের বাজেটে দেশের উন্নয়নের যে রূপরেখা সরকার তৈরি করেছে, তাতে তিনটি বিষয় বা থিমের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম হল 'ইন্সপিরেশনাল ইন্ডিয়া'। এই লক্ষ্যপূরণের অঙ্গ হিসাবে দেশের সবচেয়ে বৈচিত্র্যময় এলাকা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সামগ্রিক পরিবর্তনের ডাক দেওয়া হয়েছে।

এই অঞ্চলের জনসংখ্যা ৪ কোটি ৫০ লক্ষ। এখানকার বাসিন্দাদের প্রধান জীবিকা কৃষিকাজ। এখানে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিদের সংখ্যা এত বেশি যে এই অঞ্চলের কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি যথেষ্ট নড়বড়ে। কৃষিকাজে উৎপাদনশীলতা এমনিতেই কম। তার ওপর, অতিবৃষ্টির কারণে উপর্যুপরি বন্যা, ভূমিক্ষয়, ভূমি ধসের ফলে কৃষিকাজের আরও ক্ষতি হয়। এই কারণেই এখানকার মানুষের ক্রয়ক্ষমতা অত্যন্ত কম এবং সামগ্রিকভাবে এই অঞ্চল দারিদ্র্যকবলিত। সর্বশেষ পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, এখানে দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী মানুষের প্রকৃত সংখ্যাটা হল ১ কোটি ৩৬ লক্ষ যা এই অঞ্চলের মোট জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ। তার ওপরও রয়েছে ক্রমবর্ধমান বেকারত্ব। এই সমস্যাগুলির মোকাবিলা করতে গেলে এই অঞ্চলের জন্য সুপরিকল্পিত ও সুসমন্বিত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।

[লেখক অধ্যক্ষ, জওহর নবোদয় বিদ্যালয়, মামিত, মিজোরাম। ই-মেল : spsharma.rishu@gmail.com]

গত কয়েক দশকে দেশের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বা GDP-তে পরিষেবা ক্ষেত্রের অবদান অবিশ্বাস্যভাবে বেড়েছে। ১৯৫৫ সালে দেশের GDP-তে পরিষেবা ক্ষেত্রের অবদান যেখানে ছিল ২৯ শতাংশ যেখানে ২০২০ সালে এই ক্ষেত্রের অবদান ৫৫ শতাংশে দাঁড়াবে বলে আশা করা হচ্ছে। পরিষেবা ক্ষেত্রের এই সম্প্রসারণের হাত ধরে সমাজের সকলকে নিয়ে বিকাশের লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছে দেশ। পরিষেবা ক্ষেত্রের দ্রুত বিকাশ ও জাতীয় আয়ে এই ক্ষেত্রের অবদানের কথা মাথায় রেখে অসমের প্রত্নতাত্ত্বিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ পাঁচটি স্থানকে জরুরি ভিত্তিতে বিশেষ পর্যটনস্থল হিসাবে গড়ে তোলা এবং ওই স্থানগুলিতে সংগ্রহশালা নির্মাণের প্রস্তাব রয়েছে কেন্দ্রীয় বাজেটে। অসমের পূর্বতন রংপুর বা বর্তমানের শিবসাগর জেলার পত্তন হয়েছে অহম রাজবংশের হাত ধরে। এই রাজবংশ প্রায় ছয়শো বছর রাজত্ব করেছে এই জেলায়। শিবসাগর জেলাকেও প্রত্নতাত্ত্বিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ পর্যটনস্থল হিসাবে গড়ে তোলা হবে।

শিবসাগর জেলায় ৫০০-টিরও বেশি ঐতিহাসিক স্থান রয়েছে। সুন্দর, সুন্দর সব মন্দির, জলাশয়, রং-ঘর দিয়ে সাজানো এই জেলা। দেশি-বিদেশি পর্যটকদের কাছে এক আকর্ষণীয় পর্যটনস্থল হয়ে ওঠার সব সম্ভাবনাই রয়েছে এই জেলার। এতে এখানকার মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ হবে, তাদের আয় বাড়বে। সেইসঙ্গে, দেশের বৈদেশিক মুদ্রার ভাণ্ডারও সমৃদ্ধ হবে। ১৬,২০০ কিলোমিটার বিস্তৃত ন্যাশনাল গ্যাস গ্রিডকে সম্প্রসারিত করে ২৭,০০০ কিলোমিটার করার প্রস্তাবও গ্রহণ করা হয়েছে এবং তার জন্য ইন্দ্রধনুষ গ্যাস গ্রিড লিমিটেডকে (IGGL) ইতোমধ্যেই ৫,৫৫৯ কোটি টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে। এই সংস্থাই উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় প্রাকৃতিক গ্যাস ও পাইপলাইন গ্রিড তৈরি করবে। IGGL-এর মাধ্যমে উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় প্রাকৃতিক গ্যাস গ্রিডের সম্প্রসারণ হলে সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলের আরও দ্রুত বিকাশ ঘটবে। ফলে এই অঞ্চলে জ্বালানির জোগান যেমন বাড়বে, তেমনই এখানে শিল্পায়নের পথও প্রশস্ত হবে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের আটটি রাজ্যে প্রাকৃতিক গ্যাসের নিরবচ্ছিন্ন জোগানে IGGL যে একটা বড়ো ভূমিকা নেবে তা আর নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না।

এই অঞ্চলে শিল্পায়নের উপযোগী পরিবেশ গড়ে তোলা ও এখানকার প্রাকৃতিক সম্পদকে কাজে লাগানোই সরকারের দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য। সেই লক্ষ্য পূরণ হলে এই অঞ্চলে কর্মসংস্থানের ব্যাপক সুযোগ সৃষ্টি হবে। ফলে এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক বিকাশ যেমন ত্বরান্বিত হবে, তেমনই বিকাশের মূলস্রোতে আসতে পারবে এই অঞ্চল। 'পূর্বোদয়-পূর্বাঞ্চলের উত্থান'-এর যে স্বপ্ন প্রধানমন্ত্রী দেখছেন তার হাত ধরেই আগামী দিনে এই সমস্ত ঐতিহাসিক পদক্ষেপ বাস্তবায়িত হবে। এই অঞ্চলের অর্থনীতির মূল ভিত্তি হল কৃষি। তাই এখানে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কতটা দ্রুত ও কতটা আন্তরিকভাবে বিভিন্ন উদ্ভাবনমূলক পদ্ধতির প্রয়োগ করা হচ্ছে তার ওপরই বিশেষ করে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের আটটি রাজ্যে 'অ্যাসপিরেশনাল ইন্ডিয়ার'-র রূপায়ণ তথা সাফল্য নির্ভর করছে। এই অঞ্চলের খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সুসংহত গবেষণার প্রয়োজন। সেইসঙ্গে অঞ্চলের প্রাকৃতিক ও মানব সম্পদকে যথাযথভাবে কাজে লাগানোও একান্ত জরুরি।

অর্থমন্ত্রী তার বাজেট ভাষণে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের দ্রুত অর্থনৈতিক বিকাশের জন্য একগুচ্ছ প্রকল্পের কথা ঘোষণা করেছেন। এ থেকেই বোঝা যায় 'সবকা সাথ, সবকা বিশ্বাস, সবকা বিকাশ'-এর প্রতিশ্রুতি পালনে সরকার কতটা আন্তরিক। তবে বিভিন্ন প্রাকৃতিক ও অন্যান্য সম্পদ মুষ্টিমেয় মানুষের কুক্ষিগত হয়ে থাকার কারণে তথা উন্নয়নের অবস্থা ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ আর্থ-সামাজিক সূচকের পরিপ্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রীর এই স্বপ্নপূরণের পথে অনেক বাধা এসে দাঁড়িয়েছে। এই সন্ধিক্ষণে এখন সবচেয়ে বেশি যেটা প্রয়োজন তা হল এই অঞ্চলকে প্রাকৃতিক ও মানব সম্পদের একটা উৎসে পরিণত করা, যাতে উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির এক দৃষ্টান্ত হয়ে উঠতে পারে এই অঞ্চল।❑

উল্লেখপঞ্জি :

(১) Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, New Delhi.

(২) Directorate of Economics and Statistics.

যোজনা ? ক্যুইজ

১। বব ইগার ১৫ বছর কোন সংস্থার মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক হিসেবে কাজ করার পর সম্প্রতি পদত্যাগ করেছেন?

২। বর্তমানে ‘insurance intermediaries’-এ কত শতাংশ প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ করা সম্ভব?

৩। Container Corporation of India (Concor) এবং RZD Logistics JSC (Russian Railways)-এর মধ্যে হওয়া নতুন সমঝোতা অনুসারে পণ্য কোন দেশের পথে পরিবহণ করা হবে?

৪। ভারতীয় বংশোদ্ভূত সু-এলিন ব্রেভারম্যান কোন দেশের অ্যাটর্নি জেনেরাল?

৫। নভেল করোনা ভাইরাস (COVID-19) চিহ্নিত করার জন্য কোন দেশ সর্বপ্রথম ‘অ্যান্টিবডি’ তৈরি করেছে?

৬। ‘Hurun Global Rich List 2020’ অনুযায়ী সব থেকে বেশি সংখ্যক বিলিয়নেয়ার কোন দেশে?

৭। THDC India ও North Eastern Electric Power Corporation Ltd. (NEEPCO)-তে সরকারের অংশ কিনে নিচ্ছে কোন সরকারি ক্ষেত্রের সংস্থা?

৮। Fortune’s ‘Top-20 Big Companies to Work For’ সারণিতে স্থান করে নিয়েছে একমাত্র কোন ভারতীয় সংস্থা?

৯। দুই প্রজাতির পাখি—‘Red Throated Thrush’ ও ‘Plumbeous Water Redstart’—সম্প্রতি ভারতের কোন রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে পাওয়া গেছে?

১০। অভয় কুমার সিং-কে কোন ভারতীয় সরকারি ক্ষেত্রের সংস্থার চেয়ারম্যান তথা ম্যানেজিং ডাইরেক্টর হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে?

১১। গত ২৪ ফেব্রুয়ারি কোন প্রকল্প সূচনার প্রথম বার্ষিকী ছিল?

১২। ২০২২ সালের বার্মিংহাম কমনওয়েল্‌থ গেমসের অঙ্গ হিসেবে শুটিং ও তীরন্দাজীর প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে ভারতে। কোন শহরে?

১৩। ভারতের ‘সেন্ট্রাল ভিস্টা’ প্রকল্প কোন শহরে গড়ে উঠছে?

১৪। ‘Groupe d’action financière’ কোন সংগঠনের ফ্রেঞ্চ ভাষার নাম?

১৫। আন্তর্জাতিক সিকিউরিটিস বাজারে কোন ব্যাঙ্ক ‘মসলা বন্ড’ লিস্ট করেছে প্রথমবার?

১৬। Antihydrogen-এর উপাদান কী কী?

১৭। ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত প্রাপ্ত পরিসংখ্যান অনুযায়ী কোন দেশ ভারতের বৃহত্তম বাণিজ্য সহযোগী?

১৮। সম্প্রতি নয়া দিল্লিতে আয়োজিত হয় এশীয় কুস্তি চ্যাম্পিয়নশিপ। সেখানে ভারত পদক তালিকায় কোন স্থানে ছিল?

১৯। হালে গঠিত হয়েছে সঞ্জীব পুরি বিশেষজ্ঞ দল। তাদের পর্যালোচনার ক্ষেত্র কোনটি?

২০। সদ্য আবিষ্কৃত এক প্রাণীর নামকরণ হয়েছে গ্রেটা থুনবার্গের নামে, ‘C. gretathunbergae’। প্রাণীটি কোন প্রজাতির?

২১। ‘NRI Sabha’ অনাবাসী ভারতীয়দের জন্য একটি অসরকারি সংস্থা যার পৃষ্ঠপোষক সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকার। কোন রাজ্য?

২২। ‘JavaScript sniffers’ শব্দ বন্ধটির অর্থ কী?

২৩। Ethnologue কী?

২৪। Vellbergia bartholomaei কোন প্রজাতির প্রাণী?

২৫। ভারতীয় বংশোদ্ভূত লিও ভারাদকার কোন পদে আছেন?

উত্তর :

১. ওয়াল্ট ডিসনি কোম্পানি। ২. ১০০ শতাংশ। ৩. ইরান। ৪. যুক্তরাজ্য (ইউনাইটেড কিংডম)। ৫. সিঙ্গাপুর। ৬. চিন। ৭. NTPC Limited। ৮. টাটা কনসাল্টেন্সি সার্ভিসেস। ৯. লাদাখ। ১০. NHPC Limited। ১১. প্রধানমন্ত্রী কিসান সম্মান নিধি (PM-KISAN)। ১২. চণ্ডীগড়। ১৩. নয়া দিল্লি। ১৪. Financial Action Task Force (FATF)। ১৫. এশীয় পরিকাঠামো বিনিয়োগ ব্যাঙ্ক। ১৬. Positron ও Antiproton। ১৭. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। ১৮. তৃতীয়। ১৯. খামার রপ্তানি। ২০. শামুক। ২১. পাঞ্জাব। ২২. Malware। ২৩. ভাষার ডেটাবেস। ২৪. টিকটিকি। ২৫. আয়ারল্যান্ড-এর প্রধানমন্ত্রী।❑

রাজ্য বাজেট

গত ১০ ফেব্রুয়ারি রাজ্য বিধানসভায় বাজেট পেশ করেন অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্র। আগামী বছরেই রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন। তার আগে শেষ পূর্ণাঙ্গ বাজেট। একগুচ্ছ প্রকল্প ও ছাড়ের কথা ঘোষণা, যার মধ্যে রয়েছে বিদ্যুৎ মাসুলে ছাড়, মোটর ভেহিক্যালসের সমস্ত রকম জরিমানা মকুব, চা-বাগানগুলিতে কৃষি আয়কর মকুবের মতো একাধিক উল্লেখ। রাজ্য সরকার বিদ্যুতে ৭৫ ইউনিট ছাড়ের কথা ঘোষণা করেছে। এই বাজেটে একদিকে যেমন আদিবাসীদের পেনশন-সহ একগুচ্ছ প্রকল্প রাখা হয়েছে। অন্যদিকে, চা শ্রমিক, অসংগঠিত শ্রমিক এবং কৃষকদের ক্ষেত্রেও বেশ কিছু ঘোষণা করেছে সরকার। আদিবাসীদের জন্য যেমন 'জয় জোহর' পেনশন প্রকল্প চালু করার কথা বলা হয়েছে, তেমনই গৃহহীন চা শ্রমিকদের জন্য 'চা-সুন্দরী' প্রকল্পের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, চা বাগানগুলোতে কৃষি আয়কর মকুব করা হবে বলেও জানানো হয়েছে। শিক্ষা ক্ষেত্রেও বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ঘোষণা করা হয়েছে। বিগত রাজ্যে ৪২-টি বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলার কথা বলা হয়েছে বাজেটে। এছাড়া রাজ্যের ছেলেমেয়েরা যাতে সিভিল সার্ভিসে আরও ভালো ফল করতে পারে, তার জন্য কলকাতা, শিলিগুড়ি ও দুর্গাপুরে ট্রেনিং অ্যাকাডেমি খোলা হবে বলেও জানান অর্থমন্ত্রী। পরে সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, বেকারদের দিশা দেখানোর চেষ্টা হয়েছে এই বাজেটে। কর্মসাথী প্রকল্পের আওতায় প্রতি বছর এক লক্ষ ছেলেমেয়ের চাকরি হবে বলে জানান তিনি। শুধু তাই নয়, বেকারদের এই প্রকল্পের অধীনে ২ লক্ষ টাকা করে ঋণও দেওয়া হবে। অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের জন্য সামাজিক সুরক্ষার কথা বলা হয়েছে বাজেটে। তাদের জন্য বিনামূল্যে পেনশন প্রকল্প চালু করা হবে বলেও জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

❖ **বিদ্যুৎ :** গ্রামীণ বিদ্যুদয়নের হাত ধরে চালু হয়েছিল 'সবার ঘরে আলো' প্রকল্প। আর এবার রাজ্যে চালু হতে চলেছে 'হাসির আলো'। এবারের বাজেট বক্তৃতায় রাজ্যের অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্র জানিয়েছেন, পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অংশে আর্থিকভাবে পিছিয়ে থাকা পরিবারগুলির জন্য ইতোমধ্যেই কম দামে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হচ্ছে। কিন্তু তাদের মধ্যেও এমন অনেক পরিবার রয়েছে, যাদের সামান্য দামে বিদ্যুৎ কেনারও ক্ষমতাটুকু পর্যন্ত নেই। সেই সমস্ত পরিবারের জন্যই এবার 'হাসির আলো' আনা হল বলে দাবি করেছেন অমিতবাবু। যেখানে সাধারণভাবে একটি ঘরে আলো-পাখার ব্যবহার যতটা না করলেই নয়, মোটামুটি ততটা পরিষেবাই পাওয়া যাবে নিখরচায়। বাজেট বক্তৃতায় অর্থমন্ত্রীর প্রস্তাব অনুযায়ী, 'হাসির আলো' প্রকল্প মারফত গ্রাম ও শহরাঞ্চলের অত্যন্ত গরিব মানুষদের নিখরচায় তিন মাসে ৭৫ ইউনিট পর্যন্ত বিদ্যুৎ পরিষেবা দেওয়া শুরু হবে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে। অর্থাৎ যেসমস্ত পরিবারের তিন মাসে ৭৫ ইউনিট পর্যন্ত বিদ্যুৎ খরচ হয়, তারাই ওই প্রকল্পের আওতায় আসতে পারবেন। মূলত যাদের 'লাইফ লাইন কনজিউমার' বলা হয়। রাজ্যের প্রায় ৩৫ লক্ষ পরিবার এই সুবিধা পাবে বলে জানান তিনি। প্রকল্পটিতে আগামী অর্থবর্ষের (২০২০-'২১) জন্য ২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

❖ **চা শিল্প :** উত্তরবঙ্গে কর্মসংস্থানের অন্যতম প্রধান সূত্র চা শিল্প। কিন্তু আবহাওয়ার সমস্যা, বছর দুয়েক আগের রাজনৈতিক গোলমাল ইত্যাদির জেরে হালে কিছুটা বিপর্যস্ত তারা। এই অবস্থায় আগামী অর্থবর্ষের বাজেট ঘোষণায় চা শিল্পের জন্য দু'টি প্রস্তাব এনেছেন রাজ্যের অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্র। একটি নতুন, নাম চা সুন্দরী। বাগানের গৃহহীন শ্রমিকদের জন্য আবাসন প্রকল্প। অন্যটি গত দু'বছরের ধারাবাহিকতা অনুযায়ী সম্প্রসারিত। বাগানকে কৃষি আয়করে আরও দু'বছরের জন্য সম্পূর্ণ ছাড়। অমিতবাবুর দাবি, রাজ্যের চা শিল্প কঠিন অবস্থার মধ্যে দিয়ে চলেছে। তাই এই সিদ্ধান্ত। বাগানের মুনাফার উপরে কৃষি আয়করের হিসেব কষা হয়। এর আগে ২০১৮-'১৯ এবং ২০১৯-'২০ সালেও এক বছর করে ওই কর ছাড় দিয়েছিলেন অর্থমন্ত্রী। এবার একসঙ্গে দু'বছরের (২০২০-'২১ ও ২০২১-'২২) জন্য ছাড় মিলল।

❖ **এমএসএমই :** বাজেট প্রস্তাবে ছোটো শিল্পের জন্য একগুচ্ছ পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করলেন রাজ্যের অর্থ তথা শিল্পমন্ত্রী অমিত মিত্র। রাজ্যে এই শিল্পের প্রসারের লক্ষ্যে নতুন শিল্প স্থাপনের ক্ষেত্রে যে উৎসাহ প্রকল্প পাঁচ বছর ধরে চালু ছিল, তার মেয়াদ ২০১৮ সালের ৩১ মার্চ শেষ হয়ে গিয়েছিল। ফলে তার পর যেসব সংস্থা লগ্নি করেছিল, তারা কোনও আর্থিক সুবিধা পাচ্ছিল না। এদিন 'বাংলাশ্রী' নামে বাজেটে নতুন একটি উৎসাহ প্রকল্প চালু করার কথা ঘোষণা করেছেন অমিতবাবু। নিয়ম অনুযায়ী, আগামী ১ এপ্রিল থেকে সেই সুবিধা কার্যকর হওয়ার কথা থাকলেও, অমিতবাবু তা গত বছরের এপ্রিলের পরে চালু

যোজনা ||| নোটবুক

সংস্থাকেও তা দেওয়ার কথা জানিয়েছেন। পাশাপাশি এই শিল্পের জন্য পরিকাঠামো গড়তে আরও নতুন পার্ক তৈরির কথা জানিয়েছেন তিনি। দু'টি প্রস্তাবের ক্ষেত্রেই মূল লক্ষ্য যে কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ানো, তা স্পষ্ট করে দিয়েছেন অমিতবাবু।

❖ **বেকারদের জন্য ঋণ :** গ্রামের সঙ্গে শহরের বেকার যুবক-যুবতীদেরও আর্থিকভাবে স্বনির্ভর করে তুলতে সহজ শর্তে ঋণ দেবে রাজ্য সরকার। এর জন্য চলতি বছরের রাজ্য বাজেটে ৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। শহর ও শহরতলিতে বহু কারখানা, সিনেমা হল বন্ধ হওয়ায় কাজ হারাচ্ছেন অনেকে। মেধা থাকা সত্ত্বেও বেসরকারি সংস্থায় কাজ করে ঠিক মতো বেতন পাচ্ছেন না তরুণ প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা। তারা যাতে খুচরো ব্যবসা বা উৎপাদন প্রতিষ্ঠান শুরু করেন, সেদিকেই নজর দিয়েছে রাজ্য। রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কের মাধ্যমে মিলবে ওই ঋণ। বেকার যুবক-যুবতীদের স্বাবলম্বী করতে 'কর্মসাথী' প্রকল্প চালু হচ্ছে। আগামী তিন বছরে প্রতি বছর এক লক্ষ করে বেকারের নিয়মিত আয়ের সংস্থান করা হবে। সমবায় ব্যাঙ্কের মাধ্যমে মিলবে ২ লক্ষ টাকা ঋণ। রাজ্য সমবায় দপ্তরের খবর, আবেদনকারী যে এলাকার বাসিন্দা, সেখানকার সমবায় ব্যাঙ্কের মাধ্যমে ঋণের আবেদন করতে হবে। বর্তমানে রাজ্য সমবায় দপ্তরের অধীনে ২ লক্ষ ৩০ হাজার স্বনির্ভর গোষ্ঠী রয়েছে। কৃষক, কৃষক পরিবারের মহিলা-সহ গ্রামের মানুষদের স্বনির্ভর করে তুলতে ঋণ দিচ্ছে সমবায় ব্যাঙ্ক। তবে নয়া প্রকল্পে বেকার যুবক-যুবতীরা কয়েক জন মিলে গোষ্ঠী তৈরি করতে পারবেন। তাতে ঋণের পরিমাণ বেশি হবে ও যেকোনও ধরনের খুচরো ব্যবসা বা উৎপাদন প্রতিষ্ঠান শুরু করা সহজ হবে বলে দাবি দপ্তরের আধিকারিকদের।❑

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : আনন্দবাজার পত্রিকা

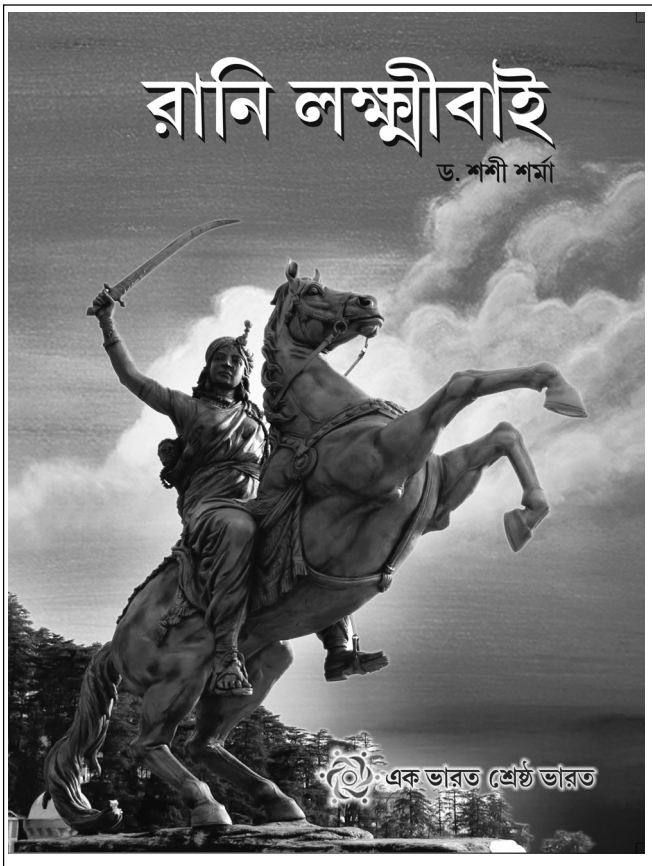

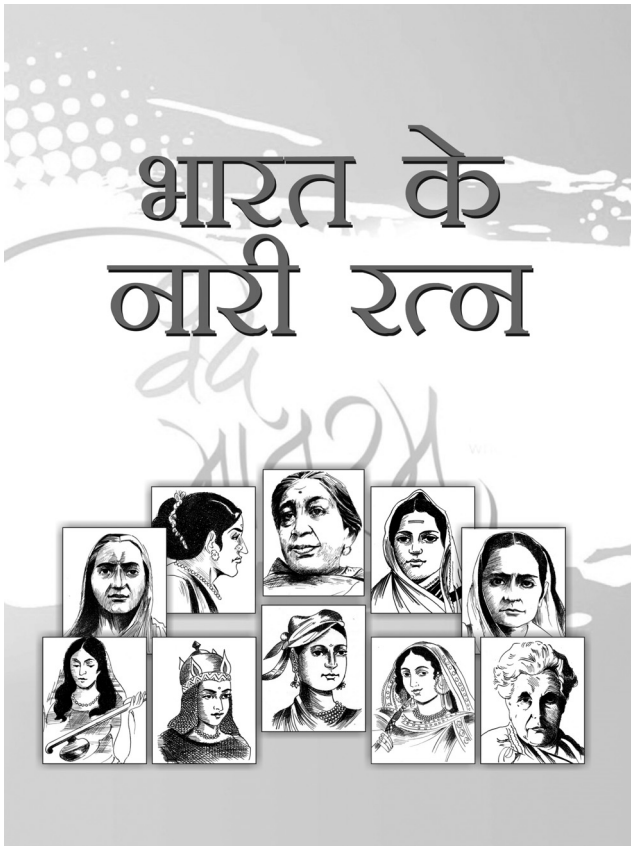

আমাদের প্রকাশনা

যোজনা ডায়েরি

(ফেব্রুয়ারি ২০২০)

আন্তর্জাতিক

● **শিশুদের নিরাপত্তা প্রসঙ্গে সমীক্ষা :**

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু), রাষ্ট্রপুঞ্জের শিশু তহবিল (ইউনিসেফ) ও ল্যানসেট মেডিক্যাল পত্রিকার করা সমীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে গত ২০ ফেব্রুয়ারি। ১৮৮-টি দেশে সমীক্ষা চালানো হয়েছে। পরিবেশ এবং সামাজিক পরিকাঠামো, এই দুই নিরিখে সমীক্ষা করা হয়। একটি দেশে শিশুরা সামাজিকভাবে কতটা সুরক্ষিত, তাদের হিংসার শিকার হতে হয় কি না, শিশুদের শিক্ষার ও খাদ্যের অধিকার রক্ষা করা হয় কি না, শিশু আত্মহত্যার হার কত, পাঁচ বছরের কমবয়সি শিশুদের মধ্যে মৃত্যুর হার কত—এই ধরনের বেশ কয়েকটি প্রশ্ন নিয়ে সমীক্ষকেরা তৈরি করেছিলেন 'ফ্লারিশিং ইনডেক্স' (সমৃদ্ধি নির্দেশক)। সেই তালিকায় ১৮৮-টি দেশের মধ্যে ভারতের স্থান ১৩৩-এ। এছাড়া, একটি দেশের কার্বন নির্গমন-সহ পরিবেশ সংক্রান্ত নানা দিক দেখে তৈরি করা হয় 'সাস্টেনেবিলিটি ইনডেক্স ('সুস্থায়ীত্ব নির্দেশক)'। সেই তালিকাতে ১৮৮-টি দেশের মধ্যে ভারতের স্থান ৭৭।

● **এফএটিএফ-এর 'ধূসর তালিকা'-তেই পাকিস্তান :**

'ধূসর তালিকা'-তেই থাকছে পাকিস্তান। ফেব্রুয়ারি মাসে প্যারিসের পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে (প্লেনারিতে) এমনটাই জানিয়েছে ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকশন টাস্ক ফোর্স (এফএটিএফ)। সেই সঙ্গে এফএটিএফ জানিয়েছে, পাকিস্তান যদি এখনই লস্কর ও জইশের মতো জঙ্গিগোষ্ঠীগুলোকে আর্থিক মদত দেওয়া বন্ধ না করে তা হলে আগামী দিনে তাদের বিরুদ্ধে আরও কড়া পদক্ষেপ করা হবে। শুধু তাই নয়, পাকিস্তানকে দেওয়া শর্তগুলো আগামী জুনের মধ্যে পূরণ করতে না পারলেও বড়ো সমস্যার মুখে পড়তে হবে বলে পাকিস্তানকে হুঁশিয়ারি দিয়েছে এফএটিএফ।

পাকিস্তানকে আগেও হুঁশিয়ারি দিয়েছিল এফএটিএফ। ২০১৯-এর অক্টোবরের মধ্যে তাদের বেঁধে দেওয়া শর্তগুলো পূরণ করার জন্য চাপ দিয়েছিল এফএটিএফ। কিন্তু নির্ধারিত সময় পেরিয়ে গেলেও তা পূরণ করতে পারেনি পাকিস্তান। ফলে তাদের ধূসর তালিকাতেই রেখে দেয় এফএটিএফ। সঙ্গে হুঁশিয়ারিও দিয়েছিল, ২০২০-র এপ্রিলের মধ্যে সব শর্ত পূরণ করতে ব্যর্থ হলে কালো তালিকাভুক্ত করা হবে। এফএটিএফ কোনও দেশকে 'কালো তালিকা'-য় ঢোকানোর আগে দু'টি পর্যায়ের মধ্যে দিয়ে যায়। একটি 'ধূসর'। অন্যটি 'আরও বেশি ধূসর'। এই দু'টি তালিকাভুক্ত করে এফএটিএফ-এর তরফে সংশ্লিষ্ট দেশকে দু'বার হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়।

● **ব্রিটেনের নয়া অর্থ ও বাণিজ্য মন্ত্রী :**

ব্রিটেনের অর্থমন্ত্রী হলেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত ঋষি সুনক। তিনি ইনফোসিস প্রতিষ্ঠাতা এন. আর. নারায়ণমূর্তির জামাই। অর্থমন্ত্রী হিসেবে তার নাম ঘোষণা করেছেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন। গত জুলাই থেকে তিনি অর্থমন্ত্রকের অধীন 'চিফ সেক্রেটারি টু দ্য ট্রেজারি'-র দায়িত্ব সামলাচ্ছিলেন। এর পর সরাসরি অর্থমন্ত্রকের দায়িত্ব পেলেন ৩৯ বছরের সুনক। তার পাশাপাশি আরও ভারতীয় বংশোদ্ভূত মুখ যোগ দিয়েছেন ব্রিটেনে বরিস জনসনের মন্ত্রিসভায়। বাণিজ্যমন্ত্রীর পদে এসেছেন অলোক শর্মা। আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংক্রান্ত মন্ত্রীর পদে থাকা ৫১ বছর বয়সি অলোক শর্মাকে আরও গুরুত্ব দিয়ে নিয়ে আসা হয়েছে বাণিজ্যমন্ত্রীর পদে। তিনি দেখবেন শক্তি এবং শিল্পনীতির মতো বিষয়গুলিও। বরিস মন্ত্রিসভা ঢেলে সাজানোর পরে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী প্রীতি প্যাটেল-সহ এই তিন ভারতীয় বংশোদ্ভূত ক্যাবিনেটে এসেছেন। গত বছর জুলাইয়ে তিনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পদে যোগ দেন।

● **সেনেটে ইমপিচমেন্ট শুনানিতে উত্তীর্ণ ট্রাম্প :**

রিপাবলিকান নিয়ন্ত্রিত সেনেটে ইমপিচমেন্ট-শুনানিতে সহজেই ছাড় পেয়ে গেলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডনাল্ড ট্রাম্প। তাও আবার ঠিক পুনর্নির্বাচনের লড়াইয়ে নামার আগেই। মূল অভিযোগ ছিল দু'টি। প্রথমটি ক্ষমতার অপব্যবহার। গত ৫ ফেব্রুয়ারি সেনেটে এই অভিযোগের পক্ষে ভোট পড়েছে ৪৮-টি, আর বিপক্ষে ৫২-টি। দ্বিতীয় অভিযোগ, মার্কিন কংগ্রেসের কাজে বাধা দান, তার পক্ষে ভোট পড়েছে ৪৭-টি। বিপক্ষে ৫৩-টি। ফলাফল, সসম্মানে উত্তীর্ণ প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প। ৭৩ বছর বয়সে পৌঁছে তিনি এমন মার্কিন প্রেসিডেন্ট হয়ে রেকর্ড গড়লেন, যিনি ইমপিচমেন্ট শুনানির মুখে পড়ে মুক্তি তো পেলেনই, পুনর্নির্বাচনেও লড়তে চলেছেন। ট্রাম্পকে ক্ষমতা থেকে সরাতে সেনেটে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রয়োজন ছিল। ১০০ সদস্যের সেনেটে ট্রাম্পের রিপাবলিকান পার্টিই সংখ্যাগরিষ্ঠ (৫৩-টি আসন)।

● **মহাথিরের পদত্যাগ :**

গত কয়েক দিন ধরেই দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ছিল টালমাটাল। শেষমেশ পদত্যাগ করলেন মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী মহাথির মহম্মদ। গত ২৫ ফেব্রুয়ারি দুপুরে দেশের রাজার কাছে তিনি পদত্যাগ পত্র পাঠিয়ে দিয়েছেন বলে জানিয়েছেন তার দল বেরসাতুর এক মুখপাত্র। প্রধানমন্ত্রিত্বের সঙ্গে সঙ্গে নিজের দলের প্রধানের পদও ছেড়েছেন ৯৪ বছরের মহাথির।

২০১৮ সালে ইউএমএনও (ইউনাইটেড মালয়েস ন্যাশনাল অর্গানাইজেশন)-র জোট সরকারকে হারিয়ে ক্ষমতায় এসেছিলেন মহাথির ও তার জোট সরকার। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী নাজিব রজাকের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরেই দুর্নীতির অভিযোগ ছিল। দু'বছর আগের ভোটে তাকে সরিয়ে ক্ষমতায় আসেন মহাথির। তার সঙ্গে জোট বাঁধেন তার আর এক প্রতিদ্বন্দ্বী আনওয়ার ইব্রাহিম। ক্ষমতায় এসে মহাথির তখন বলেছিলেন, যেকোনও সময়ে প্রধানমন্ত্রীর পদ তিনি আনওয়ারের হাতে তুলে দিতে পারেন। তবে কখনওই এ নিয়ে কোনও দিনক্ষণ ঘোষণা করেননি মহাথির। তাই প্রথমে জল্পনা শুরু হয়েছিল, তার পদত্যাগের পরে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব যাবে আনওয়ারের হাতে। কিন্তু এখনও তেমনটা হয়নি। উলটে মহাথির নিজে জোট সরকার থেকে বেরিয়ে যাওয়ায় পরিস্থিতি জটিল।

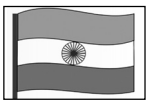

জাতীয়

● ট্রাম্পের ভারত সফর :

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডনাল্ড ট্রাম্পের প্রথম ভারত সফরে যে ক'টি চুক্তি হয়েছে, তার মধ্যে প্রতিরক্ষা ছাড়াও রয়েছে গ্যাস ক্ষেত্রে দু'দেশের সংস্থার গাঁটছড়া। গত ২৫ ফেব্রুয়ারি একসঙ্গে কাজ করতে চুক্তি করেছে ভারতের তরফে ইন্ডিয়ান অয়েল, মার্কিন সংস্থা এক্সনমোবিলের ভারতীয় শাখা এক্সনমোবিল ইন্ডিয়া এলএনজি এবং আমেরিকার তরফে চার্ট ইন্ডাস্ট্রিজের। যার লক্ষ্য, পাইপলাইন সংযোগের বাইরে থাকা দেশের বিভিন্ন প্রান্তে তরল প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) পৌঁছনোর পরিকাঠামো তৈরি করা। আর মার্কিন বিদ্যুৎ সচিব ড্যান ব্রুইয়েত জানান, দু'বছর আগেও দিনে ২৫,০০০ ব্যারেল তেল আমদানি করত ভারত। এখন ২.৫ লক্ষ। তেলমন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান জানান, ভারতের ষষ্ঠ বৃহত্তম তেল সরবরাহকারী দেশ হল আমেরিকা। এই অবস্থায় দু'দেশের সংস্থার মধ্যে গ্যাস সরবরাহের চুক্তি তাৎপর্যপূর্ণ।

এদিনের চুক্তি অনুসারে, গ্যাস গ্রিডের সঙ্গে যুক্ত নয় এমন জায়গায় ও পাইপলাইন ছাড়া কীভাবে সড়ক, রেল ও জলপথে কন্টেনারে করে এলএনজি পাঠানো যায়, তার পথ খুঁজবে তিন সংস্থা। এক্সনমোবিল এলএনজি মার্কেট ডেভেলপমেন্টের চেয়ারম্যান অ্যালেক্স ভস্কভের মতে, দরকার মতো দেশের বিভিন্ন প্রান্তে দ্রুত গ্যাস পৌঁছনোই লক্ষ্য। একই কথা জানান চার্টের সিইও জিলিয়ান ইভাঙ্কও। চার্টের কাজই হল এলএনজি পরিবহণ-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহারের যন্ত্র তৈরি করা। প্রসঙ্গত, বর্তমানে দেশে তেল ও গ্যাসের চাহিদা মেটাতে পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলির উপরেই মূলত নির্ভর করে ভারত। যার মধ্যে রপ্তানিকারীদের তালিকায় প্রথম স্থানে রয়েছে ইরাক। সৌদি আরব এতদিন সব চেয়ে উপরে থাকলেও, এখন তারা দ্বিতীয় স্থানে। নয়াদিল্লির লক্ষ্য হল, ওই দেশগুলির উপরে নির্ভরতা ক্রমশ কমিয়ে আনা।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জানালেন, ভারত-মার্কিন সম্পর্ককে নতুন এক উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি এবং প্রেসিডেন্ট ডনাল্ড ট্রাম্প। মোদীর দাবি, একুশ শতকে এটাই দু'টি দেশের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশীদারি। পরে বিদেশসচিব হর্ষবর্ধন শ্রিংলা সাংবাদিকদের জানান, দুই রাষ্ট্রনেতার মধ্যে শক্তি, বাণিজ্য, প্রযুক্তি ছাড়াও আন্তর্জাতিক এবং আঞ্চলিক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে। বিস্তারিত কথা হয়েছে, ভারত মহাসাগর ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে অবাধ বাণিজ্য ও যাতায়াত, আফগানিস্তান থেকে মার্কিন সেনা প্রত্যাহারের মতো বিষয় নিয়েও। শ্রিংলার কথায়, ভারত মহাসাগর ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে সংযোগ বাড়ানোর বিষয়টি বৈঠকে গুরুত্ব পেয়েছে; নৌ-বাণিজ্য এবং আকাশপথে সংযোগ এবং বাণিজ্য বাড়ানো নিয়ে কথা হয়েছে।

● মুখ্য ভিজিল্যান্স কমিশনার ও মুখ্য তথ্য কমিশনার নিয়োগ :

সাত মাস খালি থাকার পর গত ১৯ ফেব্রুয়ারি মুখ্য ভিজিল্যান্স কমিশনারের পদ পূরণ করল কেন্দ্র সরকার। জানুয়ারিতে খালি হচ্ছে মুখ্য তথ্য কমিশনার পদ। সেই পদেও হতে চলেছে নতুন নিয়োগ। সরকারি সূত্রের খবর, প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে এদিন নরেন্দ্র মোদী, অমিত শাহ ও লোকসভায় কংগ্রেসের নেতা অধীর চৌধুরীর বৈঠক হয়। সেখানে স্থির হয়েছে, রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের সচিব সঞ্জয় কোঠারি হচ্ছেন নতুন মুখ্য ভিজিল্যান্স কমিশনার। আর তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের প্রাক্তন সচিব বিমল জুলকা হচ্ছেন মুখ্য তথ্য কমিশনার। এখন তিনি তথ্য কমিশনার পদে রয়েছেন।

● সেনায় নারীদের পার্মানেন্ট কমিশনের পক্ষে রায় :

২০১০-এ দিল্লি হাইকোর্টেও রায় ছিল, সামরিক বাহিনীতে সমস্ত মহিলা অফিসারদের পার্মামেন্ট কমিশনের জন্য বিবেচনা করতে হবে। সেই রায়ের বিরোধিতা করে সুপ্রিম কোর্টে যায় কেন্দ্রীয় সরকার। আদালতে যান আবেদনকারীরাও। এর পর ২০১৮-তে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী লালকেল্লা থেকে স্বাধীনতা দিবসের বক্তৃতায় সমস্ত মহিলা অফিসারদের পার্মানেন্ট কমিশন দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছিলেন। ২০১৯-এ কমব্যাট আর্ম বাদে সেনাবাহিনী ফৌজের ১০-টি শাখায় মহিলাদের পার্মানেন্ট কমিশনের জন্য বিবেচনা করার সিদ্ধান্ত নেয় (আগে মাত্র দু'টি শাখায় মহিলাদের পার্মানেন্ট কমিশনের জন্য বিবেচনা করা হ'ত)। একই সঙ্গে যাদের ১৪ বছর চাকরি হয়ে গিয়েছে, তাদের আর পার্মানেন্ট কমিশনের জন্য বিবেচনা করা হবে না বলেও সিদ্ধান্ত হয়। এও স্থির হয়, পার্মানেন্ট কমিশন দেওয়া হলেও, মহিলাদের শুধু 'স্টাফ' বা সাধারণ অফিসার হিসেবেই নিয়োগ করা হবে। নেতৃত্ব বা কমান্ডিং অফিসার পদে নিয়োগ করা হবে না।

গত ১৮ ফেব্রুয়ারি বিচারপতি ডি. ওয়াই. চন্দ্রচূড় ও বিচারপতি অজয় রাস্তোগির বেঞ্চ রায় দিল, কমান্ডিং অফিসারের পদ থেকে মহিলাদের বাদ রাখা চলবে না। সেনার যেসব মহিলা অফিসারদের শর্ট সার্ভিস কমিশনে ১৪ বছর চাকরি হয়ে গিয়েছে এবং যারা এখনও চাকরি করছেন, তাদের সকলকেই পার্মানেন্ট কমিশনের জন্য বিবেচনা করতে হবে। পার্মানেন্ট কমিশনে গেলে তবেই কমান্ডিং অফিসারের পদ পাওয়ার সুযোগ থাকে। এখন যেভাবে যোগ্যতা এবং শূন্যপদের ভিত্তিতে পার্মানেন্ট কমিশনে যাওয়ার অধিকার থাকে বায়ুসেনায়, সেই রীতি সেনাতেও বিবেচনা করতে বলেছে আদালত। সেই সঙ্গে পার্মানেন্ট কমিকশনে যাওয়ার পরে কমান্ডিং অফিসারের পদ পাওয়ার ক্ষেত্রে মহিলাদের যেন বাদ দেওয়া না হয়, সেটাও আদালতের নির্দেশ। তবে শেষ পর্যন্ত মহিলাদের কতজন পার্মানেন্ট কমিশনে যাওয়ার সুযোগ এবং পরবর্তীতে কমান্ডিং পদে যাওয়ার সুযোগ পাবেন, সেটা অবশ্য সেনাই ঠিক করবে।

● **দিল্লিতে বিধানসভা নির্বাচন :**

হ্যাটট্রিক করলেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল। বুথ-ফেরত সমীক্ষাকে সত্যি প্রমাণ করে দিল্লিতে পর পর তিনবার ক্ষমতায় এল আম আদমি পার্টি (আপ)। ২০১৪ সালে প্রথম জয়। পাঁচ বছর পরে সেই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হল। ৭০-টি আসনের মধ্যে ৬২-টি কেন্দ্রে জিতেছেন আপ প্রার্থীরা। প্রসঙ্গত, কয়েক মাস আগেই লোকসভা ভোটে দিল্লির সাতটি আসনই জিতেছিল বিজেপি। এবার বিধানসভায় আটটি আসন দখল করলে সেই দল, গতবারের তুলনায় তিনটি সিট বাড়িয়ে। লোকসভা নির্বাচনে ভোট প্রাপ্তির নিরিখে দ্বিতীয় স্থানে থাকা কংগ্রেস এবারও খাতা খুলতে ব্যর্থ। গত ১৪ ফেব্রুয়ারি শপথ নেন কেজরিওয়াল। ২০১৪ সালে প্রথম দফায় ৪৯ দিন ক্ষমতায় থাকার পর এই তারিখেই ইস্তফা দিয়েছিলেন তিনি। আর ২০১৫ সালে ফের শপথ নিয়েছিলেন ওই তারিখেই।

● **রাজ্যসভা ভোট ২৬ মার্চ :**

পশ্চিমবঙ্গের পাঁচটি-সহ দেশের ১৭ রাজ্যে ৫৫-টি রাজ্যসভা আসনে ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণা করল নির্বাচন কমিশন। কমিশন জানিয়েছে, চলতি বছরের এপ্রিল মাসে যে ৫৫-টি আসন খালি হচ্ছে, তাতে ভোট হবে ২৬ মার্চ। সেদিনই ফল প্রকাশ। মনোনয়ন পেশের শেষ দিন ১৩ মার্চ। পশ্চিমবঙ্গের পাশাপাশি মহারাষ্ট্রেই সব থেকে বেশি আসনে এখন ভোট হবে, সাতটি। ওড়িশায় ৫, তামিলনাড়ুতে ৬, অন্ধ্রে ৪, তেলেঙ্গানা ২, অসম ৩, বিহারে ৫, ছত্তীশগড়ে ২, গুজরাতে ৪, হরিয়ানা ২, ঝাড়খণ্ডে ২, মধ্যপ্রদেশ ৩, রাজস্থানে ৩, হিমাচল, মণিপুর ও মেঘালয়ে একটি করে আসনে ভোট। প্রসঙ্গত, সংসদের উচ্চকক্ষে ২৪৫ জন সদস্য; সংখ্যাগরিষ্ঠতার জন্য প্রয়োজন ১২৩ জনের সমর্থন। এপ্রিলের ৫৫ আসনের পর জুনে কর্ণাটক, অরুণাচল থেকে আরও ৫, জুলাইয়ে মিজোরামে ১ ও নভেম্বরে উত্তরপ্রদেশে ১০ এবং উত্তরাখণ্ডে আসন ফাঁকা হবে।

পশ্চিমবঙ্গ

● **স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে সাহায্যের জন্য স্বীকৃতি :**

গত অর্থবর্ষে পুরুলিয়ার ২৩২-টি গোষ্ঠীকে স্বনির্ভর হাতে সাহায্য করেছিল আনন্দময়ী মহিলা স্বনির্ভর সংঘ সমবায় সমিতি। ব্যাঙ্ক থেকে তাদের মোট ৪.১১ কোটি টাকা ঋণ পাইয়ে দিতে উদ্যোগী হয়েছিল তারা। আর নিজেরাও দিয়েছিল ৫৪ লক্ষের ঋণ। এভাবেই জেলার বহু মহিলাকে স্বনির্ভর করিয়ে জাতীয় 'লাইভলিহুড মিশন'-এর সম্মান পাচ্ছে পাড়া ব্লকের মহিলা স্বনির্ভর সংঘটি। গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রক দেশের ১০-টি সংঘকে স্বীকৃতি দিচ্ছে। রাজ্য থেকে রয়েছে পুরুলিয়ার সংঘটি। ৭ মার্চ আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী নারী দিবসে দিল্লিতে হবে অনুষ্ঠান।

পঞ্চায়েত এলাকার স্বনির্ভর গোষ্ঠী থেকে সদস্যদের নিয়ে গঠিত হয় সংঘ। কাজ, নতুন স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে সাহায্য করা। ১০ বছর ধরে আনন্দময়ী সংঘের ১৫ জন পর্ষদ সদস্য তাই করছেন। সংঘ নেত্রী সন্ধ্যা কুইরি। শুরু ২০০৮ সালে। ২০১৪ সালে সমবায় সমিতির মর্যাদা। এখন পঞ্চায়েতের ২৫১-টি স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে নিয়ে কাজ করছেন। ছাতার নিচে ২,৬৭১-টি পরিবার।

● **বাগানে ভরতুকি বৃদ্ধি কেন্দ্রের :**

চায়ের উৎপাদন ও গুণগত মান বাড়ানোর জন্য বাগানগুলিকে বিভিন্ন খাতে টি বোর্ড মারফত ভরতুকি দেয় কেন্দ্র। ২০১৯-'২০ সালের সংশোধিত বাজেটে এর জন্য বরাদ্দ বৃদ্ধি করেছে কেন্দ্র। তাতে ভরতুকি খাতে অতিরিক্ত ২১ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে উত্তরবঙ্গ, দক্ষিণ ভারত ও হিমাচলপ্রদেশের জন্য। বস্তুত, চলতি ও আগামী অর্থবর্ষের জন্য এই অঞ্চলগুলিতে সেই বরাদ্দ এক লাফে অনেকটাই বাড়ছে। সিটিসি ও অর্থোডক্স, উভয় চায়ের জন্যই ভরতুকি দেয় বোর্ড। ২০১৮-'১৯ এবং ২০১৯-'২০ সালে অসম-সহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলে ভরতুকির অঙ্ক প্রায় এক থাকলেও উত্তরবঙ্গ, দক্ষিণ ভারত ও হিমাচলপ্রদেশের ক্ষেত্রে তা কমেছিল। গত বছরের বাজেটে ২০১৯-২২০ অর্থবর্ষের জন্য বরাদ্দের প্রস্তাব ছিল ১৬.৫৯ কোটি টাকা। গত ১৮ ফেব্রুয়ারি বোর্ডের ডেপুটি চেয়ারম্যান অরুণকুমার রায় জানান, সংশোধিত বাজেটে বোর্ডের জন্য মোট বরাদ্দ ১৫০ কোটি টাকা থেকে বেড়ে হয়েছে ১৯৭.৬৪ কোটি টাকা। এর মধ্যে উত্তরবঙ্গ, দক্ষিণ ভারত ও হিমাচলপ্রদেশের জন্য ভরতুকি খাতে বরাদ্দ বেড়েছে ২১.১৪ কোটি। আগামী ৩১ মার্চের মধ্যে তা বণ্টন করা হবে। ২০২০-'২১ সালেও ওই সব অঞ্চলের জন্য ভরতুকির বরাদ্দ বাড়িয়ে ৬৯ কোটি টাকা করা হয়েছে।

● **২৬৩ বিধানসভা কেন্দ্রের চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত :**

দক্ষিণ ২৪-পরগণার ৩১-টি বাদে গত ২৭ ফেব্রুয়ারি রাজ্যের ২৬৩-টি বিধানসভা কেন্দ্রের চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত হয়। পুরুষ-মহিলার আনুপাতিক হার হোক বা শতাংশের নিরিখে ভোটার কিংবা ১৮-১৯ বছর বয়সি ভোটার, পশ্চিমবঙ্গে সবেতেই এগিয়ে। সম্প্রতি প্রকাশিত চূড়ান্ত ভোটার তালিকা এই সব কিছুতেই বৃদ্ধির ইঙ্গিত দিচ্ছে। চূড়ান্ত ভোটার তালিকা অনুযায়ী বাংলায় পুরুষ ও মহিলার আনুপাতিক হার ১০০০ : ৯৫৬। অর্থাৎ হাজার জন পুরুষ-পিছু মহিলা ৯৫৬। জনগণনার আনুপাতিক হারকে পিছনে ফেলে দিয়েছে এটা। ২০১১-র জনগণনা অনুযায়ী এই হার ছিল ১০০০ : ৯৫০। ২০১৯ সালের চূড়ান্ত ভোটার তালিকা অনুযায়ী পুরুষ-মহিলার অনুপাত ১০০০ : ৯৪৯। ২০১৮-য় ১০০০ : ৯৪২।

গত তিন বছরে জনসংখ্যার নিরিখে ভোটার বৃদ্ধির হার একই থাকলেও এবার তা বেড়েছে। এখন জনসংখ্যার সঙ্গে শতাংশের নিরিখে প্রতি ১০০ জনে ভোটার ৭০ জন। ২০১৭, ২০১৮ এবং ২০১৯ সালে জনসংখ্যার নিরিখে ভোটার বৃদ্ধির হার ছিল ০.৬৯ শতাংশ। তিন বছর পরে তা আরও বেড়ে হল ০.৭০ শতাংশ। ২০১৬-য় এই হার ছিল ০.৬৮ শতাংশ। নতুন তালিকায় ১৮-১৯ বছরের ভোটারের হার ৩.০৮ শতাংশ। ২০১৯ সালে ছিল ২.৯৬ শতাংশ।

মুখ্য নির্বাচনী অফিসারের (সিইও) দপ্তরের ওই তালিকা অনুযায়ী রাজ্যে ভোটার ছ'কোটি ৩৯ লক্ষ ১৭ হাজার ৮২৫ জন। পুরুষ তিন কোটি ২৬ লক্ষ ৭২ হাজার ৫৯৯ জন। মহিলা তিন কোটি ১২ লক্ষ ৪৩ হাজার ৯৮৪ জন। ২৬৩-টি কেন্দ্রে নতুন ভোটার হওয়ার জন্য আবেদন করেন ২৪ লক্ষ ৭১ হাজার ৬৩২ জন। তালিকায় উঠেছে ২০ লক্ষ ৬৯ হাজার ১৬২ জনের নাম। ২.৮৯ শতাংশ নাম নতুন নথিভুক্ত হয়েছে। দু'লক্ষ ৭৪ হাজার ৭৪৪-টি নাম বাদ।

সংযোজনে অন্যান্য জেলাকে টেক্কা দিয়েছে উত্তর ২৪-পরগণা। সেখানে নতুন ভোটার হতে ৩ লক্ষ ৯৬ হাজারের কিছু বেশি আবেদন জমা পড়েছিল। ২ লক্ষ ৬৮ হাজারের কিছু বেশি নাম সংযোজিত হয়েছে। দ্বিতীয় মুর্শিদাবাদ। ওই জেলা প্রশাসনের হিসেব অনুযায়ী আবেদন এসেছিল প্রায় ২ লক্ষ ৭৪ হাজার। নতুন ভোটার হয়েছেন ২ লক্ষ ৪৮ হাজার জন। তৃতীয় হাওড়া। জেলা প্রশাসনের তথ্য বলছে, আবেদন এসেছিল ১ লক্ষ ৬৪ হাজারের কিছু বেশি। তালিকায় উঠেছে ১ লক্ষ ৪৫ হাজার নাম।

শতাংশের বিচারে আবেদন গ্রহণের ক্ষেত্রে একেবারে সামনের সারিতে আছে বীরভূম। সেখানে নতুন ভোটার হতে চেয়ে আবেদন করেছিলেন অন্তত ৯১ হাজার জন। নতুন ভোটার হয়েছে ৮৬ হাজারের কিছু বেশি আবেদনকারী। সংখ্যার নিরিখে বেশি আবেদন গৃহীত হলেও শতাংশের বিচারে বেশ পিছনের দিকে রয়েছে দুই সীমান্তবর্তী জেলা উত্তর ২৪-পরগণা ও নদিয়া। নদিয়ায় ১ লক্ষ ৯৩ হাজার আবেদনের মধ্যে গৃহীত হয়েছে ১ লক্ষ ৩৬ হাজারটি। মুর্শিদাবাদ ও মালদহে শতাংশের নিরিখে আবেদন গৃহীত হয়েছে অনেক বেশি। মালদহে অন্তত এক লক্ষ ৪০ হাজার আবেদন এসেছিল। তার মধ্যে অন্তত ১ লক্ষ ২৫ হাজার নাম তালিকায় সংযোজিত হয়েছে।

অর্থনীতি

● **কর্মী পিএফ-এর পেনশন বিক্রি ফের চালু :**

প্রায় এক দশক বাদে ফের কর্মী প্রভিডেন্ট ফান্ডের পেনশন বিক্রির নিয়ম চালু করল কেন্দ্র। যার হাত ধরে উপকৃত হবেন পিএফ-এর ৬.৩ লক্ষ সদস্য। এই সুবিধা ফেরানোর প্রস্তাবে কর্মী পিএফ কর্তৃপক্ষের অছি পরিষদ সিলমোহর দিয়েছিল গত আগস্টে। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় শ্রম মন্ত্রক বিজ্ঞপ্তি জারি করে ওই সিদ্ধান্ত কার্যকর হওয়ার কথাই জানিয়েছে।

পেনশন বিক্রি করলে অবসরের পরে পিএফ সদস্যের হাতে পেনশনের পরিমাণ সমানুপাতিক হারে কমে। তবে নতুন ব্যবস্থায় ১৫ বছর পরে ফের পুরো পেনশন পাওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। এই বন্দোবস্ত সরকারি পেনশনের ক্ষেত্রে চালু থাকলেও, পিএফ-এর ক্ষেত্রে এত দিন ছিল না। যারা আগেই পেনশন বিক্রি করেছেন, তাদেরও এই বিধি অনুযায়ী আবার পুরো পেনশন পাওয়ার সুযোগ খুলেছে।

নির্দেশ অনুযায়ী, পিএফ সদস্য এখন থেকে পেনশনের ৩০ শতাংশ পর্যন্ত বেচতে পারবেন। পরিবর্তে পাবেন এককালীন থোক টাকা, যতটা বিক্রি করবেন তার ১০০ গুণ। যেমন ধরা যাক, কারও পেনশন ধার্য হল মাসে ১,০০০ টাকা। বিক্রি করলেন তার ৩০ শতাংশ অর্থাৎ ৩০০ টাকা। সেক্ষেত্রে হাতে পাবেন ৩০০ × ১০০ = ৩০,০০০ টাকা। তখন তার পেনশন কমে দাঁড়াবে ৭০০ টাকা। ১৫ বছর মাসে ৭০০ টাকা করে পাওয়ার পরে ফের তিনি ১,০০০ টাকা পেতে শুরু করবেন।

১৯৯৫ সালে চালু কর্মী পেনশন প্রকল্পে প্রভিডেন্ট ফান্ড থেকে পেনশন পেয়ে থাকেন এর সদস্যরা। বয়স ৫৮ বছর হওয়ার পরে পেনশন পাওয়ার অধিকারী হন। তবে যোগ্যতা হিসেবে অন্তত ১০ বছর তাকে পিএফ-এর সদস্য থাকতে হবে।

● **জিএসটি ক্ষতিপূরণ :**

গত ২০ ফেব্রুয়ারি রাজ্যগুলির অক্টোবর ও নভেম্বরের জিএসটি ক্ষতিপূরণ বাবদ ১৯,৯৫০ কোটি টাকা মঞ্জুর করল কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রক। এই নিয়ে চলতি অর্থবর্ষে এই ক্ষতিপূরণ বাবদ রাজ্যগুলির জন্য প্রায় ১.২০ লক্ষ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হল। ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত জিএসটি-তে সেস বাবদ কেন্দ্রের আয় হয়েছে ৭৮,৮৭৪ কোটি টাকা। এই সেস থেকে তৈরি তহবিল থেকেই রাজ্যকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা। দু'দফায় বকেয়া মিটিয়ে দেওয়া হবে। এদিন অর্থ মন্ত্রক জানিয়েছে, নভেম্বর পর্যন্ত ক্ষতিপূরণ মেটানো হয়েছে। জিএসটি আইনে বলা হয়েছিল, জিএসটি চালু হওয়ার পরে রাজ্যগুলির রাজস্ব আয় প্রতি বছর ১৪ শতাংশ হারে না বাড়লে পাঁচ বছর পর্যন্ত সেই লোকসান পূরণ করে দেবে কেন্দ্র। বিলাসবহুল ও ক্ষতিকারক পণ্যের উপরে সেস বাসিয়ে সেই ক্ষতিপূরণ মেটানোর তহবিল তৈরি হয়। জিএসটি চালু হওয়ার পরে প্রথম দু'বছরে যতখানি সেস আদায় হয়েছিল, তার থেকে কম ক্ষতিপূরণ মেটাতে হয়েছে।

● **রেপো রেট অপরিবর্তিত :**

রেপো রেট অপরিবর্তিত রাখল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া (আরবিআই)-এর গভর্নর শক্তিকান্ত দাসের নেতৃত্বাধীন ছয় সদস্যের আর্থিক নীতি কমিটি। চলতি আর্থিক বছরের ষষ্ঠ দ্বি-মাসিক নীতিতে রেপো রেট অপরিবর্তিতই রাখল কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক। তা বেঁধে রাখা হয়েছে আগের ৫.১৫ শতাংশেই (আরবিআই যে সুদের হারে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলিকে ঋণ দিয়ে থাকে তাই হল রেপো রেট)। সেই সঙ্গে, ২০২০-'২১ সালে দেশের জিডিপি-র লক্ষ্যমাত্রা বেঁধে দেওয়া হয়েছে ৬ শতাংশে। প্রসঙ্গত, গত ডিসেম্বরেই খুচরো মুদ্রাস্ফীতি পৌঁছে যায় ৭.৩৫ শতাংশে যা গত পাঁচ বছরের সর্বোচ্চ।

● **আমানত রক্ষায় আইন বদলে সায় :**

বাজেটেই ব্যাঙ্কিং নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধনের প্রস্তাব দিয়েছিলেন নির্মলা সীতারামণ। বলেছিলেন, এর লক্ষ্য, সমবায় ব্যাঙ্কগুলিকে আরও শক্তিশালী করা। আঁটোসাঁটো করা সেগুলির পরিচালন ব্যবস্থাকে। কাজে আরও পেশাদারি মনোভাব আনা। সেই সঙ্গে আরও বেশি মূলধন পাওয়ার ব্যবস্থা করে দেওয়া। যাতে আর্থিক প্রতারণার মুখে পড়তে না হয় দেশের কোনও সমবায় ব্যাঙ্ককে। বাজেটের চার দিনের মাথায়, গত ৪ ফেব্রুয়ারি ব্যাঙ্কিং নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধনের সেই প্রস্তাবে সিলমোহর বসাল কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা।

প্রস্তাবে আরবিআই-এর ব্যাঙ্কিং নিয়ন্ত্রণ আইনের আওতায় আনার কথা বলা হয়েছে দেশের সমবায় ব্যাঙ্কগুলিকে। যা এতদিন ছিল না। তবে সেগুলির প্রশাসনিক কাজকর্ম রেজিস্ট্রার অব কো-অপারেটিভের নির্দেশেই চলবে, জানিয়েছেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী প্রকাশ জাভড়েকর। দেশ জুড়ে ১,৫৪০-টি সমবায় ব্যাঙ্ক আছে। গ্রাহক প্রায় ৮.৬০ কোটি। আর তাদের আমানতের পরিমাণ প্রায় ৫ লক্ষ কোটি টাকা। জাভড়েকর বলেন, প্রস্তাব মতো ব্যাঙ্কিং নিয়ন্ত্রণ আইন অনুযায়ী সমবায় ব্যাঙ্কে সিইও নিয়োগে আরবিআই-এর অনুমোদন নিতে হবে। যেমন অন্যান্য বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ককে নিতে হয়। আরবিআই-এর নির্দেশিকা মেনে অডিট করতে হবে। কোনও ব্যাঙ্ক সংকটে পড়লে আরবিআই তার পর্ষদ ভেঙে নিয়ন্ত্রণের রাশ হাতে নেবে।

● **পরিকাঠামো প্রকল্পের প্রথম ধাপে নতুন বন্দর :**

মহারাষ্ট্রের দাহানু-র কাছে বাধবনে নতুন বন্দর গড়ার সিদ্ধান্ত নিল কেন্দ্র। গত ৫ ফেব্রুয়ারি এই প্রস্তাবে নীতিগত সায় দিয়েছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা। ঝিমিয়ে থাকা অর্থনীতিতে প্রাণ ফেরাতে পরিকাঠামোয় ১০২ লক্ষ কোটি বিনিয়োগের যে পরিকল্পনা ছকেছে সরকার, তারই প্রথম ধাপ এই বন্দর। যা গড়ে তুলতে খরচ হবে মোট ৬৫,৫৪৪.৫৪ কোটি টাকা।

সরকার জানিয়েছে, প্রকল্পটি গড়তে জওহরলাল নেহেরু পোর্ট ট্রাস্টের সঙ্গে যৌথভাবে একটি পৃথক সংস্থা (এসপিভি) তৈরি করা হবে। এই সংস্থাই বন্দরের পরিকাঠামো-সহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাগুলি গড়ার কাজ করবে। এসপিভি-তে প্রধান অংশীদার কেন্দ্রের হাতে থাকবে ৫১ শতাংশ। বাধবন বন্দরের ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড সরকারি-বেসরকারি যৌথ উদ্যোগেই পরিচালিত হবে। অবস্থানের দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ এই বাধবন বন্দর। গুজরাত শিল্পাঞ্চল, পণ্য পরিবহণ করিডোরেরও কাছাকাছি এটি।

● **জিডিপি-র হার :**

দীর্ঘ সময় ধরে পতনের পর অবশেষে সামান্য বাড়ল দেশের আর্থিক বৃদ্ধির হার (জিডিপি)। জাতীয় পরিসংখ্যান দপ্তরের তরফে গত ২৮ ফেব্রুয়ারি যে তথ্য সামনে আনা হয়েছে,তাতে দেখা গিয়েছে, ২০১৯-২২০ অর্থবর্ষের তৃতীয় ত্রৈমাসিক অর্থাৎ অক্টোবর-ডিসেম্বর মাসে ভারতের আর্থিক বৃদ্ধির হার ছিল ৪.৭ শতাংশ। দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক অর্থাৎ জুলাই-সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এই বৃদ্ধির হার ৪.৫ শতাংশ ছিল। তার থেকে এবার সামান্য উন্নতি হয়েছে।

তবে ২০১৮-'১৯-এর তৃতীয় ত্রৈমাসিকে এই বৃদ্ধির হার ছিল ৬.৫৮ শতাংশ। তার তুলনায় এবারে বৃদ্ধির হার অনেকটাই কম। ২০১৭-'১৮ অর্থবর্ষের অক্টোবর-ডিসেম্বর ত্রৈমাসিকে আর্থিক বৃদ্ধির হার ছিল ৮.১৩ শতাংশ। তার পর থেকে গত ছয় ত্রৈমাসিকে জিডিপি বৃদ্ধিতে ক্রমাগত ধস দেখা গিয়েছে। ২০১৮-'১৯-এর প্রথম ত্রৈমাসিকে জিডিপি বৃদ্ধির হার ছিল ৭.৯৫ শতাংশ। দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকে তা কমে ৭ শতাংশে দাঁড়ায়। তৃতীয় ত্রৈমাসিকে তা নেমে আসে ৬.৫৮ শতাংশে। চতুর্থ ত্রৈমাসিকে তা একধাক্কায় ৫.৮৩ শতাংশে এসে দাঁড়ায়। চলতি বছরেও এই পতন অব্যাহত ছিল। ২০১৯-'২০-র প্রথম ত্রৈমাসিকে জিডিপি বৃদ্ধির হার ছিল ৫.১ শতাংশ। দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকে তা আরও কমে ৪.৫ শতাংশ দাঁড়ায়।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

● **রেকর্ড গড়ে পৃথিবীতে ফিরলেন মহিলা মহাকাশচারী :**

প্রায় আড়াই বছরের পুরনো রেকর্ড ভেঙে মহাকাশ থেকে পৃথিবীতে ফিরলেন নাসার মহিলা নভশ্চর ক্রিস্টিনা কোচ। ভেঙে দিলেন পেগি উইটসন-এর রেকর্ড। একটানা ৩২৮ দিন মহাকাশে কাটিয়েছে, গত ৬ ফেব্রুয়ারি পৃথিবীতে ফেরেন। মহিলাদের মধ্যে তিনি একটানা সব থেকে বেশি দিন মহাকাশে কাটালেন। একটানা সব থেকে বেশি দিন মহাকাশে কাটানোর রেকর্ড এখন রয়েছে স্কট কেলি-র তার রেকর্ড ৩৪০ দিনের।

এদিন কাজখস্তানে নামে ক্রিস্টিনার মহাকাশ যান। তার সঙ্গে ছিলেন, ইউরোপ ও রাশিয়ার স্পেস এজেন্সির দুই মহাকাশচারী। এটি ছিল ক্রিস্টিনার প্রথম মহাকাশ যাত্রা। প্রথম যাত্রাতেই তিনি একাধিক রেকর্ড গড়ে ফেললেন।

মহিলা হিসেবে এর আগে একটানা সব থেকে বেশি দিন মহাকাশে কাটানোর রেকর্ড ছিল পেগি উইটসন-এর। একটানা তিনি মহাকাশে ছিলেন ২৮৯ দিন। পেগি ছিলেন ক্রিস্টিনার মেন্টর। মেন্টরের সেই রেকর্ড ভেঙে নতুন মাইলস্টোন তৈরির পাশাপাশি আরও কয়েকটি রেকর্ড গড়েছেন ক্রিস্টিনা।

নাসা ট্যুইট করে জানিয়েছে, মার্কিন মহাকাশচারীদের মধ্যে এটাই দ্বিতীয় দীর্ঘতম মহাকাশ অভিযান। সারা জীবনে সবক'টি মহাকাশ অভিযানের মিলিত সময় ধরলে তার স্থান ছয় মার্কিনীর পর। এছাড়াও গত বছর অক্টোবরে আরও একটি রেকর্ড গড়ে ফেলেছিলেন তিনি। সেখানে স্পেস ওয়াকে অংশ নেওয়া মহাকাশচারীদের দলটির সব সদস্যই ছিলেন মহিলা। ক্রিস্টিনও ছিলেন সেই দলে। ৩২৮ দিনে তিনি মোট ছ'টি স্পেস ওয়াকে অংশ নেন।

● **আবেল সম্মান মহিলা গণিতজ্ঞের :**

নোবেল প্রাইজ গণিতজ্ঞদের দেওয়া হয় না। কিন্তু সাম্প্রতিককালে গণিতের জন্য নির্ধারিত হয়েছে অনেকগুলো পুরস্কার। যেমন, আবেল প্রাইজ। যাকে বলা হয় গণিতের নোবেল পুরস্কার। তরুণ গণিতজ্ঞদের জন্য অবশ্য আর একটা প্রাইজ ১৯৩৬ সাল থেকে চলে আসছে। ওই বছর চার্লস ফিল্ড নামে কানাডার এক গণিতজ্ঞ অঙ্কের আন্তর্জাতিক পুরস্কার হিসাবে ফিল্ডস মেডেলের প্রবর্তন করেন। কিন্তু এই পুরস্কার কোনওভাবেই নোবেল পুরস্কারের সঙ্গে তুলনীয় নয়। কারণ, এর আর্থিক মূল্য কম, বর্তমানে ১৫,০০০ কানাডিয়ান ডলার এবং প্রতি ৪ বছরে ২-৪ জন গণিতজ্ঞকে, যাদের বয়স ৪০ বছরের কম, এই পুরস্কার দেওয়া হয়।

২০০২ সালে আবেল পুরস্কারের প্রবর্তন হয়। আবেল পুরস্কারের সৃষ্টির ইতিহাস এরও এক শতাব্দী আগে। নিলস হেনরিক আবেল (১৮০২-১৮২৯) নরওয়ের এক বিখ্যাত গণিতজ্ঞ ছিলেন। ১৮৯৯ সালে সোফাস লাই নামে নরওয়ের এক গণিতজ্ঞ যখন জানতে পারেন যে আলফ্রেড নোবেলের উইলে অঙ্কে অবদানের জন্য কোনও পুরস্কারের ব্যবস্থা থাকছে না, তখন তিনি ১৯০২ সালে অর্থাৎ আবেলের জন্মের শতবর্ষ থেকে, আবেল পুরস্কার শুরু করার প্রস্তাব দেন। নরওয়ের তৎকালীন রাজা এই পুরস্কারের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ দিতে রাজি হন। কিন্তু এর পরেই ১৮৯৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে প্রস্তাবক লাই মারা যান। ফলে প্রস্তাবটি স্থগিত হয়ে যায়। ১৯০৫ সালের ৭ জুন নরওয়ে ও সুইডেনের মধ্যে সংযুক্তি নরওয়ে বাতিল করে দেয়। এর ফলে আবেল পুরস্কারের প্রস্তাবটি ধামাচাপা পড়ে যায়।

প্রায় এক শতাব্দী পরে নরওয়ের প্রধানমন্ত্রী ২০০২ সাল থেকে, অর্থাৎ আবেলের জন্মের দ্বিশতবর্ষ থেকে আবেল পুরস্কারের প্রবর্তন করেন। নরওয়েজিয়ান অ্যাকাডেমি অব সায়েন্স অ্যান্ড লেটার্স অঙ্ক অথবা কম্পিউটার, রাশিবিদ্যা, বিজ্ঞান ইত্যাদিতে অঙ্কের বিশেষ অবদানের জন্য প্রতি বছর এই পুরস্কার দিয়ে থাকে। এই পুরস্কারের বর্তমান আর্থিক মূল্য ৬০ লক্ষ নরওয়েজিয়ান ক্রোনে বা ৬.৬ লক্ষ আমেরিকান ডলার।

শুরু হওয়ার পর থেকে এই প্রথম একজন মহিলা গণিতজ্ঞ, কারেন কেসকুল্লা উলেনবেক ২০১৯ সালে আবেল পুরস্কারে ভূষিত হন।

১৯৪২ সালের ২৪ আগস্ট কারেন আমেরিকার ওহায়ো প্রদেশে ক্লিভল্যান্ডে জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবা ইঞ্জিনিয়ার ও মা বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা। ছেলেবেলা থেকেই কারেন নির্জনতা পছন্দ করতেন। সবরকমের খেলাদুলোর প্রতি আগ্রহী ছিলেন। আর বই, বিশেষত বিজ্ঞানের বই, পড়তে খুব ভালোবাসতেন। স্কুলে পড়াকালীন দুই প্রখ্যাত পদার্থবিদ ফ্রেড হয়েল ও জর্জ গ্যামো-র দু'টি আলাদা বই পড়ে কারেন পদার্থবিদ্যার প্রতি আকৃষ্ট হন। তাই তিনি বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করে মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যায় অনার্স নিয়ে ভর্তি হন। মারিয়ানা রুথ কুকের বিখ্যাত গণিতজ্ঞদের জীবনীর উপর লেখা একটি বই পড়ে তিনি অঙ্কের প্রেমে পড়ে যান।

১৯৬৫ সালে তিনি ওলকে উলেনবেক নামে এক জৈব পদার্থবিদকে বিয়ে করেন ও আমেরিকার ব্র্যান্ডাইস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৬৬ সালে অঙ্কে মাস্টার্স ও ১৯৬৮ সালে ডক্টরেট করেন। এরপর এমআইটি থেকে শুরু করে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি শিক্ষকতা করেন। শেষ পর্যন্ত ১৯৮৭ সালে তিনি অস্টিনে টেক্সাস বিশ্ববিদ্যালয়ে অঙ্কের অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেন। কর্মজীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি ওখানেই শিক্ষকতা করেন।

অঙ্কে উলেনবেকের অবদান প্রধানত দু'টি ক্ষেত্রে, জ্যামিতিক বিশ্লেষণ ও গেজ তত্ত্ব। কারেনকে জ্যামিতিক বিশ্লেষণের পুরোধা বলা হয়। কারেনের গবেষণার ফলে তথাকথিত 'মিনিমাল সারফেস' (সাবান জলের বুদবুদের ক্ষেত্রে যা প্রযোজ্য) ও 'ইনস্ট্যানটন' নামে অঙ্কের দুই বিশেষ ক্ষেত্রে গণিতজ্ঞদের ধারণার আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। তার গবেষণার সাহায্যে তিনি গণিত ও পদার্থবিদ্যার সফল সমন্বয় ঘটিয়েছেন। তিনি অনেক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পুরস্কার ও সম্মান পেয়েছেন। ২০১৯ সালের আবেল পুরস্কার পাওয়া অবশ্যই উলেনবেকের সর্বোচ্চ সম্মান।

স্টেম, অর্থাৎ, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, কারিগরি ও অঙ্কে, মহিলা গবেষকদের বঞ্চনার কথা সবাই জানেন। উলেনবেকের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। ১৯৬৫ সালে তিনি যখন ওলকে উলেনবেককে বিয়ে করেন, তখন কোনও স্বামী-স্ত্রী-ই একই বিশ্ববিদ্যালয়ে বা গবেষণাগারে চাকরি পেতেন না। স্ত্রীকে হয় শিক্ষকতা বা গবেষণা ছাড়তে হ'ত, অথবা বিবাহবিচ্ছিন্ন হতে হ'ত শুধুমাত্র একই প্রতিষ্ঠানে চাকরি পাওয়ার জন্য। সেই কারণেই উলেনবেককে এমআইটি ও ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয় আরবানা-শ্যাম্পেন-এর শিক্ষকতা ছাড়তে হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত শিকাগোর ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি বিশেষত মহিলা সহকর্মীদের কাছ থেকে নৈতিক সমর্থন পান। প্রসঙ্গত, ১৯৭৬ সালে কারেন ও উলেনবেকের বিবাহবিচ্ছেদ হয় এবং ১৯৮০-এর দশকে কারেন এক গণিতবিদ রবার্ট উইলিয়ামসকে বিয়ে করেন।

● প্রথম সৌর অরবিটর :

সূর্য তথা মহাকাশ গবেষণায় খুলে গেল নয়া দিগন্ত। নাসা এবং ইএসএ (ইউরোপিয়ান স্পেস এজেন্সি)-র যৌথ উদ্যোগে উৎক্ষেপণ হল প্রথম সৌর অরবিটার। গত ৯ ফেব্রুয়ারি ফ্লোরিডার কেপ ক্যানাভেরাল এয়ার ফোর্স স্টেশন থেকে লঞ্চ কমপ্লেক্স ৪১ থেকে ইউনাইটেড লঞ্চ অ্যালায়েন্স অ্যাটলাস ভি রকেটটি উৎক্ষেপণ করা হয়। এই প্রথম মহাকাশ থেকে সূর্যের মেরুগুলির ছবি তুলে পৃথিবীতে পাঠাতে পারবে এই মহাকাশযান। উৎক্ষেপণের পরের দিন জার্মানির ডারমস্টাডেটের ইউরোপীয় স্পেস অপারেশনস সেন্টারের মহাকাশ বিজ্ঞানীরা মহাকাশযান থেকে একটি সংকেত পেয়েছেন। তারা জানিয়েছেন, সোলার অরবিটারের সৌর প্যানেলগুলি সফলভাবে প্রতিস্থাপিত হয়েছে।

নাসা জানিয়েছে, উৎক্ষেপণের পরে প্রথম দু'দিন সৌর অরবিটার কয়েকটি অ্যান্টেনা স্থাপন করবে যা পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগ করবে। তারপর শুরু হবে তথ্য সংগ্রহ এবং পৃথিবীতে পাঠানোর কাজ। সোলার অরবিটার একটি অনন্য কক্ষপথে রয়েছে, যেখান থেকে সূর্যের মেরুগুলির ছবি তুলে পাঠাতে পারবে। এই কক্ষপথে সূর্যের কাছাকাছি মোট ২২-টি অবস্থান পড়বে। বুধের কক্ষপথের মধ্যে থেকে সূর্য এবং পৃথিবীতে তার প্রভাব সম্পর্কে পর্যবেক্ষণ করবে এই মহাকাশযান।

ইএসএ-র ডিরেক্টর মহাকাশবিজ্ঞানী গুন্থার হেসিঙ্গার বলেছেন, পৃথিবীতে প্রাণের জন্য সূর্যের গুরুত্ব কতটা, মানুষ হিসেবে তা আমরা জানি, এটাকে পর্যবেক্ষণ করি এবং কীভাবে কাজ করে চলেছে, তা নিয়ে নিরন্তর পরীক্ষানিরীক্ষা করে চলেছি; আবার আমরা এটাও জানি যে, একটা সৌরঝড় আমাদের দৈনন্দিন জীবনের কাজকর্ম ব্যাহত করতে পারে। আর নতুন এই অভিযান সম্পর্কে তার মত, এই সোলার অরবিটার মিশনের শেষে আমরা সূর্যের আচরণের পরিবর্তনের জন্য দায়ী কী এবং আমাদের গ্রহের উপর তার প্রভাবই বা কতটা, সেসম্পর্কে আরও বেশি কিছু এবং আরও বিস্তারিত জানতে পারব।

এই সোলার অরবিটার সূচনা পর্বে প্রায় তিন মাস সময় কাটাবে। এই সময়ে বিজ্ঞানীরা অরবিটারে থাকা ১০-টি যন্ত্রপাতি খুঁটিয়ে পরীক্ষা করবেন যে, সেগুলি ঠিকঠাক কাজ করছে কি না। তারপর সূর্যের প্রাথমিক কক্ষপথে পৌঁছতে সময় লাগবে প্রায় দু'বছর।

অরবিটারটি এবং তার যন্ত্রাংশকে মূলত দু'টি ভাগে ভাগ করেছেন বিজ্ঞানীরা। তার একটি অংশ মহাকাশযানের চারপাশের পরিবেশকে গবেষণা করে দেখবে। বৈদ্যুতিক ও চুম্বকীয় ক্ষেত্র, ভেসে বেড়ানো কণা এবং তরঙ্গগুলি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করবে। দ্বিতীয় অংশের কাজ মূলত দূর থেকে সূর্যের ছবি তোলা। সূর্যের বায়ুমণ্ডল এবং পাদানগুলিরও তথ্য সংগ্রহ করবে, যা বিজ্ঞানীদের সূর্যের অভ্যন্তরীণ ক্রিয়া-বিক্রিয়া বুঝতে সাহায্য করবে।

● ভারতের প্রথম মাইক্রোচিপ রাডার :

চালের দানার থেকেও ছোট্ট একটা মাইক্রোচিপের উপর রাডার ভারতে এই প্রথম। পাঠানো রেডিও তরঙ্গের মাধ্যমে যে রাডার দেখতে পারবে সিমেন্ট, কংক্রিটের পুরু দেওয়ালের ওপারে কী হচ্ছে। সেখানে রয়েছেন ক'জন। তারা দাঁড়িয়ে রয়েছেন নাকি শুয়ে রয়েছেন। রাডারের এমন পুরু দেওয়াল-ফোঁড়া 'চোখ' ('থ্রু দ্য ওয়াল রাডার সিস্টেম' বা 'টিডব্লিউআর')-এর আগে এদেশে আর কেউ বানাতে পারেননি। যা বানিয়েছেন বেঙ্গালুরুর 'ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স (আইআইএসসি)'-র অধ্যাপক গৌরব বন্দ্যোপাধ্যায়। গবেষক দলে গৌরব ছাড়াও রয়েছেন তার ৬ জন ছাত্র সাই জগন, কে. ব্যাশক, সুমিত কুমার, পুস্তিবর্ধন সোনি, অনশাজ শ্রীবাস্তব ও ঋতুরাজ কর।

এর ফলে, আগামী দিনে কাউকে আর বিমানবন্দরে গিয়ে পোশাক খুলে দেহতল্লাশির ('বডি স্ক্যান') মুখে পড়তে হবে না। পেরতে হবে না মেটাল করিডোরও। তার ফলে, এড়ানো সম্ভব হবে এক্স-রে শরীরে ঢোকার বিপদআপদও। এই প্রযুক্তি আরও উন্নত হলে বহু দূর থেকে হৃদস্পন্দন আর শ্বাস-প্রশ্বাসের হার মেপে বলে দেওয়া হবে কোনও

ব্যক্তি অসুস্থ কি না। সেটা হবে বিমানবন্দরের বিভিন্ন জায়গায় রাখা এই রাডার সিস্টেমের মাধ্যমে। চেহারাটা হবে একটা সেলফোনের মতো। যার মধ্যে চালের দানার চেয়েও ছোটো মাইক্রোচিপে থাকবে উদ্ভাবিত রাডার।

এই গবেষণায় অর্থ সাহায্য করেছে কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক, প্রতিরক্ষা গবেষণা ও উন্নয়ন সংস্থা (ডিআরডিও) এবং 'ভারত ইলেকট্রনিক্স লিমিটেড (বেল)'। কেন্দ্রীয় সরকারের 'ইমপ্রিন্ট' কর্মসূচিতে।

গবেষকের মতে, এই প্রযুক্তির ফলে বিমানবন্দরের বিভিন্ন জায়গায় এমন ছোটো ছোটো বহু রাডার বসানো যাবে, যারা কোনও যাত্রীর সঙ্গে থাকা 'থ্রি-ডি প্রিন্টেড বন্দুক'-এর মতো অধাতব অস্ত্রশস্ত্রও শনাক্ত করতে পারবে অনায়াসে। তার জন্য এক্স-রে ডিটেক্টরের প্রয়োজন হবে না। ফলে, শরীরের ক্ষতির আশঙ্কা একেবারেই থাকবে না। জঙ্গিরা কোন বাড়ির কোন ঘরে লুকিয়ে আছে, তারা কোন ঘর থেকে অন্য কোন ঘরে যাওয়া-আসা করছে, এই রাডার দিয়ে সেটাও চটজলদি বুঝে ফেলতে পারবে সংশ্লিষ্টবাহিনী, দাবি গবেষকদের।

তারা জানাচ্ছেন, আরও কিছু জরুরি কাজ করা যাবে এই রাডার ব্যবস্থায়। যারা কার্যত নির্বান্ধব অবস্থায় থাকেন বাড়িতে, বয়স হয়ে গেলে তাদের বাড়ির যেখানে-সেখানে পড়ে যাওয়ার ভয় থাকে। কোনওভাবে তারা বাথরুমে পড়ে গেলে তার খবরও কেউ পান না। বাথরুমের ভিতরে সিসিটিভি ক্যামেরা বসালে অবশ্য সেই সমস্যার কিছুটা সুরাহা হয়। কিন্তু গোপনীয়তার জন্য অনেকেই বাথরুমে সিসিটিভি ক্যামেরা বসাতে চান না। সেক্ষেত্রেও বাড়ির কোনও জায়গায় এই রাডার রেখে দিলে কাজ হবে। তাতে গোপনীয়তায় ব্যাঘাত ঘটবে না। কারণ, রেডিও তরঙ্গের ছবিতে কাউকে স্পষ্টভাবে দেখা সম্ভব নয়. তবে কারও অবস্থান বোঝা সম্ভব।

এই গবেষকরা যে কাজটা করেছেন, সেটা আলো দিয়ে করা যেত না। কারণ, দৃশ্যমান আলোর সেই ক্ষমতা নেই। কিন্তু কাজটা এক্স-রে দিয়েও করা যেত। যদিও এক্স-রে'-র ভেদন ক্ষমতা (পেনেট্রেশন পাওয়ার) অনেক বেশি বলে তা আমাদের পক্ষে ক্ষতিকারক হ'ত। রেডিও তরঙ্গ পাঠালে যে আশঙ্কা থাকে না বললেই চলে। কিন্তু দেওয়ালের ওপারে কী রয়েছে, তা জানতে, বুঝতে শুধুই রাডার থেকে ওপারে রেডিও তরঙ্গ পাঠালেই তো হবে না। সেই তরঙ্গকে আবার দেওয়ালের ওপারে থাকা কোনও বস্তু বা মানুষের উপর থেকে প্রতিফলিত হয়ে ফিরেও আসতে হবে দেওয়ালের এপারের রাডারে। না হলে তো আর ওপারে মানুষ বা বস্তু রয়েছেন কি না সেই খোঁজটা পাওয়া যাবে না। প্রতিফলিত রেডিও তরঙ্গই সেই বার্তা বয়ে (মেসেঞ্জার) এনে দেবে।

কিন্তু সিমেন্ট, কংক্রিটের দেওয়ালস ফুঁড়ে রেডিও তরঙ্গ ভিতরে ঢুকে ওপারে গিয়ে এপারে ফিরে আসার জন্য যথেষ্ট শক্তি পায় না। তার ফলে, প্রতিফলিত রেডিও তরঙ্গের বিস্তৃতি ('অ্যামপ্লিচ্যুড') অত্যন্ত কমে যায়। তাই দেওয়ালের এপারে থাকা রাডারের চোখে তা ভালোভাবে ধরা পড়ে না। মুশকিল আসানের জন্য রেডিও তরঙ্গের কিছু কিছু কম্পাঙ্ককে ('ফ্রিকোয়েন্সি') এক সঙ্গে ব্যবহার করতে হয়। যদিও সেই কাজটা মোটেই সহজ নয়। তার জন্য খুব জটিল ইলেকট্রনিক্স পদ্ধতির প্রয়োজন।

গবেষকরা 'কমপ্লিমেন্টারি মেটাল অক্সাইড সেমিকনডাক্টর (সিমস)' প্রযুক্তিতে রেডিও তরঙ্গের নানা কম্পাঙ্ককে ব্যবহার করে এমন একটি পদ্ধতির উদ্ভাবন করেছেন, যাতে দেওয়ালের ওপার থেকে প্রতিফলিত হয়ে এপারে আসা দুর্বল রেডিও তরঙ্গকেও শনাক্ত করা যায়। তাদের বানানো রাডারে রয়েছে একটি ট্রান্সমিটার, তিনটি রিসিভার এবং একটি উন্নত মানের ফ্রিকোয়েন্সি সিন্থেসাইজার। তাদের মতে, খুব ছোট্ট একটি মাইক্রোচিপের উপর এই রাডার বানাতে পারা সম্ভব হয়েছে বলে ঢালাওভাবে তার উৎপাদনের খরচটাও হবে খুব কম।

উল্লেখ, কোনও বস্তুর হালহদিশ জানতেই রাডার ব্যবহার করা হয় যেকোনও রাডারে থাকে একটি ট্রান্সমিটার আর একটি রিসিভার। কোনও বস্তুর হদিশ পেতে ট্রান্সমিটার থেকে রেডিও তরঙ্গ পাঠানো হয়। সেই তরঙ্গ বস্তু বা কোনও নির্দিষ্ট এলাকা থেকে প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসে রাডারের রিসিভারে। রেডিও তরঙ্গের ফিরে আসতে কতটা সময় লাগল, তা মেপে সেই বস্তুটি কতটা দূরত্বে রয়েছে আর তার গতিবেগ কত, তা বলে দেওয়া যায়।

রাডারকে কখনও ব্যবহার করা হয় একমুখীভাবেও। যেমন, 'আকাশবাণী'-র সম্প্রচারের ক্ষেত্রে। সেক্ষেত্রে আকাশবাণী কেন্দ্র থেকে রেডিও তরঙ্গ পাঠানো হয় শুধুই শ্রোতাদের রিসিভারে। সেখান থেকে প্রতিফলিত হয়ে রেডিও তরঙ্গের আর আকাশবাণীর রিসিভারে ফিরিয়ে নিয়ে আসার প্রয়োজন হয় না।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটেনের কাছে জার্মানিকে মাথা নোয়াতে হয়েছিল রাডার প্রযুক্তির বিপ্লবের দৌলতেই। জার্মানির অনেক আগেই ব্রিটেন বানিয়ে ফেলেছিল 'ম্যাগনেট্রন'। সেটা ১৯৩৬। তার ফলে, শত্রুপক্ষের গতিবিধি জানতে আর ঢাউস ঢাউস রাডার মোতায়েন করতে হয়নি ব্রিটেনকে। তারা এত ছোটো আকারের রাডার বানিয়ে ফেলেছিল, যা যুদ্ধবিমানের মধ্যেই রেখে দেওয়া যায়। সেখান থেকেই শত্রুপক্ষের গতিবিধির উপর নজরদারি চালানো যায়।

গোপনে সীমান্ত পেরিয়ে শত্রুপক্ষের সেনাবাহিনী ঢুকে পড়লে টহলদার যুদ্ধবিমানে থাকা রাডার থেকে তাদের গতিবিধি জানার পর তাদের উপর বোমাবর্ষণ করা সম্ভব হবে। ব্রিটেন সেটা খুব সফলভাবে করতে পেরেছিল বলেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নাস্তানাবুদ হতে হয়েছিল জার্মানিকে। এখন বিভিন্ন দেশ এই ধরনের রাডার ব্যবহার করতে শুরু করেছে বিমানে। ভারতেও এর ব্যবহার হচ্ছে। কিন্তু তার চেহারা অনেক বড়ো। একটা ল্যাপটপের মতো। তাতে সমস্যা হয় বলে 'সিমস' প্রযুক্তিতে খুব ছোট্ট রাডার ব্যবস্থার উদ্ভাবন ও বাস্তবায়ন বেশ কিছু দিন হল চালু হয়ে গিয়েছে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে। যা ভারতে এখনও চালু করা সম্ভব হয়নি। কম খরচে করার দেশীয় প্রযুক্তি ভারতের হাতে ছিল না বলে। কেন্দ্রীয় সরকারের 'ইমপ্রিন্ট' কর্মসূচির ন্যাশনাল কো-অর্ডিনেটর, খড়্গপুরের 'ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি (আইআইটি)'-র অধ্যাপক ইন্দ্রনীল মান্না বলছেন, সামরিক বাহিনীতেও এই রাডার খুব কাজে লাগবে; তবে তার জন্য প্রযুক্তির আরও কিছুটা উন্নয়ন দরকার।

খেলা

➢ এই বছরের শেষে বিরাটরা যখন অস্ট্রেলিয়ায় পা রাখবেন, তখন তাদের স্বাগত জানাবে নৈশালোকের টেস্ট ক্রিকেট এবং গোলাপি

বল হাতে মিচেল স্টার্ক, প্যাট কামিন্সরা। গত ১৬ ফেব্রুয়ারি ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড জানিয়ে দিল, এই বছরের অস্ট্রেলিয়া সফরে দিন-রাতের টেস্ট খেলবে ভারত। শুধু তাই নয়, জানা গিয়েছে পরের বছর ভারত সফরে এসে ইংল্যান্ডও একটি দিন-রাতের টেস্ট খেলবে। যে টেস্ট হতে পারে আমেদাবাদে, মোতেরার নতুন স্টেডিয়ামে। নয়াদিল্লিতে বোর্ডের অ্যাপেক্স কাউন্সিলের সভায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই বৈঠকে শ্রীলঙ্কা সফরের ক্রীড়াসূচিও ঠিক হয়েছে। মে মাসে আইপিএল শেষ হয়ে যাচ্ছে। জুনে শ্রীলঙ্কা সফরে যাওয়ার কথা ভারতের। যেখানে তারা তিনটি ওয়ান ডে ম্যাচ এবং তিনটি টি-২০ খেলবে।

➢ রুদ্ধশ্বাস লড়াইয়ের পরে এশীয় ব্যাডমিন্টনের দলগত চ্যাম্পিয়নশিপে ইন্দোনেশিয়ার কাছে ২-৩-এ হেরে গেল ভারত। এই হারে ভারতকে জাপানের সঙ্গে যুগ্মভাবে ব্রোঞ্জ পদক নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হল। গতবারের চ্যাম্পিয়নদের বিরুদ্ধে ভারতের লড়াইয়ে নেতৃত্ব দিলেন আঠারো বছরের লক্ষ্য সেন। বিমল কুমার, প্রকাশ পাড়ুকোনদের ছাত্র চমকে দিলেন বিশ্বের সাত নম্বর খেলোয়াড় জোনাথন ক্রিস্টিকে হারিয়ে। খেলার ফল ২১-১৮, ২২-২০ ক্রিস্টি এশিয়ান গেমসের চ্যাম্পিয়ন। তার বিরুদ্ধে লক্ষ্যের জয় আক্ষরিক অর্থে চমকপ্রদ। কারণ এই মুহূর্তে ভারতীয় তারকা বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে রয়েছেন ৩১ নম্বরে।

➢ গত ২৯ ফেব্রুয়ারি নবি মুম্বাইয়ে কৃত্রিম ঘাসের মাঠে অনূর্ধ্ব-১৪ ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডকে ১-০-এ হারিয়ে দিল রিলায়্যান্স ফাউন্ডেশন ইয়ং চ্যাম্পসের (আরএফওয়াইসি) অনূর্ধ্ব-১৫ দল। ছ'টি দলকে নিয়ে প্রিমিয়ার লিগ-আইএসএল নেক্সট জেনারেশন মুম্বাই কাপ ২০২০ শুরু হয়েছিল ২৪ ফেব্রুয়ারি। অংশ নেয় ম্যান ইউ, চেলসি, সাউদাম্পটন, বেঙ্গালুরু এফসি, এফসি গোয়া ও আরএফওয়াইসি। ইপিএল-এর তিনটি দল অবশ্য অনূর্ধ্ব-১৪ ফুটবলারদের নিয়ে গড়া। ভারতীয় ক্লাবগুলোর অনূর্ধ্ব-১৫ দল অংশ নিয়েছে। টানা পাঁচটি ম্যাচ জিতে চেলসির অনূর্ধ্ব-১৪ দল চ্যাম্পিয়ন হয়ে গেল।

● ওয়ান ডে-তে প্রথম ১০ উইকেট নিয়ে ইতিহাস ভারতীয়ের :

প্রাক্তন লেগস্পিনার অনিল কুম্বলের পর দ্বিতীয় ভারতীয় হিসাবে এক ইনিংসে দশ উইকেট নেওয়ার রেকর্ড গড়লেন চণ্ডীগড়ের পেসার কাশভি গৌতম। মহিলাদের অনূর্ধ্ব-১৯ ওয়ান ডে টুর্নামেন্টে অরুণাচলপ্রদেশের বিরুদ্ধে এই রেকর্ড করেছেন তিনি। তিনি ভারতের প্রথম মহিলা ক্রিকেটার যিনি এই বিরল রেকর্ড করলেন। অরুণাচলের বিরুদ্ধে খেলতে নেমে ৪.৫ ওভার বল করেছেন তিনি। ২৯-টি বল করে মাত্র ১২ রান দিয়ে তিনি তুলে নিয়েছেন বিপক্ষের দশটি উইকেট। এই দশ উইকেটের মধ্যে একটি হ্যাটট্রিকও রয়েছে। তার বিধ্বংসী বোলিংয়ের জেরে অরুণাচলের ইনিংস শেষ হয় মাত্র ২৫ রানে। ১৬ বছরের কাশভির বোলিংয়ের ভিডিয়ো নিজেদের ট্যুইটার হ্যান্ডল থেকে পোস্ট করেছে বিসিসিআই ওমেন ও আইসিসি। কাশভি এই রেকর্ড করলেন ঘরোয়া ক্রিকেটে। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে দশ উইকেট নেওয়ার রেকর্ড রয়েছে মাত্র দু'জনের। ভারতের অনিল কুম্বলে ও ইংল্যান্ডের জিম লেকার এই ইনিংসে দশ উইকেট নিয়েছিলেন টেস্ট ম্যাচে। আন্তর্জাতিক পর্যায়ের ৫০ বা ২০ ওভারের ক্রিকেটে এখনও অবধি কোনও বোলার দশ উইকেট নিতে পারেননি।

● নিউজিল্যান্ডের শততম টেস্ট জয় :

শততম টেস্টে ১০ উইকেট জয়। ওয়েলিংটন টেস্ট স্মরণীয় হয়ে রইল রস টেলরদের কাছে। বিরাট কোহলির দলকে হারিয়ে নিউজিল্যান্ড তাদের শততম টেস্ট জিতল গত ২৪ ফেব্রুয়ারি। ক্রিকেট বিশ্বে সপ্তম দল হিসেবে এই নজির গড়ল ব্ল্যাক ক্যাপসরা। রস টেলরের আগে বিশ্বের কোনও ক্রিকেটার তিন ফরম্যাটেই ১০০ ম্যাচ খেলেননি। রস টেলর তাই ওয়েলিংটনে রেকর্ড গড়লেন। যদিও শততম টেস্টে তার ব্যাটে বড়ো রান আসেনি। চার নম্বরে নেমে ৪৪ রানে থেমে যায় তার ইনিংশ। এর আগে নিউজিল্যান্ডের ক্রিকেটারদের মধ্যে স্টিফেন ফ্লেমিং, ড্যানিয়েল ভেট্টোরি ও ব্রেন্ডন ম্যাকালাম ১০০ টেস্ট খেলেছিলেন। রস টেলর হলেন চতুর্থ কিউয়ি যিনি ১০০ টেস্ট খেললেন।

● চার বছর পরে হকিতে অস্ট্রেলিয়া-সংহার :

হকিতে ২০১৬ সালের পরে প্রথম অস্ট্রেলিয়াকে হারাল ভারত। গত ২২ ফেব্রুয়ারি হকিতে এত বড়ো সাফল্য এল হরমনপ্রীত সিং-এর সৌজন্যে। তিনিই ম্যাচের সেরা। নির্ধারিত সময় ফল ছিল ২-২। টাইব্রেকারে ভারত ৩-১ ম্যাচ বার করে। এর আগের দিন দু'দেশের প্রথম লেগে মনপ্রীতরা ২-৩-এ হেরেছিল। একদিনের মধ্যে যার জবাব দিলেন গ্রাহাম রিডের ছেলেরা। হরমনপ্রীত এদিন পেনাল্টি কর্ণার থেকে গোলও করেন। ২৭ মিনিটে। যার ঠিক ২ মিনিট আগে সমতা ফেরান রুপিন্দর সিং পেনাল্টি কর্ণারেই। ২৩ মিনিটে প্রথম গোল করে অস্ট্রেলিয়ার ট্রেন্ট মিট্রন। আরান জালেস্কির গোলে ৪৬ মিনিটে ২-২ হয়। এদিনও অসাধারণ গোলরক্ষা করলেন পি. আর. সৃজেশ। ৩০ সেকেন্ডের মধ্য অস্ট্রেলিয়ার পেনাল্টি স্ট্রোস আটকান। টাইব্রেকারেও জ্বলে ওঠেন। টাইব্রেকারে নিজের দ্বিতীয় গোল করেন হরমনপ্রীত। অন্য দু'টি গোল বিবেক প্রসাদ ও ললিত উপাধ্যায়। এদিন জিতে ২ পয়েন্ট পেল ভারত।

● অ্যাগারের হ্যাটট্রিক :

দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে গিয়ে প্রথম টি-২০ ম্যাচ ১০৭ রানে জিতল অস্ট্রেলিয়া। দুরন্ত খেললেন অ্যাশটন অ্যাগার। জোহানেসবার্গে গত ২১ ফেব্রুয়ারি অস্ট্রেলিয়ার হয়ে ব্যাট করতে নেমে দু'টি চার ও একটি বিশাল ছক্কা-সহ ৯ বলে ২০ রান করেন অ্যাগার। বল হাতে ২৪ রানে পাঁচ উইকেট নেন। যার মধ্যে রয়েছে হ্যাটট্রিকও। অষ্টম ওভারে বল করতে এসে পর পর তিন বলে ফেরান ফাফ ডুপ্লেসি (২৪), আন্দাইল ফেহলুকয়ো (০) ও ডেল স্টেনকে (০)। অস্ট্রেলিয়ার ১৯৬-৬ রানের জবাবে দক্ষিণ আফ্রিকার ইনিংস শেষ হয়ে যায় ৮৯ রানেই।

● ২০১৯ সালের লরিয়াস ক্রীড়া পুরস্কার :

তার অধরা স্বপ্নপূরণ হয়েছিল ২০১১-র ২ এপ্রিল। ওয়াংখেড়েতে সেই রাতে বিশ্বকাপ জিতে বিরাটদের কাঁধে চড়ে পুরো মাঠ ঘুরেছিলেন শচীন তেণ্ডুলকর। লরিয়াস পুরস্কারে সেটাই গত কুড়ি বছরের সেরা মুহূর্তের পুরস্কার জিতে নিল। আর স্টিভ ওয়াহের হাত থেকে পুরস্কার নেওয়া শচীন বলে দিলেন, তার বিশ্বকাপ স্বপ্নের যাত্রা আসলে শুরু হয়েছিল ১৯৮৩-তে। যখন কপিল দেবের হাত ধরে প্রথম ভারতবাসী স্বাদ পেয়েছিল বিশ্বজয়ের। যখন বলছেন, একদিকে দাঁড়িয়ে স্টিভ ওয়াহ। অন্যদিকে বরিস বেকার। শচীনের তখন বয়স মাত্র দশ। লর্ডসে কপিলের দৈত্যদের বিশ্বকাপ জয়ের স্মরণীয় সেই রাতের কথা বলতে গিয়ে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন তিনি।

শচীনের বিশ্বকাপ জয়ের স্বপ্নপূরণ হয় ষষ্ঠবার খেলতে নেমে। তার আগের পাঁচটি বিশ্বকাপেই স্বপ্নভঙ্গ হয়ে ফিরতে হয়েছিল তাকে। খুব কাছাকাছি এসেছিলেন ২০০৩ দক্ষিণ আফ্রিকা বিশ্বকাপে। কিন্তু সেবারও দুরন্ত অস্ট্রেলিয়ার সামনে চূর্ণ হয় ভারতীয় দল। ২০১১-তে মহেন্দ্র সিং ধোনির নেতৃত্বে শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে ওয়াংখেড়েতে বিশ্বকাপ জেতে ভারত। ধোনির সেই ছক্কা মেরে জেতানো যেমন ঢুকে গিয়েছে ভারতীয় ক্রিকেটের রূপকথায়, তেমনই স্মরণীয় হয়ে রয়েছে কোহালিদের কাঁধে চড়ে জাতীয় পতাকা হাতে নিয়ে শচীনের ওয়াংখেড়ে প্রদক্ষিণ।

১৯৮৯ সালে পাকিস্তানে ১৬ বছরের কিশোর হিসেবে টেস্ট অভিষেক হয়েছিল শচীনের। তারপর থেকে ২৪ বছর ধরে তিনিই ছিলেন গোটা দেশের প্রিয়তম খেলোয়াড়। ব্যাটিংয়ের প্রায় সব রেকর্ডই এখনও তার দখলে। টেস্ট এবং ওয়ান ডে মিলিয়ে ৩৪,৪৫৭ রান, একশোটি সেঞ্চুরি। দু'ধরনের ক্রিকেটেই সর্বোচ্চ মোট রানের অধিকারী তিনি। টেস্টে ১৫,৯২১ রান, ওয়ান ডে-তে ১৮,৪২৬ রান।

● **টি-২০ র‍্যাঙ্কিং :**

আইসিসি-র টি-২০ র‍্যাঙ্কিংয়ে দশ নম্বরে নেমে গেলেন ভারত অধিনায়ক বিরাট কোহলি। কিন্তু নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে দুরন্ত ফর্মে থাকার জন্য দু'নম্বরে কানুর লোকেশ রাহুল। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে পাঁচ ম্যাচের টি-২০ সিরিজে দুরন্ত পারফরম্যান্স দেখিয়েছেন রাহুল। মোট ২২৪ রান করেন তিনি। গড় প্রায় ৫৬। কিউয়িদের হোয়াইটওয়াশ করার পিছনে বড়ো অবদান ছিল কে. এল. রাহুলের। উইকেটকিপিংয়ের পাশাপাশি ব্যাটিংটাও দারুণ করেছেন তিনি। তারই পুরস্কার পেলেন আইসিসি-র র‍্যাঙ্কিংয়ে।

অন্যদিকে বিরাট কোহলি চারটি টি-২০ থেকে মাত্র ১০৫ রান করেন। তার ফলে আইসিসি র‍্যাঙ্কিংয়ে অনেকটাই নেমে যান ভারত অধিনায়ক। কোহলিকে টপকে ন'নম্বরে উঠে এসেছেন ইংল্যান্ড অধিনায়ক ইয়ইন মর্গ্যান। পাকিস্তানের তারকা ব্যাটসম্যান বাবর আজম আবার টি-২০ র‍্যাঙ্কিংয়ে সবার উপরে। ৮২৩ পয়েন্ট পেয়ে বাবর আজম এক নম্বরে। তিনে রয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার অ্যারন ফিঞ্চ। চার নম্বরে কলিন মুনরো। পাঁচে অস্ট্রেলিয়ার বিধ্বংসী ব্যাটসম্যান গ্লেন ম্যাক্সওয়েল। টি-২০-তে পাকিস্তান শীর্ষে। ভারত রয়েছে চার নম্বরে। দুই ও তিনে রয়েছে যথাক্রমে অস্ট্রেলিয়া ও ইংল্যান্ড।

● **মনপ্রীত সিং ও অমিত পঙ্ঘালের সম্মান :**

মনপ্রীত সিং ও অমিত পঙ্ঘাল। একই দিনে ভারতীয় খেলাধুলোর ইতিহাসে গড়লেন দু'টি নজির। জাতীয় হকি দলের অধিনায়ক আন্তর্জাতিক হকি সংস্থার বিচারে প্রথম ভারতীয় হিসেবে বর্ষসেরার সম্মান পেলেন। যা ২০১৯-এ তার অনবদ্য হকি খেলার স্বীকৃতি। আর বক্সিং বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে রুপোজয়ী অমিত আইওসি-র বক্সিং টাস্ক ফোর্সের বিচারে ৫২ কেজি বিভাগে বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষস্থান লাভ করলেন।

মার্চ মাসে বক্সিংয়ের অলিম্পিক্সের এশীয় পর্যায়ের যোগ্যতা অর্জন টুর্নামেন্ট। তার আগে অমিতের এক নম্বরে ওঠা ভারতীয় বক্সিংয়ের ইতিহাসে নিঃসন্দেহে বড়ো ঘটনা। শেষবার কোনও ভারতীয় এই স্বীকৃতি পান বিজেন্দ্র সিং। ২০০৯-এ। ৭৫ কেজি বিভাগে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে ব্রোঞ্জজয়ী বিজেন্দ্রর পরে নতুন নজির গড়লেন অমিত।

মিডফিল্ডার মনপ্রীত বর্ষসেরা প্রথম ভারতীয় হকি তারকা। তার লড়াইটা ছিল বেলজিয়ামের আর্থার ফান ডরেন (দ্বিতীয়) ও আর্জেন্টিনার লুকাস ভিয়ার (তৃতীয়) সঙ্গে। মনপ্রীত পেয়েছেন ৩৫.২ শতাংশ ভোট। এই ভোট দেয় বিভিন্ন দেশের জাতীয় সংস্থা, সংবাদমাধ্যম, হকিপ্রেমী ও খেলোয়াড়েরা। ফান ডরেন পেয়েছেন ১৯.৭ শতাংশ ভোট। ভিয়া ১৬.৫। হকি দলের এখনকার অধিনায়ক মনপ্রীত দু'টি অলিম্পিক্সে খেলেছেন। ২০১২-তে লন্ডনে এবং চার বছর পরে রিয়োয়। জাতীয় দলে তার অভিষেক ২০১১-তে। দেশের হয়ে খেলেছেন ২৬০-টি ম্যাচ। গত বছর তার নেতৃত্বে ভারতীয় দল অলিম্পিক্সের যোগ্যতা অর্জন করে।

প্রসঙ্গত, আর্থিক অনিয়মের জন্য অপেশাদার আন্তর্জাতিক বক্সিং সংস্থা এই মুহূর্তে নির্বাসিত। বক্সিং সংক্রান্ত সব কিছু এখন চালাচ্ছে আইওসি-র অলিম্পিক্স টাস্ক ফোর্স। তারাই বক্সারদের র‍্যাঙ্কিং তৈরি করেছে শেষ দু'টি বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের ভিত্তিতে। অলিম্পিক্সে যোগ্যতা অর্জনের টুর্নামেন্ট হবে আম্মানে। ২০১৭ থেকে প্রায় সব টুর্নামেন্টে সফল অমিত। এশীয় মিটে সোনা জয়ের পরে তিনি প্রথম ভারতীয় পুরুষ হিসেবে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে রুপো জিতে চমকে দেন।

● **যুব বিশ্বকাপ জয় বাংলাদেশের, নজির যশস্বীর :**

যুব বিশ্বকাপে যশস্বী জয়সওয়ালের দারুণ ফর্ম অব্যাহত থাকল ফাইনালেও। গত ৯ ফেব্রুয়ারির ফাইনালে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যশস্বী খেললেন প্রয়োজনীয় ইনিংস। ফাইনালে ৮৮ রান করায় টানা চারটি ম্যাচে পঞ্চাশের বেশি রান করলেন তিনি। টুর্নামেন্টে পাঁচটি হাফ হেঞ্চুরি করে নজিরও গড়েন যশস্বী। তার আগে ব্রেট উইলিয়ামস (১৯৮৮) ও সরফরাজ খান (২০১৬) পাঁচটি অর্ধ শতরান করেছিলেন যুব বিশ্বকাপে। যশস্বী ছুঁয়ে ফেললেন তাদেরও। ভারতের বাঁ হাতি ওপেনার শেষ ছ'টি ইনিংসে করেন ৮৮ (ফাইনাল), অপরাজিত ১০৫, ৬২, অপরাজিত ৫৭, অপরাজিত ২৯ এবং ৫৭। এবারের যুব বিশ্বকাপে যশস্বী সর্বোচ্চ রানের মালিকও। মোট ৪০০ রান করেন তিনি। ফাইনালে তার সতীর্থরা যখন নিজেদের প্রয়োগ করতে ব্যর্থ, তখন ভারতের বাঁ হাতি ওপেনার একদিক ধরে রেখে রান করছিলেন। ৪০ ওভারে তিনি আউট হয়ে ফিরে যাওয়ার পরে ভারতের ইনিংস দ্রুত ভেঙে পড়ে। যশস্বীর জন্যই ভারত ১৭৭ রান তুলতে সক্ষম হয় ফাইনালে। যশস্বী রান না পেলে আরও আগে শেষ হয়ে যেত ভারতের ইনিংস। জেতার জন্য বাংলাদেশের যখন দরকার ৫৪ বলে ১৫, তখন বৃষ্টি নামে পোচেস্ট্রুমে। বৃষ্টির পরে খেলা শুরু হলে বাংলাদেশের জেতার সমীকরণ দাঁড়ায় ২৭ বলে ৬ রান। ২৩ বল বাকি থাকতে ফাইনাল জিতে চ্যাম্পিয়ন হল বাংলাদেশ।

● **আইসিসি-র অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপের সেরা দল :**

২০২০ অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপে ফাইনালে ভারত পরাজিত হয়েছে ঠিকই, কিন্তু পারফরম্যান্সের বিচারে মনে দাগ কেটেছেন বেশ কয়েক জন তরুণ ভারতীয়। সঙ্গে রয়েছে বাংলাদেশ, আফগানিস্তান, শ্রীলঙ্কা, ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও কানাডার খেলোয়াড়রাও। এইসব তরুণ খেলোয়াড়দের প্রতিভা মুগ্ধ করেছে বিশ্বের তাবড়ো ক্রিকেট বোদ্ধাদেরও। তাদের মতে, এরাই আগামী দিনে ক্রিকেট বিশ্বকে শাসন করবে। এইসব তরুণদের নিয়েই সেরা অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্ব একাদশ ঘোষণা করল আইসিসি। সেই তালিকায় রয়েছেন—

❖ **যশস্বী জয়সওয়াল :** নিঃসন্দেহে আইসিসি ঘোষিত অনূর্ধ্ব-১৯-এর সেরা একাদশের ওপেনার যশস্বীই। মুম্বাইয়ের রাস্তায় গৃহহীন এই ফুচকা বিক্রেতা টুর্নামেন্টে মোট ৪০০ রান করেছেন। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে

ফাইনালে তার সতীর্থরা যখন নিজেদের প্রয়োগ করতে ব্যর্থ, তখন তার জন্যই ভারত ১৭৭ রান তুলতে পেরেছিল।

❖ **ইব্রাহিম জাদরান :** আফগান এই ওপেনারের জন্ম ২০০১ সালে। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে তার হাতেখড়ি ২০১৮ সালের অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপে। সেবারে দেশের সেরা অনূর্ধ্ব-১৯ ক্রিকেটার হয়েছিলেন তিনি। ২০২০ অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপেও নজর কেড়েছেন এই খেলোয়াড়।

❖ **রবীন্দু রাসান্থা :** শ্রীলঙ্কার অনূর্ধ্ব-১৯ ওপেনিং ব্যাটসম্যান তিনি। ২০২০ বিশ্বকাপে নজর কেড়েছেন এই ডান হাতি ওপেনারও। আইসিসি তাই তাকে সেরা একাদশের তিন নম্বরে রেখেছে।

❖ **মাহমুদুল হাসান জয় :** ফাইনালে রান না পেলেও তার ব্যাটে ভর করেই সেমিফাইনালে জেতে বাংলাদেশ। শেষ চারে সেঞ্চুরি করা জয়কে ভবিষ্যতের তারকা বলছেন অনেকেই। আইসিসি-র দলের মিডল অর্ডার সামলাবেন বাংলাদেশের এই ডান হাতি।

❖ **শাহদত হোসেন :** আইসিসি-র ঘোষিত সেরা একাদশে রয়েছেন এই বাংলাদেশি ব্যাটসম্যানও। ২০২০ অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপে ছয় ইনিংসে তিনবার অপরাজিত ছিলেন তিনি। নিউজিল্যান্ড ও দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে নক আউট পর্যায়ে দারুণ খেলেন তিনি।

❖ **নাইম ইয়ং :** ওয়েস্ট ইন্ডিজের ভবিষ্যতের তারকা বলেই ডাকা হচ্ছে এই তরুণ অলরাউন্ডারকে। আইসিসি-র সেরা একাদশে দু'জন ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেটার সুযোগ পেয়েছেন। তাদের মধ্যে প্রথম হলেন এই নাইম।

❖ **আকবর আলি :** এবারে অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক তিনি। তার অধীনেই প্রথমবারের জন্য বিশ্বকাপের মুখ দেখল বাংলাদেশ। ফাইনালে মাথা ঠাণ্ডা রেখে দলকে জেতান তিনি। এই দলের সাত নম্বরে থাকছেন তিনি।

❖ **সফিকুল্লা ঘাফারি :** মাত্র দু'জন আফগান ক্রিকেটার এই তালিকায় ঠাঁই পেয়েছেন। তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন সফিকুল্লা ঘাফারি। এই আফগান স্পিনার এই টুর্নামেন্টে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে মাত্র ১৫ রান দিয়ে ছ'টা উইকেট নিয়ে সকলের নজরে আসেন।

❖ **রবি বিষ্ণোই :** অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ মানেই ভারতীয় ক্রিকেটে নতুন তারার সন্ধান। এই প্রতিযোগিতাই উপহার দিয়েছে যুবরাজ সিং, বিরাট কোহালি, রবীন্দ্র জাডেজার মতো তারকাকে। রবি বিষ্ণোই এরকমই এক নতুন তারা বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। ফাইনালে ভারতকে প্রায় একাই জিতিয়ে দিয়েছিলেন এই লেগস্পিনার।

❖ **কার্তিক ত্যাগী :** যশস্বী, বিষ্ণোই ছাড়া তৃতীয় যে ভারতীয় আইসিসি-র সেরা একাদশে ঠাঁই পেয়েছেন, তিনি হলেন কার্তিক ত্যাগী। কার্তিকের সুইং প্রতিপক্ষের মনে ভয় ধরিয়ে দেয়। এই টুর্নামেন্টে মোট ১১-টি উইকেট নিয়েছেন তিনি।

❖ **জেডেন সিলস :** ওয়েস্ট ইন্ডিজের পেসার জেডেন। এই টুর্নামেন্টে ১০-টি উইকেট নিয়েছেন এই তরুণ পেসার। গড় ১৮.৩০।

❖ **আকিল কুমার :** কানাডার উজ্জ্বল তারকা আকিল কুমার। ১৫.৩৭ গড়ে মোট ১৬-টি উইকেট নেন তিনি। আইসিসি-র তালিকায় ১২ নম্বরে রয়েছেন তিনি। ব্যাট হাতেই লোয়ার অর্ডারে ভরসা দিতে পারেন তিনি।

● **টি-২০-তে নিউজিল্যান্ডকে হোয়াইট ওয়াশ করল ভারত :**

সিরিজের পঞ্চম টি-২০-তে প্রথমে ব্যাট করে ভারত তিন উইকেট হারিয়ে তুলেছিল ১৬৩ রান। ফলে পাঁচ ম্যাচের টি-২০ সিরিজে ৫-০ হোয়াইট ওয়াশের লজ্জা এড়াতে নিউজিল্যান্ডের প্রয়োজন ছিল ১৬৪ রান। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নয় উইকেটে ১৫৬ তুলল তারা। ভারত জিতল সাত রানে। একই সঙ্গে বিশ্বের প্রথম দল হিসেবে এই ফরম্যাটে কোনও সিরিজ জিতল বিপক্ষকে হোয়াইটওয়াশের রেকর্ড গড়ল নীল জার্সিধারীরা। এই মাঠে হওয়া প্রতিটি টি-২০ আন্তর্জাতিকেই প্রথমে ব্যাট করা দল জিতেছে। রান তাড়া করে হারের সংখ্যা পাঁচ। ভারত আবার এই মাঠে এই প্রথম টি-২০ খেলছে। নিউজিল্যান্ড এই মাঠে আবার চারবার জিতেছে, হেরেছে একবার। একটি ম্যাচের নিষ্পত্তি হয়নি। ভারত এই মাঠের অতীতের কথা মাথায় রেখেই প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নিল। পছন্দের রান তাড়ার দিকে ঝুঁকল না।

নিউজিল্যান্ডে এই প্রথমবার টি-২০ সিরিজ জিতেছে ভারত। টিম ইন্ডিয়া এগিয়ে ৪-০ ফলে। গত ২ ফেব্রুয়ারি তাই টি-২০ সিরিজ ৫-০ করার সুযোগ ছিল ভারতের সামনে। এর আগে কোনও টেস্ট খেলিয়ে দেশের বিরুদ্ধে টি-২০-তে ৫-০ জেতার নজির নেই বিশ্বক্রিকেটে। অন্যদিকে, লজ্জার রেকর্ডের সামনে নিউজিল্যান্ড। শেষ দুই ম্যাচে সুপার ওভারে হারতে হয়েছিল কিউয়িদের। আর দুটো ম্যাচই নির্ধারিত কুড়ি ওভারে জেতার মতো অবস্থায় ছিল ব্ল্যাক ক্যাপসরা।

● **ওয়ান ডে-তে হোয়াইট ওয়াশ হল ভারত :**

টি-২০ সিরিজ ৫-০-এ জিতেছিল ভারত। তিন ম্যাচের ওয়ান ডে সিরিজে উলটো ছবি। ৩-০-এ ভারতকে হোয়াইট ওয়াশ করে টি-২০-র বদলা ওয়ান ডে-তে নিল কিউয়িরা। ওয়ান ডে সিরিজ আগেই হেরে গিয়েছিল ভারত। গত ১১ ফেব্রুয়ারির মাউন্ট মাউঙ্গানুইয়ের শেষ ওয়ান ডে ম্যাচ ভারতের কাছে ছিল সম্মানরক্ষার। সেই ম্যাচেও ভারতকে পাঁচ উইকেটে হারতে হল। লোকেশ রাহুল, শ্রেয়াস আইয়ার রান পাওয়ায় ৫০ ওভারে ভারত করেছিল সাত উইকেটে ২৯৬ রান। জবাবে ব্যাট করতে নেমে ১৭ বল বাকি থাকতে কিউয়িরা পাঁচ উইকেটে ৩০০ করে ম্যাচ জিতে নেয়।

● **ধোনি, সৌরভের রেকর্ড ভাঙলেন বিরাট :**

অধিনায়ক হিসেবে একদিনের ক্রিকেটে সৌরভের রানকে টপকে গেলেন কোহলি। গত ৫ ফেব্রুয়ারি হ্যামিল্টনের সিডন পার্কে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে সিরিজের প্রথম একদিনের ম্যাচেও সেই রেকর্ড ভাঙলেন তিনি। একদিনের ক্রিকেটে অধিনায়ক হিসেবে সবচেয়ে বেশি রানের তালিকায় সৌরভ গাঙ্গুলিকে টপকে গেলেন তিনি। ভারতের অধিনায়ক হিসেবে সৌরভ করেছিলেন ৫,১০৪ রান। এদিনের ৫১ রানের ইনিংসের পর কোহলি থামলেন ৫,১২৩ রানে। ৫,১২৩ রানে পৌঁছতে কোহলি নিয়েছেন ৮৭ ম্যাচ। তার গড় চোখ ধাঁধানো, ৭৬.৪৬। একদিনের ক্রিকেটে অধিনায়ক হিসেবে ২১ সেঞ্চুরি ও ২৩ হাফ-সেঞ্চুরি করেছেন তিনি।

এর সপ্তাহখানেক আগেই টি-২০ আন্তর্জাতিক অধিনায়ক হিসেবে সবচেয়ে বেশি রানের ভারতীয় রেকর্ড গড়েছিলেন কোহলি। মহেন্দ্র সিং ধোনির ১,১১২ রানকে টপকে গিয়েছিলেন তিনি। ৭২ ম্যাচে ৩৭.০৬ গড়ে ধোনি করেছিলেন ১,১১২ রান। আর হ্যামিল্টনেই নিউজিল্যান্ডের

বিরুদ্ধে তৃতীয় টি-২০-তে মাত্র ৩৭ ম্যাচে ধোনিকে পেরিয়ে গিয়েছিলেন তিনি।

একদিনের ক্রিকেটে অধিনায়ক হিসেবে মোট রানের তালিকায় সাতে আছেন কোহলি। ভারতীয়দের মধ্যে তার স্থান তিনে। মহেন্দ্র সিং ধোনি ও মহম্মদ আজহারউদ্দিনের অধিনায়ক হিসেবে কোহলির চেয়ে বেশি রান করেছিলেন। তালিকার শীর্ষে অস্ট্রেলিয়ার বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক রিকি পন্টিং (২৩০ ম্যাচে ৮,৪৯৭ রান)। পর পর আছেন মহেন্দ্র সিং ধোনি (২০০ ম্যাচে ৬,৬৪১ রান), স্টিফেন ফ্লেমিং (২১৮ ম্যাচে ৬,২৯৫ রান), অর্জুন রাণাতুঙ্গা (১৯৩ ম্যাচে ৫,৬০৮ রান), গ্রেম স্মিথ (১৫০ ম্যাচে ৫,৪১৬ রান), মহম্মদ আজহারউদ্দিন (১৭৪ ম্যাচে ৫,২৩৯ রান), বিরাট কোহলি (৮৭ ম্যাচে ৫,১২৩ রান), সৌরভ গাঙ্গুলি (১৪৮ ম্যাচে ৫,১০৪ রান)।

● **রঞ্জি ট্রফিতে ১২ হাজার রানের রেকর্ড :**

নজির গড়লেন ওয়াসিম জাফর। রঞ্জি ট্রফির ইতিহাসে প্রথম ব্যাটসম্যান হিসেবে ১২,০০০ রান করলেন তিনি। এই মরসুমের শুরুতে রঞ্জি ট্রফিতে ১১,৭৭৫ রান ছিল জাফরের। বিদর্ভের হয়ে গত ৪ ফেব্রুয়ারি কেরলের বিরুদ্ধে রঞ্জি ট্রফির ম্যাচে নামার আগে তার রান ছিল ১১,৯৮১। এদিন চার রানে দলের প্রথম উইকেট পড়ার পর তিন নম্বরে ক্রিজে এসেছিলেন জাফর। করলেন ৫৭। এই ইনিংসের পর রঞ্জি ট্রফিতে তার রান দাঁড়ায় ১২,০৩৮ (সেই দিন পর্যন্ত)। এই মরসুমেই তিনি আবার রঞ্জিতে ১৫০ ম্যাচ খেলার রেকর্ড গড়েছিলেন। রঞ্জিতে কোনও ক্রিকেটার জাফরের চেয়ে বেশি ম্যাচ খেলেননি। ১৯৯৬-'৯৭ মরসুমে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে অভিষেক ঘটিয়েছিলেন জাফর। দীর্ঘদিন খেলার সুবাদে ঘরোয়া ক্রিকেটে তিনি একজন কিংবদন্তি হিসেবেই চিহ্নিত হন। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ৩১ টেস্ট ও দু'টো ওয়ান ডে খেলেছেন তিনি। ২০০৮ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে শেষবার জাফরকে জাতীয় দলের প্রতিনিধিত্ব করতে দেখা গিয়েছিল।

● **অস্ট্রেলিয়ান ওপেন :**

অস্ট্রেলীয় ওপেন জিতলেন নোভাক জোকোভিচ। ফাইনালে সার্বিয়ান তারকা ৬-৪, ৪-৬, ২-৬, ৬-৩, ৬-৪-এ হারালেন অস্ট্রিয়ার ডোমিনিক থিমকে। রাফায়েল নাদাল রোলাঁ গ্যারোজের রাজা। জোকার আবার মেলবোর্ন পার্ক-এর বাদশা। গত ২ ফেব্রুয়ারি মেলবোর্নে অষ্টম খেতাব জিতলেন তিনি। অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে যতবার শেষ চারে পৌঁছেছেন জোকার, প্রতিবারই খেতাব জিতেছেন। এবারও তাই হল। জোকোভিচের জেতা গ্র্যান্ড স্ল্যামের সংখ্যা দাঁড়াল ১৭-টি। প্রথমবার গ্র্যান্ড স্ল্যাম ফাইনাল খেলতে নেমেছিলেন অস্ট্রিয়ার থিম। ম্যাচ দেখে একবারের জন্য মনে হয়নি তিনি চাপে রয়েছেন। প্রথম সেট জোকোভিচ জিতে নেওয়ার পরে দ্বিতীয় ও তৃতীয় সেট জিতে এগিয়ে যান থিম। ম্যাচ বাঁচানোর জন্য চতুর্থ সেটে মরিয়া লড়াই করেন জোকোভিচ। চতুর্থ সেট সার্বিয়ান তারকা জিতে নেওয়ায় ম্যাচ গড়ায় পঞ্চম সেটে। শেষ সেটে প্রতিটি পয়েন্টের জন্য লড়েন থিম। শেষ পর্যন্ত অবশ্য অভিজ্ঞতার জোরে জোকোভিচ ম্যাচ জিতে নেন।

রড লেভার এরিনায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সোফিয়া কেনিন দুরন্ত টেনিস খেলে গারবিনে মুগুরুসাকে মহিলাদের সিঙ্গলস ফাইনালে হারিয়ে অস্ট্রেলীয় ওপেনে চ্যাম্পিয়ন। তাও প্রথম সেটে পিছিয়ে গিয়ে! ম্যাচের ফল কেনিনের পক্ষে ৪-৬, ৬-১, ৬-২। এটি কেনিনের জীবনের প্রথম গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়। এবারের অস্ট্রেলীয় ওপেনে চতুর্দশ বাছাই ছিলেন সোফিয়া। ফাইনালে প্রথম সেটে কেনিনের ফোরহ্যান্ড শটগুলো ঠিক হচ্ছিল না। সেই সুযোগে এই সেটে জিতে যায় স্পেনীয় মুগুরুসা। কিন্তু পরের দু'সেটে মুগুরুসাকে দাঁড়াতেই দেয়নি রাশিয়া-জাত মার্কিন খেলোয়াড় কেনিন। পর পর দু'সেটে জিতে শেষ হাসি কেনিনের মুখেই। প্রসঙ্গত, ১৯৮৭ সালে জন্মভূমি সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন ছেড়ে মার্কিন মুলুকে চলে এসেছিলেন আলেকজান্ডার কেনিন। ফ্লরিডায় পাকাপাকিভাবে থাকার আগে কেনিন পরিবার ফিরেছিল মস্কোতে। সেখানেই ১৯৯৮ সালে জন্ম সোফিয়ার। তারা আবার ফিরে আসেন মার্কিন মুলুকে।

● **শারাপোভার অবসর ঘোষণা :**

টেনিস পোর্টে আর দেখা যাবে না মারিয়া শারাপোভাকে। পেশাদার টেনিস থেকে অবসর নিয়ে ফেললেন রুশ তারকা। এক ম্যাগাজিনে লেখা প্রতিবেদনের মাধ্যমেই এই খবর জানালেন শারাপোভা। ২০০৪ সালে মাত্র ১৭ বছর বয়সে সেরিনা উইলিয়ামসকে হারিয়ে উইম্বলডন খেতাব জিতে নিয়েছিলেন শারাপোভা। তার ঠিক দু'বছর পরে যুক্তরাষ্ট্র ওপেন জেতেন তিনি। ২০০৮ সালে অস্ট্রেলিয়ান ওপেনেও শেষ হাসি হাসেন। এরকম দুর্দান্ত শুরুর পরেও পাঁচটির বেশি গ্র্যান্ড স্ল্যাম জিততে পারেননি শারাপোভা। তার প্রধান কারণ সেরিনা উইলিয়ামসের দাপট। মার্কিন টেনিস তারকার পাওয়ার টেনিসের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারেননি। কোর্টে যতবার দু'জনের সাক্ষাৎ হয়েছে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই শেষ হাসি তোলা ছিল সেরিনার জন্য। ২০১৬ সালে টেনিস কোর্টের এই রুশ ফ্ল্যাট গ্রাউন্ডস্ট্রোকের বিরুদ্ধে ডোপ নেওয়ার অভিযোগ ওঠে। ১৫ মাসের জন্য নির্বাসিত হন শারাপোভা। নির্বাসন কাটিয়ে যখন কোর্টে ফিরলেন, তখন তার খেলায় আগের সেই ধার ছিল না। ৩২ বছর বয়সে টেনিসকে বিদায় জানানোর সিদ্ধান্তটা নিয়েই ফেললেন।

প্রকৃতি ও পরিবেশ

● **১৮.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস গরম অ্যান্টার্কটিকা :**

অ্যান্টার্কটিকা এর আগে এতটা গরমে তেতে ওঠেনি আর কখনও, এমনকী, কোনও গ্রীষ্মেও। দক্ষিণ মেরুর উত্তর প্রান্তের 'এসপ্যারেঞ্জা বেসে'-এর তাপমাত্রা ছুঁয়ে ফেলেছে ১৮.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস। ফারেনহাইটের মানদণ্ডে ৬৪.৯৪ ডিগ্রি। আন্টার্কটিকার ইতিহাসে যা একটি রেকর্ড। তার ফলে, অ্যান্টার্কটিকার বরফের বিশাল বিশাল পুরু চাঙড়গুলি ভেঙে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। ভাঙলেই দ্রুত বরফ গলতে শুরু করবে অ্যান্টার্কটিকার। চিড় ধরতে শুরু করেছে অ্যান্টার্কটিকার বিশাল বিশাল গ্লেসিয়ারগুলিতেও। পরিণতিতে আর ১০০ বছরে অন্তত ১০০ ফুট উঠে আসতে পারে সমুদ্রের জল-স্তর। তাতে বহু দেশের বহু শহর তলিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা।

বিশ্বের ১৯৩-টি সদস্য দেশের সংগঠন 'ওয়ার্ল্ড মেটিওরোলজিক্যাল অর্গানাইজেশন (ডব্লিউএমও)' গত ৭ ফেব্রুয়ারি এই খবর দিয়েছে। এর আগের দিনই মাপা হয়েছে অ্যান্টার্কটিকার তাপমাত্রা 'ডব্লিউএমও' জানিয়েছে, উষ্ণায়নের দরুন কুমেরুর এই তাপমাত্রা বৃদ্ধি আগের সব রেকর্ডকে ভেঙে দিয়েছে। ২০১৫ সালে অ্যান্টার্কটিকার একটি অংশের

তাপমাত্রা বেড়ে গিয়ে পৌঁছেছিল ১৭.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস বা সাড়ে ৬৩ ডিগ্রি ফারেনহাইটে।

গত তিন বছরে অ্যান্টার্কটিকার ওই অংশের তাপমাত্রা বেড়েছে প্রায় ১ ডিগ্রি সেলসিয়াস। ২০১৫-র প্যারিস জলবায়ু চুক্তিতে বলা হয়েছিল, বাতাসে গ্রিন হাউস গ্যাস নির্গমণের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে কমাতে না পারলে ২১০০ সালে পৃথিবীর ভূ-পৃষ্ঠের তাপমাত্রা অন্তত ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেড়ে যাবে। তাতে দুই মেরুর বরফ খুব দ্রুত গলতে শুরু করবে। যার জেরে উদ্বেগজনকভাবে উঠবে সমুদ্রের জল-স্তর। যা সুমুদ্রোপকূলবর্তী বহু দেশের বহু শহরকে গ্রাস করবে। শহরগুলি চলে যাবে অতলান্ত জলের তলায়।

ডব্লিউএমও-র মুখপাত্র ক্লেয়ার নুলিস বলেছেন, গ্রীষ্মেও কোনও দিন অ্যান্টার্কটিকার তাপমাত্রা এতটা বেড়ে যায়নি; এমনকী, তা তিন বছর আগের রেকর্ডকেও (১৭.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস) ভেঙে দিয়েছে। নুলিস এও জানিয়েছেন, সুমেরু নয়, পৃথিবীতে সবচেয়ে দ্রুত হারে গরম হচ্ছে অ্যান্টার্কটিকাই (কুমেরু)। তার ফলে, আগামী এক বা দুই শতকে সমুদ্রে জল-স্তর উঠে আসবে অন্তত ৩ মিটার বা ১০ ফুট। ডব্লিউএমও-র মুখপাত্র বলছেন, আগে বছরে যে পরিমাণে বরফ গলত অ্যান্টার্কটিকায়, ১৯৭৯ থেকে ২০১৭, এই ৩৯ বচরে তা ৬ গুণ বেড়েছে।

● **'উষ্ণতম' শহর কলকাতা :**

বড়ো, ছোটো, মাঝারি শহরগুলির মধ্যে ভারতে উষ্ণতম দ্বীপ হয়ে উঠেছে কলকাতা, 'হটেস্ট অব দ্য আরবান হিট আইল্যান্ডস'। গত তিন দশকে। দিনে আর রাতে শহর কলকাতার গা পুড়ে যাচ্ছে তীব্র দহনজ্বালায়। ব্যবধান বেড়ে চলেছে দিন ও রাতের সর্বাধিক আর সর্বনিম্ন তাপমাত্রার। যত বছর গড়াচ্ছে, সেটা ততই বাড়ছে। শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা-সহ বছরের বারোমাস্যায় কলকাতার গড় তাপমাত্রা বেড়ে গিয়েছে ২ ডিগ্রি সেলসিয়াসেরও বেশি। গত ৩০ বছরে। মূলত দ্রুত ও যথেচ্ছ নগরায়ণের দৌলতে।

খড়্গপুরের 'ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি (আইআইটি)'-র গবেষণা এই চাঞ্চল্যকর তথ্য দিয়েছে। ভারতের বিভিন্ন শহর নিয়ে এই গবেষণা চালানো হয়েছে ২০০১ থেকে ২০১৭ পর্যন্ত। টানা ১৬ বছর ধরে। গবেষক দলে রয়েছেন আইআইটি-র 'সেন্টার ফর ওশন্‌স, রিভার্স, অ্যাটমস্ফিয়ার অ্যান্ড ল্যান্ড সায়েন্সেস (কোরাল)'-এর অধ্যাপক অরুণ চক্রবর্তী, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর জয়নারায়ণ কুট্টিপ্পুরথ, আর্কিটেকচার অ্যান্ড রিজিওনাল প্ল্যানিং বিভাগের অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর সৈকত কুমার পাল এবং 'কোলা'-এর গবেষক ছাত্র শরৎ রাজ।

গবেষণাপত্রটি সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান-জার্নাল 'জার্নাল অব এনভায়রনমেন্টাল ম্যানেজমেন্ট'-এ। জানিয়েছে, পরিকল্পনাবিহীন যথেচ্ছ নগরায়ণের জন্য দিন আর রাতের তাপমাত্রা উদ্বেগজনকভাবে বেড়ে চলেছে দিল্লি, মুম্বাই, চেন্নাই, গুয়াহাটি, পুণে, বেঙ্গালুরু-সহ ভারতের ৪৪-টি বড়ো শহরের।

তবে গা তেতেপুড়ে ওঠার নিরিখে কলকাতা দেশের অন্য বড়ো শহরগুলিকে টেক্কা দিয়েছে। গত ৩০ বছরে দেশের অন্য বড়ো শহরগুলির দিন ও রাতের গড় তাপমাত্রা বেড়েছে সর্বাধিক ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। কলকাতার জ্বর বেড়েছে আরও বেশি। তাপমাত্রা বাড়ার নিরিখে কলকাতার আশপাশেই রয়েছে গুয়াহাটি ও পুণের মতো বড়ো শহরগুলি।

বিশ্বব্যাঙ্কের ২০১৮ সালের রিপোর্ট জানাচ্ছে, ভারতে মোট জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশই থাকেন ছোটো, বড়ো ও মাঝারি শহরগুলিতে। যা গোটা বিশ্বের জনসংখ্যার ৭ শতাংশের কিছু কম।

মূল গবেষক, খড়্গপুর আইআইটি-র 'সেন্টার ফর ওশন্‌স, রিভার্স, অ্যাটমস্ফিয়ার অ্যান্ড ল্যান্ড সায়েন্সেস (কোরাল)'-এর অধ্যাপক অরুণ চক্রবর্তী বলছেন, দ্রুত ও পরিকল্পনাবিহীন যথেচ্ছ নগরায়ণের জন্যই নয়ের দশকের পর থেকে কলকাতার দিন ও রাতের গড় তাপমাত্রা ২ ডিগ্রি সেলসিয়াসেরও বেশি বেড়ে গিয়েছে। আশপাশের গ্রামীণ বা মফস্বল এলাকাগুলির চেয়ে কলকাতার গা বেশি পড়ছে তাপে; কারণ, নগরায়ণের জন্য কলকাতার মতো শহরগুলিতেই গাছ কাটা হচ্ছে বেশি। বহুতল বা কমপ্লেক্স অথবা মেগাসিটি প্রজেক্টের জন্য দেদার জলাশয় ভরাট করা হচ্ছে। কার্বন ডাই-অক্সাইড, সালফার ডাই-অক্সাইডের মতো গ্রিন হাউস গ্যাসগুলির নির্গমণের পরিমাণ বাড়ছে। যে হারে জনসংখ্যা বাড়ছে আর রুটি-রুজির কেন্দ্রগুলি উত্তরোত্তর বিকেন্দ্রীভূত হওয়ার পরিবর্তে মূল শহর বা নিত্যনতুন গজিয়ে ওঠা 'মেগাসিটি'-গুলির অভিমুখী হয়ে পড়ছে, তাতে সারা দেশে আরও আরও বেশি পরিমাণে যে নগরায়ণ হবে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। হচ্ছেও। কিন্তু সেটা যথেচ্ছভাবে হচ্ছে, কোনও পরিকল্পনা ছাড়াই হচ্ছে বলে উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। গবেষক জানালেন, অল্প একটু জায়গার উপর যেখানে তিন কি চারতলা বাড়ি হলেই যথেষ্ট, সেখানে গড়ে উঠছে ৮ বা ১০ তলার একের পর এক কমপ্লেক্স। বাড়তি মুনাফার লোভে। মেগাসিটি বা উপনগরীগুলিতে মাথার উপর ঠাঁই জোগাড় করতে হাঁফিয়ে ওঠা মানুষ সেই ফাঁদেই পা দিচ্ছেন।

গবেষকরা জানাচ্ছেন, তার কারণ, ইট, কাঠ, কংক্রিটের 'জঙ্গল' বেড়ে চলছে অসম্ভব দ্রুত হারে। সাধারণত, দিনের তাপ শুষে নেয় বাড়ির ইট, কংক্রিটের দেওয়াল। তার পর রাতে শুষে নেওয়া তাপই দেওয়ালগুলি ছেড়ে দেয় পরিবেশে। তার ফলে, দিনে ইট, কংক্রিটের বাড়ি যেমন তেতে ওঠে, তেমনই রাতে তা ঠাণ্ডা হয়ে আসে ধীরে ধীরে।

কিন্তু সেটা গত তিন দশক ধরে কলকাতার মতো দেশের বড়ো বড়ো শহরগুলিতে স্বাভাবিকভাবে হতে পারছে না। তার কারণ, ঘনঘন বহুতল গড়ে উঠছে। একটি বহুতল থেকে অন্য বহুতলটির দূরত্ব থাকে না বললেই চলে। যেন তারা গায়ে গা লাগিয়ে রয়েছে! তার ফলে, কোনও এলাকায় স্বাভাবিক বায়ুপ্রবাহে ('এয়ার-ফ্লো') ব্যাঘাত ঘটছে।

গবেষকদের কথায়, এর জন্যই এত বিপত্তি; রাতে ইট, কংক্রিটের বাড়িগুলি পরিবেশে যে তাপ বিকিরণ করে ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা হয়ে আসত, সেই তাপ ওই বায়ুপ্রবাহের মাধ্যমেই এত দিন ছড়িয়ে পড়ত আশপাশের অন্য এলাকাগুলিতে। ফলে, কোনও একটি এলাকার তাপমাত্রা বাড়ত না। এখন সেটা হচ্ছে না। তাই কলকাতা-সহ দেশের বেশিরভাগ শহরেরই দিন আর রাতের তাপমাত্রার গড় ব্যবধান আগের চেয়ে এতটা বেড়ে গিয়েছে।

গবেষকরা জানাচ্ছেন, দেশের অন্য শহরগুলির তুলনায় পরিকল্পনাবিহীনভাবে যথেচ্ছ মেগাসিটি বা উপনগরী বেশি গড়ে উঠছে কলকাতার লাগোয়া এলাকাগুলিতেই; একই কথা খাটে গুয়াহাটি ও পুণে শহর দু'টির ক্ষেত্রেও; তাই কলকাতার গা গত তিন দশকে অন্য শহরগুলির তুলনায় বেশি গরম হয়েছে। তাদের কথায়, নগরায়ণ হবেই,

সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তো সেটাই স্বাভাবিক; কিন্তু সমূলে বৃক্ষছেদন করে নয়। সুস্থ পরিবেশ আর বিজ্ঞানসম্মত বাস্তুতন্ত্রকে অগ্রাহ্য করে নয়। সেই নগরায়ণ হোক পরিকল্পনামাফিক। রাতে ইট, কংক্রিটের বাড়িগুলি থেকে বেরিয়ে আসা তাপ যাতে বায়ুপ্রবাহ পায়। তা ছড়িয়ে পড়তে পারে আশপাশের অন্য এলাকাগুলিতে। কোনও একটি এলাকার মধ্যে ঘুরপাক না খেয়ে।

● **বিশ্বের সবচেয়ে দূষিত ৫০ শহর :**

পৃথিবীর সবচেয়ে দূষিত ৫০-টি শহরের মধ্যে ২১-টিই ভারতে। গত ২৫ ফেব্রুয়ারি এমনই জানাল এক আন্তর্জাতিক দূষণ পরিমাপ সংস্থা। সমীক্ষাটি করা হয়েছিল ২০১৯ সালে। সুইডেনের সংস্থা আইকিউ এয়ারভিসুয়াল-এর এই সমীক্ষায় আরও জানা যাচ্ছে, ভারতের দিল্লি, গাজিয়াবাদ, পাকিস্তানের ফয়জলাবাদ, গুজরনওয়ালা, চিনের হটান, এই শহরগুলিই সারা পৃথিবীর সবচেয়ে দূষিত শহর। উল্লেখ্য, এই প্রথম পঞ্চাশটি শহরের তালিকায় নেই কলকাতা।

উত্তর-পূর্ব ভারতের শহরগুলি এই তালিকায় ওপরের দিকে আছে। সবচেয়ে নোংরা শহর হিসেবে চিহ্নিত গাজিয়াবাদ। গ্রিন হাউস গ্যাস নিঃসারণই দূষণের মূল কারণ। মনে করছেন পরিবেশবিজ্ঞানীরা। আইকিউ এয়ার ভিসুয়াল সমীক্ষা চালিয়েছিল মোট ৩৫৫-টি শহরে। দেখা যাচ্ছে পৃথিবীর মাত্র ৫-টি শহর আইকিউ হু নির্ধারিত দূষণমাত্রার নিচে। তালিকায় রয়েছে পাকিস্তানের বেশ কিছু শহরের নামও। ফয়জলবাদ, লাহোর তার মধ্যে অন্যতম। দিল্লিতে একিউআই-এর মাত্রা কোথাও ৯০০ তো কোথাও ১৬০০ ছুঁয়েছে এই শীতের শুরুতেই। বাতাসে ভাসমান ধুলিকণার নিরিখে পশ্চিমবঙ্গের মহানগর ও শহরতলিগুলির বাতাসও যথেষ্ট দূষিত। শ্বাসনালী, ফুসফুসের ক্যান্সার, হাঁপানির সমস্যায় ভুগতে শুরু করেছেন অনেকে। বায়ুদূষণের কারণে ভারতে বছরে গড়ে ১২ লক্ষ লোকের মৃত্যু হয়। শুধু ২০১৭ সালেই ২ লক্ষ শিশু মারা গিয়েছে বায়ুদূষণজনিত রোগে, যার মধ্যে আছে অপরিণত অবস্থায় জন্ম, অপুষ্টি, হৃদরোগ, উচ্চ-রক্তচাপ ইত্যাদি।

● **নিউ ইয়র্কে প্লাস্টিকের ব্যাগে নিষেধাজ্ঞা :**

মার্চ মাস থেকে একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিকে নিষেধাজ্ঞা জারি হচ্ছে নিউ ইয়র্ক প্রদেশ জুড়ে। ওষুধ বা কাঁচা মাংসের দোকান ছাড়া কোথাও একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক ব্যবহার করা যাবে না। ক্রেতারা বাড়ি থেকে ব্যাগ নিয়ে আসতে পারেন। অন্যথায়, দোকান থেকে ৫ সেন্ট দিয়ে কাগজের ব্যাগ কিনতে হবে তাদের। নিউ ইয়র্কের সেনেটরেরা গত বছর ৩১ মার্চ এই নিষেধাজ্ঞায় অনুমোদন দিয়েছিলেন। তখনই বলা হয়েছিল, আগামী অর্থবর্ষ থেকে চালু হবে এই নিষেধাজ্ঞা। সেই মতো নির্দেশিকা জারি করেছে নিউ ইয়র্কের পরিবেশ সংরক্ষণ দপ্তর। ২০২০ সালের ১ মার্চ থেকে অল্প কিছু দোকান ছাড়া কোথাও একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিকের ব্যাগ আর ব্যবহার করা যাবে না।

নিউ ইয়র্কের পরিবেশ সংরক্ষণ দপ্তরের এক মুখপাত্র জানিয়েছেন, বছরে ২,৩০০ কোটি একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক ব্যাগ ব্যবহার করা হয় এই প্রদেশে। এই বিপুল পরিমাণ প্লাস্টিকের বেশিরভাগটাই জড়ো হয় সমুদ্রে। পরিবেশ দূষণে রাশ টানতে এবং বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের জন্যই এই পদক্ষেপ, জানিয়েছেন দপ্তরের মুখপাত্র। কাগজের ব্যাগ বিক্রি করে যে ৫ সেন্ট পাওয়া যাবে, তার থেকে ৩ সেন্ট যাবে পরিবেশ সংরক্ষণের কাজে।

● **বিএস-৬ তেল :**

আগামী ১ এপ্রিল থেকে দেশে গাড়ির জন্য নতুন দূষণ বিধি 'ভারত স্টেজ-৬' (বিএস-৬) চালু হচ্ছে। ৩১ মার্চের পরে বর্তমান বিধি 'বিএস-৪' মেনে আর কোনও গাড়ি তৈরি করা যাবে না। ফলে মার্চ ফুরোনোর পর থেকে বাধ্যতামূলকভাবে বিএস-৬ মাপকাঠি অনুযায়ী তৈরি গাড়ির জন্য উপযুক্ত পেট্রোল ও ডিজেলই সরবরাহ করতে হবে তেল সংস্থাগুলিকে। ওই পথে হাঁটতে এরাজ্যে ইতোমধ্যেই তাদের পাম্পে বিএস-৬ মাপকাঠির ওই দুই জ্বালানির জোগান শুরু হয়ে গিয়েছে বলে জানিয়েছে ইন্ডিয়ান অয়েল (আইওসি)।

আইওসি-র ইডি তথা পশ্চিমবঙ্গ সার্কেলে সংস্থাটির প্রধান প্রীতিশ ভরত জানান, আপাতত তারা বিএস-৪ মাপকাঠির সঙ্গে মিশিয়ে বিএস-৬ মাপকাঠির পেট্রোল-ডিজেল সরবরাহ শুরু করেছেন। এভাবে ধাপে ধাপে বিএস-৪ মাপকাঠির জোগান বন্ধ করে দেওয়া হবে। ফলে ১ এপ্রিল থেকে শুধুই বিএস-৬ তেলের জোগানে কোনও সমস্যা হবে না, দাবি তার।

প্রসঙ্গত, ১ এপ্রিলের পরে বিএস-৪ গাড়ি চললেও, নতুন সব গাড়িই বিএস-৬ মাপকাঠির হতে হবে। তবে বিএস-৪ গাড়িতে বিএস-৬ জ্বালানি ভরা যাবে। কিন্তু বিএস-৬ গাড়িতে বিএস-৪ জ্বালানি ভরা যাবে না। আইওসি-র চেয়ারম্যান সঞ্জীব সিং জানান, বিএস-৬ মাপকাঠির উন্নত জ্বালানি উৎপাদনের জন্য তিনটি রাষ্ট্রায়ত্ত তেল সংস্থা প্রায় ৩৫,০০০ কোটি টাকা লগ্নি করেছে। এর মধ্যে ১৭,০০০ কোটি টাকা লগ্নি করেছে আইওসি। হলদিয়ার শোধনাগার উন্নীত করতে আইওসি ৩,০০০ কোটি টাকা ঢেলেছেন।

এছাড়া বিভিন্ন ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গে সংস্থাটি লগ্নি করছে আরও ৩,৬৮৯ কোটি টাকা। জোর দেওয়া হচ্ছে জৈব বর্জ্য থেকে সিএনজি উৎপাদনের উপরেও। এজন্য এরাজ্যে দু'টি সংস্থাকে বরাত দিয়েছে আইওসি। পাশাপাশি জৈব গ্যাস থেকেও রান্নার গ্যাস (এলপিজি) উৎপাদনের জন্য গবেষণা চালাচ্ছে সংস্থাটি। সেই শাখার কর্তা এস. এস. ভি. রামকুমারের আশা, দু'তিন বছরের মধ্যে সেই গবেষণা সাফল্যের মুখ দেখবে।

প্রয়াণ

● **ল্যারি টেসলার :**

'কাট/কপি/পেস্ট'-এর জনক ল্যারি টেসলার চলে গেলেন। বিল গেটস, স্টিব জোবস, ডেনিস রিচির মতো তিনি সাধারণ মানুষের কাছে ততটা পরিচিত না হলেও টেকনলিজর সঙ্গে জড়িত মানুষের কাছে ল্যারি টেসলার একটি গুরুত্বপূর্ণ নাম। গত ১৭ ফেব্রুয়ারি তিনি মারা যান, বয়স হয়েছিল ৭৪ বছর। ১৯৪৫ সালের ২৪ এপ্রিল নিউ ইয়র্কে জন্মগ্রহণ করেন ল্যারি। স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কম্পিউটার সায়েন্সের ডিগ্রি লাভ করেন ১৯৬০-এর দশকে। অ্যাপল, অ্যামাজন, ইয়াহু, জেরক্সের মতো সংস্থায় কাজ করেছেন।

পড়াশোনা শেষ করার পর তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থা জেরক্স-এ যোগ দেন। সেখানে কাজ করার সময় ১৯৭০ সাল নাগাদ তিনি এই কাট/কপি/পেস্ট-এর কনসেপ্ট আবিষ্কার করেন। সেসময় তিনি পালো অল্টো রিসার্চ সেন্টারে কাজ করছিলেন।

জেরক্সের পর তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থা অ্যাপল-এ যোগ দেন। সেখানে তিনি ১৯৮০ থেকে ১৯৯৭-এর মাঝামাঝি পর্যন্ত কাজ করেন। অ্যাপল নেট-এর ভাইস প্রেসিডেন্ট-এর দায়িত্ব সামলেছেন। এর পর তিনি নিজে একটি সংস্থা গড়ে তোলেন, 'স্টেজকাস্ট সফটওয়্যার'। এই সংস্থা, বাচ্চাদের প্রোগ্রামিং কনসেপ্ট শিখতে সাহায্য করে। পরে অ্যামাজনে যোগ দেন। সেখান থেকে যোগ দেন ইয়াহুতে। মৃত্যুর আগে তিনি সান ফ্রানসিস্কোর বে এরিয়াতে নিজের অফিসে টেকনোলজি সংক্রান্ত কনসালটেন্সির কাজ করতেন।

● **কৃষ্ণা বসু :**

শিক্ষাবিদ ও রাজনীতিবিদ কৃষ্ণা বসু (৮৯) প্রয়াত। গত ২২ ফেব্রুয়ারি কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে মৃত্যু হয় তার। বেশ কিছু দিন ধরেই বার্ধক্যজনিত নানা সমস্যায় ভুগছিলেন কৃষ্ণদেবী। গত ১৬ ফেব্রুয়ারি অসুস্থতা নিয়ে ভর্তি হয়েছিলেন ওই হাসপাতালে। তিনি সেখানেই মারা যান। শেষকৃত্যর সময় গান স্যালুটে বিদায় জানানো হল কৃষ্ণা বসুকে।

১৯৩০-এর ২৬ ডিসেম্বর পূর্ববঙ্গে জন্ম। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভের পর শুরু করেন শিক্ষকতা। প্রায় ৪০ বছর সিটি কলেজে অধ্যাপনা করেছেন। ওই কলেজে অধ্যক্ষও ছিলেন। যাদবপুর কেন্দ্র থেকে লড়ে টানা তিনবার লোকসভার সাংসদ। ১৯৯৬-এ কংগ্রেসের হয়ে লড়ে প্রথমবারের জন্য সাংসদ হন। ১৯৯৮ ও ১৯৯৯-এ তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ। বিদেশ মন্ত্রকের সংসদীয় কমিটির চেয়ারম্যানও হয়েছিলেন তিনি। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর ভাইপো চিকিৎসক শিশির বসুর স্ত্রী ছিলেন কৃষ্ণা। তার পুত্র সুগত বসুও ২০১৪-য় তৃণমূলের টিকিটে যাদবপুর থেকে জিতে লোকসভায় গিয়েছিলেন। রাজনীতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত কৃষ্ণা বসু শিক্ষাবিদও ছিলেন। কৃষ্ণা বসু 'অ্যান আউটসাইডার ইন পলিটিক্স', 'এমিলি অ্যান্ড সুভাষ', 'লস্ট অ্যাড্রেসেস', 'চরণরেখা তব', 'প্রসঙ্গ সুভাষচন্দ্র', 'ইতিহাসের সন্ধানে' ইত্যাদি গ্রন্থের লেখিকা ছিলেন।

● **তাপস পাল :**

গত ১৮ ফেব্রুয়ারি মুম্বাইয়ের হাসপাতালে ৬১ বছর বয়সে চলে গেলেন বাংলা চলচ্চিত্রের নায়ক, দু'বারের সাংসদ তাপস পাল। প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে তাপসের পদার্পণ অধুনালুপ্ত আলিপুরের বিধায়ক হিসেবে। দু'বারের বিধায়ক তাপস, ২০০৯ এবং ২০১৪-য় কৃষ্ণনগরের সাংসদও নির্বাচিন হন। ১৯৮০ সালে তরুণ মজুমদার পরিচালিত 'দাদার কীর্তি' দিয়ে বাংলা সিনেমায় পথ চলা শুরু। আর ১৯৮৪ সালে মুক্তি পাওয়া 'অবোধ' নামের হিন্দি সিনেমাতে তাপস পালের সঙ্গে অভিনয় দিয়েই নিজের ফিল্মি ক্যারিয়ার শুরু করেছিলেন মাধুরী দীক্ষিত।

● **অশোক চট্টোপাধ্যায় :**

প্রয়াত প্রাক্তন ফুটবলার অশোক চট্টোপাধ্যায়। বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর। কলকাতার দুই প্রধান মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল ছাড়াও বাংলা ও ভারতীয় দলের হয়ে খেলেছেন তিনি। গত ২১ ফেব্রুয়ারি তার মৃত্যুর খবরে শোকস্তব্ধ হয়ে যায় ভারতের ফুটবল মহল।

ভারতের হয়ে ৩০-টি ম্যাচে প্রতিনিধিত্ব করা স্বর্ণযুগের স্ট্রাইকার অশোক চট্টোপাধ্যায় প্রথম জাতীয় দলের জার্সি গায়ে নামেন ১৯৬৫ সালের মারডেকা কাপে জাপানের বিরুদ্ধে। জাতীয় দলের হয়ে ১০-টি গোল রয়েছে তার। যার মধ্যে ১৯৬৬ সালের মারডেকা কাপে জাপানের বিরুদ্ধে ভারতের ৩-০ জয়ে জোড়া গোল করেছিলেন তিনি। ভারতের হয়ে ১৯৬৬ সালের এশিয়ান গেমসেও খেলেছিলেন অশোক চট্টোপাধ্যায়।

প্রয়াত এই ফুটবলারের জন্ম ও বেড়ে ওঠা হাওড়ার হালদারপাড়া লেনে। জাতীয় স্কুল ফুটবলে খেলতে গিয়েই প্রথম নজর কাড়েন তিনি। ১৯৬০ সালে মোহনবাগান জুনিয়র দলে যোগ দেন। মোহনবাগান সিনিয়র দলে ১৯৬২-'৬৮ ও ১৯৭২ সালে খেলেছেন। ১৯৬৯-'৭১-এ খেলেন ইস্টবেঙ্গলের হয়ে।

● **হ্যারি গ্রেগ :**

গত ১৬ ফেব্রুয়ারি প্রয়াত হলেন ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড ও উত্তর আয়ারল্যান্ডের সর্বকালের অন্যতম সেরা গোলকিপার হ্যারি গ্রেগ। বয়স হয়েছিল ৮৭ বছর।

গ্রেগ অবশ্য ফুটবল মাঠে তার দুরন্ত পারফরম্যান্স ছাড়াও বিখ্যাত তার সাহসিকতার জন্য। ১৯৫৭ সালের ডিসেম্বরে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড-এ গ্রেগ যোগ দিয়েছিলেন সেসময়ে রেকর্ড পরিমাণ অর্থে। এর তিন মাস পরেই ৬ ফেব্রুয়ারি বেলগ্রেড থেকে ইউরোপীয় কাপের ম্যাচ খেলে ফিরছিল ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড। জ্বালানি ভরার জন্য মিউনিখ বিমানবন্দরে নেমেছিল উড়ান। কিন্তু তার পরে উড়তে গিয়েই দুর্ঘটনায় পড়ে বিমানটি। আগুন ধরে যায়। যে ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছিলেন আট ম্যান ইউ ফুটবলার-সহ ১৫ জন।

সেদিন অভিশপ্ত সেই উড়ানে ছিলেন গ্রেগ। তার শরীর রক্তে ভেসে যাওয়া সত্ত্বেও ববি চার্লটন ও জ্যাকি ব্ল্যাঞ্চফ্লাওয়ারকে অগ্নিদগ্ধ বিমান থেকে রক্ষা করে বাইরে এনেছিলেন। গ্রেগের প্রচেষ্টাতেই প্রাণ বাঁচে সাবেক যুগোস্লাভিয়ার রাষ্ট্রদূতের অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী ভেরা লুকিচ ও তার কন্যা ভেনেসার। আজও গ্রেগকে মিউনিখের এই অভিশপ্ত ঘটনার 'নায়ক' বলে ডাকেন ম্যান ইউ ভক্তেরা। এই ঘটনার দু'সপ্তাহ পরেই এফএ কাপে শেফিল্ডের বিরুদ্ধে খেলতে নেমে কোনও গোল খাননি এই সাহসী গোলকিপার।

● **হোসনি মুবারক :**

টানা ৩০ বছর ক্ষমতায় থাকার পরে গণ-অভ্যুত্থানের জেরে ক্ষমতাচ্যুত হয়েছিলেন। তার পর জেলে গিয়েও ছাড়া পেয়েছিলেন। মিশরের সেই প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট হোসনি মুবারক গত ২৫ ফেব্রুয়ারি প্রয়াত হয়েছেন। বয়স হয়েছিল ৯১ বছর। ক্ষমতায় থাকাকালীন আগাগোড়াই আমেরিকার ঘনিষ্ঠ হিসেবে পরিচিত ছিলেন তিনি। উঠেছে দুর্নীতির বহু অভিযোগও। মিশর ও ইজরায়েলের মধ্যে শান্তিচুক্তির মধ্যস্থতাকারী মুবারকের বিরুদ্ধে ২০১১ সালে কায়রোর তাহরির স্কোয়ারে বিক্ষোভে নামে আমজনতা। অভিযোগ ওঠে, সেই আন্দোলন রুখতে গণহত্যার নির্দেশ দিয়েছিলেন মুবারক। সেই দায়েই ২০১২ সালে তার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। ৫ বছর বাদে জেল থেকে মুক্তি পান মুবারক। তার পর থেকে নিজের বাড়িতেই ছিলেন। গত ২৩ জানুয়ারি তার অস্ত্রোপচার হয়। মিশরের সংবাদমাধ্যম জানায়, দেশেরই একটি সামরিক হাসাপাতলে মৃত্যু হয়েছে প্রাক্তন প্রেসিডেন্টের।❑

সংকলক : রমা মন্ডল, পম্পি শর্মা রায়চৌধুরী

(বিবিধ সূত্র থেকে সংকলিত)

আমাদের প্রকাশনা

India - 2020

সংকলন : New Media Wing

ISBN-978-81-230-3239-9, মূল্য : ৩০০ টাকা

এই বার্ষিক রেফারেন্স প্রকাশনাটি ভারত সরকার, রাজ্য সরকার তথা বিভিন্ন কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলসমূহের প্রশাসনের বিবিধ নীতি ও প্রকল্প/কর্মসূচিসমূহ বিশদে তুলে ধরে।

বিবিধ ক্ষেত্রে দেশের অগ্রগতির সারসংক্ষিপ্ত দলিলের লিপিবদ্ধ রূপ এই সংকলন। গ্রামীণ থেকে শুরু করে নগর সংক্রান্ত; শিল্প থেকে পরিকাঠামো; বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি থেকে শিল্প কলা ও সংস্কৃতি; অর্থনীতি থেকে স্বাস্থ্য; প্রতিরক্ষা থেকে শিক্ষা ও মাস কমিউনিকেশন—বিকাশের এমন কোনও দিক নেই যা অধরা রয়ে যায়। নির্ভুল তথ্য ও পরিসংখ্যানের কারণে এই সংকলন গ্রন্থ শিক্ষার্থী, গবেষক এবং শিক্ষাবিদ মহলের জন্য এক রত্নভাণ্ডার বিশেষ।❑

জানেন কি?

প্রসঙ্গ : COVID-19

করোনা ভাইরাস এমন এক ভাইরাস গণ (genus) বিপুল সংখ্যক ভাইরাস প্রজাতি (species) যার অন্তর্ভুক্ত। মানুষ এবং পশু উভয়ের ক্ষেত্রেই শারীরিক অসুস্থতা ঘটায় এই ভাইরাস সংক্রমণ। পশুদেহে সংক্রমণকারী করোনা ভাইরাস সচরাচর মানুষের মধ্যে সংক্রমণ ঘটায় না; তবে কদাচিৎ তেমনটা ঘটলে তা প্রায় মহামারীর রূপ নেয়। যেমনটা ইতোপূর্বে প্রত্যক্ষ করা গিয়েছিল ২০০৩ সালে, Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) হিসাবে তথা ২০১৪ সালে Middle East Respiratory Syndrome (MERS) হিসাবে।

বিগত বছরের শেষ দিনটিতে, অর্থাৎ ৩১ ডিসেম্বর চিনে নভেল করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের খবর প্রকাশ্যে আসে। ২০১৯-এর ডিসেম্বর মাসের প্রথম দিকে চিনের হুবেই প্রদেশের সামুদ্রিক খাদ্যসম্ভারের বাজারে প্রথম এই সংক্রমণের প্রাদুর্ভাব নজরে পড়ে এবং ঝড়ের গতিতে তা সেদেশের সমস্ত প্রদেশে ছড়িয়ে পড়ে। শুরুতে, নিউমোনিয়ার মতো রোগ লক্ষণযুক্ত ইউহান করোনা ভাইরাসকে উল্লেখ করা হচ্ছিল 2019-nCoV (novel coronavirus) নামে। পরে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা সরকারিভাবে এর নামকরণ করে "COVID-19"। চলতি বছরের ৩০ জানুয়ারি তারিখে WHO এই মহামারীকে ''জনস্বাস্থ্য সংকটজনিত আন্তর্জাতিক উদ্বেগের বিষয়" (Public Health Emergency of International Concern বা PHEIC) হিসাবেও ঘোষণা করে।

এই সংক্রমণের সাধারণ লক্ষণ হল শ্বাসযন্ত্রের সমস্যা, জ্বর, সর্দিকাশি, শ্বাসকষ্ট ইত্যাদি। সংক্রমণের মাত্রা যদি মারাত্মক হয়, তবে সংক্রামিত ব্যক্তি নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হতে পারেন, তীব্র শ্বাসজনিত সমস্যা হতে পারে, এমনকী কিডনি বিকল তথা মৃত্যুও হতে পারে। সংক্রমণ ছড়ানো ঠেকাতে সাধারণভাবে কিছু পরামর্শ হল, নিয়মিত হস্ত প্রক্ষালন, হাঁচি বা কাশির সময় নাকে-মুখে রুমাল ইত্যাদি চাপা দেওয়া, মাংস বা ডিম সুসিদ্ধ করে খাওয়া। হাঁচি-কাশির মতো শ্বাসজনিত অসুস্থতা দেখা যাচ্ছে এমন ব্যক্তির নিকট সংস্পর্শ এড়িয়ে চলা।

করোনা ভাইরাসের সংক্রমণযোগ্য রূপধারণ পর্ব (incubation period), বিস্তারের ধরণ, সুস্পষ্ট রোগলক্ষণের প্রকাশ ছাড়াই সংক্রমণ (subclinical infection), বংশবিস্তার পর্ব (period of virus shedding) ইত্যাদি দিকগুলি নিয়ে সঠিক তথ্য পেতে বহু গবেষণার অবকাশ আছে। কোনও মানুষ এই ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হলে অন্তত সপ্তাহ দুয়েক লেগে যায় রোগলক্ষণ প্রকাশ পেতে। "Radiology" নামক চিকিৎসাবিজ্ঞানের বিশেষ শাখার সাহায্যে নিউমোনিয়ার লক্ষণের প্রমাণ মেলা সম্ভব। ১০ থেকে ২০ শতাংশ কেসে রোগ এত মারাত্মক রূপ নিতে পারে যে রোগীকে ভেন্টিলেশনে রাখার দরকার পড়তে পারে। ২ শতাংশের মতো ক্ষেত্রে সংক্রামিত ব্যক্তি মৃত্যু মুখে পতিত হন। নভেল করোনা ভাইরাসের ক্ষেত্রে একজন মানুষ থেকে অন্য মানুষের মধ্যে সরাসরি রোগবিস্তার লক্ষ্য করা গেছে। রোগাক্রান্ত ব্যক্তির নিকট সংস্পর্শে এলে হাঁচি-কাশি-কথা বলার সময় শরীর নিঃসৃত বাতাসবাহিত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জলকণার (droplets/aerosols) মাধ্যমে এই সংক্রমণ ঘটে। কোনও সংক্রামিত ব্যক্তির মলের নমুনায় যদি এই ভাইরাসের অস্তিত্ব মেলে তবে সেই জনস্বাস্থ্য সংক্রান্ত রিপোর্টকে গুরুত্ব দিয়ে কাজে লাগাতে হবে। nCoV সংক্রমণ বলে সন্দেহভাজন ও সম্ভাব্য যাবতীয় কেসকে তৎক্ষণাৎ জনবিচ্ছিন্ন করে চিকিৎসার উদ্যোগ নিতে হবে। সর্বজনীন মামলা হিসাবে বিবেচনা করে রোগের বিস্তার প্রতিরোধে নামতে হবে। এযাবৎকালীন এই ভাইরাসের মহামারীর ক্রমবর্ধমান তীব্রতার রূপ প্রত্যক্ষ করে এটা বলা যেতে পারে যে শুধুমাত্র স্বাস্থ্য নয়, বরং সমস্ত ক্ষেত্রজুড়ে ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস জরুরি। এদেশে এই রোগের অনুপ্রবেশ রুখতে ও বিস্তার নিয়ন্ত্রণে ইতোমধ্যেই একগুচ্ছ কর্মকাণ্ড চালু করেছে ভারত সরকার। ভারতে নভেল করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ ছড়ানোর ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণে আরও বিবিধ পন্থা অবলম্বন করা হয়েছে। চিনের হুবেই প্রদেশে দিন দিন মহামারী পরিস্থিতির নিদারুণ অবনতি প্রত্যক্ষ করে শুরুতেই ভারত সরকার হুবেই প্রদেশের ইউহান এবং লাগোয়া অন্যান্য শহর থেকে ভারতীয় ছাত্র-ছাত্রীদের দেশে ফিরিয়ে নিয়ে আসে।❑

সূত্র : বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ও পি আই বি
(১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে লেখা)

Published on 10th of every month
Posted on 12-13 of every month
DHANADHANYE (Yojana-Bengali)
Price Rs. 30.00

March, 2020
R.N.I. No. 19740/69

Celebrate Mahatma's 150th Birth Anniversary with our Gandhian Literature

150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

Publications Division

Ministry of Information & Broadcasting, Government of India

For placing orders, please contact:

Ph : 033-2248-8030 / 2576 / 6696, e-mail : kolkatase.dpd@gmail.com

To buy online visit: www.bharatkosh.gov.in

e-version of select books available on Amazon and Google Play

website: www.publicationsdivision.nic.in

Follow us on @ DPD_India

কেন্দ্রীয় তথ্য এবং সম্প্রচার মন্ত্রকের পক্ষে প্রকাশন বিভাগের প্রধান মহানির্দেশক, ইরা যোশী কর্তৃক
৮, এসপ্ল্যানেড ইস্ট, কলকাতা-৭০০ ০৬৯ থেকে প্রকাশিত এবং
ইস্ট ইন্ডিয়া ফটোকম্পোজিং সেন্টার, ৬৯, শিশির ভাদুড়ী সরণী, কলকাতা-৭০০ ০০৬ থেকে মুদ্রিত।